

অধ্যায়-১

সূচনা ও পটভূমি

Introduction and Background

১. সূচনা (Introduction)

অবকাঠামো উন্নয়নের দিক থেকে রায়পুর পৌরসভায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যত্রতত্র ভাবে আবাসন গড়ে উঠেছে। শিক্ষার নিম্ন হার এবং দিনে দিনে কৃষি জমি কমে যাওয়ার কারণে দারিদ্র্যতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। রায়পুর পৌরসভার যে, নিজস্ব আয় রয়েছে তা দিয়ে পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন দেয়ার পর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে অবকাঠামো উন্নয়ন করা সম্ভব হয়না, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে কোন পরিকল্পিত পরিকল্পনা ছাড়াই অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। ভবিষ্যত বিবেচনা করে রায়পুর পৌরসভা একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) এর আওতায় নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি বা Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) এর প্রথম পর্যায়ে ৭ টি কার্যক্রমের মধ্যে ‘জেডার এ্যাকশন প্ল্যান’ (GAP) ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP) ইত্যাদিসহ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ Pourashava Development Plan (PDP) প্রণয়ন একটি অন্যতম শর্ত। প্রকল্পটি কর্ম সম্পাদনের সুনির্দিষ্ট মান অর্জনের (Performance Criteria) ভিত্তিতে একটি পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যে সকল পৌরসভা সঠিক সময়ে পিডিপি প্রণয়নসহ সকল শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবে সে সকল পৌরসভা প্রকল্প সহায়তা পাবে না।

দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন দর্শনকে সামনে রেখে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে রায়পুরপৌরসভার “পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা” (পিডিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পিডিপি পৌর জনগণের অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন ও আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণে নাগরিকদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং বিদ্যমান অবস্থা নিরূপণ ও তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এ জন্য যে সকল পদ্ধতি বা Tools ব্যবহার করে হয়েছে সেগুলোর মধ্যে Base Line Survey (Secondary Survey), মাস্টার প্ল্যান, Focus Group Discussion (FGD) এবং ওয়ার্ড ভিশন ও পৌরসভা ভিশন অংশীলনে ষ্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণ অন্যতম।

১.১ পটভূমি (Background)

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পৌরসভা হলো স্থানীয় সরকার কাঠামোর অন্যতম উন্নয়ন প্রতিনিধি। তুনমূল পর্যায়ে এটা একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও বটে। প্রাচীন জনপদের নগরের পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, রাস্তা সংস্কার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নগররাষ্ট্র বা পৌরসভার অবদান অতীব পুরাতন। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্র থেকে শুরু হয়ে বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পৌরসভা সমূহ স্থানীয়ভাবে অর্থ উপার্জন, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাকরণে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের অন্যতম স্তর হলো পৌরসভা। নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (UGIAP) এর ৭ টি কার্যক্রমের মধ্যে জেডার এ্যাকশন প্ল্যান (GAP) ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) ইত্যাদিসহ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন একটি অন্যতম শর্ত। UGIAP এর প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে PDP প্রণয়নের জন্য ০১ মার্চ ২০২২ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে।

প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী উক্ত ৭টি কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নে সক্ষম হলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হবে এবং প্রকল্পের আওতায় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট ৭টি কার্যক্রম দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করে পৌরসভা সমূহ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করবে এবং অতিরিক্ত বিনিয়োগের অর্থ পাবে। UGIAP বাস্তবায়ন করার দক্ষতার মাপকাঠির ভিত্তিতে বিনিয়োগের অর্থ কম/বেশী হতে পারে। পিডিপি

সফল ভাবে প্রণয়নের জন্য প্রকল্প ভুক্ত প্রতিটি পৌরসভার জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতঃ পৌরসভার ভবিষ্যত উন্নয়ন দর্শন, বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগের জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ সহ সুশাসন উন্নয়নের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। নারী, দারিদ্র্য ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি নিয়ে TLCC, WC অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ গঠন এবং সেগুলোর মাধ্যমে একাধিক আলোচনা সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পিডিপি প্রণয়ন করা হয়। রায়পুর পৌরসভার পিডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যে সকল পদ্ধতি বা Tools ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে Base Line Survey, পরিবার জরিপ (House Hold Survey), Focus Group Discussion (FGD) এবং ওয়ার্ড ভিশন ও পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণ অন্যতম।

রায়পুর পৌর জনগণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ মূলক প্রক্রিয়া অনুশীলন ও খোলামেলা আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণের পর নাগরিকদের চাহিদার অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বিদ্যমান অবস্থা নিরূপণ করে পুংখানুপুঞ্জ ভাবে বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে পিডিপি প্রণীত হয়েছে। পিডিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যে সকল পদ্ধতি বা Tools ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বেইজ লাইন সার্ভে উৎস(Secondary Source) হতে তথ্য সংগ্রহ, নমুনা পরিবার জরিপ তথ্য (HH Survey), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ফলাফল (FGD), ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলনে স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণ করা ছিল অন্যতম লক্ষ্য।

১.২ পরিকল্পনা কি? (Introduction to Planning)

মি. নিউম্যান বলেন - ভবিষ্যতে কি করতে হবে তার অগ্রীম সিদ্ধান্তকে পরিকল্পনা বলে। ও. ডোনেল এর মতে কোনদিন, কোথায়, কোন কার্য, কার দ্বারা এবং কিভাবে সম্পন্ন হবে তা স্থির করাই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সাধারণ অর্থে- ভবিষ্যত কার্যক্রমের পূর্ব নির্ধারিত নকশা বা চিত্রকে পরিকল্পনা বলে। ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন উপায় ও উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কি করতে হবে, কি ভাবে করতে হবে, কখন ও কত সময়ে করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের পূর্ব নির্ধারিত প্রতিচ্ছবি কে পরিকল্পনা বলে।

পরিকল্পনা বলতে যা বুঝা যায় তা হলো কোন কাজ করার পূর্বে সে কাজ সম্বন্ধে গবেষণা করা এবং কাজটিকে এমন ভাবে সাজানো হয় যেন কাজটির উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে অর্জন করা যায়। সফল পরিকল্পনার জন্য নিম্নের বিষয় সমূহে গুরুত্বারোপ করা হয়।

- সকল স্থাপনা ও টেকসই যোগাযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করা;
- সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সঠিক ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করা;
- জনগণের জন্য পর্যাপ্ত সেবা প্রদান করা;
- জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা;
- জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা; এবং
- অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম (Urban Governance and Infrastructure Improvement Program) এর আওতায় পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- নগর অবকাঠামো উন্নয়নকরণ,
- পৌরসভা অবকাঠামো ও পরিচালন পদ্ধতির উন্নতিকরণ,
- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উপ-প্রকল্প নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঠিক করে কৌশল প্রণয়ন ও প্রয়োগের গতিশীল প্রচেষ্টাকে সংযোজিত করেছে। এটাই পিডিপি'র অনন্য বৈশিষ্ট্য।

১.৩ পিডিপি বিষয়ে সাধারণ আলোকপাত (Overview on PDP)

পিডিপি হচ্ছে পৌর শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের চাহিদা চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত হয় এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা দ্বারা সমর্থিত। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম (Urban Governance and Infrastructure Improvement Program) ভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন 'ভিশন' এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে PDP(পিডিপি) প্রণয়ন করা হয় যেখানে একাধিক ব্যক্তি কার্য সম্পাদনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে।

১.৪ পিডিপি প্রণয়নের উদ্দেশ্য (Objectives of PDP Preparation)

PDP প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য/অভিপ্রায় সমূহ নিম্নে বর্ণিত হল:

- (ক) দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন 'ভিশন' ও উন্নয়ন কৌশল এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নের সামর্থ্য অর্জন;
- (খ) সু-শৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে একই ধরনের মাপকাঠি অনুসরণ, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, কর্ম সম্পাদনের মানদণ্ড নির্ধারণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন করা;
- (গ) পৌরসভা তাদের নিজেদের দ্বারা নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- (ঘ) অবকাঠামো ও সেবা সমূহ উন্নয়নের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করার মাধ্যমে স্থায়ীত্বপূর্ণ উন্নয়ন ধারা প্রবর্তন;
- (ঙ) কমিউনিটি চাহিদা মোতাবেক অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মহিলা, দারিদ্র্য ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের (যেখানে নাগরিকগণ পৌর কর্মকর্তাদের সাথে একত্রে কাজ করার সুযোগ পাবে) মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও নাগরিক সংস্কৃতিক (সিভিক কালচার) প্রবর্তন;
- (চ) উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে জেডার বিষয় সমন্বিত করতঃ জেডার একশন প্ল্যান তৈরী ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় জেডার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিকরণ; এবং
- (ছ) TLCC ও WCতে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত ও যথার্থ অংশগ্রহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ তাদের অংশগ্রহণে PRAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠিকে সমন্বিত করা।

এছাড়াও :

- ১) দীর্ঘ মেয়াদী, মধ্য থেকে স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপকল্প ও কৌশল সম্পর্কিত সম্মিলিত ধারণার ভিত্তিতে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়ন;
- ২) নিয়মানুগ আর্থিক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার বিবেচনার জন্য সমন্বিত মানদণ্ডসহ কার্যকরী বিনিয়োগ পরিকল্পনা, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ এবং পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম প্রেক্ষাপটে, পৌরসভা সমূহ ইউজিআইআইপি এ যেসব উপ-প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করবে, তা পিডিপি'র বিনিয়োগ পরিকল্পনা থেকে নির্বাচিত হতে হবে।

১.৫ পিডিপির মূল উপাদানসমূহ (Main Components of PDP)

পিডিপি হচ্ছে পৌরসভার একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা। পৌরসভার উন্নয়ন রূপকল্প, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, নগর অবকাঠামো ও পরিসেবা, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনা, আর্থিক পরিকল্পনা, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উন্নয়ন মূলক বিষয়সহ বিস্তৃত পরিসরের উন্নয়ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। জেডার কৌশল ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলও পিডিপি'র আওতাভুক্ত।

এছাড়াও, মহা পরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ড্রেনেজ মহা পরিকল্পনা, পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, সড়ক সংযোগ পরিকল্পনা এবং অন্যান্য পরিকল্পনা ও বিষয় সন্নিবেশিত থাকে, যার মধ্যে অনেকগুলো পিডিপি'র উপাদানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। অতএব পৌরসভাকে পিডিপি ও মহা পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় বিধান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১.৬ পিডিপির প্রয়োজনীয়তা (Importance of PDP)

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, পৌরসভা সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য নগর উন্নয়ন আজ অঙ্গি সু-পরিকল্পিত নয় এবং সকল জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছায়নি। পরিশুদ্ধ পরিকল্পনা ব্যতীত অবকাঠামো উন্নয়নের অভিস্ট ফলাফল অর্জিত হতে পারে না। অন্যদিকে, অবকাঠামো উন্নয়নে পরিশুদ্ধ, সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন অন্যান্য অবকাঠামোর সাথে অতিরিক্ত ফলাফল সহজে নিশ্চিত করে। সে কারণে, পৌরসভা সমূহের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য পিডিপি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

PDP প্রণয়নের গুরুত্ব নিম্নরূপ :

- ১। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন করা;
- ২। ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা;
- ৩। কারবারে সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা;
- ৪। ভবিষ্যত দর্শন করা;
- ৫। ব্যয় হ্রাসকরণ করা;
- ৬। দক্ষতা অর্জন করা;
- ৭। PDPএর মাধ্যমে জনগণের সমস্যা সমাধান করা;
- ৮। সঠিক কার্যধারা অনুসরণ করা।

একটি উত্তম পরিকল্পনা হতে উপরোক্ত সুবিধাগুলো লাভ করা যায়। তাই এটা হবে আধুনিক ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নে সব সময় সতর্ক ও ব্যতিব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

১.৭ পিডিপির ব্যাপ্তি (Scope of PDP)

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর আওতায় বাংলাদেশের ৩৭টি পৌরসভায় পিডিপি প্রণয়নসহ ৫ বছর মেয়াদি উন্নয়ন কার্যক্রম ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পিডিপির ব্যাপ্তি :

পিডিপি প্রণয়নের প্রথম হতে শেষ অঙ্গি সাধারণ ভাবে নিম্নে উল্লেখিত অঙ্গ সমন্বয়ে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণীত হবেঃ

ক) পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো ও সেবা সরবরাহের মান উন্নত করণের আওতায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি উন্নয়ন, বাজার, রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, সেতু-কালভার্ট, কসাইখানা নির্মাণ এবং নগর পরিবেশের উন্নয়ন;

খ) পৌরসভার আর্থিক পরিকল্পনার আওতায় পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ এবং টেকসই বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী; এবং

গ) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির আওতায় পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বা নিপুণতা বৃদ্ধি সহ পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগ এবং উন্নয়ন মূলক কাজে নাগরিকদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে, বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালে মধ্যে জাতীয় দারিদ্র্য হার ১৫%এ নামিয়ে আনা এবং বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত করার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে। তবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের সাধারণ জনগনের কাছে পৌছেনি, এখনও শহরাঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য বৈষম্য বিরাজমান। বাংলাদেশ সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আঞ্চলিক বৈষম্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, এলাকা ভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং পাশাপাশি আঞ্চলিক অর্থনীতি শক্তিশালী করণের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নগরের মধ্যে বিদ্যমান দারিদ্র্য বৈষম্য দূর করার চাবিকাঠি হচ্ছে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পূর্বশর্ত হলো শহর অর্থনীতি গতিশীল করা এবং শহরাঞ্চলে জনসেবার মান বৃদ্ধি করা।

বিগত প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশের নগরায়নের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের ৪ কোটি ৩০ লক্ষ লোক নগর এলাকায় বসবাস করে, যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৮% যা দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের (১.১%) দ্বিগুনের চেয়েও বেশি। বর্তমান জনসংখ্যা ও নগরায়ন বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সালে নগর এলাকার জনসংখ্যা হবে প্রায় ৭ কোটি ৯০ লক্ষ যা মোট জনসংখ্যার ৪২%। অন্যদিকে দ্রুত নগরায়ন পৌরসভা সমূহের বসবাসকারী জনগণের ব্যাপক অবকাঠামোসহ নাগরিক সেবার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। পৌরসভা সমূহের জন্য অনুমোদিত মহা পরিকল্পনা বা মাস্টার প্ল্যান ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা না থাকায় চলমান কার্যক্রম অপরিকল্পিত ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পিত ভাবে অবকাঠামো উন্নয়নসহ পৌরসভার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থায় জনগণের সম্পৃক্ততা কম থাকায় এবং জবাবদিহিতার অভাবসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক ভাবে দুর্বল। পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণও খুবই কম। তাছাড়া পৌরসভার রাজস্ব ও অন্যান্য আয়ের পরিমাণ এতটাই কম যে তা দিয়ে রাজস্ব ব্যয় মেটানো কষ্টকর। ফলে রাজস্ব আয় দিয়ে অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য পৌরসেবা প্রদান করা সম্ভব নয় বিধায় পৌরসভা সমূহকে সব সময়েই সরকারের বরাদ্দের উপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সরকারের উন্নয়ন বরাদ্দও পৌরসভা উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত নয়। পৌরসভা পরিচালনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল কম এবং অনেক পৌরসভাতেই প্রয়োজনীয় জনবলেরও খুব অভাব। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) এর আওতায় নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ কর্মসূচির (UGIAP) মাধ্যমে পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নীত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায়-২

পৌরসভার সাধারণ তথ্য

(General Information of Pourashava)

২.১ পৌরসভার অবস্থান, এলাকা ও জনসংখ্যা (Location, Area and Population of Pourashava)

“আঁচলে মেঘনার মায়া, ডাকাতিয়া বুকে - রহমতখালী বয়ে চলে মৃদু ঐকে-বৈকে
নারিকেল সুপারি আর ধানে ভরপর - আমাদের আবাসভূমি প্রিয় লক্ষ্মীপুর”

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে লক্ষ্মীপুর একটি অন্যতম জেলা। লক্ষ্মীপুর জেলা চারটি উপজেলা নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে রায়পুর একটি অন্যতম উপজেলা। চারটি উপজেলার মধ্যে চারটি পৌরসভা আছে। যার মধ্যে রায়পুর একটি পৌরসভা। ডাকাতিয়া নদীর তীরবর্তী শহর রায়পুর পৌরসভা। বিভিন্ন নদী, উপনদী, খাল, বিল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দ্বারা বেষ্টিত এই শহর। নামকরণ: রায়পুর উপজেলা শহরকে ঘিরে রয়েছে এক প্রাচীন ইতিহাস। এ ইতিহাস ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বিবৃত হয়েছে বলে দৃঢ়ভাবে বলা যায় না। তবে অনেকে মনে করেন উল্লেখিত সূত্র কিছুটা নির্ভরযোগ্য।

লোকমুখে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ধারণা থেকে জানা যায় তৎকালীন জমিদার রাজা রায়মোহন এর নামানুসারে এ উপজেলার নাম করণ করা হয়েছে রায়পুর। লক্ষ্মীপুর জেলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ উপজেলাটির নাম রায়পুর। গত ২০ জানুয়ারী ১৯৯৪ ইং সালে রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদকে বিলুপ্ত করে রায়পুর পৌরসভা ঘোষণা করা হয়। প্রধান নদ-নদীর মধ্যে ডাকাতিয়া নদী প্রবাহমান যা পৌরসভার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Declaration and Alteration of Municipalities Rules ১৯৭৮ এর অধীনে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২০ জানুয়ারী ১৯৯৪ সালে রায়পুর পৌরসভা কে “গ” শ্রেণীর পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে পৌরসভার গুরুত্ব অনুধাবন করে “খ” শ্রেণীর পৌরসভা হিসেবে উন্নিত হয় ১০ অক্টোবর ২০০০ সালে এবং পরবর্তীতে ২০০২ সালে রায়পুর পৌরসভা প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে এটি ‘ক’ শ্রেণীর একটি পৌরসভা। রায়পুর বর্তমানে জাতীয় সংসদের ২৭৫ নং নির্বাচনী এলাকা লক্ষ্মীপুর-২ এর অংশ। একজন নির্বাচিত মেয়র, ৯ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলর সমন্বয়ে গঠিত পৌর পরিষদের নেতৃত্বে রায়পুর পৌরসভা পরিচালিত হয়।

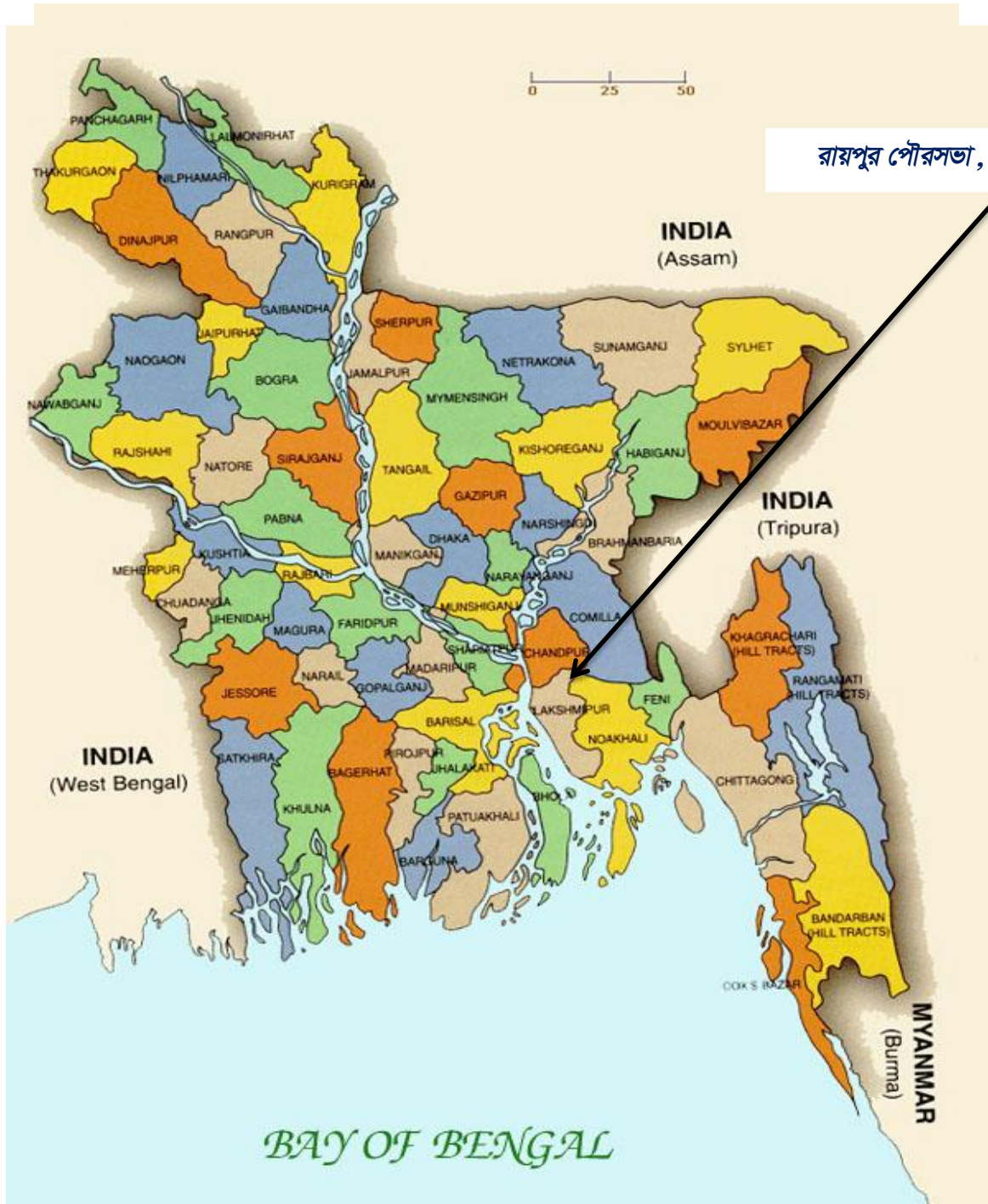
অবস্থানঃ

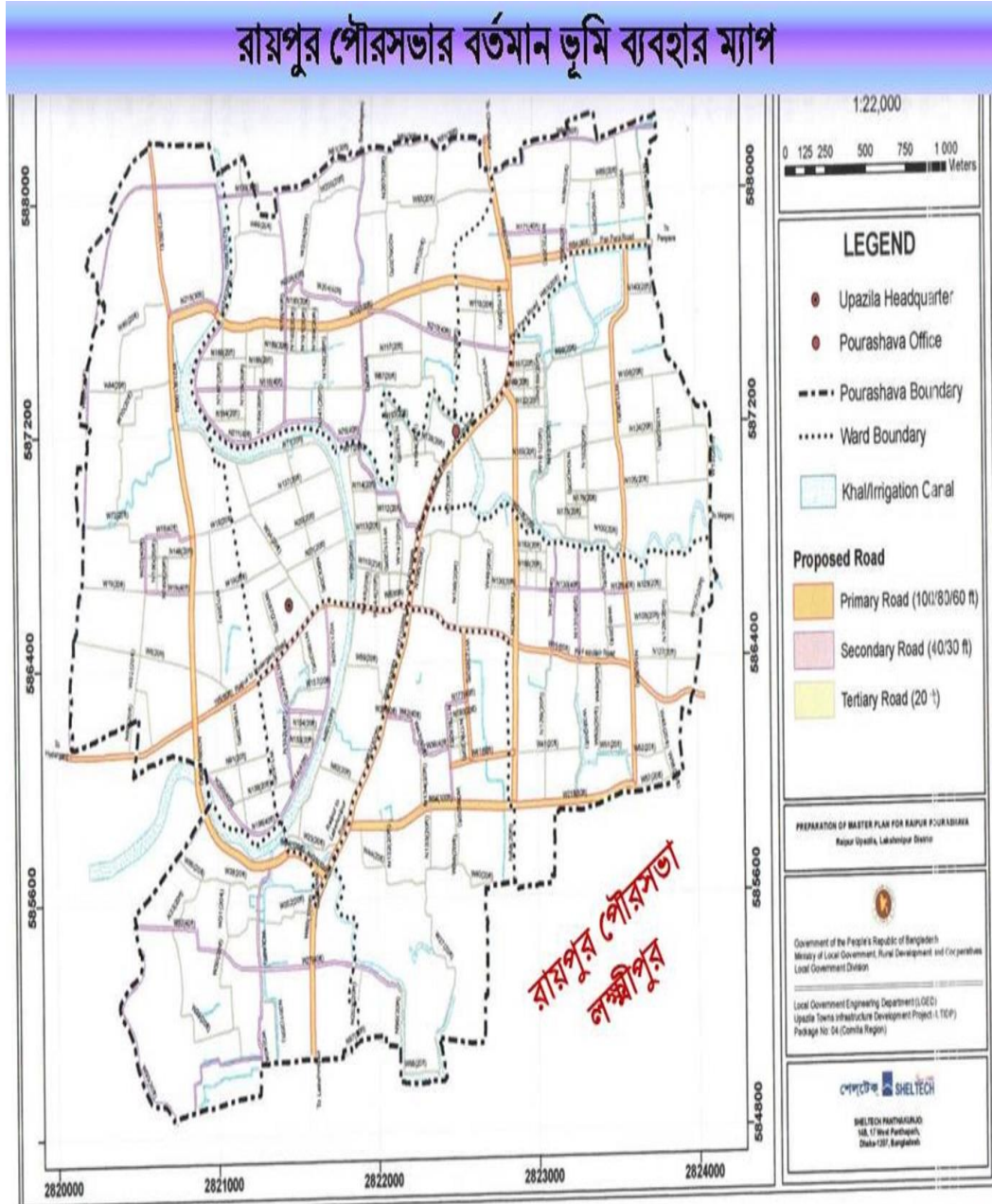
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর জেলার অর্ন্তভুক্ত রায়পুর উপজেলায় রায়পুর পৌরসভা অবস্থিত।
- জেলা শহরের কেন্দ্রবিন্দু হতে এর দূরত্ব প্রায় ১৫ কিঃমিঃ।
- গ্লোবাল প্রেক্ষিতে রায়পুর পৌরসভার অবস্থান ১৯০.২১ থেকে ১৯০.২১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭১০.৪৭ থেকে ৭১০.০৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

এলাকা :

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা লক্ষ্মীপুরের রায়পুর এর গড় ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে এ পৌরসভা অবস্থিত যার উত্তরে চরপাতা ইউনিয়ন, পূর্বে কেরোয়া ইউনিয়ন, দক্ষিণে বামনী ও সোনাপুর ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে রায়পুর ইউনিয়ন অবস্থিত।

- মোট ৬ টি মৌজা ও ৯ টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে রায়পুর পৌরসভা গঠিত যা প্রায় ০৯.৫০ বর্গ কিঃমিঃ;
- ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ২০ জানুয়ারী ১৯৯৪ রায়পুর পৌরসভা উন্নিত হয় প্রতিষ্ঠাকালীন রায়পুর পৌরসভা “গ” শ্রেণী ভুক্ত ছিল পরবর্তীতে ‘খ’ শ্রেণী এবং বর্তমানে ‘ক’ শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত;
- পৌরসভা এলাকার মধ্যদিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক বিদ্যমান;
- রায়পুর পৌরসভার ঐতিহ্যবাহী স্থানের মধ্যে রয়েছে জ্বীনের মসজিদ, ফিস হেচারী এবং ডাকাতিয়া নদী।





জনসংখ্যা
আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী পৌরসভার জনসংখ্যা

বিষয়	আদমশুমারী ২০১১
পুরুষ	১৫০৬৫ জন
মহিলা	১৫৬৯১ জন
মোট	৩০৭৫৬ জন

ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা বিন্যাস ২০১১

ওয়ার্ড নং	জনসংখ্যা-২০১১					
	পুরুষ		মহিলা		পৌরসভার মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার (%)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১ নং ওয়ার্ড	২১৩২	১৪.১৫	২২৯৬	১৪.৬৩	৪৪২৮	১৪.৪০
২ নং ওয়ার্ড	১৬৫৬	১১.০০	১৮৮৮	১২.০৪	৩৫৪৪	১১.৫২
৩ নং ওয়ার্ড	২২৬৩	১৫.০২	২২১৯	১৪.১৪	৪৪৮২	১৪.৫৭
৪ নং ওয়ার্ড	১৪৫০	০৯.৬২	১২৫৭	০৮.০১	২৭০৭	০৮.৮০
৫ নং ওয়ার্ড	১৬০৪	১০.৬৫	১৮০৬	১১.৫১	৩৪১০	১১.০৯
৬ নং ওয়ার্ড	১৯২৯	১২.৮০	১৯৪৮	১২.৪২	৩৮৭৭	১২.৬০
৭ নং ওয়ার্ড	১৯৫৪	১২.৯৭	২১৫৯	১৩.৭৬	৪১১৩	১৩.৩৭
৮ নং ওয়ার্ড	১৩১৭	০৮.৭৪	১৩২৫	০৮.৪৪	২৬৪২	০৮.৬০
৯ নং ওয়ার্ড	৭৬০	০৫.০৫	৭৯৩	০৫.০৫	১৫৫৩	০৫.০৫
মোট	১৫০৬৫	১০০%	১৫৬৯১	১০০%	৩০৭৫৬	১০০.০০

জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ সূত্র

$$P_p = P_b(1+r)^n$$

P_p = জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ “n” বছরের মধ্যে

P_b = জনসংখ্যার ভিত্তি

R = প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)

n = বছরের সংখ্যা

রায়পুর পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ (২০১৬-২০৩১)

ওয়ার্ড নং	আদমশুমারী বর্ষ- ২০০১, ২০১১			প্রক্ষেপণ জনসংখ্যা		
	মোট জনসংখ্যা ২০০১	মোট জনসংখ্যা ২০১১	মোট জনসংখ্যা ২০১৬	মোট জনসংখ্যা ২০২১	মোট জনসংখ্যা ২০২৬	মোট জনসংখ্যা ২০৩১
০১	৩৮০৩	৪৪২৮	৪৬৬৯	৪৮১৪	৫০৬৫	৫৩১৪
০২	৩০৩৮	৩৫৪৪	৩৭৫৯	৩৯৮৪	৪২০২	৪৫২৬
০৩	৩৯৮৪	৪৪৮২	৪৭০৩	৪৯৭৭	৫১৯৮	৫৪৪৬
০৪	২২৫৫	২৭০৭	২৯২৩	২১৫২	২৩৬৮	২৬৪৭
০৫	২৪২৯	৩৪১০	৩৬৫৭	৩৮৮৫	৪০৯৭	৪৩৮৭
০৬	৩২২৩	৩৮৭৭	৪০৫৬	৪২৬৩	৪৫১২	৪৮৬৫
০৭	৩৩৭৯	৪১১৩	৪৩৬৫	৪৫৪৯	৪৭১৮	৫০৪৩
০৮	২২১০	২৬৪২	২৮৩২	৩০৫৪	৩২৭৯	৩৫৬৬
০৯	১১৭৬	১৫৫৩	১৭৪৮	২০১২	২২৮৪	২৫৭৯
মোট	২৫৪৯৭	৩০৭৫৬	৩২৭১২	৩৩৬৯০	৩৫৭২৩	৩৮৩৭৩

২.২ ভূমি ব্যবহার ও ভৌত অবকাঠামো (Land use and Physical Infrastructure)

রায়পুর পৌরসভার বর্তমান আয়তন ০৯.৫০ বর্গ কিলোমিটার। পৌরসভার ভূমি ব্যবহার ম্যাপ বা মহা পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়েছে, ফলে ব্যবহার ভিত্তিক অর্থাৎ আবাসিক, শিল্প, কারখানা, কৃষি, অফিস, বস্তি এলাকা, বিনোদন এলাকা, অব্যবহৃত ভূমি ইত্যাদি চিহ্নিত করে এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে; এবং ২০১৬-২০১৭ সালে পরিচালিত জেনারেল “এ্যাসেসমেন্ট” এবং পরবর্তী সময়ে অন্তঃবর্তিকালীন এ্যাসেসমেন্ট এর তথ্য হতে বিভিন্ন প্রকার হোল্ডিং এর বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নিম্নোক্ত ছক এ উল্লেখ করা হলো :

টেবিল ২.২ : ভূমি ব্যবহার ও ভৌত অবকাঠামো

ক্রমিক নং	হোল্ডিং এর ধরন	হোল্ডিং সংখ্যা
১।	সরকারী (আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য)	২৫
২।	বেসরকারী (আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য)	৮৭৫৬
৩।	মিশ্র/অন্যান্য হোল্ডিংস	-----
মোট		৮৭৮১

এছাড়া বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যানুযায়ী পৌর শতকরা ৩৬ ভাগ পরিবার পাকা, শতকরা ৩১ ভাগ পরিবার আধা পাকা, ৩৩ ভাগ টিনসেড ও ভাগ কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করে।

২.৩ বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও উদ্ভূত সমস্যা (Existing Socioeconomic Condition and Emerging Issues)

রায়পুর একটি প্রাচীন জনপদ। এখানে পূর্বে কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিল। সময়ের সাথে সাথে এখানকার জনগণের পেশা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবারের আয়ের ক্ষেত্রেও তা পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় যে, এখন এখানকার স্থানীয় জনগণ কৃষি ছাড়াও ব্যবসা, চাকুরী ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছেন। আবাসনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যেখানে পূর্বে প্রায় ৯৫% মানুষ টিনসেড ও কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করত সেখানে এখন প্রায় ৩৬% এর উপরে পাকা ও আধাপাকা বাড়ীতে বসবাস করে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ও আমূল পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষার হারও অনুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৫০৬৫ জন পুরুষ ও ১৫৬৯১ জন মহিলা সহ বর্তমান জনসংখ্যা ৩০৭৫৬ (বিবিএস-২০১১ অনুযায়ী)। চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে রায়পুর পৌরসভার চিকিৎসা সেবার মান খুব খারাপ না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ৯ টি ওয়ার্ড মিলিয়ে মাত্র সরকারি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-০১ টি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্লিনিক আছে-০৮ টি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে-০৪ টি কোন শিশু ও মাতৃসনদ কেন্দ্র নেই। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও উদ্ভূত সমস্যা সমূহ নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

২.৩.১ পেশা (Occupation)

রায়পুর পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান-২০১৫ অনুযায়ী জনগণের পেশা হিসাবে দেখা যায়, যেখানে ৪৭.২২% পরিবার প্রধান কৃষি/কৃষিজাত পণ্যের সাথে যুক্ত, কারণ এখানে অনেক চাল প্রস্তুত করার কারখানা আছে। এর বাইরে ৩.৬৫% পরিবার প্রধান বড় ব্যবসার সাথে জড়িত, ৪% পরিবার প্রধান বেসরকারী চাকুরীর সাথে জড়িত। ১৮.৯৮% পরিবার প্রধান ছোট ব্যবসার সাথে জড়িত। অন্যান্য পেশা হিসাবে আছে সরকারী অফিসার ৪.৩৩%, অন্যান্য সরকারী চাকুরে ২%, দক্ষ শ্রমিক আছে ৫.৪২%, গৃহিনী ১%, শিক্ষক ৬%, কুটির শিল্প ১.৪০% এবং ২% জড়িত রিকশা/ভ্যান চালক হিসাবে। এছাড়াও ৪% মানুষ বেকার/অবসর প্রাপ্ত পরিবার প্রধান আছে।

২.৩.২ পরিবারের আয়ের চিত্র (Income Status of the Family)

রায়পুর পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান-২০১৫ অনুযায়ী রায়পুর পৌরসভার মানুষের আয়ের চিত্র অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২২.৬৩% লোক ব্যবসা, ১২% লোক চাকুরি, ৪৭.২২% লোক কৃষি, ১৬.১৫% লোক অন্যান্য এবং ২% লোক বাড়ী ভাড়া থেকে আয় করেন।

২.৩.৩ আবাসন (Housing)

রায়পুর পৌরসভা থেকে প্লান মোতাবেক বাড়ী করা হয় না। দ্রুত নগরায়নের ফলে এই এলাকার প্রতি বছর বাড়ী-ঘর নির্মাণের জন্য অনেক জমি বিক্রি হচ্ছে এবং অনেক নতুন নতুন বাড়ী নির্মিত হচ্ছে। ফলে জমির দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি শতাংশ জমির দাম ২.৩৭ লক্ষ থেকে ২২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এখানে কোন পরিকল্পনা বা ভূমি ব্যবহার নীতি কার্যকর নেই। তাই বাড়ী গুলো অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠছে।

২.৩.৪ শিক্ষার ব্যবস্থা (Educational Institution)



রায়পুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

পৌরসভার বেইজ লাইন তথ্য থেকে প্রাপ্তঃ

ক) মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ১১ টি

খ) মাদ্রাসার সংখ্যা (হাফেজিয়া, আলিয়া, কাওমী ও নূরানীঃ ১৮ টি

গ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ০৩ টি

ঘ) মহা বিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ০২ টি

ঙ) কিডার গার্ডেনঃ ০৯ টি

চ) ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটঃ ০১ টি



রায়পুর মহিলা কলেজ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।



রায়পুর সরকারি কলেজ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

২.৩.৫ জনমিতি, জীবন ও জীবিকা (Demography and Livelihoods)

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম (ইউজিআইআইপি) শুরু হওয়ার পূর্বেই পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০১১ সালের সমন্বিত ওয়ার্ড-ভিত্তিক জনসংখ্যার চিত্র নিম্নোক্ত ছক-১ এ প্রদত্ত হলঃ

ছক নং-১

ওয়ার্ড নং	পুরুষ	মহিলা	ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যা
০১	২১৩২	২২৯৬	৪৪২৮
০২	১৬৫৬	১৮৮৮	৩৫৪৪
০৩	২২৬৩	২২১৯	৪৪৮২
০৪	১৪৫০	১২৫৭	২৭০৭
০৫	১৬০৪	১৮০৬	৩৪১০
০৬	১৯২৯	১৯৪৮	৩৮৭৭
০৭	১৯৫৪	২১৫৯	৪১১৩
০৮	১৩১৭	১৩২৫	২৬৪২
০৯	৭৬০	৭৯৩	১৫৫৩
সর্বমোট	১৫০৬৫	১৫৬৯১	৩০৭৫৬

আদমশুমারী ১৯৯১ ও ২০০১ এর তথ্যানুযায়ী Projected জনসংখ্যা এবং ২০১১ সালে পরিচালিত জরিপের তথ্যাদির তুলনামূলক বিবরণী নিম্নোক্ত ছক-২ এ প্রদত্ত হলঃ

ছক নং-২

ওয়ার্ড নং	পরিবার সংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবার	স্থায়ী	ভাড়াটে	পেশা
১	১২৭১ টি	১৯ টি	১২০৮	৬৩	শ্রমিক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও দিমজুর
২	৯৫৫ টি	১২ টি	৯৩২	২৩	শ্রমিক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও কৃষক/ দিমজুর
৩	১১৪২ টি	০৯ টি	১১০৮	৩৪	শ্রমিক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, দিমজুর ও কৃষক
৪	৯০৫ টি	০৭ টি	৮২৭	৭৮	শ্রমিক, চাকুরীজীবী, দিমজুর ও ব্যবসায়ী
৫	৯৯৮ টি	০৭ টি	৯১৫	৮৩	শ্রমিক, চাকুরীজীবী, দিমজুর ও ব্যবসায়ী
৬	১০৭৬ টি	১৪ টি	১০০৭	৬৯	শ্রমিক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও কৃষক, দিমজুর
৭	১২০৪ টি	১১ টি	১১০২	১০২	শ্রমিক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও কৃষক, দিমজুর
৮	৭৪৩ টি	০৮ টি	৬৯৭	৪৬	শ্রমিক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, দিমজুর ও কৃষক
৯	৪৮৭ টি	০৯ টি	৪৬০	২৭	শ্রমিক, চাকুরীজীবী, দিমজুর, ব্যবসায়ী ও কৃষক
মোট	৮৭৮১ টি	৯৬ টি	৮২৫৬	৫২৫	

২.৩.৬ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা (Primary Health Care services)

ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার নিমিত্তে খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সাথে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়টিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা প্রয়োজন। মানব সম্পদ তথা সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা এবং পরিবার কল্যাণের উপর আরোপিত বিশেষ প্রেক্ষাপটে সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য, উন্নত প্রসূতী সেবা, জন্মনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। পৌরসভা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। পৌর নাগরিকগণ তাদের মৌলিক সেবা সমূহ পৌরসভা হতে পেয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর দ্বিতীয় তফশিলের ১ ধারা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব, ২ ধারা অনুযায়ী অস্বাস্থ্যকর ইমারত সংস্কার, ৩ ধারা অনুযায়ী আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ৪ ধারা অনুযায়ী



৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা, ৫ ধারা অনুযায়ী জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নিবন্ধন, ৬ ধারা অনুযায়ী সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন, ৭ ধারা অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ৮ ধারা অনুযায়ী হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ, এবং ৯ ধারা অনুযায়ী চিকিৎসা, সাহায্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান আছে। পৌরসভার অর্গানোগ্রামে স্বাস্থ্য বিভাগ নামে একটি বিভাগ আছে। এই বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্ত সেবা পৌরবাসীকে প্রদান করা হয়ে থাকে। পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ সীমিত জনবল নিয়ে সরকারীনির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের সাথে সমন্বিত ভাবে ইপিআই কর্মসূচী সহ সব ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। দুটি প্রতিষ্ঠান সমন্বয় করে কাজ করায় অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত বিধি বিধান থাকলেও ঐ সকল কার্যক্রম পৌরসভা হতে পরিচালনা করা হয় না।

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায় যে,



৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন হাসপাতাল/ক্লিনিক/মাতৃসদন কেন্দ্র/পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র/যক্ষ্মা ক্লিনিক নেই। অসুস্থ রোগীকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্তে সরকারী হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য পৌরসভার এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেই। পৌরবাসী জেলা সদার হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও অন্যান্য

বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণ করে থাকে। বিদ্যমান হাসপাতাল/ক্লিনিকের বিবরণ নিম্নোক্ত টেবিল ২.৩.৬ এ প্রদত্ত হলো :

টেবিল ২.৩.৬ : রায়পুর পৌরসভার বর্তমান চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র

চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বিষয়	বিদ্যমান সংখ্যা
(ক) সরকারি হাসপাতাল সংখ্যা	০১ টি
(খ) বেসরকারি হাসপাতালসংখ্যা	০৭ টি
(গ) সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা	০২ টি
(ঘ) বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা	৩১ টি
(ঙ) কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪ টি
(চ) মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্রের সংখ্যা	০০ টি
(ছ) পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা	০৯ টি
(জ) ডায়াবেটিক কেন্দ্রের সংখ্যা	০২ টি
(ঞ) অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র (হোমিও হল	০০ টি
(ঝ)) ডায়াগনস্টিক সেন্টার	১২ টি

২.৪ অর্থ ও কর্মসংস্থান (Economy & Employment).

রায়পুর পৌরসভার বেইজ লাইন সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পারিবারিক আয়ের ধরণ অনুযায়ী পরিবারের চিত্র নিম্নের টেবিল ২.৪ এ দেখানো হলো:

টেবিল ২.৪ঃ রায়পুর পৌরসভার পারিবারিক আয়ের চিত্র

ক্রম নং	পারিবারিক আয়ের ধরন টাকা/মাসিক	পরিবারের সংখ্যা	মন্তব্য
১	৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	২৫৪	২.৯০%
২ ক	৫০০১ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	৩৬৪২	৪১.৪৮%
২ খ	১০,০০১ থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	৩০১৪	৩৪.৩২%
২ গ	১৫,০০১ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	৮৭৬	৯.৯৭%
৩	২০,০০০ টাকার উর্ধ্বে আয়	৯৯৫	১১.৩৩%
৪	সকল শ্রেণীর আয় (মোট)	৮৭৮১	১০০%

(ক) কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক কর্মসংস্থান	: ২০%
(খ) পশুপালন	: ১০%
(গ) মৎস্য শিকার/মৎস্য চাষ	: ২০%
(ঘ) বাণিজ্য (ব্যবসা বৃত্তি ইত্যাদি)	: ১৫%
(ঙ) উৎপাদনকারী	: ২%
(চ) শিল্প শ্রমিক	: ৫%
(ছ) দিন মজুর (মুজুরী ভিত্তিক)	: ১৮%

(জ) ক্ষুদ্র পেশা/ব্যবসায়	ঃ ১০%
(ঝ) অন্যান্য	ঃ --- %
(এ৩) মোট	ঃ ১০০% (কর্মজীবী জনগণের)

২.৫ পরিবেশগত অবস্থা (Environmental Situation)

রায়পুর পৌরসভা ২০০৪ সালে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হয়। উন্নত শহুরে সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নগরায়ন অতি দ্রুত হারে ঘটছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শহর ও গ্রাম উভয় অংশে পড়ছে। রায়পুরপৌরসভায় নিম্নোক্ত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বেগজনকঃ

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিষয়সমূহ মোকাবেলা :

বিভিন্ন জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এখানে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হলেও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পরিমাপের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। এখানকার ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক, আয়রন, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও স্লল পরিমাণ লবণাক্ততা বিদ্যমান। গ্রীষ্ম মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করার ফলে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। ফলে গ্রীষ্ম মৌসুমে খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। পৌরসভার মধ্যে অসংখ্য খাল, নালা ও ডোবা আছে। উক্ত খালগুলি সংস্কার ও খনন করে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থার আউটফল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে শহরের নিম্নাঞ্চল গুলি তলিয়ে যায়। নিম্নাঞ্চল গুলিতে জরুরী ভিত্তিতে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে এলাকার জনসাধারণের দূর্ভোগ লাঘব করা যেতে পারে। ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলনে পানি নিষ্কাশনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে সাব প্রজেক্ট প্রণয়ন কালে এসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। রায়পুর পৌরসভা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা এখানকার মাটি বেঁলে, দোআঁশ এবং উর্বর। ফলে এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান, পাট ও সরিষা সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসবজি উৎপাদিত হয়।

২.৬ বিভিন্ন সেক্টরের কর্মকাণ্ডে সংস্থা সমূহের ভূমিকা (Role of Agencies for Different Sectoral Activities)

পৌরসভা কার্যাবলী পরিচালনায় ও সেবা প্রদানে সরকারী বিভিন্ন সংস্থার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভাব/দায়িত্ব সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সবার মধ্যে কোন কোন সংস্থা পৌরসভার সাথে সমন্বিত/যৌথভাবে আবার কোন কোন সংস্থা/সংগঠন আলাদা পরিমন্ডলে থেকে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে। এরূপ কতিপয় সংস্থা/সংগঠন কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হলো :

সমাজ সেবা কার্যালয় :

রায়পুর উপজেলা পরিষদের অন্তর্গত রায়পুর পৌর এলাকায় সমাজ সেবা কার্যালয় যৌথ ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পৌরসভা ও সমাজ সেবা অধিদপ্তর যৌথভাবে এলাকার মুক্তি যুদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধাব ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা সহ অন্যান্য ভাতা প্রদানে তালিকা প্রস্তুত ও ভাতা বিতরণ করে থাকে। বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কার্য / প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ, অডিট ও উন্নয়নে সহযোগিতা করে থাকে।

কৃষি অফিস :

পৌর এলাকার কৃষি অফিস কর্তৃক কৃষকদের বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে সঠিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ফসলী জমিতে উর্বরতা, সার বিতরণ ও কীটনাশক বিতরণ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। দুর্যোগকালীন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের তালিকা প্রস্তুত করণ ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সহযোগিতা করে থাকে।

শিক্ষা অফিস :



উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা অফিস পৌর এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ তদারকী, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও সরবরাহ করে থাকে।

ত্রান অফিস :

দুযোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় অধীনস্থ ত্রান অফিস পৌরসভার সহিত সমন্বয় করে ভিজিএফ, ভিজিডি, কাবিখা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। পৌর এলাকায় মাটির রাস্তা নির্মাণ মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর :



রায়পুর উপজেলা পরিষদের মধ্যে অবস্থিত উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রনাধীন উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভার সহিত যৌথ ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় :

পৌর এলাকায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। শেলাই শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। অপ্রাপ্ত মহিলাদের বিবাহ নিরোধ করে থাকে।

উপজেলা সদর হাসপাতাল :



পৌর এলাকার অসুস্থ সকল জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা করে থাকে। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী বিনামূল্যে সেবা পেয়ে থাকে। শিশু ও মায়েদের বিভিন্ন টিকা দিয়ে থাকে।

৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় :

পৌর এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রন কার্যক্রমে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় অগ্রনী ভূমিকা পালন করে থাকে। গর্ভবতী মহিলাদের টিকা দিয়ে থাকে।

পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড :

রায়পুর পৌর এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড বিদ্যুৎ বিতরণ করে থাকে। পৌর এলাকায় বিভিন্ন রাস্তার বাতি প্রদানে পৌরসভাকে সঠিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) :

এলজিইডির আওতায় পৌরসভার অভ্যন্তরে কিছু কিছু রাস্তা উন্নয়ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়ে থাকে। তবে এগুলো পর্যায়ক্রমে পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়। পক্ষান্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এলজিইডি পৌরসভার সাথে যৌথভাবে পৌর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পৌরসভা প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে কাজ করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। এছাড়া এলজিইডি পৌরসভার মহা পরিকল্পনা প্রণয়নসহ যে কোন বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ (RHD) :



প্রায় সকল পৌরসভার ভেতর দিয়ে অথবা পাশ দিয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রিত আঞ্চলিক মহাসড়ক অতিক্রম করেছে। এ ছাড়া পৌরসভার অভ্যন্তরে অবস্থিত ২টি প্রধান সড়ক সাধারণত সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ সকল রাস্তা উন্নয়ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনসহ রাস্তা সংলগ্ন নর্দমা ব্যবস্থা সড়ক ও জনপথ বিভাগের একক দায়িত্ব। এ সব কাজে পৌরসভার কোন ভূমিকা নেই; তবে পৌর এলাকার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করা ঢাকা-লক্ষ্মীপুর অভ্যন্তরীণ সড়ক মিলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) :

পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও পরিচালনায় ডিপিএইচই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। পৌরসভার সাথে সম্মিলিতভাবে পানি সরবরাহ অবকাঠামো নির্মাণের পর সাধারণত তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং পৌরসভা গ্রাহকদের নিকট থেকে পানির 'টারিফ' সংগ্রহ করে। শতভাগ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অর্জন করার জন্য ডিপিএইচই-এর সহায়তায় পিটিডব্লিউ, আইআরপি, এইচটি এবং ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন লাইন সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ (টিএন্ডটি) :

নাগরিক জীবনে যোগাযোগের অপরিহার্য একটি সেবা টেলিযোগাযোগ এর ব্যবস্থাপনার জন্য টিএন্ডটি বিভাগ দায়িত্ব প্রাপ্ত। দেশের সকল পৌর এলাকায় টিএন্ডটির কার্যক্রম আছে এবং এরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষের এ

কাজে তেমন কোন ভূমিকা নেই। টিএন্ডটি কর্তৃক কেবল লাইন কর্মকাণ্ডে পৌরসভাকে সম্পৃক্ত করলে স্থানীয় ভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

জেলা প্রশাসক :

জেলা প্রশাসক জেলার প্রশাসনিক প্রধান। পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া জেলা প্রশাসন থেকে করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া পৌরসভার কর-আদায়, অবৈধ দখল উচ্ছেদ ইত্যাদি কাজে জেলা প্রশাসক ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে পৌরসভাকে সহায়তা করেন।



পুলিশ সুপার :

পুলিশ সুপার জেলার পুলিশ বিভাগের প্রধান। পৌর এলাকাসহ জেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংরক্ষণ করা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব। অবৈধ দখল উচ্ছেদসহ পৌরসভার সকল আইনি পদক্ষেপ বাস্তবায়নে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাগণ ও পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান করে

সিভিল সার্জন :

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা পর্যায়ের প্রধান হচ্ছেন সিভিল সার্জন। ইপিআইসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে পৌরসভার সাথে সমন্বিতভাবে সার্জন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কাজ করে।

এশিয়ার বৃহত্তম মৎস প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :



এশিয়ার বৃহত্তম মৎস প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম মৎস প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রায়পুর পৌর এলাকায় অবস্থিত। যেখানে প্রতিনিয়ত মৎস গবেষণা, মৎস চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান সহ দেশের মৎস শিল্পের উন্নয়ন ও মিঠা পানির মাছের চাহিদা পূরণে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে মৎস অধিদপ্তর।



এশিয়ার বৃহত্তম মৎস প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রশাসনিক ভবন, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

অন্যান্য :

উপরে বর্ণিত বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/সংগঠন ছাড়া স্থান ও অবস্থানভেদে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, রেলওয়ে বিভাগ, পরিসংখ্যান, পানি উন্নয়ন বোর্ড, গণপূর্ত অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় অফিস, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যালয় ইত্যাদি সহ অনেক সরকারী/আধাসরকারী/বেসরকারী সংস্থা (NGOs) পৌরসভার জন্য এবং পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

অধ্যায়-৩

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা ও সক্ষমতা

Governance and Capacity of Pourashava

৩.১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী (Responsibilities and Activities of Pourashava)

বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের আওতায় পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হ'ল :

ধারা-৫০ : (ক) পৌরসভার দায়িত্বঃ

১. স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকগণের এ আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা ;
২. পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা;
৩. পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; এবং
৪. নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(খ) পৌরসভার মুখ্য কার্যাবলী :

১. আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ;
২. পানি ও পয়গনিষ্কাশন;
৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাথ, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ;
৬. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৮ (২০০৮ সনের ২৯ নং আইন) এ প্রদত্ত কার্যাবলী;
৭. পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনী, সড়ক বাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাস স্ট্যান্ড বা বাস স্টপ এর ব্যবস্থা করা;
৮. নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৯. বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা;
১০. শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্র বিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

(গ) সরকার প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী :

(১) ধারা-৫১ : সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী :

এ আইনে প্রদত্ত কার্যাবলী ব্যতীত সরকারের অনুমোদন ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিরোধ ও নিরাময় মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন, অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা এবং পৌর এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, ইত্যাদি যে কোন দায়িত্ব ও কার্য পৌরসভা সম্পাদন করবে।

(২) ধারা-৫২ : পৌরসভার বার্ষিক প্রতিবেদন :

পৌরসভা প্রত্যেক বছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পৌরসভার কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা প্রকাশ করবে।

(৩) ধারা-৫৩ : নাগরিক সনদ প্রকাশ :

এ আইনের আওতায় গঠিত প্রতিটি পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করবে যা “নাগরিক সনদ” (Citizen Charter) বলে অভিহিত হবে।

(৪) ধারা-৫৪ : উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন :

প্রত্যেক পৌরসভা সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। পৌরসভা নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের জ্ঞাত করার ব্যবস্থা করবে।

(৫) ধারা-৫৫ : পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন :

পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বছর মেয়াদ নির্ধারণ করে বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করবে, যথাঃ

- (ক) সংস্থাপন ও অর্থ;
- (খ) কর নিরূপণ ও আদায়;
- (গ) হিসাব ও নিরীক্ষা;
- (ঘ) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;
- (ঙ) আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;
- (চ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;
- (ছ) মহিলা ও শিশু;
- (জ) মৎস্য ও পশু সম্পদ;
- (ঝ) তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং
- (ঞ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

উল্লিখিত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত প্রতি পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, আবর্জনা অপসারণ ও স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাবে।

(৬) ধারা-৫৬ : স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী :

স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাবে। স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হলে তার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে। স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে।

(৭) ধারা-৫৭ : সভায় নাগরিকগণের উপস্থিতি :

কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোন নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ বা এর স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারবে এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করে যথাযথ হলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশমালা গ্রহণ করতে পারবে।

(৮) ধারা-৫৯ : পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন :

পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক কমিটি গঠিত হবে, যার গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৯) ধারা-৬১ : নথিপত্র, প্রতিবেদন, ইত্যাদি সংরক্ষণ :

- (ক) পৌরসভার কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে;
- (খ) মেয়াদী প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে;
- (গ) পৌরসভার কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার সময় সময় যেরূপ নির্ধারণ করবে সেরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করবে।

৩.২ পৌরসভা কার্যালয় (Pourashava Offices)



রায়পুর পৌরসভা কার্যালয়, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এর প্রজ্ঞাপন নং এস আর ও ৮৯ আইন/৮৮/শা-৬/২সি-৬/৮৬- Paurashava Ordinance ১৯৭৭ (XXVI of 1977) এর Section 4(a) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ১৯৯৪ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শহর এলাকা বলে ঘোষিত লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলাধীন তফসিল ভুক্ত এলাকাকে রায়পুর পৌরসভা বলে ঘোষণা করেন যা পরবর্তীতে ২০০২ সালে রায়পুর পৌরসভা প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে। রায়পুর পৌরসভার নিজস্ব জমির পরিমাণ মাত্র ২.৭৫৩১ একর। ০১টি দ্বিতল ভবনে পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৩.৩ আর্থিক লেন-দেন লিপিবদ্ধকরণ সহ আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

(Financial Management Including Documentation of Financial Transaction)

বিধি-বিধান

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ এর ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩ ও ৯৪ বিধান অনুযায়ী পৌরসভা তহবিল গঠিত ও পরিচালিত হয়। পৌরসভার ট্যাক্সেশন রুল (কর বিধান) ১৯৬০ এবং মডেল ট্যাক্স সিডিউল ২০০৩ পৌরসভা রাজস্ব নির্ধারণের নমুনা। পৌরসভার সাধারণ বিভাগের আওতায় হিসাব শাখা, এ্যাসেসমেন্ট শাখা ও কর আদায় শাখার সমন্বয়ে আর্থিক বিষয়ক রেকর্ডপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়। অন্যান্য পৌরসভার মত রায়পুর পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ প্রশাসন পৌর মেয়রের নেতৃত্বে পৌর-পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

কর নির্ধারণ ও পূণঃ নির্ধারণ :

১৯৯৪ সালে রায়পুর পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পর পৌরসভা কর বিধি ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০০৩ অনুযায়ী সাধারণ কর নির্ধারণ (General Assessment) করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর কর পূণঃ নির্ধারণ করা হয়, সে হিসেবে পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তৃণমূল পর্যায়ে জনগণ ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতামত ও সম্মতি নিয়ে অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পৌরকর পূণঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পূণঃকর নির্ধারণের কাজ শুরু করা হবে। তাছাড়াও নতুন ইমারত তৈরী/সম্প্রসারিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ করা হয়।

হিসাব বই (Books of Accounts) :

রায়পুর পৌরসভা নিম্নে বর্ণিত হিসাব বই বা Books of Accounts সংরক্ষণ করে।

টেবিল ৩.৩ : রায়পুর পৌরসভার Books of Accounts

হিসাব বই রেজিস্টার /ডকুমেন্ট	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি
সাধারণ ক্যাশ বই	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
ক্যাশিয়ারের ক্যাশ বই	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
চেক ইস্যু রেজিস্টার	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
দৈনিক গ্রহণ/আদায় রেজিস্টার	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
মাসিক আয়-ব্যয় রেজিস্টার	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
ত্রৈমাসিক /সাম্মাষিক/বার্ষিক আয়-ব্যয় রেজিস্টার	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
কর আদায় রেজিস্টার	কর আদায়কারী
ট্রেড লাইসেন্স রেজিস্টার	লাইসেন্স পরিদর্শক
দাবী রেজিস্টার	কর আদায়কারী
কর নির্ধারণ রেজিস্টার	কর নির্ধারক
স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার	সার্ভেয়ার

বাজেট ও বাজেটের নিয়ন্ত্রণ :

পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তৃণমূল পর্যায়ে জনগণ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্য, WC ও TLCC সদস্যদের অংশগ্রহণে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে রায়পুর পৌরসভা প্রশাসন, প্রকৌশল ও স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য পৃথকভাবে আয় ব্যয় প্রদর্শন পূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়। পৌরসভার বাজেটেই ঐ পৌরসভার সত্যিকারের উন্নয়ন ও আয়-ব্যয়ের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পৌরসভাকে মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে বাজেট তৈরী করে পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মে মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে এবং অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। সাধারণত জুন মাসের মধ্যে পৌরসভা তাদের বাজেটের অনুমোদন পেয়ে থাকে।

অডিট :

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ এর ৯৪(৭) বিধান অনুযায়ী অত্র পৌরসভায় গঠিত নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি প্রতি বছর হিসাব নিরীক্ষা করে প্রতি বছর পৌর পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন এবং উক্ত আইনের ৯৪(২) ধারা মোতাবেক প্রতি বছর সরকারি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক রায়পুর পৌরসভার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। পৌরসভাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে হয়।

রিপোর্ট পেশ :

বাজেট ছাড়া রায়পুর পৌরসভাকে বছরে একবার আয় ব্যয়ের হিসাব (Receipt and Payment Account) তৈরী করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হয়।

৩.৪ পৌরসভার জনবল ও যন্ত্রপাতি (Manpower and Equipment of Pourashava)

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩২৮ টি, শ্রেণী বিন্যাসে এ সকল পৌরসভা ‘বিশেষ’ শ্রেণী, ‘ক’ শ্রেণী, ‘খ’ শ্রেণী ও ‘গ’ শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে রায়পুর ‘ক’ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পৌরসভা। অন্য দিকে প্রত্যেক শ্রেণীর পৌরসভার জন্য আলাদা আলাদা অর্গানোগ্রাম রয়েছে যার ভিত্তিতে ঐ পৌরসভার জনবল নির্ধারিত হয়ে থাকে। এরূপ একটি অর্গানোগ্রাম সংযুক্তি-১১ তে সংযুক্ত করা হল। এ সকল জনবল আবার পৌরসভা কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধি অনুসরণে নিযুক্ত করা হয়। সার্বিক ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ করা হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ কর্মচারী স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ স্বাপেক্ষে পৌরসভা কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা হিসাবে রায়পুর পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুমোদিত পদ এবং তার বিপরীতে বর্তমান পূরণকৃত পদ, শূন্য পদের সংখ্যা, দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে কর্মরতদের সংখ্যা, মহিলাদের দ্বারা পূরণকৃত পদের সংখ্যা নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হল।

বিগত ১০ বছরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হল :

ক্রঃ নং	বিভাগ/শাখা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ (পদের নাম ও পদ সংখ্যা)	দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মরত কর্মচারী	মহিলাদের দ্বারা পূরণকৃত পদসংখ্যা	শুরুত্বপূর্ণ	বিগত ১০ বছরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০১	-	০১				এলজিইডি আয়োজিত Quality control Training ও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে সচি, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কর আদায় করী সহ অন্যান্য ২৮ জন অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে। অন্য কেউ কোন প্রকার প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়নি।
	প্রশাসন বিভাগ							
	সচিব	০১	০১	-	-	-		
	সাধারণ শাখা	২০	১৫	০৫	-	-		
	হিসাব শাখা	০৬	০৫	০১	-	-		
	এ্যাসেসমেন্ট (কর নির্ধারণ) শাখা	০৬	০৫	০১	-	-		
	কর আদায় শাখা	১৬	০৯	০৭	-	-		
	পৌর বাজার শাখা	০৫	০২	০৩	-	-		
	শিক্ষা/সংস্কৃতি/পাঠাগার শাখা	-	-	-	-	-		
	মোট	৫৫	৩৭	১৮		-		
২	প্রকৌশল বিভাগ							
	নির্বাহী প্রকৌশলী	০১	০১	-	-	-		
	সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০৩	--	০৩	-	-		

	বিদ্যুৎ, পূর্ত ও যান্ত্রিক শাখা	৫১	১৭	৩৪	-	-	
	পানি সরবরাহ ও পর্যাৱনিকশন শাখা	১৬	১৫	০১	-	-	
	মোট	৭১	৩৩	৩৮	-	-	
৩	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ						
	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	০১	-	০১	-	-	
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা	২৭	১৩	১৪	-	-	
	পরিচ্ছন্নতা শাখা	০৫	০৩	০২	-	-	
	মোট	৩৩	১৬	১৭	-	-	
	সর্ব মোট	১৫৯	৮৬	৭৩	-	-	

উপর্যুক্ত ছকে দৃশ্যমান পৌরসভার জনবলের বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যেখানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৬২ টি সেখানে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৮৬ জন। এর মধ্যে প্রশাসন বিভাগের ৫৫টি পদের বিপরীতে ৩৭ জন, প্রকৌশল বিভাগে ৭১টি পদের বিপরীতে ৩৩ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ৩৩টি পদের বিপরীতে ১৬ জন কর্মচারী আছে। ০৯.৫০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট রায়পুর পৌরসভার প্রয়োজনীয় জনবলের তুলনায় বিদ্যমান জনবল খুবই কম। তবুও এই সংখ্যক জনবল দিয়েই সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে রায়পুর পৌরসভা পৌরবাসীকে সেবা প্রদান করে আসছে।

৩.৪.১ পৌরসভার যন্ত্রপাতি (Pourashava Equipment) :

পৌরসভার সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সরবরাহ কাজের জন্য দক্ষ জনবলের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। কিন্তু জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাঠামো থাকলেও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নীতি বা কাঠামো নেই। তবে রায়পুর পৌরসভায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বিদ্যমান তার একটি চেকলিস্ট নিম্নে ছক আকারে দেয়া হল।

টেবিল ৩.৪.১ঃ রায়পুর পৌরসভার যন্ত্রপাতির তালিকা :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	পিক-আপ (মিতসুবিশি)	০১টি	অকেজো
০২.	রোড-রোলার (ছোট ও বড়)	০৪ টি	২টি অকেজো
০৩.	গার্ভেজ ট্রাক	০১ টি	অকেজো
০৪.	মটর সাইকেল	০৩ টি	১টি অকেজো
০৫.	কম্পিউটার	০৮টি	৩টি অকেজো
০৬.	ল্যাপটপ	০০ টি	
০৭.	কম্পিউটার প্রিন্টার	০৬ টি	৩টি অকেজো
০৮.	ফটোকপি মেশিন	০১ টি	অকেজো
০৯.	অ্যালুমিনিয়াম মই	০২ টি	
১০.	ফ্যাক্স মেশিন	০০ টি	
চাহিদাঃ পৌরসভার অফিসিয়াল কার্যক্রমসহ সার্বিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নলিখিত যানবাহন/ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন।			
০১.	রোড-রোলার	০৪ টি	
০২.	এক্সকাভেটর	০২ টি	
০৩.	মিস্ত্রার মেশিন	০২ টি	
০৪.	অ্যান্ডুলেস	০১ টি	
০৫.	সাকশন মেশিন	০১ টি	

০৬	পানির ট্যাংক	০১ টি	
০৭	ফগার মেশিন	০৯টি	
০৮	বীম লিফটার	০২ টি	

Declaration and Alteration of Municipalities Rules ১৯৭৮ এর অধীনে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২০ জানুয়ারি ১৯৯৪ সালে রায়পুর পৌরসভা ঘোষনা করেন। পরবর্তীতে পৌরসভার গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০০২ সালে রায়পুর পৌরসভা প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার স্বীকৃতি লাভ করে। চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর জেলার অর্ন্তভুক্ত রায়পুর উপজেলায় রায়পুর পৌরসভা অবস্থিত। জেলা শহরের কেন্দ্রবিন্দু হতে এর দূরত্ব প্রায় ১৫ কিঃমিঃ। মোট ০৬ টি মৌজা ও ০৯ টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে রায়পুর পৌরসভা গঠিত যা প্রায় ০৯.৫০ বর্গ কিঃমিঃ। রায়পুর পৌর এলাকায় ১৪ টি হাট/বাজার, ০১ টি বাসস্টান্ড, সরকারী অফিস, কিছু ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। এছাড়া পৌর এলাকায় মোট সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ১১ টি, কিন্ডার গার্ডেন ০৯ টি, উচ্চবিদ্যালয় ০৩ টি, মহাবিদ্যালয় ২ টি, মাদ্রাসা ১৮ টি, ১টি পুলিশ স্টেশন, ০১টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, মসজিদ ১৩টি, মন্দির ০৩ টি, ০১টি এতিমখানা, সরকারী হাসপাতাল ১ টি, মালিকানাধীন হাসপাতাল ৩১টি, শিশু ও মাতৃ সদন কেন্দ্র নেই, ডায়গনস্টিক সেন্টার ০২ টি। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য : ৭১ কিঃমিঃ (বিটুমিনস ২৫ কিঃমিঃ, এইচ.বি.বি রাস্তা ০৪ কিঃমিঃ, ডাব্লিউ বি এম রাস্তা ০২ কিঃমিঃ, আরসিসি ১০ কিঃমিঃ এবং কাঁচা রাস্তা ৩০ কিঃমিঃ) মোট ড্রেনের দৈর্ঘ্য : ১১ কিঃমিঃ।

৩.৫.১ পানি সরবরাহ (Water Supply) :

পৌর এলাকায় বসবাসকারী পৌরবাসীর সেবা প্রাপ্তির মধ্যে পানি সরবরাহ অন্যতম সেবা; রায়পুর পৌরসভার নিজস্ব পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকলেও জনসংখ্যার তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। পৌরসভার নিজস্ব ব্যবস্থা ছাড়াও স্ব-উদ্যোগে হস্ত চালিত নলকূপের সাহায্যে তারা নিজেরাই তাদের পানির চাহিদা মেটায়ে। পৌরসভায় বিদ্যমান অগভির নলকূপের সংখ্যা ১০০ টি বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে বিদ্যমান অবস্থা, চাহিদা ও চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের হিসাব নিম্নের টেবিল ৩.৫.১ দেখা যেতে পারে।

টেবিল ৩.৫.১ : পানি সরবরাহ

সূচক/প্যারামিটার	পানি ব্যবস্থা					পানি পরিশোধন প্লান্ট	আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার		ওভারহেড ট্যাংক	
	চালু হস্ত চালিত নলকূপ	গভীর নলকূপ (পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ)		নলবাহিত পানি সরবরাহ বিস্তৃতি						
	সংখ্যা	সংখ্যা	পরিমাপ (সেঃমিঃ ডায়)	ট্যাংক মেইন দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	সার্ভিস মেইন দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	ধরণ	ক্ষমতা (প্রতিদিন লিটার)	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (প্রতিদিন লিটার)	ধারণ ক্ষমতা (প্রতিদিন লিটার)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১ ১২
১. বিদ্যমান অবস্থা	১০০	৭	৩০০ মিঃমিঃ	০১	০৫	Open	২২ লক্ষ	--	--	০১ ৭ লক্ষ
২. পৌরসভার মোট চাহিদা	৬০০	১৯	৩০০ মিঃমিঃ	০৩	৩৫	Open	৫০ লক্ষ	--	--	০৩ ৭ লক্ষ
৩. ব্যবধান(৫- ১)	৫০০	১২	৩০০ মিঃমিঃ	০২	৩০	Open	২৮ লক্ষ	--	--	০২ ৭ লক্ষ
৪. ব্যবধান পূরনে খরচ (লক্ষ টাকা)	১০০ লক্ষ	৭০০ লক্ষ			০৭ লক্ষ	১০০ লক্ষ	Open	--	--	৮০০

পর্যবেক্ষণ :

রায়পুর পৌরসভার জনগণের সুপেয় পানির চাহিদা আছে। এই চাহিদা বিভিন্নভাবে মেটানো সম্ভব, যেমন-হস্তচালিত নলকূপ, পাইপ লাইন পানি সরবরাহ, গভীর নলকূপ ইত্যাদি। এফজিডি এবং ওয়ার্ড ভিশনিং থেকে জনগণের অংশ গ্রহণে যে চাহিদার কথা উঠে এসেছে তারা ওয়ার্ড ভিত্তিক ওভার হেড ট্যাংক এর মাধ্যমে পাইপ লাইন পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

রায়পুর পৌর এলাকায় ১০০টি হস্তচালিত নলকূপ বিদ্যমান আছে। বেইজ লাইন সার্ভের প্রদর্শিত চাহিদানুযায়ী ৫০০ হস্তচালিত নলকূপের প্রয়োজন। নলবাহিত পানি সরবরাহের জন্য ৩০ কি.মি. সার্ভিস মেইন্স স্থাপন এবং বর্তমানে অবস্থিত ০৫ কি.মি. সার্ভিস লাইন নতুন নির্মাণ করা প্রয়োজন। এজন্য ১৭০৭ লক্ষ টাকার প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা :

বেইজ লাইন সার্ভে

১. পানির পাইপ লাইন নেই;
২. পানিতে আর্সেনিক ও আয়রণের পরিমাণ বেশী;
৩. ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও ওভারহেড ট্যাংক নেই;
৪. পাম্প নেই।

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনাঃ

- (১) হস্তচালিত অগভীর নলকূপের পানিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ, আর্সেনিক, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট বিদ্যমান;
- (২) ব্যক্তি মালিকানাধীন হস্তচালিত গভীর নলকূপের সংখ্যা এবং পৌরসভা/এনজিও কর্তৃক স্থাপিত গভীর নলকূপের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেক দূর হেঁটে এসে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়;
- (৩) শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যায়। তাছাড়া শুষ্ক মৌসুমে অন্য মৌসুমের তুলনায় পানির চাহিদা বেশী থাকে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ :

১. রায়পুর পৌর এলাকায় নলবাহিত পানির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দু'টি ওভারহেড ট্যাংক ও দু'টি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সহ প্রয়োজনীয় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা প্রয়োজন;
২. ভূপৃষ্ঠস্থ পানিতে আয়রণ ও আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি থাকায় ডাকাতিয়া নদীর পানি পরিশোধন করে সরবরাহ করা প্রয়োজন;
৩. পৌরসভার সমস্ত এলাকায় নলবাহিত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপ লাইন স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন;
৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাহিদা বিবেচনা করে জনসংখ্যার ঘনত্বের আলোকে অঞ্চল নির্ধারণ পূর্বক অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন;
৫. বাস্তবতার আলোকে যে সকল এলাকায় নলবাহিত পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না সে সকল এলাকায় হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন করা প্রয়োজন;
৬. বিদ্যমান জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন;
৭. কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পানির বিল সরাসরি ব্যাংকে জমা প্রদানকরণ এবং আয়তন ভিত্তিক পানির বিল নির্ধারণ;
- এবং
৮. বাজেটে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা খাতে বরাদ্দ রাখা।

৩.৫.২ নর্দমা ব্যবস্থা (Drainage System)

রায়পুর পৌরসভা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও সমন্বিত নর্দমা ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে অতি-বৃষ্টির কারণে কাঁচা-পাকা সকল রাস্তায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় ফলে যানবাহন চলাচল এবং মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হয়। রায়পুর পৌরসভায় প্রয়োজনীয় এবং সমন্বিত

নর্দমা ব্যবস্থা নেই। পৌর এলাকায় মধ্য দিয়ে ১টি নদী রয়েছে। নর্দমা ব্যবস্থার বিদ্যমান চিত্র, পৌরসভার চাহিদা, ব্যবধান ও ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থের বিবরণ নিম্নোক্ত টেবিল ৩.৫.২-এ প্রদত্ত হলোঃ

টেবিল ৩.৫.২ : নর্দমা ব্যবস্থা

সূচক/প্যারামি টার	সারফেস ড্রেইন												ড্রেইনের শেষ মুখ/আউটফল			খাল/নদীর নাম বা নিচু অঞ্চলের নাম(হেক্টর)এককে লিখুন		নির্গমনের পূর্বে কোন পরিশোধন(ট্রিটমেন্ট) করা হত কিনা			
	আরসিসি ড্রেইন				ইন্টার তৈরী ডেইন				কাঁচা ড্রেইন												
	কিঃ	প্রাইমারী	কিঃ	সেকেন্ডারী	কিঃ	টারসিয়ারী	কিঃ	মোট	কিঃ	প্রাইমারী	কিঃ	সেকেন্ডারী	কিঃ	টারসিয়ারী	কিঃ	মোট	কিঃ		মোট ড্রেইন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			
১. বিদ্যমান অবস্থা	-	০৩	০৫	০৮	-	-	০৩	০৩	-	-	-	-	১১	-	-	-	ডাকতিয়া নদী	না			
২. পৌরসভার মোট চাহিদা	৪৫	১৫	১০০	১৬০	-	-	৫০	৫০	-	-	-	-	২১০	-	নদী	-	ডাকতিয়া নদী				
৩.ব্যবধান (৫-১)	৪৫	১২	৯৫	১৫২	-	-	৪৭	৪৭	-	-	-	-	৯৯	-			-	-			
৪. ব্যবধান পূরনে খরচ (লক্ষ টাকা)	২০০০	৬০০	১০০০	৩৬০০	-	-	১২০০	১২০০	-	-	-	-	০০৭৪	-			-	-			

পর্যবেক্ষণ :

উপরের তথ্যাদি হতে যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় তা হলো-(ক) চাহিদার তুলনায় বিদ্যমান ড্রেইনেজ ব্যবস্থা খুবই সামান্য; (খ) চাহিদার ভিত্তিতে প্রায় ১৯৯ কিঃমি বিভিন্ন ধরনের ড্রেইন নির্মাণ করা দরকার; (গ) নতুন ড্রেইন নির্মাণে তহবিলের প্রয়োজন হবে প্রায় ৪৮০০ লক্ষ টাকা। রায়পুর পৌরসভায় বিদ্যমান ড্রেইনেজ ব্যবস্থায় আরও কিছ সমস্যা রয়েছে তা হলো-

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

বেইজ লাইন সার্ভেঃ-

১. পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও দূষিত পানি নিষ্কাশনের জন্য সুষ্ঠু ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অভাব;
২. বিদ্যমান ড্রেন ও আউটফলের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই;
৩. আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকার কারণে ড্রেন গুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষন করা হয় না;
৪. নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার না করায় এবং ড্রেনের ভিতর ময়লা আবর্জনা ফেলায় ড্রেন ভর্তি হয়ে পানি প্রবাহে বাধাগ্রস্ত হয়।

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- রায়পুর পৌরসভায় কোন পরিকল্পিত ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নেই;
- বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, এতে চলাচলে অসুবিধা হয় এবং মশা মাছির উপদ্রব বাড়ে;
- নিচু জমি ভরাট হয়ে যাওয়ায় এবং বেশির ভাগ খাল দখল হওয়ায় প্রাকৃতিক নর্দমা ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছে;
- কোর এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল, একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়;

- পৌর এলাকার নিচু জমি গুলিতে জনবসতি গড়ে উঠার ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়;
- রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মানের জায়গার সংকট আছে।

প্রধান প্রধান পরামর্শঃ

- ড্রেনেজ মহা পরিকল্পনা অনুসারে পৌর এলাকাকে একটি ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসাতে হবে;
- ড্রেন নির্মাণ, বিদ্যমান ড্রেন ও খালের সংস্কার, সঠিক আউটফল চিহ্নিত করে তার সাথে ড্রেনের সংযোগ প্রদান করতে হবে;
- নিয়মিত কর্মসূচী অনুযায়ী ড্রেন পরিষ্কার রাখার জন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ ও তদারকী করতে হবে;
- নিয়মিত ড্রেনগুলো পরিষ্কার করাতে হবে;
- পুরাতন খাল দখলমুক্ত ও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা দরকার;
- ড্রেনের উপর স্ল্যাব দিয়ে জনসাধারণের চলাচল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাতে হবে;
- নদীর পাশ দখলমুক্ত ও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা এবং শহরের ময়লা নদীতে না ফেলা।

এ ছাড়াও বড় সমস্যা হচ্ছে বিদ্যমান বেশিরভাগ ড্রেনের আউটফল নিচু এলাকায়, ফলে ময়লা পানি পরিবেশ দূষন করছে। এই ধরনের সমস্যা সমাধানে ড্রেনেজ ব্যবস্থার আউটফল কিভাবে দিলে সমস্যার সমাধান হবে তার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ড্রেনেজ নির্মাণে মহা পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে।

৩.৫.৩ পয়ঃনিষ্কাশন (Sanitation)

রায়পুর পৌরসভায় ১০০% স্যানিটেশন এর জন্য ইতিপূর্বে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পৌরসভা ইতিপূর্বে পৌরসভা কর্তৃক কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করে এবং অন্যরা তাদের নিজেদের প্রয়োজন বিবেচনা করে নিজেদের উদ্যোগে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন এবং ব্যবহার করে থাকে কিন্তু এর শতকরা হার খুবই কম। বেইজ লাইন সার্ভে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ক) সুয়ারেজ (পয়ঃপ্রণালী) সাথে সংযোগপ্রাপ্ত পরিবারের শতকরা হার : ০%;
- খ) সেপটিক ট্যাংক আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার : ১৬%;
- গ) সোকওয়েল আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার : ১২%;
- ঘ) বায়ু চলাচল যুক্ত পিট ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার : ৫৮%;
- ঙ) বুলন্ত ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার : ১১%;
- চ) কোন ল্যাট্রিন নেই এমন পরিবারের শতকরা হার : ৩%।

অন্যদিকে রায়পুর পৌরসভার বাণিজ্যিক এলাকায় ০৮টি পাবলিক টয়লেট ছাড়া বস্তিবা অন্য কোথাও পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নেই। বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিদ্যমান অবস্থার আলোকে উল্লিখিত চাহিদা নিম্নরূপ :

স্যানিটেশন সম্পর্কে পৌরসভার চাহিদাসমূহ

- ক) পাবলিক টয়লেট ২০ টি।
- খ) বস্তি ও ক্লাস্টারে কমিউনিটি ল্যাট্রিন ১০ টি।
- গ) দারিদ্র্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ।

চাহিদা ও বিদ্যমান অবস্থার পার্থক্য কি (চাহিদা-বিদ্যমান ব্যবস্থা)

- ক) পাবলিক টয়লেট ১২ টি।
- খ) বস্তি ও ক্লাস্টারে কমিউনিটি ল্যাট্রিন ০২ টি।

গ) দারিদ্র্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ।

উল্লিখিত ব্যবধান সমূহ পূরণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় হবে ১৫০ লক্ষ টাকা।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

বেইজ লাইন সার্ভে :

১. প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা টয়লেট;
২. সরকারি/পাবলিক পুরুষ ও মহিলা টয়লেট নির্মাণ;
৩. স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা টয়লেট সুবিধা;
৪. ময়লা পরিবহন/পরিচ্ছন্নতা;
৫. স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন;
৬. স্যুয়ারেজ লাইন স্থাপন;
৭. মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে টয়লেট সুবিধা।

পর্যবেক্ষণ :

বেইজ লাইন সার্ভে থেকে জানা যায় যে রায়পুর পৌরসভায় মাত্র ০৮ টি পাবলিক টয়লেট আছে। এফজিডি এবং ওয়ার্ড ভিশনিং এর প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, রায়পুর পৌরসভায় স্যানিটেশন কভারেজ দিতে হলে সুপারিশকৃত সকল বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

মুখ্য বিষয়/সমস্যাঃ

১. পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
২. এডিপি বরাদ্দের স্বল্পতা;
৩. মাত্র ০৮ টি পাবলিক টয়লেট থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম;
৪. জন সমাগম হয় এরূপ স্থানে পাবলিক টয়লেট নেই;
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. সেক্টরিক ট্যাংকের ময়লা অপসারণের যন্ত্রপাতি এবং ল্যাট্রিনের ময়লা (পঙ্কিল) অপসারণের নির্দিষ্ট জায়গা নেই;
২. অনেক দারিদ্র্য পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন নেই;
৩. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখার জনবলের অভাব;
৪. বর্ষা মৌসুমে ল্যাট্রিনের/সোকওয়েলের ময়লা বের হয়ে পরিবেশের দূষণ ঘটায়;
৫. রিং-দ্রাব্যুক্ত ল্যাট্রিনের অবস্থা ভাল নয়;
৬. হত-দারিদ্র্য বস্তিবাসীর ল্যাট্রিন নির্মাণের সামর্থ্য নেই;
৭. অনেক টয়লেটের সোকওয়েল নেই এবং অনেক জায়গায় বুলন্ত ল্যাট্রিন বিদ্যমান।

প্রধান প্রধান পরামর্শনঃ

১. পৌরসভায় পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা আবশ্যিক;
২. পাবলিক টয়লেটে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার;
৩. ল্যাট্রিনের ময়লা (পঙ্কিল) অপসারণের জায়গার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
৪. ময়লা সংগ্রহ ও পরিবহণের জন্য সাকশন মোশিন সহ যানবাহনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
৫. স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ;
৬. প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
৭. দারিদ্র্য পরিবারের জন্য অংশিদারিত্বে স্বল্প মূল্যে অথবা বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; এবং

৮. স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও তদারকির জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ সহ পৌর পরিষদকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

৩.৫.৪ সড়ক বাতির সুবিধা (Streetlight Facilities)

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুতের সমস্যা বড় সমস্যা। উৎপাদন খরচ বেশী হওয়া সত্ত্বেও সরকার কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেও মানুষের চাহিদা পূরন করতে পারছে না। ফলে লোড সেডিং এর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেইজ লাইন সার্ভের তথ্য থেকে জানা যায় রায়পুর পৌরসভায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা নেই। রাস্তায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যক্রম রোধ এবং পৌরবাসীর রাতে চলাচলের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সড়ক বাতির প্রয়োজন। বর্তমানে পৌর এলাকায় মোট ১৮৭৬ টি সড়ক বাতি আছে যা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিজস্ব পোলে স্থাপন করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ন্যায় পৌরসভার জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আলাদা ফেজ না থাকায় প্রতিটি বাতির জন্য আলাদা আলাদা সুইচ ব্যবহার করা হচ্ছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি প্রতিটি বাতির জন্য নির্ধারিত (সর্বনিম্ন) বিল প্রদান করে। এতে অতিরিক্ত অর্থের অপচয় হচ্ছে।

বেইজ লাইন সার্ভের তথ্য হতে আরও জানা যায় যে :

- | | |
|---|------------|
| ১. স্থাপিত সড়ক বাতির সংখ্যা | : ১৮৭৬ টি। |
| ২. সড়ক বাতির সুবিধা প্রাপ্ত রাস্তার শতকরা হার | : ৫৫% |
| ৩. সড়ক বাতির জন্য বৈদ্যুতিক বিলের পরিমাণ (বার্ষিক) | : ২৬ লক্ষ |
| ৪. বার্ষিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় | : ১১ লক্ষ |
| ৫. গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যত প্রয়োজনীয়তা : | |

- এনার্জি বাল্ব সেট সহ ১০০০০ টি।
- নতুন বৈদ্যুতিক পোল ৩০০০ টি।
- ওভার হেড তার ২৫,০০০ মিটার।
- বীম লিফটার ০২ টি।

৬. ব্যবধানঃ

- এনার্জি বাল্ব সেট সহ ৮১২৪ টি।
- নতুন বৈদ্যুতিক পোল ৩০০০ টি।
- ওভার হেড তার ২৫০০০ মিটার।
- বীম লিফটার ০২ টি।

৭. ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ : ১০০০ লক্ষ টাকা।

পর্যবেক্ষণ :

আমরা যদি বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বিকল্প ব্যবস্থা বের করতে পারি তাহলে কিছুটা হলেও লোড সেডিং এর হাত হতে রক্ষা পাব। সৃষ্টিকর্তা সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আলো দেন। এই সূর্যের তাপ শক্তিকে যদি আমরা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলেই সরকারের সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। কাজেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে সরকারের পাশাপাশি সকল সংস্থাকে প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন/সংগ্রহ করা জরুরী প্রয়োজন। অতএব সরকারের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য রায়পুর পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ, গ্রোথ সেন্টার, কবরস্থান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সোলার লাইট স্থাপন করা আবশ্যিক।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

রায়পুর পৌর এলাকায় বর্তমানে ১৮৭৬ টি সড়ক বাতি আছে। অধিকাংশ রাস্তায় সড়ক বাতি নেই। সড়ক বাতি না থাকায় পৌর এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. পৌরসভার বিদ্যুৎ শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
২. সড়ক বাতি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি নেই;
৩. সড়ক বাতির পরিমাণ কম;
৪. সড়ক বাতি না থাকায় রাতে চলাচল করা অসুবিধা হয়;
৫. কর্মজীবী মহিলারা ছিনতাই এর কবলে পড়ে;
৬. এলাকার নিরাপত্তা, চুরি, ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যক্রমের প্রবণতা বাড়ে;
৭. সড়ক বাতির জন্য আলাদা মিটার নেই;
৮. সড়ক বাতি স্থাপন করার জন্য পৌরসভার নিজস্ব কোন পোল ও লাইনের ব্যবস্থা নেই।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. সড়ক বাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ বাজেট বরাদ্দ করা এবং একই সাথে পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
২. সড়ক বাতি পুনঃস্থাপন ও লাইন মেরামতের জন্য বীম লিফ্টার সরবরাহ করা আবশ্যিক;
৩. সকল রাস্তায় সড়ক-বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;
৪. নতুন রাস্তা নির্মাণের কার্যক্রমের সাথে অপরিহার্য উপ-অংগ হিসেবে সড়ক বাতি অন্তর্ভুক্ত করে উপ-প্রকল্প (Sub-project) তৈরী করা আবশ্যিক;
৫. সড়ক বাতির জন্য আলাদা মিটার এবং সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য পৌরসভার নিজস্ব পোল ও লাইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;
৬. সোলার লাইট ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে।

৩.৫.৫ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management)

রায়পুর পৌরসভা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও সমন্বিতভাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি না থাকায় যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা হয় এবং যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলাতে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। নিম্নোক্ত টেবিল ৩.৫.৫ এ পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৩.৫.৫ : কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সূচক/প্যারামিটার	কনজারভেশী সুবিধাদি		কঠিন বর্জ্য (প্রতিদিন)		বর্জ্য পরিষ্কারের সংখ্যা(সপ্তাহে কতবার)				পরিবহন				ডাস্টবিন		ডাম্পিং গ্রাউন্ড	
	সেবা প্রাপ্ত এলাকা	সেবাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা	উৎপাদিত আবর্জনার পরিমান (টন)	সংগৃহীত আবর্জনার পরিমান (টন)	প্রধান সড়ক	মাকারী সড়ক	বাজার এলাকা	অন্যান্য এলাকা	ট্রলি	রিকসা/ভ্যান	ট্রাক	অন্যান্য	ব্যবহারযোগ্য	ব্যবহার	সংখ্যা	এলাকা
	বর্গ কিমিঃ	মোট জনসংখ্যার তুলনায় সেবাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার হার%														
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১. বিদ্যমান অবস্থা	৩.২৫	৩০%	৪	৪	৭	৭	৭	০	১	৫	০	০	১৮	১৮	০	০

২.পৌরসভা র মোট চাহিদা	৯.৬০	১০০%	১২	১২	১৪	১৪	১৪	০	৫	১৫	২	-	৫০	-	২	০
৩.ব্যবধান	৬.৩৫	৭০%	৮	৮	৭	৭	৭	০	৪	১০	২	-	৩২	-	২	০
৪.ব্যবধান পূরণে খরচ (লক্ষ টাকা)	৮০	-							৬০	০২	২০০	-	১০		৩০০	০

পর্যবেক্ষণ :

রায়পুর পৌরসভার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগন্য। পৌরবাসী যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে রাখে এবং মাঝে মাঝে পৌরসভার উদ্যোগে আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়। এফজিডি এবং ওয়ার্ড ভিশনিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং চাহিদার চিত্র হলো এই পৌরবাসী দাবী করে তাদের বাড়ী বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য। বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী রায়পুর পৌরসভায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে আবর্জনা ও বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবার পর্যায়ে আবর্জনা আলাদা করার ব্যবস্থা না থাকলেও ডাস্টবিনের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। বর্জ্য পরিবহনের জন্য পৌরসভার ১টি ট্রাক (অকেজো), ৫টি রিক্সা-ভ্যান ও ১টি ট্রলি আছে। প্রধান প্রধান সড়ক গুলি এবং বাজার এলাকা প্রত্যহ এবং মাঝারী সড়কগুলি সপ্তাহে তিন বার এবং অন্যান্য এলাকা থেকে দুইবার আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়। এর সেবার আওতায় ৩.২৫ বঃ কিঃ মিঃ এলাকা অর্থাৎ পৌরসভার প্রায় ৩০% এলাকা বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার সুবিধা পাচ্ছে। পৌরসভার নির্ধারিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য সরকারী খাস জমিতে ফেলা হচ্ছে। অবশিষ্ট ময়লা আবর্জনা রাস্তার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বাড়ীর পাশে গর্ত করে এবং অবশিষ্ট অংশ পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন খালে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। বিদ্যমান অবস্থা ও চাহিদার ব্যবধান পূরণে জমির মূল্য সহ ৩৩৫২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

১. সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
২. পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/কনজারভেন্সি সেবা প্রদানের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নেই;
৩. ময়লা ফেলার জন্য ডাম্পিং এলাকা নেই;
৪. বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ অপ্রতুল; এবং
৫. আবর্জনা পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি নেই।

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাস্টবিনের অভাব;
২. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
৩. প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব;
৪. পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আইন অবহিত না থাকা;
৫. জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগের অভাব;
৬. আবাসিক এলাকায় বাড়ী বাড়ী হতে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা না থাকা;
৭. হোটেল রেস্টুরা, দোকান, কাঁচা বাজারের আবর্জনা এবং বসত বাড়ীর আবর্জনা রাস্তার পাশে এবং খালে ফেলার ফলে পরিবেশ দূষণ হয় যাহা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ;
৮. ময়লা ফেলার জন্য ডাম্পিং এলাকা নেই।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. পৌর এলাকার বড় ও মাঝারী সড়ক নিয়মিত পরিষ্কার করা জরুরী;

২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা;
৩. আগামী ৫ বছরের চাহিদা নিরূপণ করে পৌরসভা কর্তৃক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রয়োজন;
৪. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকির ব্যবস্থা করা;
৫. পৌর এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় ও পরবর্তীতে পরিবেশ আইন মেনে চলার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বাধ্য করার বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. ভবিষ্যতে বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং এ জন্য মূল্য প্রদানে আগ্রহী করা;
৭. প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাক্সফার স্টেশন ও ডাস্টবিন নির্মাণের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগের মাধ্যমে আবর্জনা অপসারণ করা ও সার্বক্ষণিক তদারকির ব্যবস্থা করা;
৮. ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে সমন্বয় করা;
৯. প্রতিদিন আবর্জনা অপসারণ করার কার্যক্রম গ্রহণ।

৩.৫.৬ বিনোদন ও সামাজিক সুবিধা (Recreation and Social Facilities)

দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম কোমল মতি শিশু-কিশোরদের পরিচর্যা, মননশীলতা ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশের জন্য বিনোদন খুবই অপরিহার্য। কিন্তু পৌর এলাকায় বিনোদনের কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় শিশু-কিশোররা তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে, তারা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ হওয়াসহ বিভিন্ন কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এহেন অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য রায়পুর পৌর এলাকায় একটি শিক্ষামূলক শিশু পার্ক নির্মাণ করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা হলে একদিকে যেমনঃ শিশু-কিশোররা বিনোদনের বিভিন্ন কলা কৌশল উপভোগ করতে পারবে অন্যদিকে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পৌরসভা তথা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়াও রায়পুর বাসীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকারজনগন শিশু পার্কে আগমন



জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

করে কিছুটা হলেও মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে। শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ ও জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরনের স্বার্থে রায়পুর পৌরসভায় অত্যাধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা সম্বলিত শিশু পার্ক নির্মাণ করা অত্যাাবশ্যক। শিশু পার্ক নির্মাণ হলে নিম্নলিখিত সুবিধাদি পাওয়া যাবে।

- ১। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম কোমল মতি শিশু-কিশোরদের পরিচর্যা, মননশীলতা ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশের বৃদ্ধি পাবে;

রায়পুর পৌর এলাকায় বিনোদন ব্যবস্থা বলতে ২টি খেলার মাঠ, ১টি অডিটোরিয়াম কমিউনিটি সেন্টার, ১টি পাঠাগার আছে। পৌর এলাকার জনসাধারণের তুলনায় বিনোদন ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা :

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. রায়পুর পৌরবাসীর কোন বিনোদন সুবিধা নেই;

২. শিশুদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে বিধায় তাঁরা অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে ও মাদকাসক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে চুরি ও ডাকাতির প্রভাব দেখা যায়;
৩. পৌরসভায় বিনোদন সংক্রান্ত পৃথক কোন শাখা না থাকায় বিনোদন সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম নেই;
৪. পৌরসভার সকল এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্য পার্ক বা বিনোদনের ব্যবস্থা নেই;
৫. আধুনিক মান সম্পন্ন স্টেডিয়াম, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, শিশু পার্ক ও চিড়িয়াখানা নেই।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. পৌর পরিষদের নেতৃত্বে একটি পৃথক কমিটি গঠনের মাধ্যমে পৌর এলাকার বিনোদন ব্যবস্থা সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনা তদারকি এবং পরিষদের সভায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন;
২. জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পৌরসভার উদ্যোগে খাস জমি উদ্ধার করে খেলার মাঠ, পার্ক, পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার, জিমনিসিয়াম ও অডিটোরিয়ামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
৩. পৌরসভার উদ্যোগে শিশুসহ সকল বয়সের লোকের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ডাকাতিয়া নদীর পার্শ্ব পায়ে হাটার রাস্তা, নদীর থেকে উঠানামার জন্য সিঁড়ি তৈরী, নারী/পুরুষের বসার স্থান নির্মাণ সহ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বৃক্ষরোপণ ও ছোটখাট বিনোদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন;
৪. পৌর এলাকায় একটি চিড়িয়াখানা নির্মাণ করা প্রয়োজন;
৫. পৌর এলাকার বিনোদন সুবিধার জন্য বিনোদন মূলক শিশুপার্ক স্থাপন করা প্রয়োজন।

৩.৫.৭ পৌরসভার মার্কেটিং সুবিধাদি ও কসাই খানা (Marketing Facilities and Slaughter Houses of Pourashava)

রায়পুর পৌরসভা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও সমন্বিত ভাবে পৌরসভার মার্কেটিং সুবিধা না থাকায় জনগণ মার্কেটিং সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং কসাই খানা না থাকায় যেখানে সেখানে পশু জবাই করার ফলে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছেঃ

টেবিল ৩.৫.৭ ঃ-পৌরসভার মার্কেটিং সুবিধাদি ও কসাই খানা

সূচক/প্যারামিটার	কাঁচা বাজার	পাইকারী বাজার	সুপার মার্কেট		কসাইখানা	হাট/বাজার	অন্যান্য উল্লেখ করুন	মন্তব্য
	সংখ্যা	সংখ্যা	পৌরসভার নিজস্ব	ব্যক্তিগত				
					সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১. বিদ্যমান অবস্থা	০৩	১	০০	০৫	০১	১৪	--	
২. পৌরসভার মোট চাহিদা	০৫	৩	০৩		০২			
৩. ব্যবধান (৫-১)	০২	২	০৩		০১			
৪. ব্যবধান পূরনে খরচ (লক্ষ টাকা)	১০০	২০০	৬০০০ লক্ষ		৫০ লক্ষ			

পর্যবেক্ষণ ঃ

উপরের তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৌরসভার নিজস্ব আধুনিক কোন সুপার মার্কেট নেই। আধুনিক পরিবেশও নারী বান্ধব সুপার মার্কেট স্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ আছে।



রায়পুর পৌরসভার মার্কেটের চিত্র।



পান্না বাজার, রায়পুর, কাম্বীপুর।

পৌরসভার নিজস্ব জায়গাতে এই ধরনের সুপার মার্কেট নির্মাণকরে পৌরসভার আয় বাড়ানো যেতে পারে। এফজিডি থেকে প্রাপ্ত চাহিদাঅনুযায়ী এই সমস্ত সুপার মার্কেটগুলি অবশ্যই যেন নারী বান্ধব হয় সে দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। ওয়ার্ড ভিশনিং এ কসাইখানা নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। রায়পুর পৌরসভার নিয়ন্ত্রনে কাঁচা বাজারটি উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। সেক্ষেত্রে বেইজ লাইন সার্ভে থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৬৩৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন উপরোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য।

মুখ্য বিষয় /সমস্যা

১. মার্কেটের জায়গা খুবই কম;
২. গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা নেই;
৩. টয়লেটের ব্যবস্থা নেই;
৪. আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নেই।

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. পৌর এলাকায় আধুনিক কোন সপিং মল নেই;
২. মার্কেট এলাকায় গাড়ী রাখার স্থান নেই;
৩. এখনও পুরাতন টিনের ঘর বিদ্যমান যা দৃষ্টিকটু;
৪. ময়লা ফেলার ডাস্টবিন নেই;
৫. পাবলিক টয়লেট নেই;
৬. অগ্নি প্রতিরোধক কোন ব্যবস্থা নেই;
৭. মার্কেটে নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেনারেটর নেই; এবং
৮. প্রয়োজনের তুলনায় মার্কেটের সংখ্যা কম।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. পৌরসভা কতৃক বহুতল ভবন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক মার্কেট নির্মাণ করা প্রয়োজন;
২. পৌরসভা কতৃক কিচেন মার্কেট নির্মাণ করা প্রয়োজন;
৩. আলাদা মহিলা দোকান থাকা দরকার;
৪. আন্ডার গ্রাউন্ড গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
৫. মার্কেটে অগ্নি প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং জনগণকে অগ্নি প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার;

৬. ব্যক্তি মালিকদের আধুনিক মার্কেট নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন;
৭. বয়স্ক ও শিশুদের সুবিধার্থে লিফট সুবিধা রাখা প্রয়োজন;
৮. মার্কেটে নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা প্রহরী থাকা আবশ্যিক;
৯. মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৩.৫.৮ রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা (Roads, Transportation and Communication Facilities)



বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যের ভিত্তিতে রায়পুর পৌরসভায় ১টি বাস স্ট্যান্ড আছে। তবে প্রয়োজনীয়তার আলোকে ১টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুপাতে রাস্তা নেই এবং বিদ্যমান রাস্তার অধিকাংশ কাঁচা ও ব্যবহারের অনুপযোগী। পৌর এলাকার যানবাহন চলাচলের জন্য কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই। রাস্তা/সেতু/কালভার্ট এর অবস্থা ও প্রয়োজনের বিবরণ নিম্নোক্ত দেয়া হলো :

টেবিল ৩.৫.৮ঃ- রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা

সূচক/প্যারামিটার	রাস্তা					মোট		সেতু		কালভার্ট
	বিটুমিন	আরসিসি/সিসি	এইচবি / সোলিং	ড্রিউ বিএম	কাঁচা	কাঁচা	পাকা	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য মিঃ	সংখ্যা
	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. বিদ্যমান অবস্থা	২৫	১০	৪	০২	৩০	৩০	৪১	০৪	৩২	৩৭
২. পৌরসভার মোট চাহিদা	১০০	১২০	১০	--	৫০	৫০	২৩০	১০	১০০	৮৭
৩. ব্যবধান(৫-১)	৭৫	১১০	০৬	--	২০	২০	১৮৯	০৬	৫৮	৫০
৪. ব্যবধান পূরনে খরচ (লক্ষ টাকা)	৬০০০	১০০০০	১৮	--	২০০	২০০	১৬০০০	১২	২০০০	৪৫০

পর্যবেক্ষণ :

রায়পুর পৌরসভা ০৯.৫০ বর্গ কিঃমিঃ আয়তনের একটি পৌরসভা। প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তা, সেতু/ কালভার্টসহ অন্যান্য অবকাঠামো খুবই যৎসামান্য। পৌরবাসির এই সমস্যা সমাধানে প্রায় ১৮৬৮০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ প্রয়োজন। বেইজ লাইন সার্ভে থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় এবং আরও কিছু সমস্যার কথা বেইজ লাইন সার্ভে থেকে উঠে এসেছে নিম্নরূপঃ

১. রায়পুর পৌরসভা এলাকায় রাস্তা, সেতু/কালভার্টের জন্য দীর্ঘমেয়াদী মহা পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবায়নের অভাব পরিলক্ষিত হয়;
২. এই সমস্যা সমাধান এর জন্য তহবিলের ঘাটতি রয়েছে;
৩. জনবল তথা প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব রয়েছে।

রায়পুর পৌরসভার রাস্তা/সেতু/কালভার্টের চাহিদা বিষয়টি এফজিডি এবং ওয়ার্ড ভিশনিং এ প্রাধান্য পেয়েছে। পৌরসভার জনগনের সহিত আলোচনা করে জানা গেছে এই বিষয়টি তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। রায়পুর পৌরসভায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ব্যবহার করে পরিকল্পিত নগর নির্মাণে এখন বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিলে নগরটি বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা সম্ভব।

যানবাহন ও মানুষের নিরাপদ চলাচলের প্রধান উপকরণ হলো রাস্তা। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত ভাল ও বিস্তৃত সে দেশ তত উন্নত। উন্নয়নের প্রথম শর্ত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। রায়পুর পৌরসভার অধিকাংশ রাস্তা পার্শ্ববর্তী বাড়ী-ঘর হতে নিচু হওয়ায় বাড়ী-ঘরের পানি রাস্তার উপর এসে পড়ে ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক রাস্তার পার্শ্বে ডোবা থাকায় রাস্তার পানি উক্ত ডোবায় প্রবাহিত হওয়ার সময় রাস্তার সোল্ডার ও রাস্তা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন পর্যন্ত অনেক রাস্তা কাঁচা ও হেরিং বন বন্ডের (এইচবিবি) রয়েছে।

বেজলাইন সার্ভের তথ্যে টেবিল ৩.৫.৮ (১) এ দেখা যায় পৌরসভার মোট ৭১ কি.মি.সড়কের মধ্যে বিটুমিনস ২৫ কিঃমিঃ, এইচ.বি.বি রাস্তা ০৪ কিঃমিঃ, ডাব্লিউ বি এম রাস্তা ০২ কিঃমিঃ, আরসিসি ১০ কিঃমিঃ এবং কাঁচা রাস্তা ৩০ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা নির্মাণ করা প্রয়োজন। পৌরসভার বিদ্যমান রাস্তার অবস্থা নিম্নরূপঃ

টেবিল ৩.৫.৮ (১) : রায়পুর পৌরসভার রাস্তার বর্তমান বিবরণ

রাস্তার মান	কার্পেটিং	ডাব্লিউবিএম	এইচবিবি	আরসিসি	মাটির রাস্তা
খারাপ	৬০%	৪৫%	৪৫%	৩০%	৭০%
ভাল	২০%	৩৫%	৪০%	২০%	২৫%
খুব ভাল	২০%	২০%	১৫%	৫০%	০৫%

মুখ্য বিষয় /সমস্যা

১. চাহিদার তুলনায় রাস্তা ও সেতু / কালভার্টের পরিমাণ কম;
২. পরিবহণ ও যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অর্থের অভাব রয়েছে;
৩. প্রয়োজনীয় জনবল অভাব বিদ্যমান;
৪. রাস্তা প্রশস্ততা কম;
৫. নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না;
৬. রাস্তার পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নেই;
৭. কোন বাস/ট্রাক টার্মিনাল নেই;
৮. মাটির রাস্তা বর্ষা মৌসুমে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে;
৯. পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘরের তুলনায় অনেক রাস্তা নিচু;
১০. পৌরসভার কোন গণ-পরিবহন সুবিধা নেই;

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তা কম;
২. রাস্তা খারাপ থাকার কারণে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে দ্রুত যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়;
৩. অপরিবাহিত নগরায়নের ফলে শহরের অধিকাংশ রাস্তা অত্যন্ত অপ্রশস্ত;
৪. কাঁচা রাস্তাগুলি বর্ষাকালে কদমাজ হওয়ায় যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলে অসুবিধা হয়;
৫. মহল্লার অত্যন্ত রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত;
৬. ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় মাঝে মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে;
৭. বাস/ট্রাক টার্মিনাল না থাকায় যত্রতত্র পরিবহন রাখার কারণে যানজট লেগে যায়;
৮. অবৈধ ভাবে রাস্তার জায়গা দখল করা;
৯. ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বেশ কিছু রাস্তা থাকায় অনেক সময় মালিক রাস্তা বন্ধ করে দেয়;

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. বিদ্যমান কাঁচা রাস্তাগুলি পাকাকরণ ও অপ্রশস্ত রাস্তা গুলি প্রশস্তকরণের প্রয়োজন;
২. অধিকাংশ রাস্তা উচু করা প্রয়োজন;
৩. প্রয়োজনীয় স্থানে রাস্তার স্কোপ প্রোটেকশন এবং ড্রেন নির্মাণ করা প্রয়োজন;
৪. অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদ করা;
৫. ইমারত নির্মাণ বিধি অনুযায়ী রাস্তা হতে নিরাপদ দূরত্বে অবকাঠামো নির্মাণ করা;
৬. পরিকল্পিত যাতায়াত, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের পরিকল্পিত রোড নেট-ওয়ার্ক তৈরি, বাস/ট্রাক টার্মিনাল ও স্ট্যান্ড নির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে;
৭. মহল্লার অভ্যন্তরীণ রাস্তা গুলির জন্য মহল্লাবাসীর অংশগ্রহণে আলাদা পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য মহল্লাবাসীর জমি দান করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন;
৮. গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক অনেক প্রশস্ত এবং রাস্তাসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন;
৯. প্রয়োজনে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করে রাস্তা নির্মাণ;
১০. টেলিফোন ও অন্যান্য লাইন স্থাপনের সময় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত না করা।

৩.৫.৯ যানবাহন, নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি (গার্বজ ভীইকল ছাড়া) Transport Vehicles, Construction Equipments and Other Materials Excepting Garbage Vehicles

১. পৌরসভায় বিদ্যমান যানবাহনসমূহ :

ক) যানবাহনের ধরণ : পিক আপ	সংখ্যা : ০১ টি
খ) যানবাহনের ধরণ : মটর সাইকেল	সংখ্যা : ০৩ টি (০১ টি অচল)
গ) যানবাহনের ধরণ : রোড রোলার	সংখ্যা : ০৪ টি (০৪ টি অচল)

২. পৌরসভায় বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ :

ক) ধরণ/বিবরণঃ কম্পিউটার	সংখ্যা : ০৮ টি (০৩ টি অচল)
খ) ধরণ/বিবরণঃ ফটোকপি	সংখ্যা : ০১ টি
গ) ধরণ/বিবরণঃ ফ্যাক্স	সংখ্যা : ০০ টি

৩. বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় (পৌরসভা কর্তৃক) টাকাঃ

ক) যানবাহন	১০ লক্ষ
খ) নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ	৫ লক্ষ

৪. উল্লিখিত সুবিধার মাধ্যমে পৌরসভার বার্ষিক রাজস্ব আয় (যদি থাকে) :

ট্যাক্স এবং ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারাইজড করায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা :

এ্যাম্বুলেন্স ০১ টি, রোড রোলার ০২ টি (১০টন ০১ টি, ০১ টন ০২টি), সাকশন মেশিন ১০০০ লিটার ০২টি, সাকশন মেশিন ৫০০ লিটার ০৩টি, পানির ট্যাংক ০২ টি, ফগার মেশিন ০৯ টি, এক্সকাভেটর, মিস্ত্রার মেশিন ০২টি।

ব্যবধান :

এ্যাম্বুলেন্স ০১ টি, রোড রোলার ০২ টি (১০টন ০১ টি, ০৫ টন ০১টি), সাকশন মেশিন ১০০০ লিটার ০১টি, সাকশন মেশিন ৫০০ লিটার ০১টি, পানির ট্যাংক ০২ টি, ফগার মেশিন ০৯ টি, এক্সকাভেটর, মিস্ত্রার মেশিন ০২টি।

৭. ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ : ১০০০ লক্ষ টাকা।

পর্যবেক্ষণ :

০৯.৫০ বর্গ কিঃমিঃ আয়তনে পৌরসভার নাগরিক সেবা তথা রাস্তা ঘাট নির্মাণ এবং মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াও পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনমত যানবাহন ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৫.১০ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন (Plan and Strategy Formulation for Efficiency Development)

সংশ্লিষ্ট ওয়াকিং গ্রুপ পৌর সভার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পৌরসভার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদানে উন্নত ব্যবস্থার প্রবর্তন, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির, এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা তৈরী করেছে। নিম্ন পরিকল্পনা দেওয়া হলোঃ

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা বা Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। UGIAPএ বর্ণিত পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির মাপকাঠিতে চাহিদা মোতাবেক পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারলে তবেই সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বিনিয়োগের অর্থ বরাদ্দ পাবে। এ জন্য UGIAP এর প্রথম পর্যায়ের কাজ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করতে পারলে ঐ পৌরসভা দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হবে এবং UGIAP এর দ্বিতীয় পর্যায়ের সকল কাজ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করতে পারলে ঐ পৌরসভা প্রকল্পের অবশিষ্ট প্রকল্প তহবিল থেকে বিনিয়োগ সহায়তা পাবে। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির পরও UGIAP এ বর্ণিত পরিচালন ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, যার ফলশ্রুতিতে পৌরসভা আর্থিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়সহ সেবা সরবরাহের সকল ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে। পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার ওপর স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত ভিশন বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহের বাস্তবায়ন কৌশলের সাথে UGIAP এর কার্যাবলী সমন্বিত করে কোর গ্রুপের স্থিরকৃত লক্ষ্য এবং তা অর্জনের কৌশলসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কৌশল বাস্তবায়নের সময় ভিত্তিক কার্যক্রম UGIAP এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত UGIAP এর (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) কপি পরিশিষ্ট-১ আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত কৌশল ও UGIAP এর কার্যাবলী সমন্বিত করে কোর গ্রুপের স্থিরকৃত লক্ষ্য, কৌশল ও কৌশল বাস্তবায়নের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা

বাস্তবায়ন কৌশল-১ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে রায়পুর পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌর সেবা কর্মে মহিলা ও দারিদ্র্যদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা ও তা অব্যাহত রাখা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

পৌরসভার আর্থিক, প্রশাসনিক ও সেবা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলা ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের বিষয় UGIAP এ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নেও বিভিন্ন পর্যায়ে পৌর নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে চিহ্নিত কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নে পরিবার জরিপ প্রশ্নমালা, তৃণমূল পর্যায়ে গঠিত ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WC) এবং নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
২. পিডিপি প্রণয়নের অংশ হিসেবে পৌর নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন পরিচালনা করে ভিশন ২০২৭ প্রণয়ন করা;

৩. পৌরসভার মহিলা ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীসহ সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নগর সমন্বয় কমিটি TLCC গঠন এবং তাদের অংশ গ্রহণে পিডিপি প্রণয়ন তদারকিসহ UGIAP এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যপরিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
৪. প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে মহিলা ও দারিদ্র্যদের প্রতিনিধিসহ ওয়ার্ডের সকল স্তরের নাগরিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WC) গঠন ও UGIAP এ বর্ণিত কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
৫. পৌরসভার কার্যাবলী পরিচালনায় TLCC, WC এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা এবং বিশেষ বিশেষ কাজ পৌরসভার সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;
৬. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যের কৌশল-২ এর বর্ণিত PRAP পিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে UGIAP বর্ণিত কার্যপরিধির আলোকে বাজেট বরাদ্দসহ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা; এবং
৭. মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে গঠিত জেডার কমিটির নেতৃত্বে পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan (GAP) তৈরী করে তা পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা , প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেডার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা , GAP এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর বাজেট তৈরী করে পৌরসভায় দাখিল করা এবং পৌরসভা কর্তৃক GAP বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা ।

বাস্তবায়ন কৌশল-২ঃ ২০২৩ সালের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে UGIAP এ বর্ণিত সকল কার্যাবলীসহ সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করে পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা ।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

UGIAP উপরোক্ত কমিটি/সংগঠনের এবং GAP ও PRAP এর কার্য-পরিধিসহ সময় ভিত্তিক ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা আছে এবং তদনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে ।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে UGIAP এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রমের বিষয় আছে তা নিম্নরূপঃ

১. TLCC গঠন ও কার্যকর রাখা এবং কমপক্ষে ২টি সভা অনুষ্ঠিত করা;
২. WC গঠন ও কার্যকর রাখা এবং কমপক্ষে ১টি সভা অনুষ্ঠিত করা;
৩. বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও প্রকাশ;
৪. জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিডিপি প্রণয়ন;
৫. সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রকাশ;
৬. সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের পৌর সেবার মান ও পরিমাণ সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহ;
৭. পৌরসভা পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার সেল গঠন এবং কার্যপরিধি অনুযায়ী তা কার্যকর রাখা;
৮. নিয়মিত TLCC ও WC এর সভা অনুষ্ঠান করা;
৯. বাজেট প্রস্তাব জনসমক্ষে প্রকাশ ও TLCC তে আলোচনা করা ও প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখা;

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

UGIAP প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে সময় ভিত্তিক উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে এবং তদনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে ।

বাস্তবায়ন কৌশল-৩ঃ ২০২৩ সালের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন, তদারকী বৃদ্ধি এবং তথ্য আদান প্রদানসহ e-governance প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

রায়পুর পৌরসভার নিজস্ব একটি ভবন আছে। অর্গানোগ্রামে বর্ণিত অনুমোদিত পদের ৪৫.৯১% পদ শূন্য রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা এর মত গুরুত্বপূর্ণ পদও খালি আছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধির বিবরণ আছে; কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করার দক্ষ জনবল নেই। সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে UGIAP এ বর্ণিত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে :

১. সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে পৌরসভার আকার ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জনবল নিয়োগ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ কর্মকর্তা কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
২. সকল স্থায়ী কমিটি গঠন ও তা UGIAP এ বর্ণিত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসরণে কমিটি সমূহকে কার্যকর (Activate) করা;
৩. এলজিইডি অফিস কর্তৃক ভৌত কাজের মালামাল পরীক্ষা করে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা;
৪. UGIAPএর সকল কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি PMO তে দাখিল করা; এবং
৫. UGIAP এর বর্ণনা মতে e-governance এর কার্যক্রম আরম্ভ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে UGIAP এ সময় ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা আছে, যার ভিত্তিতে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা হবে।

কৌশল-৪ঃ ২০২৭ সালের মধ্যে পৌরকরসহ সকল আর্থিক বিষয়ে শৃংখলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

পৌরসভার আর্থিক বিষয়ে শৃংখলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য UGIAP এ কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের শর্তাবলীর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসকল কার্যাবলী বাস্তবায়িত হলে এক দিকে পৌরসভার হিসাব ব্যবস্থায় শৃংখলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্য দিকে আর্থিক বিষয়ে রায়পুর পৌরসভা স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে।

এসকল কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১. কম্পিউটারাইজড হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
২. কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে উৎপাদিত বিল প্রস্তুত;
৩. বার্ষিক ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম চালু রাখা এবং আদায় বৃদ্ধি করা;
৪. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করা;
৫. বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল দায় দেনা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা (ঋণ পরিশোধের হার বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ২৫% এর কম থাকবে);
৬. ৩ মাসের অধিক সময়ের বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলসহ সকল বকেয়া বিল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা; এবং
৭. আর্থিক বিবরণী তৈরী এবং অডিট অ্যান্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য UGIAPএ সময় ভিত্তিক করণীয় (বাস্তবায়ন প্রণালী) বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে, যা অনুসরণে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৩.৫.১১ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা (Primary Health Care (PHC) and Medical Service)

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায় যে, পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন হাসপাতাল/ক্লিনিক/মাতৃসদন কেন্দ্র/পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র/যক্ষ্মা ক্লিনিক নেই। অসুস্থ রোগীকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্তে সরকারী হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য পৌরসভার এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেই। পৌরবাসী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণ করে থাকে। নিয়মিত পৌর সুইপার ও ঝাড়ুদার দ্বারা ড্রেন, বাজার ও রাস্তা পরিষ্কারসহ পশুর মৃতদেহ অপসারণ করা হয়। নিয়মিত জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন লিপিবদ্ধ করা হয়। বিদ্যমান হাসপাতাল/ক্লিনিকের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হলো :

টেবিল ৩.৫.১১ : রায়পুর পৌরসভার বর্তমান চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র

বিষয়	বিদ্যমান সংখ্যা
(ক) সরকারী হাসপাতালের সংখ্যা	০১টি
(খ) বেসরকারী হাসপাতালের ও ক্লিনিক	০৮টি
(গ) মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্রের সংখ্যা	০০টি
(ঘ) ডায়াগনস্টিক সেন্টার	০৪টি
মোট	১৩টি

পর্যবেক্ষণ :

পৌরসভা সার্বক্ষণিক কোন মেডিকেল অফিসার নেই। পৌরসভা হতে ইপিআই ব্যতীত আর কোন চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় না। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা খাতে বছরে বরাদ্দ খুবই কম থাকে। এ খাতে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হিসাবে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগদান এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য উপকরণ সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মুখ্য বিষয় / সমস্যা :

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. পৌরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগে জনবল এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণের অভাব;
২. চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় না;
৩. পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই;
৪. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সেবার মান সন্তোষজনক নয়, প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক নেই;
৫. সকল শ্রেণীর জনগণের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার অভাব এবং পরামর্শ কেন্দ্র নেই;
৬. টিকাদান কেন্দ্র নেই এবং পৌরসভা থেকে প্রদেয় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন পাওয়া যায় না;
৭. নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করণে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা;
৮. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরসভার উদ্যোগের অভাব;
৯. কোন কোন এলাকা থেকে চিকিৎসা কেন্দ্র অনেক দূরে ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা; এবং
১০. পৌরসভায় কোন মেডিকেল অফিসার নেই।

প্রধান প্রধান পরামর্শ :

১. পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা;
২. জনগনের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে পৌরসভার উদ্যোগে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা পয়োজন;
৩. চিকিৎসা সুবিধার ন্যূনতম উপযুক্ত চিকিৎসা পরিবেশ তৈরী করে দেওয়া;
৪. প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইপিআই কর্মী নিয়োগ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
৫. পৌরসভার বিধিবদ্ধ কার্যাবলীর আওতায় কার্যপরিধি অনুসরণে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ ও ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার Preventive কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন;
৬. পৌরসভায় একটি এ্যাম্বুলেন্স দরকার; এবং
৭. স্বাস্থ্য বিষয়ে পৌরসভাকে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৫.১২ আবাসন (Residential)

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর একটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আবাসন চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। এ চাহিদার যোগান দিতে প্রতি বছর তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন বাড়ী কিংবা পুরাতন বাড়ী সম্প্রসারণ (হরিজনটাল এবং ভার্টিকাল উভয় দিকে) হচ্ছে। এই বর্ধিত চাপ যেয়ে পড়ছে রাস্তা, ড্রেনসহ আরও অন্যান্য নাগরিক সুবিধাগুলির উপর। ফলে পৌর নাগরিকগন নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রকল্পের যৌক্তিকতা : আবাসনের জন্য নানাবিধ সমস্যার পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অসুবিধা সীমিত জমি। জমি সীমিত হওয়ার কারনে আবাসিক এলাকা তার আবসন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ফলে লোকজন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিদ্যমান আবাসন সমস্যা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-অপরিকল্পিত আবাসন, বিদ্যমান আবাসিক এলাকায় শিল্প-বানিজ্য স্থাপন, আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থায়নের অভাব এবং সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগের অভাব।

০৯.৫০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে রায়পুর উপজেলা পৌরসভা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এর প্রায় ৬০% ভাগ এলাকায় এখনো গ্রামীণ পরিবেশ বিদ্যমান। প্রায় অধিকাংশ ওয়ার্ডের মহল্লা গুলোতে কাঁচা রাস্তার পরিমানই বেশি। নতুনভাবে বসতিগড়া এলাকগুলিতে এখনো অনেক কাঁচা রাস্তা দেখা যায়। রায়পুর পৌর এলাকাতে বেশ কয়েক টি খাল বিদ্যমান রয়েছে। নগরায়নের ফলে বিগত কয়েক বছরে অগনিত মানুষ শহরমুখী হয়েছে, গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বসতি এলাকা। সৃষ্টি হয়েছে অপরিকল্পিত নগরী। বেশির ভাগ বাড়ীওয়ালা পৌরসভা থেকে প্লান অনুমোদন না নিয়ে যত্র-তত্র বাড়ী ঘড় তৈরী করেছে। ফলে নেই পরিকল্পিত রাস্তা বা ড্রেনেজ। বিষয়টি সম্পর্কে FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা ভিশনিং থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। জনগণের প্রধান চাহিদার মধ্যে রয়েছে রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও সড়ক বাতির ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

রায়পুর পৌরসভায় ভূমি ব্যবহার ম্যাপ বর্তমানে থাকলেও ইতি পূর্বে না থাকার কারনে ব্যবহার ভিত্তিক অর্থাৎ আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প কারখানা, কৃষি, অফিস, বিনোদন এলাকা, অব্যবহৃত ভূমি ইত্যাদি চিহ্নিত করে এর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা কার্যকর করার প্রচেষ্টা চলছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিচালিত জেনারেল এ্যাসেসমেন্ট এবং পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন এ্যাসেসমেন্ট এর তথ্য থেকে বিভিন্ন প্রকার হোল্ডিং-এর বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলো।

টেবিল ৩.৫.১২ : রায়পুরপৌরসভার আবাসন

ক্রমিক নং	হোল্ডিং-এর ধরণ	হোল্ডিং সংখ্যা
১.	সরকারী (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য)	২৫
২.	বেসরকারী (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য)	৮৭৫৬
৩.	মিশ্র হোল্ডিং	--
	মোট =	৮৭৮১

এছাড়া বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যানুযায়ী পৌর এলাকার শতকরা ৪০% ভাগ পরিবার কাঁচা বাড়ীতে, শতকরা ২০% ভাগ পরিবার আধা পাকা বাড়ীতে এবং শতকরা ৬০% ভাগ পরিবার পাকা বাড়ীতে বসবাস করে। রায়পুর পৌরসভায় বড় ধরনের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই, তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একই সমান্তরালে বাড়ীঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মিত হচ্ছে। কাজেই এখনই এ সব নির্মাণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা অত্যাৱশ্যক।

মূখ্য বিষয়/সমস্যাঃ

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. রায়পুর শহরে আবাসিক এলাকার সংযোগ সড়ক গুলো খুবই সরু ও কোন ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই।
২. রায়পুর পৌরসভায় কোন পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা নেই।
৩. মানুষ পরিকল্পিত নগরী তৈরী করার ক্ষেত্রে সচেতন কম।
৪. বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, এতে চলাচলে অসুবিধা হয় এবং মশা মাছির উপদ্রব বাড়ে; এবং
৫. কোর এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল, একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে এক সময় দেখা যাবে কৃষি জমি আর থাকবে না। মানুষের চাহিদার সাথে সাথে কৃষি জমিতে তাদের বাসস্থান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে দিন দিন কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। পৌরসভা যদি প্রতিটি ওয়ার্ডের অধিকাংশ পরিবারকে কমিউনিটি ভিত্তিতে খাস, পতিত, অব্যবহৃত ও এক ফসলি জমিতে ৫/৬টি বহুতল ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে তাঁরা কৃষি জমির উপর আবাসন নির্মানের পরিকল্পনা হতে বিরত থাকবে। পৌরসভা কর্তৃক কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন নির্মাণ করলে নিম্নোক্ত সুবিধাদি পাওয়া যাবে।

১. কৃষি জমিতে বাড়ী-ঘর নির্মাণ হবেনা ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে;
২. কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসনের ফলে একে অন্যের কাছ থেকে সার্বিক সহযোগীতা পাবে;
৩. সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে পারবে;
৪. কৃষি জমিতে প্রতি বছর ৩/৪ টি ফসল ফলানো সম্ভব হবে;
৫. দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ :

১. মহা পরিকল্পনা অনুযায়ী আবাসিক ও বানিজ্যিক বাড়ী ঘড় তৈরি করতে হবে;
২. পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগের প্লানিং শাখাকে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সজাগ করতে হবে;
৩. প্রকৌশল বিভাগের অনুমোদন ছড়া বাড়ী ঘড় নির্মাণ করতে দেয়া যাবেনা;
৪. মহল্লার সকল রাস্তায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হবে;
৫. কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন গড়ে তোলার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে;
৬. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে বহুতল ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে;
৭. প্রস্তাবিত ভবনে আধুনিক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন;
৮. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য সপিং মলের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
৯. ভবনের নিকটে শিশুদের খেলাধুলার মাঠ ও বিনোদন পার্ক রাখতে হবে;
১০. নির্দিষ্ট সময় পর ভবনের মালিকানা স্থানান্তর করতে হবে;
১১. জনগণকে ঝুঁকি ও অগ্নি প্রতিরোধের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
১২. ভবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৌরসভার বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

৩.৫.১৩ শিক্ষা ব্যবস্থা (Educational Facilities)

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায় যে,

১. পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা : নাই
২. বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার বার্ষিক ব্যয় : নাই
৩. গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা : ০৩ টি পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় ।
৪. ব্যবধানসমূহ : ০৩ টি
৫. ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ : ২০০ লক্ষ টাকা ।

রায়পুর পৌর এলাকার ভিতর অবস্থিত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সরকার/পৌরসভা যৌথভাবে কাজ করছে। এছাড়াও পৌর এলাকায় ১১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৮টি মাদ্রাসা, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি কলেজ, ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট ০১টি ও কিডার গার্ডেন ০৯টি আছে। পৌর এলাকার হত দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে এবং কর্মজীবী মানুষের শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে স্যাটেলাইট স্কুল, নৈশ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। এ খাতে ২০০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রস্তাবনা রয়েছে এবং প্রয়োজনে আরো বৃদ্ধি করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।



রায়পুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।



রায়পুর সরকারি কলেজ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।



রায়পুর মহিলা কলেজ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।



রায়পুর মহিলা কলেজ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

রায়পুর পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত কিছু স্কুল ও কলেজ

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. পৌরসভার নিজস্ব তত্তাবধানে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই;
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর অভাব আছে;
৩. পৌর এলাকায় জনসংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম;
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির দূরত্ব বেশী হওয়ায় দারিদ্র্য পরিবারের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহকে ব্যহত করে;
৫. দরিদ্রতার কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি;
৬. ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা করার জন্য মাঠের অভাব;
৭. কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিটোরিয়াম নেই;
৮. নৈশ বিদ্যালয় নেই;
৯. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ আধুনিক বিভ্রাজনাগার নেই;
১০. আর্থিক অসুচ্ছলতার কারণে রায়পুরপৌরসভা কর্তৃক স্বল্প পরিমান অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয় না;
১১. শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা নেই;
১২. শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বিধায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে পৌরসভার তেমন কিছু করণীয় নেই;
১৩. শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য তেমন লাইব্রেরী নেই;
১৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব নেই;
১৫. শিক্ষার বিষয় দেখার জন্য পৌরসভায় জনবল নেই।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই সেখানে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন;
২. অডিটোরিয়াম ও পরীক্ষার হল নির্মাণ করা প্রয়োজন;
৩. খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
৪. শিক্ষার বিষয় দেখার জন্য পৌরসভার শিক্ষা সংক্রান্ত উপ-কমিটিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন;
৫. বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের জন্য কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন;
৬. দারিদ্র্য ছাত্রদের বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ও নারী শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন;
৭. পৌরসভা/ এনজিও কর্তৃক স্যুটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে বস্তি এলাকার দারিদ্র্য শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কর্মজীবী মানুষের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন;
৮. এনজিও/সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;
৯. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ আধুনিক বিভ্রাজনাগার স্থাপন, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য লাইব্রেরী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু মান সম্মত শিক্ষার অভাব। এলাকার শিক্ষার মান উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাওয়ার পানি ও টয়লেটের সুব্যবস্থা করবে হবে। সকল দারিদ্র্য পরিবারের ছেলে-মেয়ারা স্কুলে যায়না। স্কুলটির অবকাঠামো নির্মাণ, আরও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ও যাতায়াতের রাস্তা সমূহ পাকা করার দাবী এলাকাবাসীর। পৌরসভা থেকে গরীব ছেলেমেয়েদের বিনা মূল্যে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান ও আর্থিক সহায়তা করলে শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব হবে।

৩.৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময় এবং কৃষি ক্ষেত্রে কর্মহীন সময় (Lean Period) এ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে তাদের জীবন ও জীবিকা সংরক্ষণের জন্য সরকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন প্রকার মানসিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে। দুর্যোগ প্রবন বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৩১.৫ ভাগ (বিবিএস, ২০১১) জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে যার মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ হত দরিদ্র্য এবং যারা মূলতঃ কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল। এ সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা পরিপত্র জারী করেছে। এ নির্দেশিকাটি বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্র সমূহের একটি সমন্বিত, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংশোধিত এবং পরিবর্তিত সংস্করণ যা সরকারের জারীকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০০১ এর আদেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূখ্য বিষয়/সমস্যাঃ

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য পৌরসভা, সরকারী, বেসরকারী কোন আশ্রয় কেন্দ্র নেই;
২. দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য পৌরসভার কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেই।
৩. দূর্যোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে;
৪. উষ্ণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে ফলে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে;
৫. নদীগুলো ভরাট হওয়ার ফলে পানি নিষ্কাশন হচ্ছে না এবং পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে;
৬. পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা;
৭. অগ্নিনির্বাপনের জন্য ফায়ার সার্ভিস দরকার।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য পৌরসভা, সরকারী, বেসরকারী ভাবে আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন;
২. দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য পৌরসভায় একটি সার্বক্ষণিক মনিটরিং কেন্দ্র স্থাপন;
৩. নদী ও খাল অবৈধ দখল মুক্ত করে জনসার্থে ব্যবহার উপযোগি করা পদক্ষেপ দিতে হবে;
৪. বৃক্ষ নিধন বন্ধ করা;
৫. পৌরসভা একটি দমকল ইউনিট চালুকরণ;
৬. পরিকল্পিত ড্রেন নির্মাণ করা;
৭. পৌরসভার রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপন করা;
৮. পৌরসভা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিরোনামে একটি তহবিল গঠন। যে তহবিলের অর্থ শুধু দূর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহৃত হবে;
৯. দূর্যোগের পরে আশ্রিতদের পূর্ববাসনের প্রয়োজন হলে এবং পূর্ববাসন ব্যয় যদি ব্যয়বহুল হয় তাহলে এই কমিটি জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করণ;
১০. পৌরসভা থেকে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিতদের স্বাস্থ্য সেবাসহ প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করণ;
১১. তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান (এ ক্ষেত্রে পৌরসভার আর্থিক অস্বচ্ছলতার করণে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি সহজলভ্য করণ);

বন্যা বা ঝড়ের সময় আশ্রয় কেন্দ্র প্রয়োজন। বর্ষা মৌসুমে ব্যাপক ক্ষতি হয়, অনেক বাড়ী-ঘর পানিতে তলিয়ে যায় ও ক্ষেতের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। বর্ষার পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুবিধা নেই। এলাকার মানুষ বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। দুর্যোগ প্রবন এলাকার স্কুলগুলো আরও বর্ধিত করে আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৭ জন নিরাপত্তা (Public Security)

পৌরবাসী তাদের জ্ঞান ও মালের নিরাপত্তা চায়। তাদের সম্মানকে স্কুলে পাঠায়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চায়। তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে শান্তিতে ঘুমাতে চায়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংখ্যা খুবই কম। এই স্বল্প সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দিয়ে মানুষের জ্ঞান ও মালের নিরাপত্তা দেওয়া কষ্টকর। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ১১৩ ধারা মোতাবেক পৌরসভা এলাকার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অধঃস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী পৌর এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পৌরসভাকে সহযোগীতা করবে। আবার ১১৪ ধারা মোতাবেক পৌর কর্তৃপক্ষ পৌর পুলিশ নিয়োগ করতে পারবে এবং পৌর পুলিশ পরিচালনার জন্য সরকার একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার কর্মকর্তা প্রেরণে নিয়োগ করবে।

রায়পুর পৌরসভা নতুন এবং স্বল্প আয়ের একটি পৌরসভা। পৌরসভার সার্বিক বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌর ভিশনিং অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মানব সভ্যতা ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্র বিশেষে

নিম্নগামী যেমন- পৌর এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, মাদকাসক্ত ও ইভটিজিংসহ নেই। ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে। মাদকাসক্ততা ক্রমাগত বিস্তার লাভ করছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌরসভার অনেক স্থানে এখনও দারিদ্র্যতা, নিরক্ষরতা এবং অসচেতনতার কারণে বাল্য বিবাহ এবং যৌতুক প্রথা বিদ্যমান যার ফলে পরবর্তীতে মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। রাস্তায় জনগণের চাহিদা অনুসারে সড়কবাতি না থাকায় অসামাজিক কার্যক্রম বিস্তার লাভ করছে। বিজ্ঞানভিত্তিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে চলাচলের নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পরিকল্পিত উপায়ে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে বর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণ ব্যবস্থা না থাকায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ছে। দলীয় মনোভাব এবং স্বজনপ্রীতির কারণে জননিরাপত্তামূলক উন্নত ব্যবস্থা গড়ে তোলা অদ্যবধি সম্ভব হয় নাই।

মুখ্য বিষয়/সমস্যাঃ

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. কমিউনিটি পুলিশিং বা গ্রাম্য পুলিশের ব্যবস্থা নেই;
২. অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি পর্যাপ্ত নেই;
৩. এলাকায় মাঝে মাঝে চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে;
৪. গাঁজা, মদ বিক্রি ও সেবন হয়;
৫. জনগণ বখাটেদের উৎপাতে নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে;
৬. সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব;
৭. মাদক নিয়ন্ত্রনে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগের অভাব।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. প্রত্যেক ওয়ার্ডে কাউন্সিলর এর নেতৃত্বে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
২. পৌর পুলিশ নিয়োগ দিয়ে রাত্রি কালীন পুলিশী টহল ব্যবস্থা আরও জোরদার করা;
৩. জন নিরাপত্তার জন্য সর্বকর্তা মূলক বার্তা মসজিদ থেকে প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৪. পৌরসভা হতে পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা;
৫. এলাকা থেকে মাদক দ্রব্য বিক্রি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী;
৬. মাদক সমস্যা রোধের জন্য স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে প্রচারনার ব্যবস্থা করা;
৭. রাত্রি কালীন পাহারার জন্য পাহারাদার বা কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা ও এলাকার জরুরী স্থানে সড়ক বাতি স্থাপন করা প্রয়োজন;
৮. খাদ্যদ্রব্যে বিষাক্ত ফরমালিন প্রয়োগ ও ভেজাল খাদ্য বিক্রয় প্রতিরোধ করা;
৯. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;
১০. ইভটিজিং প্রতিরোধ করা;
১১. বাল্য বিবাহ বন্ধ করা।

৩.৮ পৌর কর পরিশোধ (Payment of Paura Taxes)

১৯৯৪ সনে রায়পুর পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পর পৌরসভা কর বিধি ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০০৩ অনুযায়ী সাধারণ কর নির্ধারণ (General Assessment) করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর কর পুনঃনির্ধারণ করা হয়, সে হিসেবে পৌর এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী, পেশার জনগণের অংশগ্রহণে রিভিউ কমিটির সদস্যদের মতামত ও সম্মতি ক্রমে অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পৌরকর পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়াও নতুন ইমারত তৈরী/সম্প্রসারিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে অন্তর্বিকালীন কর নির্ধারণ করা হয়। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পুনঃনির্ধারণ করা হবে। রায়পুরপৌরসভায় বর্তমানে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পৌরকর আদায় করা হচ্ছে।

মুখ্য বিষয়/সমস্যাঃ

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. কর শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
২. করা আদায়ের ক্ষেত্রে পৌরসভা হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই;
৩. কর শাখায় প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব;
৪. নিয়মিত পৌর কর আদায় না হওয়া;
৫. পৌরজনগনের পৌর কর প্রদানে অনিহা।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. কর শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা ও বিদ্যমান জনবলকে প্রশিক্ষণ দেয়া;
২. সঠিক পদ্ধতিতে প্রতি ৫ বছর পর পর পুনঃকর নির্ধারণ নিশ্চিত করা;
৩. কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে বিলিং সিস্টেম কে আরও সমন্বিতযোগ্য করা;
৪. অর্ন্তবর্তী কালীন কর নির্ধারণ নিয়মিত রাখা;
৫. পৌরসভার উদ্যোগে প্রতিটি হোল্ডিং এ নাম ও হোল্ডিং নম্বর সহ নেইমপ্লেট দেয়া;
৬. পৌরসভার নিজ উদ্যোগে এ ট্যাক্স বিল নিয়মিত বাড়ী বাড়ী পৌছে দেয়া;
৭. মহল্লায় মহল্লায় নিয়মিত পৌরকর আদায়ের ব্যাপারে ক্যাম্পেইন করা।

৩.৯ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (Birth and Death Registration)

রায়পুর পৌরসভা স্থাপিত হয় ১৯৯৪ সালে। সরকারের নির্দেশনার আলোকে রায়পুর পৌরসভায় জন্ম ও মৃত্যু কার্যক্রম শুরু হয় মূলতঃ ডিসেম্বর, ২০০৫ সনে। রায়পুর পৌরসভায় জন্ম ও মৃত্যু কার্যক্রম অনলাইনে শুরু হয় ২০১১ সনে। রায়পুর পৌরসভার অনুমিত জনসংখ্যা ৩০৭৫৬ জন। তার মধ্যে নিবন্ধিত জনসংখ্যা ২৮০২২ জন। শতকরা ৯১.১১% অনলাইনের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ২১২৬৩ জন। শতকরা ৬৯.১৩%। জন্ম সনদ সংখ্যা মৃত্যু সনদ সংখ্যা ১৫৪৪ জন। এছাড়াও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ওয়ারিশ সনদ গ্রহণ করেছেন ১০৮ জন। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অনলাইন সিস্টেম নিবন্ধন সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকায় নিবন্ধনে কিছুটা জটিলতা তৈরী হয় যা বর্তমানে নেই।

মূখ্য বিষয়/সমস্যাঃ

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

১. জনগণের সচেতনতার অভাব;
২. সারভার জনিত সমস্যা;
৩. দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব;
৪. নির্ভুল নিবন্ধন কার্ড নিয়মিত সরবরাহ না করা।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

১. নিবন্ধন শাখায় দক্ষ জনবল নিয়োগ করা ও বিদ্যমান জনবলকে প্রশিক্ষণ দেয়া।
২. ব্রড ব্যান্ডের অল-লাইন সংযোগ প্রদান।
৩. পৌরসভা থেকে পোস্টার / ব্যানার / মাইকিং এর ব্যবস্থা করা।
৪. প্রত্যেক ওয়ার্ডে কাউন্সিলর এর নেতৃত্বে উঠান বৈঠক।
৫. সঠিক সময়ে জন্ম নিবন্ধনের জন্য জন সচেতনতা মূলক প্রচার প্রচারণা।
৬. পৌর এলাকার প্রত্যেক মসজিদ/মন্দির/গীর্জায় জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান।

অধ্যায়-৪

পিডিপি প্রণয়নের ধাপ এবং প্রক্রিয়া

(Steps and Process of PDP preparation)

৪.১ প্রস্তুতিমূলক পর্বঃ বিভিন্ন গ্রুপ ও কমিটিসহ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা (Preparatory phasetঃ Establishment of the Institutional Arrangement Including Various Groups and Committees)

পৌরসভা কোর গ্রুপ গঠন, শহর সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যকর করণ, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যকর করণ, জেডার কমিটি গঠন ও কার্যকর করণ এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়াকিং গ্রুপ গঠন ও কার্যকর করণসহ প্রারম্ভিক কর্মশালার আয়োজন করা, পিডিপি প্রণয়নের প্রস্তুতিমূলক পর্ব। পিডিপি প্রণয়নের কাজের গতিশীলতার আনয়নের জন্য এ প্রস্তুতিমূলক পর্ব।

৪.১.১ পৌরসভা কোর গ্রুপ গঠন করা (Formation of Pourashava Core Group)

(ক) পৌরসভা কোর গ্রুপ গঠন

মেয়রের নেতৃত্বে এবং এলজিইডি সার্বিক তত্ত্বাবধানে পৌরসভার কোর গ্রুপ পিডিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিবে। এই লক্ষ্যে ০৪/০৭/২০২১ ইং তারিখে, রায়ঃ পৌঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৫৯ আ্রকে পৌরসভার কোর গ্রুপ গঠন করা হয় যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটির পদবী
১	জনাব মোঃ গিয়াসউদ্দীন রুবেল ভাট	মেয়র	আহ্বায়ক
২	জনাব নাজমে আরা মনি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৩	সদস্য
৩	জনাব আইনুল কবির	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৬	সদস্য
৪	জনাব মোঃ আবু নাছের	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১	সদস্য
৫	জনাব আনোয়ার হোসেন বাহার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪	সদস্য
৬	জনাব মোঃ আবদুল কাদের	সচিব	সদস্য
৭	জনাব রিফাত জাহান ছুইয়া	সার্ভেয়ার	সদস্য
৮	জনাব মোঃ সাইফুল আজিম	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য-সচিব

(খ) পৌরসভা কোর গ্রুপের কার্য পরিধি

প্রকল্প পরামর্শক/ কনসালটেন্ট এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের সহায়তায় কোর গ্রুপ- সমন্বয়, পরামর্শ ও পরিবীক্ষণ সহায়তা প্রদান করবে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে, কোর গ্রুপ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে।

১. পিডিপি প্রস্তুতকরণের কাজ তদারকি করা
২. পিডিপির ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বৈধকরণ
৩. প্রকল্প চিহ্নিত করনে সহায়তা
৪. চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ প্রস্তুত, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সহায়তা
৫. পিডিপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে সহায়তা

প্রকল্প পরামর্শকগণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের সহায়তায় কোর গ্রুপ- পিডিপি এর সমন্বয়, পরামর্শ ও পরিবীক্ষণে সহায়তা প্রদান করবে।

৪.১.২ শহর সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of Town Level Coordination Committee (TLCC) and its functionalization)

পৌরসভা হ'ল স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। নাগরিকদের কল্যাণার্থে এবং সমগ্র পৌর এলাকার নাগরিকদেরকে যথাযথ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি কল্যাণমুখী সংস্থা। এ কারণে পৌরসভার উন্নয়নমূলক ও সেবামুখী এই উভয় ধরনের কর্মকাণ্ডে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। পৌরসভা উন্নয়নমূলক ও সেবামুখী কর্মকাণ্ডে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ১১৫ ধারার ক্ষমতাবলে 'শহর সমন্বয় কমিটি' (টিএলসিসি) গঠনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ০৯ মার্চ ২০১১ খ্রিঃ ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮ নং স্মারকের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারী করে।

পূর্ববর্তী ও চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন উদ্যোগের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করে।

সংশ্লিষ্ট মহলের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং প্রাসঙ্গিক আদেশ দ্বারা 'শহর সমন্বয় কমিটি' (টিএলসিসি)-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। পৌরসভার আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় 'শহর সমন্বয় কমিটি'কে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনগণের ও সংশ্লিষ্ট মহলের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সেই কারণে, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম (ইউজিআইআইপি) এর অধীন 'নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্ম-পরিকল্পনায়' (ইউজিআইআইপি) 'শহর সমন্বয় কমিটি' (টিএলসিসি) গঠন ও পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 'ইউজিআইআইপি-এ অংশগ্রহণকারী সকল পৌরসভার জন্য 'শহর সমন্বয় কমিটি' গঠন ও পরিচালনা অত্যাবশ্যকীয়।

শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)



'শহর সমন্বয় কমিটি' পৌর-কাউন্সিলরবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত পৌরসভার একটি প্রতিনিধিত্বমূলী কমিটি, যার সদস্য সংখ্যা কোন অবস্থাতেই ৫০ (পঞ্চাশ) এর অধিক হবে না। এই পঞ্চাশ সদস্যের মধ্যে অবশ্যই এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য থাকতে হবে। প্রতি ওয়ার্ড থেকে ০১- ০৩ জন সদস্য মনোনীত করতে হবে। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করার পূর্বে সম্ভাব্য যোগ্য নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করে অন্তর্ভুক্তিতে তাদের আগ্রহ জানতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে সহযোগী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে হবে। সর্বপরি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনা



মোতাবেক ‘শহর সমন্বয় কমিটি’ গঠিত হইতে হবে। রায়পুর পৌরসভার স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ১১৫ ধারা মোতাবেক ০৪/০৭/২০২১ ইং তারিখে, রায়ঃ পৌঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৫৯ আ্রকে রায়পুর পৌরসভায় ‘শহর সমন্বয় কমিটি’ (টিএলসিসি) পুনঃগঠন করা হয় যা নিম্নরূপঃ

টেবিল-শহর সমন্বয় কমিটিঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ গিয়াসউদ্দীন রুবেল ভাট	মেয়র	সভাপতি
০২	জনাব নাজমে আরা মনি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৩	সদস্য
০৩	জনাব ফেরদৌসি বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫, ০৬	সদস্য
০৪	জনাব শামছুন নাহার লিলি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮ ০৯	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ আবু নাছের	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১	সদস্য
০৬	জনাব মাহবুবুর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০২	সদস্য
০৭	জনাব মোঃ ইউসুফ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৩	সদস্য
০৮	জনাব আনোয়ার হোসেন বাহার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪	সদস্য
০৯	জনাব মুঃ জাকির হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৫	সদস্য
১০	জনাব আইনুল কবির	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৬	সদস্য
১১	জনাব মেহেদী হাসান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭	সদস্য
১২	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮	সদস্য
১৩	জনাব মোঃ খায়রুল আলম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৯	সদস্য
১৪	জনাব সহকারী কমিশনার (ভূমি)	রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
১৫	জনাব উপজেলা প্রকৌশলী	এলজিইডি, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
১৬	জনাব সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	জনস্বাস্থ্য প্রকৌঃ অধিদপ্তর, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
১৭	জনাব উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
১৮	জনাব সাব ডিভিশনাল অফিসার	গণপূর্ত অধিদপ্তর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
১৯	জনাব উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার	রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২০	জনাব উপজেলা সমবায় অফিসার	রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২১	জনাব ইনচার্জ টিএন্ডটি	রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২২	জনাব মোঃ মোস্তফা ফারুকী	৩ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২৩	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	৩ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২৪	জনাব এড. মিজানুর রহমান মুন্সি	৪ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২৫	জনাব হুমায়ুন কবীর ভাট	৩ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২৬	জনাব ডাঃ রাশেদুল্লাহ হাসান	২ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২৭	জনাব সমন্বয়ক, ব্রাক	ব্রাক, রায়পুর উপজেলা, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২৮	জনাব সমন্বয়ক, আশা	আশা, রায়পুর উপজেলা, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
২৯	জনাব শাখা ব্যবস্থাপক, সোপিৱেট	সোপিৱেট, রায়পুর উপজেলা, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৩০	জনাব নন্দিতা রায়, সমন্বয়ক	দেনায়েতপুর মহিলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রায়পুর।	সদস্য
৩১	জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	১ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য

৩২	জনাব কোহিনুর বেগম	৬ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৩৩	জনাব দিলীপ কুমার পাল	৬ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৩৪	জনাব আব্দুল কাদের ভূইয়া	৫ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৩৫	জনাব জাকিয়া সুলতানা	৫ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৩৬	জনাব সাহিদা বেগম	৬ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৩৭	জনাব শরিফ ভূইয়া	৬ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৩৮	জনাব অহিদ উল্যা	৮ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৩৯	জনাব শিবানী রানী বনিক	৩ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪০	জনাব বোরহান উদ্দিন	৪ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪১	জনাব হাছিনা আক্তার	৪ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪২	জনাব অহিদুল্লাহ (বিপ্লব বাড়ী)	২ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪৩	জনাব নুর জাহান বেগম	৩ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪৪	জনাব হোসেন	২ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪৫	জনাব রহিমা বেগম	৫ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪৬	জনাব মোঃ নাছির	৫ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪৭	জনাব চঞ্চল কুরী	৬ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪৮	জনাব মিষ্টার	২ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৪৯	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন	৭ নং ওয়ার্ড, রায়পুর পৌরসভা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য
৫০	জনাব মোঃ আবদুল কাদের	সচিব, রায়পুর পৌরসভা, মাদারীপুর।	সদস্য-সচিব

‘শহর সমন্বয় কমিটি’র কার্যপরিধি (ToR)

স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৯ মার্চ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮ নং আওতায় জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শহর সমন্বয় কমিটি’র কার্যপরিধি নিচে উল্লেখ করা হলো-

১)	নাগরিকদেরকে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সচেতন করা সহ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর বিষয় আলোচনার উদ্যোগ নেয়া;
২)	পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয় অগ্রগতি, সহযোগীতা, ও তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং করা;
৩)	কমিটির সভায় পৌরসভার কর ধার্যকরণসহ কর আদায়ের বিষয়ে আলোচনা করা;
৪)	পৌরসভা কর্তৃক পৌরবাসীকে বিভিন্ন সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা;
৫)	কমিটি গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে শহর সমন্বয় কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠান করা;
৬)	প্রতি তিন মাসে একটি সভা অনুষ্ঠান করা এবং প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী তৈরী করা;
৭)	পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি, গুণগতমান ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা;
৮)	পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করা;
৯)	পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করা;
১০)	পৌরসভার স্থায়ী কমিটিসমূহের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা; এবং
১১)	সকল শহর সমন্বয় কমিটির আলোচনা, সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করা এবং পরবর্তী সভাসমূহে সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অবস্থা আলোচনা করা ও ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া।

শহর সমন্বয় কমিটি সভার গুরুত্ব:

শহর সমন্বয় কমিটি হলো পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, জনসেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি, নারী ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী প্রতিনিধি, এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহের (এনজিও) প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত পৌরসভা ভিত্তিক একটি ফোরাম। নিম্নলিখিত কারণে শহর সমন্বয় কমিটির সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- কর নির্ধারণ ও আদায়সহ পৌরসেবা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিষয়ে সদস্যদের মতামত প্রদানের সুযোগ প্রদান কও;
- পৌরসেবা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলের মতামত পাওয়া যায়;
- জনসেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ও পৌরসভার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়;
- পৌরসভা ও অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও অবকাঠামো সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ

প্রদানের মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার পরিবেশ সৃষ্টি করে;

- পৌরসভায় 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌরসভার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

টিএলসিসি'র সভাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে :

- রায়পুর পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ১১৫ ধারার সকল টি ও আর মেনে 'শহর সমন্বয় কমিটি' (টিএলসিসি) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে 'শহর সমন্বয় কমিটি' (টিএলসিসি) কে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে শুধু মাত্র প্রকল্পভূক্ত রায়পুর পৌরসভায় নয় বরং সকল পৌরসভার ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়াদি বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে।
- পৌরসভার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী, দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, পেশাজীবী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- পৌরসভার সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর মালিকানা ও নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে।
- নাগরিক সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে, এবং সামগ্রিক পৌর পরিচালন ব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ প্রণয়নের মাধ্যমে পৌরসভার সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- পৌর প্রশাসন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো এবং পরিসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে পৌর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পৌরসভাকে সহায়তা করতে হবে।



৪.১.৩ ওয়ার্ড কমিটি, জেন্ডার কমিটি পিইউ কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of ward Committees (WC), Gender Committee (GC) and Planning Unit (PU) and its functionalization)



নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে শহর কেন্দ্রীক আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা, দারিদ্র্যসীমা কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার হিসাবে পৌরসভাসমূহকে শক্তিশালী করার উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নগর সেক্টরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রমের সুফল বিবেচনা করে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ১৪ নং ধারায় পৌরসভার সেবামূলক ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের বিষয়ে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হলে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের চাহিদার অগ্রাধিকার নির্ণয়সহ বাস্তবায়িত সেবামূলক কাজের গুণগতমান বজায় রাখা সহজ হয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করে আংশগ্রহণমূলকভাবে পৌরসভা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় জনগণের ইচ্ছার সাথে পৌরসভার একটি সেতুবন্ধন তৈরী হয়, যা পৌরসভাকে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সহায়ক হয়। ০৫/০৭/২০২১ ইং তারিখে, বিভিন্ন স্মারকে রায়পুর পৌরসভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৯টি ওয়ার্ডে “ওয়ার্ড কমিটি” গঠন করার কথা বলা হয়েছে। ৯টি ওয়ার্ডে “ওয়ার্ড কমিটি” পুনঃগঠন করা হয়। গঠনকৃত “ওয়ার্ড কমিটি” নিম্নরূপঃ

রায়পুর পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটির চিত্র

০১ নং ওয়ার্ড কমিটির (WC) সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
১	জনাব মোঃ আবু নাছের	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১	সভাপতি
২	জনাব নাজমে আরা মনি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৩	সহ-সভাপতি
৩	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	জনাব মোঃ জুমান সুলতান	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	জনাব মোঃ সুমন	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	জনাব জেসমিন আক্তার	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জনাব মিলন আক্তার	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জনাব ফাতেমা আক্তার	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	জনাব সাহাদাত হোসেন	নকসাকাং, রায়পুর পৌরসভা	সদস্য-সচিব

০২নং ওয়ার্ড কমিটির (WC) সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
১	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০২	সভাপতি
২	জনাব নাজমে আরা মনি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৩	সহ-সভাপতি
৩	জনাব ডাঃ রাশেদুল্লাহ হাসান	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	জনাব আরিফ হোসেন	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	জনাব ফখর উদ্দীন মিজি	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	জনাব বেলাল হোসেন	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জনাব বার্না বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	জনাব মরিয়ম বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জনাব নাজমুল্লাহর	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	জনাব রিফাত জাহান	সার্ভেয়ার	সদস্য-সচিব

০৩নং ওয়ার্ড কমিটির (WC) সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
১	জনাব মোঃ ইউসুফ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৩	সভাপতি
২	জনাব নাজমে আরা মনি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৩	সহ-সভাপতি
৩	জনাব হারুনুর রশীদ	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	জনাব দেলোয়ার হোসেন খন্দকার	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	জনাব নুরুল আমিন	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	জনাব তৈয়ব আলী	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জনাব ফাতেমা বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	জনাব খুকী বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জনাব নুর নাহার	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	জনাব সাহাদাত হোসেন	নকসাকাং, রায়পুর পৌরসভা	সদস্য-সচিব

০৪নং ওয়ার্ড কমিটির (WC) সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
১	জনাব আনোয়ার হোসেন বাহার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪	সভাপতি
২	জনাব ফেরদৌসী বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫, ০৬	সহ-সভাপতি
৩	জনাব মাহবুব আলম	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	জনাব আবুল বাশার	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য

৫	জনাব জামাল উদ্দিন	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	জনাব সাইফুজ্জামান সবুজ	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জনাব পেশোয়ারা বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	জনাব রৌশন আরা	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জনাব তানিয়া সুলতানা	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	জনাব রীনা রানী রায়	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

০৫নং ওয়ার্ড কমিটির (WC) সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
১	জনাব মুঃ জাকির হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৫	সভাপতি
২	জনাব ফেরদৌসী বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫, ০৬	সহ-সভাপতি
৩	জনাব জহির হোসেন পাটোয়ারী	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	জনাব আবদুল মোতালেব ভূঁইয়া	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	জনাব তাজুল ইসলাম ভূঁইয়া	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	জনাব গিয়াস উদ্দিন পাটোয়ারী	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জনাব জাফিয়া সুলতানা নাছরিন	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	জনাব সাজু আক্তার	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জনাব সোনিয়া আক্তার	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	জনাব রিফাত জাহান	সার্ভেয়ার	সদস্য-সচিব

০৬নং ওয়ার্ড কমিটির (WC) সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
১	জনাব আইনুল কবীর	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৬	সভাপতি
২	জনাব ফেরদৌসী বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫, ০৬	সহ-সভাপতি
৩	জনাব নাজমে আরা মনি	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	জনাব শরিফ হোসেন	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	জনাব শহিদউল্লাহ	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	জনাব সাদ্দাম হোসেন	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জনাব শাহিদা বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	জনাব মায়া বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জনাব লাকী বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	জনাব সাহাদাত হোসেন	নকসাকাং, রায়পুর পৌরসভা	সদস্য-সচিব

০৭নং ওয়ার্ড কমিটির (WC) সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
১	জনাব মেহেদী হাসান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭	সভাপতি
২	জনাব সামছুন নাহান লিলি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮, ০৯	সহ-সভাপতি
৩	জনাব রফিকুল হায়দার (বাবুল)	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	জনাব নুর হোসেন	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	জনাব নিজাম উদ্দিন	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	জনাব শহীদ মোল্যা	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জনাব খোরশেদা বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	জনাব নাজমা রশিদ	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জনাব ফরিদা বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	জনাব রীনা রানী রায়	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

০৮নং ওয়ার্ড কমিটির (WC) সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
১	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮	সভাপতি
২	জনাব সামছুন নাহান লিলি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮, ০৯	সহ-সভাপতি
৩	জনাব হাজী আবদুল মোতালেব	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	জনাব জাকির হোসেন পাটং	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	জনাব ছানা উল্যা	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	জনাব আবু তাহের মাল	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জনাব তাসলিমা বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	জনাব ফাতেমা বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জনাব আনোয়ারা বেগম পুষ্প	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	জনাব মুহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন	বাজার পরিদর্শক	সদস্য-সচিব

০৯নং ওয়ার্ড কমিটির (WC) সদস্যদের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	কমিটিতে পদবী
১	জনাব মোঃ খায়রুল আলম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৯	সভাপতি
২	জনাব সামছুন নাহান লিলি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮, ০৯	সহ-সভাপতি
৩	জনাব মোঃ ওমর ফারুক	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৪	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	জনাব মোঃ নাজমুল হাসান	পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জনাব রহিমা বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	জনাব ফারুক বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	জনাব জাহানারা বেগম	নগর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	জনাব মুহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন	বাজার পরিদর্শক	সদস্য-সচিব

ওয়ার্ড কমিটির কার্যপরিধি

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

১. ওয়ার্ড পর্যায়ে চলমান, বাস্তবায়িতব্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি, গুণগতমান ও সমস্যা নিয়ে ওয়ার্ডের নাগরিকগণের সহিত আলোচনা করা;
২. ধারা ১১৫ এর অধীনে গঠিত কমিটির সভায় ওয়ার্ডের অবকাঠামো, সেবা ও সমস্যা সমূহ উপস্থাপন করা;
৩. জনগণকে কর, উপ-কর, বিল, টোল ও রেইট ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
৪. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনসহ অত্যাবশ্যকীয় আর্থ-সামাজিক উপাত্ত সংগ্রহ;
৫. রাস্তার বাতি, নিরাপদ পানির উৎস ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নির্ধারণের জন্য পরিষদকে পরামর্শ প্রদান;
৬. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;
৭. ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকের মধ্যে ঐক্য ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৮. সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যসূচীভূক্ত (যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, ভর্তুকি ইত্যাদি) ব্যক্তিদের তালিকা তৈরী করে পৌরসভায় প্রেরণ করা;
৯. জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষতঃ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে সহায়তা করা;
১০. মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরী ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা;
১১. পৌরসভা কর্তৃক বাজেট অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতি ছয়মাসে একবার ১৫০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ওয়ার্ড এর সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করে জনগণের মতামত বাস্তবায়নের জন্য পৌর পরিষদে প্রেরণ করা;
১২. সরকার এবং পরিষদ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

ওয়ার্ড কমিটি সভার গুরুত্ব

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি হচ্ছে নির্বাচিত ও স্থানীয় অধিবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত ওয়ার্ড ভিত্তিক একটি ফোরাম। নিম্নলিখিত কারণে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি'র সভা গুরুত্বপূর্ণ।

- ওয়ার্ড এর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি কওে;
- ত্রৈমাসিক সভা ও আলোচনার মাধ্যমে ওয়ার্ডের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে তা শহর সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপন করে;
- অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিষেবা প্রদান, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে;
- পৌরকর ও ফিসমূহ নিয়মিত প্রদান নিশ্চিত করে;
- আইন-শৃংখলা ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে পৌরসভাকে সহযোগীতা প্রদানে নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে।

রায়পুর পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ১৪ ধারার সকল টি ও আর মেনে 'ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি' (WC) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে 'ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি' (WC) কে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে শুধু মাত্র প্রকল্পভূক্ত রায়পুর পৌরসভায় নয় বরং সকল পৌরসভার ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়াদি বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে।

- ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করা;
- পৌরসভার অবকাঠামো ও পরিষেবা প্রদানে সমস্যা সম্পর্কে নাগরিক চাহিদা ও ধারণা নিরূপণ,এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা চিহ্নিত করা;
- পৌরসভার আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিয়ে আনা এবং পৌরসেবার মান বৃদ্ধি করা;
- কর পরিশোধ, পৌরসেবা গ্রহণে নাগরিক অধিকার ও পৌরসভার কর্মকাণ্ডে মালিকানাধীন সৃষ্টিতে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।



জেভার কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ

(Formation of Gender Committee (GC) and its Functionalization)

নগর অবকাঠামো এবং পরিসেবা প্রদান এবং নগর পরিচালন উন্নতিকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে জেভার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতিষ্ঠ প্রতিটি পৌরসভা প্রকল্পের প্রথম পর্বে একজন নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে প্রধান করে একটি জেভার কমিটি গঠন করবে। কমিটি জেভার সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ সমন্বয় করবে এবং কর্ম-পরিধি অনুসারে জেভার কর্ম-পরিকল্পনার কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

উপ-উপাদান ১ : নগর অবকাঠামো এবং পরিসেবা প্রদান; এবং

উপ-উপাদান ২ : নগর পরিচালন উন্নতিকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কমিটি জেভার সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ সমন্বয় করবে এবং কর্ম-পরিধি অনুসারে জেভার কর্ম-পরিকল্পনার কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

কোন প্রকল্প সমাপ্তির পরেও জেভার কমিটি তাদের কার্যাবলী অব্যাহত রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

পৌর পরিষদের ০৬/০৭/২০২১ ইং তারিখে রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭৬ স্মারকে রায়পুর পৌরসভায় গঠিত জেভার কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যা নিম্নরূপ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

ক্রমিক নং	ইাম	পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র, রায়পুর পৌরসভা	সদস্য	
২	জনাব ফেরদৌসী বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫ ০৬	সভাপতি	
৩	জনাব নাজমে আরা মনি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং- ০১, ০২ ০৩	সদস্য	
৪	জনাব সামছুন নাহার	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮ ০৯	সদস্য	
৫	জনাব আনোয়ার হোসেন বাহার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৪	সদস্য	
৬	জনাব মোঃ ইউছুফ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৩	সদস্য	
৭	রীনা রানী রায়	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	

জেভার কমিটির কর্ম-পরিধি

১. নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা;
২. জেভার কর্ম-পরিকল্পনার কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, জেভার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং পৌরসভার জেভার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিকরণে সহযোগিতা প্রদান করা;
৩. জেভার সমতা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ এবং আঞ্চলিক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ পৌরসভার ভূমিকা নির্ধারণ;
৪. সংশ্লিষ্ট ফোরামসমূহে জেভার কমিটির কার্যাবলী উপস্থাপন;
৫. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন ও তত্ত্বাবধানে পৌরসভাকে সহযোগিতা করা;
৬. জেভার বিষয়ে বাজেট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা।

জেভার কমিটি কার্যকর প্রক্রিয়া :

- নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত কর;
- জেভার কর্ম-পরিকল্পনার কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, জেভার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং পৌরসভার জেভার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিকরণে সহযোগিতা প্রদান করা;
- জেভার সমতা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ এবং আঞ্চলিক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ পৌরসভার ভূমিকা নির্ধারণ;
- সংশ্লিষ্ট ফোরামসমূহে জেভার কমিটির কার্যাবলী উপস্থাপন;
- পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন ও তত্ত্বাবধানে পৌরসভাকে সহযোগিতা করা;
- জেভার বিষয়ে বাজেট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা।

জেভার কমিটির সভাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে

- পৌর নাগরিকবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে এবং সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করে রায়পুর পৌরসভা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;
- TLCC এবং WC সমূহে নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করার বিষয়টি জেডার কমিটি ফলোআপ করবে;
- TLCC গঠনে একতৃতীয়াংশ নারী সদস্য এবং WC গঠনে ৪০% নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে;
- পৌরসভা স্থায়ী কমিটি সমূহ গঠনকালে ৪০% নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে;
- পৌরসভা সমূহ মেয়র প্যানেলে মেয়র ও কমপক্ষে একজন নারী সদস্য রাখা;
- প্রকল্প সমাপ্তির পরেও জেডার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বাজেট বরাদ্দসহ এর বাস্তবায়ন কাজ অব্যাহত রাখা।

পরিকল্পনা ইউনিট গঠন ও কার্যকরকরণ

(Formation of Planning Unit (PU) and its Functionalization)

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর লক্ষ্য হচ্ছে নগর অঞ্চলের অবকাঠামো ও পরিসেবার উন্নয়ন এবং নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। নগর উন্নয়নের বিবেচনায়, নগর অবকাঠামো ও পরিসেবার উন্নয়ন এবং নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী (UGIAP) বাস্তবায়ন। "পৌরসভায় পরিকল্পনা ইউনিট গঠন" করা UGIAP-এর অন্তর্ভুক্ত একটি কার্যক্রম।

পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ইউনিট গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে শহর পরিকল্পনা এখনও আমাদের নগর পরিকল্পনা সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগত ভাবে ভূমি উন্নয়ন ও ভবন নির্মাণ স্বল্পতাই পরিকল্পিত উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও উন্নয়নের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। রায়পুর পৌরসভায় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর নির্দেশনা অনুসারে শহর পরিকল্পনা ইউনিট গঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটি পরিকল্পিত নগর হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। সুতরাং, রায়পুর পৌরসভায় সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিধিসহ একটি পরিকল্পনা ইউনিট গঠন করার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলতে নির্বাহী প্রকৌশলীকে ইউনিট প্রধান করে ০৬/০৭/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা ইউনিট গঠন করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে নগরায়নের হার অত্যন্ত বেশী। বর্তমান গড় প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৪.৫%। ২০০১ সালে জনসংখ্যা জরিপ অনুযায়ী, নগর অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ছিল প্রায় ২৩.২৯%। ২০১৫ সাল নাগাদ নগর অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৭% এ উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ধরনের দ্রুত নগরায়নের ফলে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় পৌরসভাসমূহকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর লক্ষ্য হচ্ছে অভিষ্ট পৌরসভা সমূহে নগর অবকাঠামো ও পরিসেবার উন্নয়ন এবং নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। নগর উন্নয়নের বিবেচনায়, নগর অবকাঠামো ও পরিসেবার উন্নয়ন এবং নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী (UGIAP) বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা সমূহ উপ-প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করবে। "পৌরসভায় পরিকল্পনা ইউনিট গঠন" করা UGIAP-এর অন্তর্ভুক্ত একটি কার্যক্রম। রায়পুর পৌরসভায় গঠিত নগর পরিকল্পনা ইউনিটের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যা নিম্নরূপ।

টেবিল-নগর পরিকল্পনা ইউনিট

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
০১	জনাব মোঃ সাইফুল আজিম	নির্বাহী প্রকৌশলী	সভাপতি	
০২	জনাব মোঃ আবদুল কাদের	সচিব	সদস্য	
০৩	জনাব মোঃ নাহিদুল ইসলাম	স্যানিটারী ইন্সপেক্টর	সদস্য	
০৪	জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন	নক্সাকার	সদস্য	
০৫	জনাব মোঃ রিফাত জাহান হুইয়া	সার্ভেয়ার	সদস্য সচিব	

শহর পরিকল্পনা শাখার সদস্যবৃন্দের কর্মপরিধি

১. নির্বাহী প্রকৌশলী ইউনিট প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন এবং জ্যেষ্ঠতম সহকারী প্রকৌশলী শহর পরিকল্পনাবিদ হিসেবে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করবেন। স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিকল্পনা শাখায় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২. পরিকল্পনা শাখার প্রধান পরিকল্পনা শাখার সার্বিক সমন্বয় ও সকল কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি শহর পরিকল্পনাবিদকে (ভারপ্রাপ্ত) তার দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
৩. ভারপ্রাপ্ত শহর পরিকল্পনাবিদ পৌরসভা শহর পরিকল্পনাবিদের কর্মপরিধি অনুসারে দায়িত্ব পালন করবেন। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা/মহা পরিকল্পনা অনুসারে তিনি দালান নির্মাণের জন্য ভূমি-ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করবেন। তিনি প্রদেয় দালান নির্মাণ নকশার মাঠ পর্যায়ের তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও বেআইনী স্থাপনা চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তার সকল দায়িত্বের অনুমোদন ও পরবর্তী নির্দেশনার জন্য ইউনিট প্রধানের নিকট পেশ করবেন।
৪. অন্য তিনজন সদস্য (স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/সেনিটরি ইন্সপেক্টর, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং সচিব) পরিকল্পনা শাখার সকল কার্যক্রমের বিষয়ে তথ্য সরবরাহ, নির্দেশনা এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করবেন।
৫. পরিকল্পনা শাখার সভা মাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে।

কমিটির কার্যপরিধি (TOR) :

১. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর সিডিউল ২-এর ধারা ৩২-এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবনার উপর আলোচনা করা। খসড়া মহাপরিকল্পনা সহজপ্রাপ্য হলে তাকে চূড়ান্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ।
২. PDP প্রণয়নের জন্য আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা (শুধুমাত্র প্রথম পর্বে)।
৩. সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকার আলোকে PDP'র খসড়া প্রণয়ন (শুধুমাত্র প্রথম পর্বে)
৪. UGAIP-এর নির্দেশনা অনুসারে PDP'র অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী ও কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা।

পরিকল্পনা ইউনিটকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে :

- নালা-নর্দমা পরিকল্পনা, যানবাহন ও পরিবহন পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
- PDP নির্দেশিকা অনুযায়ী পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করা এবং PDP'র বার্ষিক মূল্যায়ন করা;
- ভবন পরিকল্পনা অনুমোদন এবং ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র আবেদনের প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্টকরণ;
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা/মহা পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ বা অন্য কোন কাজের জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান;
- ভবন নির্মাণ আইন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ভবন পরিকল্পনার অনুমোদন প্রদান;
- অবৈধ ভবন ও ভূমি ব্যবহার চিহ্নিত করণ এবং অবৈধ ভবন ও ভূমির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- UGIAP এর নির্দেশনা অনুযায়ী নগর পরিকল্পনা উন্নয়নে দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করা;
- মহা পরিকল্পনা, পিডিপি এবং সরকার প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- সর্বপরি পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে পৌরসভার এখতিয়ারভুক্ত এলাকার মধ্যে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৪.১.৫ নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ীকমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of the Urban Planning, Citizen Services and Development of Standing Committees and its Functionalization)

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সকল প্রকার অবকাঠামো পরীক্ষনের সরাসরি দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই কমিটি পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করবে। কমিটিটি পৌরসভার স্থায়ী কমিটি গঠন ও পরিচালন সংক্রান্ত উপ-আইন (২রা জানুয়ারী ২০১৩) অনুযায়ী গঠিত হবে। উপ-আইনে নির্দেশিত কার্যাবলী ছাড়াও কমিটিটি নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর আওতায় পিডিপি প্রস্তুত করণ, এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ এর কার্যাবলী তদারকী করবে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর ধারা ৫৬ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধারা ৫৫ (১) এর “ঘ” এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌর-১ শাখার জারীকৃত পরিপত্র নং- ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১২ (অংশ-৩)-৭, তারিখঃ- ০২.০১.২০১৩ খ্রিঃ মূলে পৌর পরিষদের সাধারণ মাসিক সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে আড়াই বৎসর মেয়াদী নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হলো। উপ-আইনে নির্দেশিত কাযাবলী ছাড়াও কমিটিটি নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর আওতায় পিডিপি প্রস্তুত করণ, এবং সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ এর কাযাবলী তদারকী করবে।

টেবিল ৪.১.৫ : নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মেহেদী হাসান	কাউন্সিলর, ০৭ নং ওয়ার্ড	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র	সদস্য (পদাধিকার বলে)
০৩	জনাব আইনুল কবির	কাউন্সিলর, ০৬ নং ওয়ার্ড	সদস্য
০৪	জনাব নাজমে আরা মনি	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ০১, ০২, ০৩ নং ওয়ার্ড	সদস্য
০৫	জনাব শাহাদাত হোসেন	নক্সাকার	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

১. পৌর এলাকারজন্যএকটি মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উক্ত মহা পরিকল্পনা কার্যকর করতে সহায়তা করা। এইধরনের মহা পরিকল্পনা প্রণয়নে যে বিষয়গুলিবিষেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।
 - পৌর এলাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পরিসংখ্যান, জনসেবামূলক এবং অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিতএকটি জড়িপ পরিচালনা করা;
 - পৌর এলাকার কোন কোনস্থানবা এলাকার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা দরকারতার একটি মানচিত্র প্রস্তুত করা;
 - প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে পৌর পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা;
 - সুষম উন্নয়নের স্বার্থে পৌর এলাকার কোন অঞ্চলের অহেতুক অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা; এবং
 - অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা উন্নয়নে পৌর আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরতে সকলকে পরামর্শ প্রদান করা;
২. সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পৌর এলাকার রাস্তাও অন্যান্য এলাকায় বৃক্ষ রোপন, পরিচর্যা উদ্যান নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা, পুকুর নিষ্কাশণ, রক্ষণাবেক্ষণে পৌর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;
৩. বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড চিহ্নিত করে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পৌর পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা এবং চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলকে সহায়তা করা;
৪. পৌরসভার অবকাঠামো তালিকা প্রণয়ন ও বেইজ ম্যাপ ব্যবহার পূর্বক অবকাঠামো উন্নয়নে পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান;
৫. ইমারত নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করা, বিশেষতঃ বিল্ডিং কোড ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৬. জেলা সদরের পৌরসভার ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে স্থানীয়সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীকে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা যেতে পারে (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য);
৭. অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে হলেঃ

১. সভার পূর্বে সভার তারিখ সম্বলিত নোটিশ দিতে হবে;
২. মেয়রের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;
৩. সভায় নারী কাউন্সিলরের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;
৪. নিয়মিত সভা করতে হবে;
৫. সভায় টিওআর অনুযায়ী নিয়ম মাসিক আলোচনা করতে হবে;
৬. সভায় প্রকৌশল বিভাগের প্রতিনিধি রাখতে হবে যার পৌরসভার মহাপরিকল্পনা ধারণা আছে;

৭. সুপারিশ পৌর পরিষদে আলোচনা করতে হবে;
৮. কারণবশত কোন সুপারিশ আলোচনা না হলে জানতে হবে কেন হল না;
৯. সকল প্রকার অবকাঠামো পরীক্ষন করতে হবে;
১০. বাস্তবসম্মত আলোচনা হতে হবে।

৪.১.৬ সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ও কার্যকরকরণ (Formation of Sector-wise Working Groups and its Functionalization)

বাংলাদেশ সরকার ও ADB সহায়তাপুষ্ট তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর আওতায়, সেক্টর ভিত্তিক কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ এবং পিডিপি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানে পৌরসভার কোর গ্রুপকে সহযোগীতা করার লক্ষ্যে লক্ষ্যে রায়পুর পৌরসভায় ৪টি সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। গঠনকৃত ওয়ার্কিং গ্রুপ গুলো হলো :

- ক) অবকাঠামো এবং পরিসেবা প্রদান;
- খ) দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
- গ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা; ও
- ঘ) পরিচালন পদ্ধতি সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ।

সেক্টর ভিত্তিক কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ এবং পিডিপি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানে পৌরসভার কোর গ্রুপকে সহযোগীতা করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হবে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর নির্দেশনা অনুযায়ী রায়পুর পৌর পরিষদের ০৬/০৭/২০২১ ইং তারিখে রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭১ স্মারকে রায়পুর পৌরসভায় গঠিত অবকাঠামো এবং পরিসেবা প্রদান ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যা নিম্নরূপ :

টেবিল ৪.১.৬ (১) : অবকাঠামো এবং পরিসেবা প্রদান ওয়ার্কিং গ্রুপ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ আবু নাছের	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব নাজমে আরা মনি	কাউন্সিলর সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-১, ২, ৩	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	কাউন্সিলর সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৮	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ সাইফুল আজিম	নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য-সচিব

অবকাঠামো এবং পরিসেবা প্রদান ওয়ার্কিং গ্রুপের করণীয় :

- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা;
- পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন;
- ড্রেনেজ;
- আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- বস্তির উন্নয়ন;
- মার্কেট ও কশাইখানা সমূহের উন্নয়ন;
- রাস্তা, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার;
- নাগরিক অন্যান্য সুবিধা সমূহের প্রদান;
- শহরে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা।

সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতেঃ

- সভার পূর্বে সভার তারিখ সম্বলিত নোটিশ দিতে হবে;

- নিয়মিত সভা করতে হবে;
- সভায় টিওআর অনুযায়ী নিয়ম মাসিক আলোচনা করতে হবে;
- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি, এফজিডি ও ওয়ার্ড ভিশনিং থেকে আগত চিহ্নিত উপ-প্রকল্প গুলো যাচাই বাছাই করে কোর গ্রুপে প্রেরণ করা।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর নির্দেশনা অনুযায়ী রায়পুর পৌরসভায় গঠিত দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

রায়পুর পৌর পরিষদের ০৬/০৭/২০২১ ইং তারিখে রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭২ স্মারকে রায়পুর পৌরসভায় গঠিত দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যা নিম্নরূপ :

টেবিল ৪.১.৬ (২) : দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ওয়ার্কিং গ্রুপ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ খায়রুল আলম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৯	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব ফেরদৌসী বেগম	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫, ০৬	সদস্য
০৪	জনাব নাজমে আরা মনি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৩	সদস্য
০৫	জনাব শাহাদাত হোসেন	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ওয়ার্কিং গ্রুপের করণীয় :

- দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি;
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ;
- স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ।

সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে

- সভার পূর্বে সভার তারিখ সম্বলিত নোটিশ দিতে হবে;
- নিয়মিত সভা করতে হবে;
- সভায় টিওআর অনুযায়ী নিয়ম মাসিক আলোচনা করতে হবে;
- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি, এফজিডি ও ওয়ার্ড ভিশনিং থেকে আগত চিহ্নিত উপ-প্রকল্প গুলো যাচাই বাছাই করে কোর গ্রুপে প্রেরণ করা।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর নির্দেশনা অনুযায়ী রায়পুর পৌরসভায় গঠিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

রায়পুর পৌর পরিষদের ০৬/০৭/২০২১ ইং তারিখে রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭৩ স্মারকে রায়পুর পৌরসভায় গঠিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যা নিম্নরূপ :

টেবিল ৪.১.৬ (৩) : আর্থিক ব্যবস্থাপনা ওয়ার্কিং গ্রুপ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মাহবুবুর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০০২	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব আনোয়ার হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪	সদস্য
০৪	জনাব ফেরদৌসী বেগম	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫,	সদস্য

		০৬	
০৫	জনাব শাহাদাত হোসেন	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ওয়ার্কিং গ্রুপের করণীয় :

- আর্থিক সম্ভাবনা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা;
- আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল নির্ধারণ।

সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে

- সভার পূর্বে সভার তারিখ সম্বলিত নোটিশ দিতে হবে;
- নিয়মিত সভা করতে হবে;
- সভায় টিওআর অনুযায়ী নিয়ম মাসিক আলোচনা করতে হবে;
- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি, এফজিডি ও ওয়ার্ড ভিশনিং থেকে আগত চিহ্নিত উপ-প্রকল্প গুলো যাচাই বাছাই করে কোর গ্রুপে প্রেরণ করা।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর নির্দেশনা অনুযায়ী কালকিনি পৌরসভায় গঠিত পরিচালন পদ্ধতি সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যা নিম্নরূপ।

রায়পুর পৌর পরিষদের ০৬/০৭/২০২১ ইং তারিখে রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭৪ আ্রকে রায়পুর পৌরসভায় গঠিত পরিচালন পদ্ধতি সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যা নিম্নরূপ :

টেবিল ৪.১.৬ (৪) : পরিচালন পদ্ধতি সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ওয়ার্কিং গ্রুপ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সভাপতি
০২	জনাব সামছুন নাহার লিলি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৭, ০৮, ০৯	সদস্য
০৩	জনাব মুঃ জাকির হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ০৫	সদস্য
০৪	জনাব আইনুল কবীর	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৬	সদস্য
০৫	জনাব আবদুল কাদের	সচিব	সদস্য-সচিব

টেবিল ৪.১.৬ (৪) : পরিচালন পদ্ধতি সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ওয়ার্কিং গ্রুপের করণীয় :

- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও গভার্নেন্স রিফর্ম;
- দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন;
- উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।

সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে :

- নিয়মিত সভা করতে হবে;
- সভার পূর্বে সভার তারিখ সম্বলিত নোটিশ দিতে হবে;
- সভায় টিওআর অনুযায়ী নিয়ম মাসিক আলোচনা করতে হবে;
- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি, এফজিডি ও ওয়ার্ড ভিশনিং থেকে আগত চিহ্নিত উপ-প্রকল্প গুলো যাচাই বাছাই করে কোর গ্রুপে প্রেরণ করা।

৪.১.৭ প্রারম্ভিক কর্মশালা আয়োজন করা (Organization of the Inception Workshop)

পিডিপি প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার শুরুতেই রায়পুর পৌরসভায় ০৮-০৩-২০২১ ইং তারিখে একটি প্রারম্ভিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন রায়পুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য হচ্ছে পিডিপি সম্পর্কিত ধারণা প্রদান, এবং পৌরসভা পর্যায়ে পিডিপি প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সংশ্লিষ্ট সকল মহল, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পৌরসভার কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দকে যুক্ত করে এ কর্মশালা আয়োজিত হয়। রায়পুর পৌরসভার ০৯ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ, সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রধানগণ, অন্যান্য টিএলসিসি সদস্য ও স্টেকহোল্ডার এবং পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচার সহ মোট ১২৭ জন আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কসপের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১. প্রস্তুতি ধাপে TLCC, WC, Core Group, Informal Group, SWG গঠন করতে হবে।
২. বাস্তব অবস্থা নিরূপন ধাপে স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ, বিদ্যমান অবস্থার সমীক্ষা অর্থাৎ বেইজ লাইন তথ্য সরবরাহ, পরিবার জরিপ, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের তথ্য বিশ্লেষণ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, পোভার্টি ম্যাপিং, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে এবং বর্তমান অবস্থার প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।
৩. পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন ধাপে ওয়ার্ড ভিশনিং, বাস্তব অবস্থার নিরূপন প্রতিবেদন উপস্থাপন, পৌরসভার সামর্থ্য ও দুর্বলতা এবং সুযোগ বিশ্লেষণ করতে হবে। এছাড়া পৌরসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন, আর্থিক অবস্থার পরিচালনা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশন এবং পুনর্বাসন খসড়া, পিডিপি দলিলের বৈধতা দান ও অনুমোদন এবং পিডিপি বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রায়পুর পৌরসভায় গঠিত কর নিরূপন ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যার স্মারক নং- রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭২

টেবিল ৪.১.৬ (৫) : কর নিরূপন ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মুঃ জাকির হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৮	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব সামছুন নাহার লিলি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮, ০৯	সদস্য
০৪	জনাব আবু নাছের	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১	সদস্য
০৫	জনাব আবদুল কাদের	সচিব	সদস্য-সচিব

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রায়পুর পৌরসভায় গঠিত বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যার স্মারক নং- রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭৯

টেবিল ৪.১.৬ (৬) : বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ উইসুফ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৩	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০২	সদস্য
০৪	জনাব সামছুন নাহার লিলি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮, ০৯	সদস্য
০৫	জনাব মুহাম্মদ মাহবাব উদ্দিন	বাজার পরিদর্শক	সদস্য-সচিব

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রায়পুর পৌরসভায় গঠিত মৎস্য ও পশু সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যার স্মারক নং- রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭৭

টেবিল ৪.১.৬ (৭) : মৎস্য ও পশু সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব আনোয়ার হোসেন বাহার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪	সদস্য
০৪	জনাব ফেরদৌসী বেগম	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫, ০৬	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ নাহিদুল ইসলাম	স্যানিটারী ইন্সপেক্টর	সদস্য-সচিব

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রায়পুর পৌরসভায় গঠিত তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যার আরক নং- রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭৮

টেবিল ৪.১.৬ (৮) : তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব সামছুন নাহার লিলি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮, ০৯	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব মেহেদী হাসান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ আবু নাছের	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১	সদস্য
০৫	জনাব রীনা রানী রায়	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রায়পুর পৌরসভায় গঠিত নগর পরিচালন, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যার আরক নং- রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৭০

টেবিল ৪.১.৬ (৯) : নগর পরিচালন, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মেহেদী হাসান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব নাজমে আরা মনি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৩	সদস্য
০৪	জনাব আইনুল কবীর	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৬	সদস্য
০৫	জনাব শাহাদাত হোসেন	নক্সাকার	সদস্য-সচিব

রায়পুর পৌর পরিষদের ৩০/০৯/২০২১ ইং তারিখের মাসিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যার আরক নং- রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৮০

টেবিল ৪.১.৬ (১০) : দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব আনোয়ার হোসেন বাহার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব সামছুন নাহার লিলি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮, ০৯	সদস্য
০৪	জনাব নাজমে আরা মনি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৩	সদস্য
০৫	জনাব এজাজ হোসেন	কর আদায়কারী	সদস্য-সচিব

রায়পুর পৌর পরিষদের ৩০/০৯/২০২১ ইং তারিখের মাসিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যার আরক নং- রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৮১

টেবিল ৪.১.৬ (১১) : দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ আবুল হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব ফেরদৌসী বেগম	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭, ০৮, ০৯	সদস্য
০৪	জনাব নাজমে আরা মনি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫, ০৬	সদস্য
০৫	জনাব মুহাঃ মাহতাব উদ্দিন	বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

রায়পুর পৌর পরিষদের ৩০/০৯/২০২১ ইং তারিখের মাসিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় যার স্মারক নং- রায়ঃ পৌরঃ/সাধাঃ শাঃ/২০২১/১৮২

টেবিল ৪.১.৬ (১২) : স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ খায়রুল আলম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৯	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভাট	মেয়র (পদাধীকার বলে)	সদস্য
০৩	জনাব সামছুন নাহার লিলি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০১, ০২, ০৩	সদস্য
০৪	জনাব নাজমে আরা মনি	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪, ০৫, ০৬	সদস্য
০৫	জনাব নাহিদুল ইসলাম	স্যানিটারী ইন্সপেক্টর	সদস্য-সচিব

৪.২ বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণঃ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, ভূমির বর্তমান ব্যবহার, জনগণের জন্য সেবা প্রাপ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য এবং পরিচালনসহ বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ (Existing Situation Analysis including Socioeconomic Situations, Current Land Use, People's Access to Service Delivery, Institutional Capacity and Governance)

১.২.১ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বা এর খসড়া থাকলে তা পর্যালোচনা করা (Review of the MasterPlan or its Draft if Available)

রায়পুর পৌরসভার পক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ এই পৌরসভার জন্য মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই মহা পরিকল্পনা রায়পুর পৌরসভার ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও সেবা সুবিধাদির কার্যকর ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি এর ভবিষ্যৎ অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। এটি রায়পুর পৌরসভার পরিকল্পিত ভৌত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। মহা পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন পর্যায়ে পৌরসভা ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ, মৌজার মানচিত্র ও ডিজিটালকৃত, চিহ্নিত পৌরসভা সীমানা সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের প্রকৌশল জরিপ, আর্থ-সামাজিক ও ট্রাফিক ট্রান্সপোর্ট সমীক্ষা পরিচালনা যার মাধ্যমে এই পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রায়পুর পৌরসভার উন্নয়ন দৃশ্য নাজুক। এখানে অধিকাংশ জায়গা কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় ও বেশীরভাগ মানুষ নিম্ন আয়ের এবং কৃষি নির্ভর। কৃষিকাজে আধুনিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। রায়পুর পৌরসভা হওয়া সত্ত্বেও এখানে মিল কারখানা নেই বললেই চলে যাহা একটি সচ্ছল পৌরসভার পরিপন্থী। রায়পুর পৌরসভার অধিকাংশ এলাকা নিচু এবং রাস্তা মাটির। যে রাস্তাগুলো পাকা তা ব্যবহারের অনুপযোগী এবং অপ্রস্তুত। রায়পুর পৌরসভায় পাকা ইমারত খুবই কম এবং অপরিষ্কৃত ভাবে গড়ে উঠেছে। যদি এই অপরিষ্কৃত নির্মাণ কাজে নিয়ন্ত্রনহীনভাবে চলতেই থাকে তবে তা, রায়পুরের মত উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার পরিবেশ অনুপযোগী ও বসাবসের অযোগ্য করে তুলবে। বর্তমানে পৌরসভার উন্নয়নের জন্য সঠিক কোন পরিকল্পনা নেই। সঠিক পরিকল্পনার অভাবে বাড়ী, সড়ক, ড্রেন, বাজারের মত সব ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ অপরিষ্কৃতভাবে চলছে। তাই রায়পুর পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, ভূমির বর্তমান ব্যবহার, জনগণের জন্য সেবা প্রাপ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য এবং পরিচালনসহ বিদ্যমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পৌরসেবা সার্বিক ভাবে জনগণের দারপ্রাপ্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

৪.২.২ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা (Stakeholder Analysis)

রায়পুর পৌরসভার সম্মুখিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন রূপকল্প আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, নগর আবকাঠামো পরিশোধ, স্বল্প-মধ্য মেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনা, আর্থিক পরিচালনা, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার ও সক্ষমতাবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন বিষয়সহ বিস্তৃত পরিসরে পৌরসভা সাথে যারা সম্পৃক্ত তারাই স্টেকহোল্ডার।

স্টেক হোল্ডারদের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপ :

প্রাইমারী স্টেকহোল্ডার (Primary Stakeholders) : প্রাইমারী স্টেকহোল্ডার তারাই, যারা সংগঠনের কার্যক্রমের দ্বারা শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত হয়। এই ধরনের স্টেকহোল্ডার রা প্রকল্পভুক্ত এলাকার কার্যক্রমে সক্রিয় হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন।

সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার (Secondary Stakeholders) : সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার হলো তারাই যারা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ ব্যক্তি অথবা সংগঠনে যে বা যারা সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরাসরি প্রভাবিত হয় না। যেমন - কমিউনিটি ক্ষমতায়নের জন্য স্বীকৃত পন্থা সাবলম্বী দল গঠনের মাধ্যমে এলাকার কাজ পর্যবেক্ষণ করে এবং কোথাও কোন অসামঞ্জস্য চোখে পড়লে তারা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে।

প্রধান স্টেকহোল্ডার (Key Stakeholders) : যে সব স্টেকহোল্ডার উপরের দুটোর মধ্যেই পড়ে। এলাকার উন্নয়নের জন্য গ্রামের সব প্রধান বা মূল স্টেকহোল্ডাররা তাদের ক্ষমতা দেখানোর একটা সুযোগ পায় এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের উপর তাদের অনেক প্রভাব থাকে এবং প্রকল্পের কার্যক্রমে যাদের গুরুত্বও আছে।

স্টেকহোল্ডার বিবেচিত হবেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। পৌরসভার পরিস্থিতি বিবেচনায় আরও কিছু মানুষ স্টেকহোল্ডার হিসেবে চিহ্নিত হবেন।

১. সরকারী/আধাসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ, বিদ্যুৎ, গৃহায়ন এবং সেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি;
২. ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সমাজের প্রতিনিধি ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি;
৩. বেসরকারী ও কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের প্রতিনিধি;
৪. দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি;
৫. বস্তিবাসী ও অভিবাসী;
৬. গণমাধ্যম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি।

এছাড়াও

রায়পুর পৌরসভার কার্যক্রমে নিম্নলিখিত কমিটি গুলোতে স্টেকহোল্ডার হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিগণ গনঃ

১. **টিএলসিসির সদস্য :** শহর সমন্বয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা- ৫০ জন। যার মধ্যে পুরুষ- দুই তৃতীয়াংশ ও মহিলা একতৃতীয়াংশ পৌরসভা প্রতিনিধি ১৪ জন ২৮%, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ৮ জন ১৬%, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি- ৫ জন ১০%, এনজিও প্রতিনিধি- ৪ জন ৮%, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি-১২ জন ২৪% শহর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি- ৭জন ১৪%
২. **ডব্লিউসির সদস্য :** ওয়ার্ড কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা- ১০ জন। মোট সদস্য সংখ্যার ৪০% মহিলা ও ৬০% পুরুষ। পৌরসভা প্রতিনিধি ৩ জন ৩০%, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি-৩ জন ৩০%, শহর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি- ৪জন ৪০%।

৩. **জেন্ডার কমিটি :** স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক রায়পুর পৌরসভা ৬ সদস্য বিশিষ্ট জেন্ডার কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩ জন নারী ৫০% ও ৩ জন পুরুষ ৫০%। এই কমিটি বৈষম্য দূরিকরণার্থে অনবদ্য কাজ করছে।
৪. **কোর গ্রুপ :** প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক রায়পুর পৌরসভা ৮ সদস্য বিশিষ্ট কোরগ্রুপ গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে ১ জন নারী ও ৭ জন পুরুষ। এই কমিটি পিডিপি প্রণয়নে সহায়তা তদারকী করবে।
৫. **শহর পরিকল্পনা শাখা :** নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর নির্দেশনা মোতাবেক রায়পুর পৌরসভা ৪ সদস্য বিশিষ্ট শহর পরিকল্পনা শাখা গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪ জনই পুরুষ। এই কমিটি মহা পরিকল্পনা যদি থাকে, পৌর পরিষদের সহযোগীতায় মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।
৬. **অন্যান্য :** এছাড়া অন্যান্য সকল কমিটির সদস্যবৃন্দ স্টেকহোল্ডার হিসেবে চিহ্নিত হবে।

স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনার (Stakeholder analysis) এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয় স্টেকহোল্ডার এবং তার ক্ষমতা, প্রভাব এবং আগ্রহ। এর দ্বারা আরও ব্যাখ্যা করা হয় অন্যকে পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলার এবং কোন বিষয়ে আগ্রহী করার ক্ষমতা কতটুকু ইত্যাদি। এটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে স্টেকহোল্ডার মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিটি স্টেকহোল্ডার এবং তাদের সভা করার জন্য যে আগ্রহ তা দেখা হয় কারণ তাদের প্রজেক্ট সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য স্টেকহোল্ডার মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আরও বলা যেতে পারে, স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা হলো প্রজেক্টের মূল স্টেকহোল্ডার চিহ্নিত করা, তাদের আগ্রহের পরিমাণ দেখা এবং এইসব আগ্রহের প্রভাব কেমন হতে পারে তার উপায় বের করা। যেমন - কোন প্রজেক্ট চালানোর সময় সেই প্রজেক্টের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি এবং প্রজেক্টকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন উপায় ইত্যাদি। এটা প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষণ এবং সামাজিক বিশেষণ উভয়ের সাথে জড়িত। যেমন - তথ্য থেকে প্রাপ্ত ডাটা সংগ্রহ করে প্রজেক্ট ডিজাইন বা নকশা করা এবং এই তথ্যগুলো থেকে কোন কিছু বাস্তবায়ন করার জন্য একত্রে কাজে অংশগ্রহণ করা। লজিকাল ফ্রেইমওয়ার্কের মাধ্যমে প্রজেক্ট ডিজাইনে বা নকশাতে স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা করা হয় এবং স্টেকহোল্ডার এর অংশগ্রহণের ধরনের মাধ্যমে প্রকল্পে সহায়তা করার পদ্ধতি কেমন হতে পারে তা মূল্যায়ন করা হয়। স্টেকহোল্ডার হল যে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন যার বা যাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ওই বেসরকারী সংগঠনে, সরকারী প্রতিষ্ঠানে।

চিহ্নিত স্টেকহোল্ডারদের তালিকাভুক্ত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হবে। স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণে সহায়তা করার জন্য, স্টেকহোল্ডারদের ধরনের ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা হবে। অংশগ্রহণকারীগণকে করণীয় সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হবে, এবং প্রক্রিয়া সঞ্চালক কার্যপত্র সরবরাহ করে কাজ করতে সহায়তা করবেন, এবং আলোচনা বিষয় সংশ্লিষ্ট রাখবেন। গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীগণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উদ্ভূত সমস্যা সমূহ পর্যালোচনা করবেন এবং যৌথ সভায় উপস্থাপন করবেন।

আলোচনা সম্পন্ন হলে, অংশগ্রহণকারীগণ সমস্যা সমাধানের সুপারিশসহ বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন যৌথ সভায় উপস্থাপন করবেন। স্টেকহোল্ডারদের গ্রুপ উপস্থাপনার পর, ওয়ার্ড এবং সেক্টর ভিত্তিক ভিশন সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

দারিদ্র্য জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল মানুষের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আত্ম নির্ভরশীল করে তোলা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে জীবন-জীবিকা ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। ব্যক্তি, দল এবং সংগঠনগুলোর কিছু পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে একটি বিশ্লেষণধর্মী এ্যাপ্রোচ থাকে যা ঐ ব্যক্তি বা দলের মধ্যে এমন একটি আগ্রহ জন্মায় যেখানে সমর্থন বা অসমর্থন নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার মধ্যে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসক, উপদেষ্টাগণও জড়িত থেকে তাদের সাধ্যমত সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। লোকাল ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসক, উপদেষ্টাগণ প্রথমেই দক্ষতা বৃদ্ধির কাজটি করে থাকে। কারণ এই স্টেকহোল্ডাররা এলাকার উন্নয়নের জন্য বা প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তনের 'খুঁটি' হিসাবে কাজ করে। আর এই ইতিবাচক পরিবর্তন এর প্রভাব ফলপ্রসূ হয়।

৪.২.৩ রায়পুর পৌরসভায় প্রস্তুতকৃত পৌরসভা প্রোফাইল সহ সেকেন্ডারী উৎস থেকে বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহ (Collection of Information from Baseline Survey and Secondary Sources Including Pourashava Profile of Raipur Pourashava)

রায়পুর পৌরসভায় পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা সমন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং পৌরসভার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য এবং বিশেষ করে দারিদ্র্য ও জেডার সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদির বিদ্যমান অবস্থার সাথে নগর অবকাঠামো ও সেবাসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক, পার্থক্য ও প্রয়োজন নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ‘বেইজলাইন’ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্যান্য ‘সেকেন্ডারী সোর্স’ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ঐ জরিপ ছক পূরণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে পৌরসভার মেয়র ও অন্যান্য কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত ফরম পূরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসে (PMU) দাখিল করে। পূরণকৃত ছক নিম্নে পেশ করা হল।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম পৌরসভা বেইজলাইন সার্ভে

সালঃ ২০২২ খ্রিঃ।

জরিপকারীর পরিচিতিঃ প্রশাসনিক কর্মকর্তা

ফর্ম নম্বরঃ _____

জরিপকারীর নামঃ রীনা রাণী রায়

তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ ০৯/০২/২০২২ খ্রিঃ।

অ - জনসংখ্যা তথ্য (জনমিতি)

১। ক) পৌরসভার (পৌস) নামঃ রায়পুর পৌরসভা খ) জেলাঃ লক্ষ্মীপুর।

গ) প্রতিষ্ঠা সালঃ ১৯৯৪ খ্রিঃ ঘ) প্রতিষ্ঠাকালীন শ্রেণীঃ “গ” শ্রেণী

ঙ) বর্তমান শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার সাল/বর্তমান শ্রেণীঃ ২০০২, “ক” শ্রেণী।

২। ক) ওয়ার্ডের সংখ্যাঃ ০৯

খ) প্রতি ওয়ার্ডের জনসংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নম্বর	অতি সাম্প্রতিক সালের/ নিকটতম সালের তথ্য (সাল উল্লেখ করুনঃ ২০১১)	
		পুরুষ	মহিলা
১	০১	২১৩২	২২৯৬
২	০২	১৬৫৬	১৮৮৮
৩	০৩	২২৬৩	২২১৯
৪	০৪	১৪৫০	১২৫৭
৫	০৫	১৬০৪	১৮০৬
৬	০৬	১৯২৯	১৯৪৮
৭	০৭	১৯৫৪	২১৫৯
৮	০৮	১৩১৭	১৩২৫
৯	০৯	৭৬০	৭৯৩
মোট		১৫০৬৫	১৫৬৯১

৩। ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সংখ্যা :

সাধারণ ওয়ার্ড (পুরুষ) : ০৯

সাধারণ ওয়ার্ড(মহিলা) : ০০

সংরক্ষিত ওয়ার্ড(মহিলা) : ০৩

মোট : ১২

৪। মহিলার সংখ্যা : ১৯

৫. পৌরসভায় হোল্ডিং এর সংখ্যা :

ক্রমিক নং	হোল্ডিংস এর ধরণ	অতি সাম্প্রতিক সালের/ নিকটতম সালের তথ্য (সাল উল্লেখ করুনঃ ২০২১)
৬ (ক)	সরকারী (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য)	২৫
৬ (খ)	বেসরকারী (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, অন্যান্য)	৮৭৫৬
৬ (গ)	মিশ্র হোল্ডিংস	---
৬ (ঘ)	মোট	৮৭৮১

আ -নগর চিত্র

- ১। (ক) পৌরসভার আয়তন : ০৯.৫০ বর্গ কি.মি ২৩৪৬.৫০ একর (তথ্য সূত্র ডিপিএইচই)
(১বর্গ কি.মি.=২৪৭একর)

(খ) পৌরসভার বিদ্যমান ভূমির ব্যবহার ভিত্তিক পরিমাণ একর

১. পৌরসভার নিজস্ব ভূমি	: ০২.৭৫ একর
২. আবাসিক	: ৬২২.৩৮ একর
৩. বাণিজ্যিক	: ৯৯.৯৫ একর
৪. শিল্প কারখানা	: ২৫.৭৫ একর
৫. কৃষি	: ১০১৫.২০ একর
৬. অফিস	: ৩৮.১৫ একর
৭. কমিউনিটি সার্ভিস	: ৫২.৮৫ একর
৮. শিক্ষা ও গবেষণা	: ৩৫.১০ একর
৯. মিশ্র ব্যবহার	: ০২.৯০ একর
১০. নদী/জলধারা	: ৪১৮.০০ একর
১১. পরিবহন ও যোগাযোগ	: ০২.৫০ একর
১২. অন্যান্য	: ৫১.০০ একর

২। জমির বর্তমান মূল্য

(ক) আবাসিক	: টাকা/শতাংশ ২.৩৭ লক্ষ (প্রতি শতাংশ)।
(খ) বাণিজ্যিক	: টাকা/শতাংশ ২২ লক্ষ।
(গ) অন্যান্য	: টাকা/শতাংশ ০৫ লক্ষ।

৩। পৌরসভার প্রধান কর্মসংস্থানের চিত্র (মোট কর্মজীবী জনসংখ্যার শতকরা হার)

(ক) কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক কর্মসংস্থান	: ২০%
(খ) পশুপালন	: ১০%
(গ) মৎস্য শিকার/মৎস্য চাষ	: ২০%
(ঘ) বাণিজ্য (ব্যবসা বৃত্তি ইত্যাদি)	: ১৫%
(ঙ) উৎপাদনকারী	: ২%
(চ) শিল্প শ্রমিক	: ৫%
(ছ) দিন মজুর (মুজুরী ভিত্তিক)	: ১৮%
(জ) ক্ষুদ্র পেশা/ব্যবসায় ?	: ১০%
(ঝ) অন্যান্য	: -- %
(ঙ) মোট	: ১০০% (কর্মজীবী জনগণের)
(ট) আর্থিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অর্ন্তভুক্তির হার (মোট মহিলা জনসংখ্যার তুলনায়):	২৫%

৪। পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ :

পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

➤ খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র	৬৬৪ টি
➤ পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র	৪১ টি
➤ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (বিনিয়োগ ৪০,০০০ টাকার কম)	০৪ টি
➤ ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা (SME) (৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা)	০৩ টি
➤ বড় শিল্প (বিনিয়োগ ৫,০০,০০০ টাকার উপরে)	-- টি
➤ অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	২১৮ টি
➤ মোট ট্রেড লাইসেন্স এর সংখ্যা	৯৩০ টি
➤ ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৬০০ টি

৫। পরিবহন সুবিধাদির পর্যাণ্ডতা :

(ক) (১) বাস স্ট্যান্ড এর সংখ্যা	: ০১ টি
(২) উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় সদর দপ্তরে প্রতিদিন চলাচলকারী বাসের সংখ্যা	: ২০০ টি
(খ) (১) রেল স্টেশনের সংখ্যা	: প্রয়োজ্য নয়
(২) প্রতিদিন চলাচলকারী ট্রেনের সংখ্যা	: প্রয়োজ্য নয়
(গ) (১) জেটির সংখ্যা	: প্রয়োজ্য নয়
(২) দৈনিক ট্রিপস এর সংখ্যা	: প্রয়োজ্য নয়
(ঘ) বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, জেটি ইত্যাদিতে মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট সুবিধা আছে কি?	
	হ্যাঁ না
(১) আলাদা টয়লেট	হ্যাঁ
(২) বসার স্থান	হ্যাঁ
(৩) আলাদা প্রার্থনা কক্ষ	না

৬। যোগাযোগ :

		হ্যাঁ	না
ক) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	:	হ্যাঁ	
খ) টেলিগ্রাফ অফিস	:	হ্যাঁ	
গ) ডাকঘর	:	হ্যাঁ	
ঘ) সেলফোন সংযোগ	:	হ্যাঁ	
ঙ) ইন্টারনেট সংযোগ	:	হ্যাঁ	

৭। বিদ্যুৎ :

ক) আওতাভুক্ত পরিবারের শতকরা হার	: ১০০ % সরবরাহকাল (ঘন্টা) ১৮
খ) আওতাভুক্ত সরকারী অফিসের শতকরা হার	: ১০০ % সরবরাহকাল (ঘন্টা) ৫-৬
গ) আওতাভুক্ত বাণিজ্যিক স্থাপনার শতকরা হার	: ১০০ % সরবরাহকাল (ঘন্টা) ১৮
ঘ) আওতাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতকরা হার সংখ্যা	: ১০০ % সরবরাহকাল (ঘন্টা)

৮। স্বাস্থ্য সহায়ক সুবিধা :

(ক) সরকারী হাসপাতালের সংখ্যা	: ০১
(খ) বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যা	: ০৭
(গ) সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা	: ০২
(ঘ) বেসরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা	: ১৩
(ঙ) ডায়াবেটিস কেন্দ্রের সংখ্যা	: ০২

(চ)	মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ ০০
(ছ)	পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা (স্যাটেলাইট চিকিৎসা কেন্দ্রসহ)	ঃ ০৯
(জ)	অন্যান্য (বর্ণনা দিন কমিউনিটি ক্লিনিক)	ঃ ০০

৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ :

ক)	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ঃ ১১
খ)	১) পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা (বিদ্যালয় পূর্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ)	ঃ ০০
	২) বালিকাদের ঝরে যাওয়ার শতকরা হার	ঃ
গ)	মাদ্রাসার সংখ্যা	ঃ ১৮
ঘ)	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ঃ ০৩
ঙ)	মহাবিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ঃ ০২
চ)	ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	ঃ ০১
ছ)	কিডার গার্ডেন স্কুল	ঃ ০৯

১০। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ :

ক)	ব্যাংকের সংখ্যা	ঃ ১৪
খ)	ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ঃ ---
গ)	সঞ্চয়ী এবং ঋণ দলের সংখ্যা	ঃ ১০

১১। আবাসন :

ক)	কাঁচা ঘরে বসবাসকারী পরিবারের শতকরা হার	ঃ ৪০%
খ)	সেমিপাকা ঘরে বসবাসকারী পরিবারের শতকরা হার	ঃ ২০%
গ)	পাকা ঘরে বসবাসকারী পরিবারের শতকরা হার	ঃ ৪০%
(তথ্য সূত্র পৌরসভার নিজস্ব জরিপ)		

ই - আর্থ সামাজিক ও দারিদ্র্য চিত্র

১। মাসিক পারিবারিক আয় চিত্র

- ক) পরিবারের আয়ের তথ্যের সাল : ২০২১
 খ) তথ্যের উৎস : রায়পুর পৌরসভার নিজস্ব জরিপ
 গ) পারিবারিক আয়ের শ্রেণী বিন্যাস

ক্রঃ নং	পারিবারিক আয়ের ধরণ টাকা/মাসিক	পরিবারের সংখ্যা	মন্তব্য
১	৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	৪০০০	২৫%
২ ক	৫০০১ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	৪০০০	২৫%
২ খ	১০,০০১ থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	২৪০০	১৫%
২ গ	১৫,০০১ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	৩২০০	২০%
৩	২০,০০০ টাকার উর্ধ্বে আয়	২৪০০	১৫%
৪	সকল শ্রেণীর আয় (মোট)	১৬০০০	১০০%

(তথ্য রায়পুর পৌরসভার নিজস্ব জরিপ)

২ ক। কিতাবে পৌরসভার দারিদ্র্য পরিবার চিহ্নিত করা হয় :

	হ্যাঁ	না
১) আদমশুমারী পরিসংখ্যান	: ১√	২ সাল : ২০১১
২) পৌরসভার নিজের জরিপ	: ১√	২ সাল : ২০২১
৩) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	: ১√	২ সাল : পৌরসভা মহাপরিকল্পনা

২ খ। পৌরসভার দরিদ্রের সজ্জা :

১) অতি দারিদ্র্য _____

ক. ক্যালরী গ্রহণ সূচক :

খ. আয় সূচক : √

গ. আয় বহির্ভূত সূচক:

২) দারিদ্র্য _____

ক. ক্যালরী গ্রহণ সূচক :

খ. আয় সূচক : √

গ. আয় বহির্ভূত সূচক :

২ গ। পৌরসভার দারিদ্র্য পরিবারের সংখ্যা :

ক্রমিক নং	ধরণ	পরিবারের সংখ্যা	মোট পরিবারের শতকরা হার	মন্তব্য
১	অতি দারিদ্র্য পরিবার	৩০৪০	১৯.০০%	
২	দারিদ্র্য পরিবার	৪১৬০	২৬.০০%	
৩	মোট দারিদ্র্য পরিবার	৭২০০	৪৫.০০%	



৩। পৌরসভার মধ্যে দারিদ্র্য পরিবারের অবস্থান

ক্রঃ নং	ধরণ	বস্তি/ক্লাস্টারের সংখ্যা	প্রাক্কলিত আবাসিক পরিবারের সংখ্যা	প্রাক্কলিত আবাসিক জনসংখ্যা	আয়তন (একর)	মন্তব্য
১	বস্তি (৫০ পরিবারের অধিক)	১০	১৫৯০	৪৭৭০	২৩.১২	
২	ক্লাস্টার (৫০ পরিবারের কম)	২৭	১১২৬	৩৩৭৮	৩৯.২৭	
৩	অন্যান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থান	০৮	৪৬৪	১৩৯২	০৯.৯২	
৪	মোট দারিদ্র্য পরিবার	৪৫	৩১৮০	৯৫৪০	৭২.৩১	

৪। শহুরে দারিদ্র্য পরিবারের প্রাথমিক পেশা :

- ক) ৭ ✓
- খ) ৪ ✓
- গ) ৮ ✓
- ঘ) ৬ ✓

কোড : ০১. ছাত্র ০২. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ০৩. চাকুরী ০৪. রিকসা/ভ্যান/নৌকা চালক ০৫. কৃষক/ কৃষি কাজ
০৬. দিনমজুর ০৭. পরিবারের সহায়তাকারী ০৮. অন্যান্য

৫। অন্যান্য দারিদ্র্য ও অসমর্থ দলের চিত্র :

ক্রমিক নং	ধরণ	পরিবার/জনসংখ্যা
১	মহিলা প্রধান পরিবার	৭৫০টি পরিবার
২	আদিবাসী কমিউনিটি	প্রযোজ্য নয়
৩	শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী	১১২টি

৬ ক। গত ৫ বছরে পৌরসভা কি কোন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে ?

হ্যাঁ =১, না =২ √ পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র :

৬ খ। যদি হ্যাঁ হয়

ক্রঃ নং	কর্মসূচি	কর্মতৎপরতা	সংস্থা	আওতাভুক্ত পরিবারের সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
১					
২					
৩					
৪					
৫					

ঈ - পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র

১। পৌরসভার জনবল

নোট : অনুগ্রহ করে পৌরসভার অর্গানোগ্রাম দেখুন এবং পৌরসভায় যাওয়ার আগে ৩নং কলাম (অনুমোদিত পদ) পূরণ করে নিন।

ক্রঃ নং	বিভাগ/শাখা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ (পদের নাম ও পদ সংখ্যা)	দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা	মহিলাদের দ্বারা পূরণকৃত পদসংখ্যা	গুরুত্বপূর্ণ (শাখা প্রধান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা)পদে অধিষ্ঠিত/কর্মরত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	গুরুত্বপূর্ণ (শাখা প্রধান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা)পদে অধিষ্ঠিত/কর্মরত ব্যক্তিদের কর্ম অভিজ্ঞতা(বৎসর)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০১	০০	০১	০০			
	প্রশাসন বিভাগ							
	সচিব	০১	০১	-	০০			
	সাধারণ শাখা	২০	১৫	০৫	০০			
	হিসাব শাখা	০৬	০৫	০১	০০			
	এ্যাসেসমেন্ট (কর নির্ধারণ)শাখা	০৬	০৫	০১	০০			
	কর আদায় শাখা	১৬	০৯	০৭	০০			
	পৌর বাজার শাখা	০৫	০২	০৩	০০			
	শিক্ষা/সংস্কৃতি/পাঠাগার শাখা	-	-	-	০০			
২	প্রকৌশল বিভাগ							
	সির্বহী প্রকৌশলী	০১	০১	-	০০			
	সহকারী প্রকৌশলী	০৩	--	০৩	০০			
	বিদ্যুৎ, পূর্ত ও যান্ত্রিক শাখা	৫১	১৭	৩৪	০০			
	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন শাখা	১৬	১৫	০১	০০			
৩	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ							
	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	০১	-	০১	০০			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা	২৭	১৩	১৪	০০			
	পরিচ্ছন্নতা শাখা	০৫	০৩	০২	০০			

২। ২০০৫ সাল হতে পৌর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

সাল/ ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীদের ধরণ	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা		প্রশিক্ষণের ধরণ (আবাসিক/অনাবাসিক)	প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের স্থান	মন্তব্য
			পুরুষ	মহিলা				
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
২০১৪- ২০২২								
১.	অডিট সম্পর্কিত	সচিব, হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা ও হিসাব রক্ষক	০৩		আবাসিক	হিসাব ও নিরীক্ষা ভবন	ঢাকা	০৯/০৩/২০১৭- ১২/০৩/২০১৭
২.	CGP Training	সহকারী প্রকৌশলী ও সচিব	০২		আবাসিক	এলজিইডি	ঢাকা	০৭/১০/২০১৮
৩.	CGP Training	সহকারী প্রকৌশলী ও সচিব	০২		আবাসিক	এলজিইডি	ঢাকা	১৮/১১/২০১৮
৪.	মহা পরিকল্পনা	ভার্চুয়াল (০৭ জন)	০৭		অনাবাসিক	এলজিইডি	কুমিল্লা	২৮/০১/২০১৯
৫.	RMSU	সচিব, কর আদায়কারী (০৪ জন)	০৪		আবাসিক	কর নির্ধারণ ও হিসাব	কুমিল্লা	২৪-২৭/১১/২০১৯
৬.	টিকা দান পদ্ধতি	টিকাদানকারী	০১		আবাসিক	কৃষি নিয়ন্ত্রন স্বাস্থ্য অধিঃ	ঢাকা	১২/০৩/২০২০
৭.	EGP Training	সহকারী প্রকৌশলী ও সচিব	০৪		আবাসিক	DIMAPPP-2	মহাখালী, ঢাকা	১০/০১/২০২২
৮.								

৩। পৌরসভায় অনুসরণকৃত পদ্ধতি ও ধরণ :

- ক) জনসাধারণের নিকট প্রচারের জন্য এই পৌরসভার কোন নোটিশ বোর্ড আছে কি? হ্যাঁ = ১ ✓
- খ) (১) আপনারা কি এই পৌরসভা হতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন? হ্যাঁ = ১ না = ২ ✓
(২) যদি হ্যাঁ হয়, তবে সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করুন।
- গ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে কোন কোন প্রধান Issues প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? হ্যাঁ
- ঘ) দারিদ্র্য সংক্রান্ত কোন কোন প্রধান Issues প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়? হ্যাঁ
- ঙ) মহিলা বিষয়ক কোন কোন প্রধান Issues প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়?

- চ) আপনি কি নিয়মিত এই পৌরসভায় কম্পিউটার ব্যবহার করেন? হ্যাঁ= ১, না= ২ →হেড কোয়ার্টারে যান
- ছ) (১)যদি হ্যাঁ হয়, তবে বিভিন্ন রকমের বিল যেমন হোল্ডিং ট্যাক্স, বাণিজ্যিক কর ইত্যাদি এই কম্পিউটার হতে প্রস্তুত করেন কি? হ্যাঁ = ১ ✓
- (২) কম্পিউটারে একাউন্ট ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে কি ? হ্যাঁ = ১ ✓
- জ) এই পৌরসভায় জনগণের অভিযোগ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা আছে কি ? হ্যাঁ = ১ ✓
- ঝ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে কিভাবে অভিযোগ দাখিল করা হয়?
- টেলিফোনের মাধ্যমে = ২
- অভিযোগ বাক্সের মাধ্যমে = ২
- ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট শাখা পরিদর্শন করে =
- সকল অভিযোগ একজন নির্ধারিত ব্যক্তির মাধ্যমে দাখিল করা হয় =
- ঞ) আপনার পৌরসভায় পুরুষ ও মহিলা কাউন্সিলরদের জন্য আলাদা বসার জায়গা আছে কি? হ্যাঁ= ১ ✓
- ট) আপনার পৌরসভায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট সুবিধা আছে কি? হ্যাঁ = ১ ✓

৪) পৌরসভায় কি কি কমিটি আছে এবং কমিটির গঠন ও কার্যক্রম কিরূপ? (নিম্নের ছকে পূরণ করুন)

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	সদস্য পুরুষ	সদস্য মহিলা	মোট সদস্য	কার্যাবলী	মন্তব্য (কিভাবে সদস্য নির্বাচন করা হয়েছে)
১	সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	৩	২	৫	কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও যোগ্যতা মূল্যায়ন। কর্মবন্টন, আয় ব্যয় বাজেট প্রণয়ন, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পরিকল্পনা, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, আয় ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও পরামর্শ প্রদান।	
২	কর নিরূপন ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	৩	২	৫	কর আরোপ ও আদায়ের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন, কর মওকুফ বিষয়ে মতামত, কর আদায়ে উৎসাহ, কর প্রদানে জনগনকে উদ্বুদ্ধকরণ, সকল তথ্য কম্পিউটারাইজড করণ, সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিরূপন।	
৩	হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	৩	২	৫	হিসাবপত্র সংরক্ষণে সহায়তা করা, আদায় ও জমার হিসাব যাচাই, স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণ, আয় ব্যয়ের হিসাব বৎসরে একবার নিরীক্ষা, সকল তথ্য কম্পিউটারাইজড করনে সহায়তা করা।	
৪	নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	৩	২	৫	মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করা ও মানচিত্র প্রস্তুতকরণ, পৌর আইন যথাযথ ভাবে প্রয়োগ ও প্রতিপালনের জন্য পরামর্শ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ। সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা সুষ্ঠুভাবে প্রদানে সহায়তা প্রদান। চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করণ। ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ আইন মোতাবেক পর্যবেক্ষণ।	
৫	আইন শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি	৩	২	৫	নাগরিকদের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষারকাজে পৌর পরিষদসহ সকল বিভাগ সহ পুলিশকে তথ্য সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান। পৌর সম্পদের ক্ষতি, সেবা প্রদানে বাধা, বিরোধ, দাঙ্গা প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণ ও পুলিশকে সহায়তা প্রদান। অগ্নি নির্বাপন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন দুর্যোগ কালীন সময়ে সকলকে সহায়তা প্রদান। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, বিবাদ মিমাংসার লক্ষ্যে সালিশির ব্যবস্থা।	
৬	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	৩	২	৫	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নে সকল ব্যবস্থার সহায়তা প্রদান ও তদারকিকরণ।	
৭	মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	৩	২	৫	বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ, নারী ও শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, বাল্য বিবাহ রোধ ও যৌতুক প্রদানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা।	
৮	মৎস ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	৩	২	৫	জীব ব্যচিত্র সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি, গবাদি পশু ও পাখির সংক্রমণ প্রতিরোধে ও প্রতিকারে সহায়তা প্রদান, পুকুর, জলাধার, কসাইখানা, ইত্যাদি সম্মতির রক্ষণাবেক্ষণ ও সুপারিশ।	

৯	তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	৩	২	৫	তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তর সমূহের সাথে যোগাযোগ, বার্তা ও বানী প্রস্তুত, প্রচার সহ পৌর এলাকার ঐতিহাসিক ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ। জাতীয় বিভিন্ন দিবস উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রদান।
১০	বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কমিটি	৩	২	৫	পন্য সামগ্রির মূল্য নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদলত পরিচালনাও সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান।
১১	বেসরকারী সংস্থা সমন্বয় কমিটি (অতিঃ স্থায়ী কমিটি)	৩	২	৫	বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমকে পৌরসভার কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
১২	স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন কমিটি (অতিঃ স্থায়ী কমিটি)	৩	২	৫	পৌর জনসাধারণের স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান।
১৩	দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি (অতিঃ স্থায়ী কমিটি)	৩	২	৫	দারিদ্র্যতা নিরসন ও বস্তি উন্নয়নে, দারিদ্র্য ও বস্তি এলাকার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা।
১৪	আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর বিষয়ক (অতিঃ স্থায়ী কমিটি)	৩	২	৫	আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও জনগনকে পরামর্শ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা।
১৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি (অতিঃ স্থায়ী কমিটি)	২	৩	৫	দুর্যোগ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী পূর্ব সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও জনগনের সকল দুর্ঘর্ষাওগ বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করা।
১৬	নারী উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি (অতিঃ স্থায়ী কমিটি)	২	৩	৫	সকল কার্যক্রমে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। নারীর উন্নয়নে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম গ্রহণ।
১৭	কোর গ্রুপ	৫	২	৭	সার্বিকভাবে PDP তৈরীর কাজ তত্ত্বাবধান করা। PDP ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বৈধকরণ। প্রকল্প চিহ্নিতকরণে সহায়তা প্রদান। চিহ্নিত প্রকল্প প্রস্তুত, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন। PDP বাস্তবায়ন পরীক্ষণ।
১৮	অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স (O&M)	৪	১	৫	প্রতি মাসে একটি করে সভা করা এবং নিয়মিতভাবে কার্যবিবরণী তৈরী করা। প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সংক্ষিপ্ত ধারণামূলক জেডার এ্যাকশন প্ল্যানের পুনরীক্ষণ করা, জেডার মূলধারার সাথে সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য জেডার এ্যাকশন প্ল্যান তৈরীর অনুশীলনে পৌরসভাকে সহায়তা করা। জেডার সমতা সংক্রান্ত বিষয়ে চিহ্নিত করা এবং জেডার ও GAP কার্যক্রম সম্পর্কে কমিউনিটি, সরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও সহ পৌরসভার ভূমিকা চিহ্নিত করা। পিডিপিতে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করা। প্রয়োজনীয় কর্মসূচীর জন্য বাজেট বরাদ্দের সুপারিশ করা।
১৯	দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) কমিটি	৮	২	১০	দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) প্রস্তুতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে স্টিয়ারিং কমিটি। এই কমিটি দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) এ বর্ণিত যাবতীয় কার্যক্রম মনিটরিং করা সহ PRAP বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে মেয়র বরাবর লিখিত মতামত ও

					সুপারিশ প্রদান করবেন। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য-সচিব পৌরসভার বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কাজের যোগাযোগ বজায় রাখবেন। স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ নির্দেশিকার কাজ বাস্তবায়নে পৌরসভার যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সুপারিশ করতে পারবেন।	
২০	গ্রিভেন্স রিড্রেস সেল (GRC)	৩	২	৫	এলাকার অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে দ্রুত নিষ্পত্তি করা।	
২১	জেন্ডার কমিটি	৩	৪	৭	প্রতি মাসে একটি করে সভা করা এবং নিয়মিতভাবে কার্যবিবরণী তৈরী করা। জেন্ডার সমতা সংক্রান্ত বিষয়ে চিহ্নিত করা এবং জেন্ডার ও GAP কার্যক্রম সম্পর্কে কমিউনিটি, সরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও সহ পৌরসভার ভূমিকা চিহ্নিত করা। পিডিপিতে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করা। প্রয়োজনীয় কর্মসূচীর জন্য বাজেট বরাদ্দের সুপারিশ করা।	
২২	বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC)	১০	২	১২	দারিদ্র্যতা নিরসন ও বস্তি উন্নয়নে, দারিদ্র্য ও বস্তি এলাকার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা।	
২৩	ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত ওয়াকিং গ্রুপ(SWG)	৫	০	৫	ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান সেক্টর উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনা তৈরী, সেক্টরের আওতায় প্রকল্প চিহ্নিত করণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।	
২৪	দারিদ্র্য/আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ওয়াকিং গ্রুপ(SWG)	৩	২	৫	দারিদ্র্য/আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ওয়াকিং গ্রুপ (SWG) সেক্টর উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনা তৈরী, সেক্টরের আওতায় প্রকল্প চিহ্নিত করণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।	
২৫	অর্থ সংক্রান্ত ওয়াকিং গ্রুপ(SWG)	৩	২	৫	অর্থ সংক্রান্ত ওয়াকিং গ্রুপ (SWG) সেক্টর উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনা তৈরী, সেক্টরের আওতায় প্রকল্প চিহ্নিত করণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।	
২৬	পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ওয়াকিং গ্রুপ(SWG)	৩	২	৫	পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ওয়াকিং গ্রুপ (SWG) সেক্টর উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনা তৈরী, সেক্টরের আওতায় প্রকল্প চিহ্নিত করণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।	
২৭	ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি(WC) ৯টি ওয়ার্ড	৫৫	৩৫		ওয়ার্ডের উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম	
২৮	নগর সমন্বয় কমিটি(TLCC)	৩৪	১৬		নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম	
২৯	গনমাধ্যম সেল(MCC)	০৬	০০	০৬	সকল প্রকার পৌর সেবা, জনসচেতনতা মূলক প্রচার-প্রচারনা সকল কার্যক্রম।	
৩০	নগর পরিকল্পনা ইউনিট	০৪	০১	০৫	নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম	

ড) কবে পৌর পরিষদের সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল? মাস/সাল ৩১/০৩/২০২২ খ্রিঃ ।

ঢ) সর্বশেষ পৌরপরিষদের সভায় কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ?

- ১। পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
- ২। নগর উন্নয়ন প্রকল্পের এর কাজ দ্রুত শুরু করার সিদ্ধান্ত।
- ৩। নগর উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক পিডিপি প্রণয়ন ও জমাদান।
- ৪। পৌরকর আদায়ের সকলের সহযোগিতা।

৪। আপনার পৌরসভায় জনবল এবং কর্মচারী সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন ৩টি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?

- ক) জনবলের স্বল্পতা
- খ) প্রশিক্ষণের অভাব
- গ) আর্থিক অস্বচ্ছলতা

৫। আপনার পৌরসভার কর্মপ্রণালী ও পদ্ধতি সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন ৩টি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?

- ক) বিভাগীয় প্রধানের আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতা অর্পন।
- খ) এডিপি বরাদ্দের কমপক্ষে ৫০% মাটির কাজের জন্য পৌরসভাকে ক্ষমতা প্রদান।
- গ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির আহ্বায়ক সর্বদা টেকনিক্যাল কর্মকর্তাকে নির্বাচনের বিধান করা।

উ - পৌরসভার আর্থিক চিত্র

১) শ্রাণ্ডি, ব্যয় ংবং বাজেট :

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর	২০১৯-২০২০ অর্থ বছর	২০২০-২০২১ অর্থ বছর
১.১	(হোল্ডিং ট্যাক্স ংর হার)			
	ক) ভূমি ও ইমারত কর (%)	০৭%	০৭%	০৭%
	খ) আবর্জনা ও ময়লা অপসারণ রেইট (%)	০৭%	০৭%	০৭%
	গ) বাতি রেইট (%)	০৩%	০৩%	০৩%
	ঘ) পানি সরবরাহ কর (%)	১০%	১০%	১০%
	ঙ) মোট (%)	২৭%	২৭%	২৭%
১.২	সর্বশেষ কর নির্ধারণের সাল :	২০১৬-২০১৭		
১.৩	হোল্ডিং ট্যাক্স দাবী ংবং আদায়			
	ক) দাবী			
	বছরের শুরুতে বকেয়া করের পরিমাণ (টাকা)	৬৫০০০০০	৬০৬০৬৪১	৬২৮১৫৬১
	চলতি সালের করের পরিমাণ (টাকা)	৫৫০০০০০	৯০০০০০০	১৩০০০০০০
	মোট দাবী (টাকা)	১২০০০০০০	১৫০৬০৬৪১	১৯২৮১৫৬১
	খ) আদায়			
	চলতি সালে বকেয়া আদায়ের পরিমাণ (টাকা)	১৮২৫৫০৪	৪১৩৫৪৭৬	১০১৯২৩৪৩
	চলতি সালে চলতি আদায় পরিমাণ (টাকা)	৪১২৩৮৫৫	৪৬৪৩৬০৪	৪৮৩৮১৫০
	মোট আদায় (টাকা)	৫৯৩৯৩৫৯	৮৭৭৯০৮০	১৫০৩০৪৯৩
	গ) আদায় হার (%)			
	বকেয়া আদায়/বছরের শুরুতে বকেয়ার পরিমাণ	২৮.০০%	৬৮.২৩%	৭৭.০২%
	চলতি আদায়/চলতি বছরের দাবী	৭৪.৭৯%	৫১.৫৯%	৭৮.৪০%
	মোট আদায় (বকেয়া আদায় + চলতি আদায়/বছরের শুরুতে বকেয়ার পরিমাণ + চলতি সালের দাবী)	৪৯.৪৯%	৬৪.৭৩%	৭৭.৯৫%
১.৪	রাজস্ব আয় হিসাব (ট্যাক্স রেইট ফিস)			
	ক) ভূমি /ইমারত কর	৬২৪৭৭৫৪	৯১৬৪২৫১	---
	খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর নিবন্ধন	৬৫৮২০৬৬	৪৭২১১৪৪	১২০৯৪৫২১
	গ) ইমারত নির্মাণ ংবং পুণঃনির্মাণ	৮৩৬৮২৩	৪৯৫১৭৫	৭৫৯৮৩০
	ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং	১৭৭০৩০০	১৫৬৬৯৯৮	১৮১৮১৭৫
	ঙ) জন্ম, মৃত্যু ংবং দত্তক	২২২৫০	২৪৯০০	২৫০০০
	চ) বিজ্ঞাপন ংবং নিলাম			
	ছ) পোষা প্রাণী			
	জ) সিনেমা, নাটক, প্রদর্শনী শ্রবণ, দর্শন			
	ঝ) যানবাহন (যন্ত্রচালিত নৌযান ও নৌকা ব্যতীত)			
	ঞ) আলোক সজ্জা			
	ট) ময়লা আবর্জনা নিষ্কাশন			
	ঠ) পানি			
	ড) জন উপযোগমূলক সেবা কার্য (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি)			

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর	২০১৯-২০২০ অর্থ বছর	২০২০-২০২১ অর্থ বছর
	ঢ) পৌর মার্কেট, পশু জবাই কেন্দ্র ইত্যাদির উপর ফিস ও ঠিকাদারী/রিক্সা/ব্যবসা ইত্যাদির লাইসেন্স।	২৪৭০০৯	৬০৪৯৮	১০১৮৮৯
	ণ) অন্যান্য আয় (হাটবাজার ইজারা, পৌর সম্পত্তি, রোড রোলার/মিকচার মেশিন বাস স্ট্যান্ড ইজারা ও আমানতের অর্থ ইত্যাদি)	৪৩২৭৮২৪	৫৭৭৬৫৩৩	৫৮৫২০০০
	ত) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী	৫৯২০০০	২৪৭০০০০	১৪৪৫০০০
	থ) পানি সরবরাহ (পানির বিল, পানির ট্যাক্স, সংযোগ ফিস ইত্যাদি)	৮৫৭৭০৩৫	৭৩০৮৬৩৫	১০২০১৫১৬
	উপ-মোট	২৯২০৩০৬১	৩১৫৮৮১৩৪	৩২২৯৭৯৩১
১.৫	উন্নয়ন আয় হিসাব (টাকা)			
	ক) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী (এডিপি)	৭৫০০০০০	৮৫০০০০০	৭২২৫০০০
	খ) রাজস্ব উদ্ধৃত	৭৩৫৫১৮৮	৩৬৫২০৬৫	৬৮৪৬৯০২
	গ) অনুদান			
	ঘ) সরকারী অনুদান/প্রকল্প ঋণ (এসটিআইএফপিপি-২, বন্ডিড উন্নয়ন প্রকল্প, বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প ইত্যাদি)			
	ঙ) অন্যান্য (হাট বাজার, দোকান, পার্ক, অফিস ইমারত ইত্যাদি)			
	উপ-মোট	১৪৮৫৫১৮৮	১২১৫২০৬৫	১৪০৭১৯০২
১.৬	মূলধন আয় হিসাব (টাকা)			
	ক) গৃহীত ঋণ			
	খ) প্রদত্ত ঋণ ফেরত প্রাপ্তি			
	গ) বিনিয়োগ হতে আয়			
	ঘ) অবচয়			
	ঙ) আনুতোষিক			
	উপ-মোট			
	সর্বমোট (উপমোট ১.৪+১.৫+১.৬)			
১.৭	ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) (টাকা)			
	ক) সাধারণ সংস্থাপন	১৫৯৯১৪৫৩	২৪৬৩৩৫১৪	৩৪৭৫৪৪২২
	খ) শিক্ষা			
	গ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন	৩২৩৪৯০৫	৩৭৬৭৪১৪	৪৮৪৪৭৫০
	ঘ) কর আদায় খরচ			
	ঙ) বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ			
	চ) সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	১৫৭০০০	৪০০০০	৩০০০০
	ছ) ভূমি উন্নয়ন কর		২০৮১৪	
	জ) নিরীক্ষা (অডিট)			
	ঝ) মামলা খরচ			
	ঞ) জাতীয় দিবস	১০৭৭০০	৯৯৮০০	১১৮০৯০
	ট) খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি	২৫০০০		
	ঠ) জরুরী ত্রাণ		৫৮০০০	
	ড) রাজস্ব উদ্ধৃত উন্নয়ন তহবিলে স্থানান্তর			

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর	২০১৯-২০২০ অর্থ বছর	২০২০-২০২১ অর্থ বছর
	ঢ) পানি সরবরাহ বিভাগের জন্য ট্যাক্স স্থানান্তর			
	ণ) নিরাপত্তা বিনিয়োগ			
	ত) হাট বাজার নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০০০০০		৮৫৮৭৮৩
	থ) অন্যান্য (জন্ম নিবন্ধন, জামানত, সুদ ইত্যাদি)			
	দ) পানি সরবরাহ (বেতন এবং ভাতা, ভবিষ্যৎ তহবিল/ আনুতোষিক তহবিল, বিদ্যুৎ বিল, পাইপ লাইন সংযোগ, মুদ্রণ এবং স্টেশনারী মালামাল ইত্যাদি)	৮০৩৫৫৯১	৭১৭৬৮৭৬	১১৬৩৯১৭৭
	উপ-মোট	২৭৭৫১৬৪৯	৩৫৭৯৬৪১৮	৫২২৪৫২২২
১.৮	ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) (টাকা)			
	ক) অবকাঠামো	রাস্তা (উন্নয়ন ও মেরামত)	৫৭৬৭০৫৬	
		সেতু (নির্মাণ ও মেরামত)	১০০০০০০	
		ড্রেন	৫০০০০০	৬৬৫৩৩৩১
		পানির লাইন		
		বৈদ্যুতিক লাইন	১০০০০০	
	খ) বাজার উন্নয়ন			
	গ) বাস টার্মিনাল (নির্মাণ ও সংস্কার)			
	ঘ) মার্কেট নির্মাণ			
	ঙ) পার্ক			
	চ) প্রকল্প			
	ছ) অন্যান্য (অডিটরিয়াম, অফিস ভবন ইত্যাদি)			
	উপ-মোট	৭৩৬৭০৫৬	৬৬৫৩৩৩১	১৩০২০০০০
১.৯	ব্যয় (মূলধন হিসাব) (টাকা)			
	ক) ঋণ পরিশোধ			
	খ) ঋণ প্রদান			
	গ) বিনিয়োগ			
	ঘ) অবচয়			
	ঙ) আনুতোষিক ব্যয়			
	উপ-মোট			
	সর্বমোট (উপ-মোট ১.৭+১.৮+১.৯)			
১.১০	মোট আয় ও ব্যয় (টাকা)			
	প্রারম্ভিক স্থিতি	১৯৩৭১৫৪৬	১০৫৫৭২০৩	১১৭৮১৮৮৩
	আয়	রাজস্ব হিসাব	৩৫৪৫২১২৫	৩৩৪০০১৫০
		উন্নয়ন হিসাব	৭৬৫৭৪১৩	২৬০০০০০০
		মূলধন হিসাব		
		মোট	৬২৪৮১০৮৪	৬৯৯৫৭৩৫৩
	ব্যয়	রাজস্ব হিসাব	২৯০২২৯৯৮	৩১৮১০৩৯০
		উন্নয়ন হিসাব	৯০০২৬৬৮	২৪১৮৪৮৫৩
		মূলধন হিসাব		
		মোট	৩৮০২৫৬৬৬	৫৫৯৯৫২৪৩
	সমাপনী স্থিতি			

১.১১	প্রস্তাবিত বাজেট (টাকা)	২০২১-২০২২
	প্রারম্ভিক স্থিতি	১১৭৮১৮৮৩
	প্রস্তাবিত আয়	
	রাজস্ব হিসাব	১২৪৩২৭০০০
	উন্নয়ন হিসাব	১৫০০০০০০
	মূলধন হিসাব	
	মোট	১৫১১০৮৮৮৩
	প্রস্তাবিত ব্যয়	
	রাজস্ব হিসাব	১২৫১৭৫০০০
	উন্নয়ন হিসাব	১৫০০০০০০
	মূলধন হিসাব	
	মোট	১৪০১৭৫০০০
	সমাপনী স্থিতি	

নোট : উপরের টেবিলটি সহজীকরণ প্রয়োজন হবে এবং আলাদা টেবিল বসাতে হবে। সংগৃহীত আর্থিক তথ্য (তিন বছরের বাজেট) উপরের টেবিল পূরণের জন্য ব্যবহৃত হবে। প্রাক মূল্যায়নের পর চূড়ান্ত হবে।

- ২। নতুন এবং সম্প্রসারিত সম্পত্তির জন্য অন্তর্বর্তী কর নির্ধারণ হয়েছে কি? হ্যাঁ=১
- ৩। ভূ-সম্পত্তির ট্যাক্স বিল বার্ষিক না ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাড়ানো হয়? বার্ষিক =১, ত্রৈমাসিক =২
- ৪। কিভাবে ভূ-সম্পত্তির ট্যাক্স আদায় করা হয়? কর নির্ধারণ কর্তৃক=১, বিল সংগ্রহকারী কর্তৃক=২, ব্যাংক কর্তৃক=৩
৫. সময় মত হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করলে পৌরসভা রিবেট অনুমোদন করে কি? হ্যাঁ=১, না=২
- ৬। কম্পিউটারাইজেশন অবস্থা- এ্যাসেসমেন্ট ও কর আদায় বিভাগের কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড কি? হ্যাঁ=১,
- ৭। পৌরসভা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পৌরসভার বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ কত?

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত (টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
২০১৭-২০১৮	৯২৫৫৮০০০	২৭২০৯৬৮০	সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়
২০১৮-২০১৯	২৩২৯০০০০	২০৯৮৭৪০৭	সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়
২০১৯-২০২০	১২৮৭৬৫০০০	২৬০৭১৯৫৯	সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়
২০২০-২০২১	১০৫১৬৫০০০	৪৬৬৩৮৬৮০	সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়

৮. আর্থিক বিবরণী

গত তিন বছরের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করুন।

- ৩ বছরের সংগ্রহ করা হয়েছে =১
- ১ বছরের সংগ্রহ করা হয়েছে =২
- ১ বছরের সংগ্রহ করা হয়েছে =৩
- সংগ্রহ করা হয়নি =৪

উ - অবকাঠামো ও সেবা সুবিধাসমূহ

১. অনুগ্রহ করে টুকে (Note) রাখুন যে এই টেবিলগুলির সারির ধারা পরিবর্তীত হবে।
২. সকল অবকাঠামো ও সেবার বিস্তারিত বিবরণ টেবিলে প্রয়োজন নেই। এর কিছু কেটে দেয়া প্রয়োজন।
৩. প্রাক মূল্যায়ন বিশেষ করে প্রতিষ্ঠান, স্কীম, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের বিবরণ এবং ফ্রিকোয়েন্সীর পর সংকেত (Coding) চূড়ান্ত করতে হবে।

৪. অনেক ঘর ফাকা থাকবে- প্রতিটি ঘরে একই ধরনের তথ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই। একাধিক ঘরের উত্তর একই ধরনের হবে। যদি এমন হয় তবে আড়াআড়ি ঘরে লিখে রাখা প্রয়োজন। স্পষ্ট করার জন্য নিজের মন্তব্যের ঘর ব্যবহার করা যাবে।
৫. ব্যবধান এবং ব্যবধান পূরণের ব্যয় নিয়ে পৌরসভার কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের সাথে আলোচনা করতে হবে। ঐগুলি তাদের পরিকল্পনা বা প্রস্তাব আগে পেশ করার একটি অংশ হতে পারে।

১। ড্রেইনেজ (নর্দমা) ব্যবস্থাপনা

সূচক/প্যারামিটার	সারফেস ড্রেইন													ড্রেইনের শেষ মুখ/আউটফল			খাল/নদীর নাম বা নীচু অঞ্চলের নাম (হেক্টর) এককে লিখুন	নিধনের পূর্বে কোন পরিশোধন (ট্রিটমেন্ট) করা হয় কিনা
	আরসিসি ড্রেইন				ইটের তৈরি ড্রেইন				কাঁচা ড্রেইন				মোট ড্রেইন	খাল	নদী	নীচু অঞ্চল		
	প্রাইমারী	সেকেন্ডারী	টার্নিসিয়ারী	মোট	প্রাইমারী	সেকেন্ডারী	টার্নিসিয়ারী	মোট	প্রাইমারী	সেকেন্ডারী	টার্নিসিয়ারী	মোট						
	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ						
১	২	৩	৪	৫ = ২+৩+৪	৬	৭	৮	৯ = ৬+৭+৮	১০	১১	১২	১৩ = ১০+১১+১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১. বিদ্যমান অবস্থা (সংখ্যা/দৈর্ঘ্য, পরিমাণ)	-	৩	৫	৮	-	৩	৩	৬	৫	১০	-	১৫	২৯	-	-	-	ডাকাতিয়া নদী	না
২. ক) যে স্কীম/প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত হয়েছিল	ADP	BMDF	IVDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২. খ) স্কীমের ব্যয় বহনকারী / অর্থের যোগানদাতা	GOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২. গ) স্কীম বাস্তবায়নকারী সংস্থা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. ক) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী (O&M) সংস্থা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. খ) কতবার এবং কিকি সংস্কার/মেরামত করা হয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. গ) সংস্কারের বার্ষিক খরচ (টাকা)	-	-	৩০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪. বিদ্যমান অবকাঠামো এবং উহার “ও এন্ড এম” অবস্থার তিনটি প্রধান সমস্যা কিকি ? (অগ্রাধীকার ভিত্তিতে লিখুন)	১. অর্থের স্বল্পতা ২. জলাবদ্ধতা ৩. নাগরিক সচেতনতার অভাব																	
৫. পৌরসভার মোট চাহিদা	৪৫	১৫	১০০	১৬০	-	-	৫০	৫০	০৫	১০	-	১৫	২১০					
৬. ব্যবধান (৫ - ১)	৪৫	১২	৯৫	১৫২	-	-	৪৭	৪৭	-	-	-	-	১৮১					
৭. ব্যবধান পূরণে খরচ (টাকা)	২০০০	৬০০	১০০০	২৬০০	-	-	১২০০	১২০০	-	-	-	-	৮৬০০					

২। রাস্তাঘাট/সেতু/কালভার্ট

সূচক/প্যারামিটার	রাস্তা					মোট		সেতু		কালভার্ট	মন্তব্য
	বিটুমিনাস	আরসিসি/সিসি	এইচবি/সোলিং	ডবি- উবিএম	কাঁচা	কাঁচা	পাকা	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য	সংখ্যা	
	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	কিঃমিঃ		ডঃ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. বিদ্যমান অবস্থা (সংখ্যা/দৈর্ঘ্য, পরিমাণ)	২৫	১০	৪	২	৩০	৩০	৪১	৪	৩২	৩৭ টি	
২. ক) যে স্কীম/প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত হয়েছিল	B MDF	ADP	ADP	ADP	ADP						
২. খ) স্কীমের ব্যয় বহনকারী / অর্থের যোগানদাতা	B MDF	ADP	GOB	GOB	GOB					পৌরসভা	
২. গ) স্কীম বাস্তবায়নকারী সংস্থা										পৌরসভা	
৩. ক) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী (O&M) সংস্থা	পৌরসভা নিজস্ব	পৌরসভা নিজস্ব	পৌরসভা নিজস্ব	পৌরসভা নিজস্ব	পৌরসভা নিজস্ব					হয়নি	
৩. খ) কতবার এবং কিকি সংস্কার/মেরামত করা হয়										হয়নি	
৩. গ) সংস্কারের বার্ষিক খরচ (টাকা)										হয়নি	
৪. বিদ্যমান অবকাঠামো এবং উহার “ও এন্ড এম” অবস্থার তিনটি প্রধান সমস্যা কিকি ? (অগ্রাধীকার ভিত্তিতে লিখুন)	১. পৌরসভায় বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা (এডিপি) বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ২. পৌরসভার রাজস্ব আয় কম থাকায় সংস্কার ও মেরামত কাজ করা যায় না। ৩. দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক লোক নিয়োগের বিধান না থাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত করা যায় না।										
৫.) পৌরসভার মোট চাহিদা	১০০	১২০	১০	--	৫০	৫০	২২০	১০	১০০	৮৭	
৬. ব্যবধান (৫ - ১)	৭৫	১১০	০৬	--	২০	২০	১৭৯	০৬	৬৮	৫০	
৭. ব্যবধান পূরণে খরচ (টাকা)	৬০০০	১০০০০	১৮	--	২০০	২০০	১৫০০০	১২	২০০০	৪৫০	

৩। পানি সরবরাহ (অবকাঠামো)

সূচক/প্যারামিটার	পানি ব্যবস্থা					পানি পরিশোধন পান্ট		আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার		ওভারহেড ট্যাংক	
	চালু হস্ত চালিত নলকূপ	গভীর নলকূপ (পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ)		নল বাহিত পানি সরবরাহ		ধরণ	ধারণ ক্ষমতা (প্রতিদিন গ্যালন/ লিটার)	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (গ্যালন/ লিটার)	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (গ্যালন/ লিটার)
	সংখ্যা	সংখ্যা	পরিমাপ (মিঃমিঃ ডায়া)	ট্যাংক মেইস দৈর্ঘ্য (কিমি)	সার্ভিস মেইস দৈর্ঘ্য (কিমি)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. বিদ্যমান অবস্থা (সংখ্যা/দৈর্ঘ্য, পরিমাণ)	১০০	০৭	৩০০	০১	০৫	খোলা	২২ লক্ষ	--	--	০১	০৭ লক্ষ
২. ক) যে স্কীম/প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত হয়েছিল	DPHE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
২. খ) স্কীমের ব্যয় বহনকারী / অর্থের যোগদানদাতা	DANIDA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
২. গ) স্কীম বাস্তবায়নকারী সংস্থা	DPHE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
৩. ক) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী (O&M) সংস্থা	পৌরসভা	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
৩. খ) কতবার এবং কিকি সংস্কার/মেরামত করা হয়		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
৩. গ) সংস্কারের বার্ষিক খরচ (টাকা)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
৪. বিদ্যমান অবকাঠামো এবং উহার “ও এন্ড এম” অবস্থার তিনটি প্রধান সমস্যা কিকি ? (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লিখুন)	১. প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। ২. পর্যাপ্ত জনবলের অভাব। ৩. প্রয়োজনীয় মালামালের অভাব।										
৫. পৌরসভার মোট চাহিদা	৬০০	১৯	৩০০	০৩	৩৫	খোলা	৫০ লক্ষ	--	--	৩	২১ লক্ষ
৬. ব্যবধান (৫ - ১)	৫০০	১২	--	০২	৩০	খোলা	২৮ লক্ষ	--	--	২	১৪লক্ষ
৭. ব্যবধান পূরণে খরচ (টাকা)	৫০০ লক্ষ	৭০০লক্ষ		--	০৭	৫০০ লক্ষ	--	১০০০	--	--	৮০০ লক্ষ

মোটঃ ২৫০০/- লক্ষ টাকা

৪। পানি সরবরাহ (সেবা)

নোট : ৩ ও ৪ নং টেবিলের অনেক লিপিবদ্ধ বিষয় একই হবে। এই দুটি টেবিলের তথ্য একই সংগে সংগ্রহ করা উত্তম হবে।

[illegible]

৫। স্যানিটেশন

১। বিদ্যমান পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা :

- ক) সুয়্যারেজ(পয়ঃপ্রণালী) সাথে সংযোগপ্রাপ্ত পরিবারের শতকরা হার : ০ %
 খ) সেপটিক ট্যাংক আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার : ১০ %
 গ) সোকওয়েল আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার : ১২ %
 ঘ) বায়ু চলাচল যুক্ত পিট ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার : ৬৬ %
 ঙ) বুলন্ত ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার : ১০ %
 চ) ম্যানুয়াল সার্ভিস ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার :
 ছ) অন্য ধরনের ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের শতকরা হার : (বর্ণনা দিন _____)
 জ) কোন ল্যাট্রিন নেই এমন পরিবারের শতকরা হার : ২ %
 ঝা) মোট পরিবারের সংখ্যা :

২। জনসংখ্যার কি অনুপাতে খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে যায় (স্যানিটারী ইমপেট্ররকে জিজ্ঞাসা করুন)

৩। বাড়ীতে ল্যাট্রিন তৈরির পরিবর্তে স্বতন্ত্রভাবে কেউ কি খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে যায় ?

৪। এসব অভ্যাসের কারণ কি ?

৫। পৌরসভায় খোলা জায়গায় মলত্যাগের স্থান কোথায় কোথায় ?

৬। পৌরসভায় ২০% এডিপি বরাদ্দ কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে ?

পৌরসভার ২০% এডিপি বরাদ্দ পিপিআর অনুযায়ী ব্যয় করা হয়।

৭। সেপটিক ট্যাংক/পিট কে পরিষ্কার করে ? পৌরসভা=১ বেসরকারীভাবে =১ ✓
 কোন প্রণালীতে নির্দিষ্ট বিরতিতে সেপটিক ট্যাংক এবং পিট পরিষ্কার করা হয় ?

ক্রঃ নং	বিবরণ	গড়ে কত বছর পর পর পরিষ্কার করা হয়	পরিষ্কারের পদ্ধতি	প্রতিবার পরিষ্কারের ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
	১	২	৩	৫	৬
১	সেপটিক ট্যাংক	১ বছর পর পর	ম্যানুয়ালি	২০০০০/-	
২	পিট	--	ম্যানুয়ালি	---	
৩	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	প্রয়োজ্য নয়	--	---	--

* পরিষ্কারের পদ্ধতি

- ১) পৌরসভার সাকশন মেশিন- নেই
 ২) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাকশন মেশিন- নেই
 ৩) কায়িক শ্রমে পরিষ্কার
 ৪) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

৮ পরিবারের পয়ঃনিষ্কাশন স্থাপনার আবর্জনা বস্তুরূপে গৃহের বাহিরে কোথায় ফেলা হয়? (একের অধিক উত্তর দেয়া যাবে)

- ১) নিকটবর্তী খোলা জায়গায় ফেলা হয় ।✓
 ২) শহরের মধ্যে/শহরের চারপাশে/নির্ধারিত জায়গায় ফেলা হয়।
 ৩) শহরের মধ্যে/শহরের চারপাশে/নির্ধারিত স্থানে গর্তের মধ্যে ফেলা হয় এবং ঢেকে রাখা হয়।
 ৪) নিকটবর্তী ড্রেনে ফেলা হয়

৫) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

৯। পরিবারের পয়গনিষ্কাশন স্থাপনার আবর্জনা গৃহের বাহিরে ফেলার পূর্বে পরিশোধন করা হয় কিনা ? হ্যাঁ/না

১০. ক। পৌরসভার কয়টি পাবলিক টয়লেট (গণশৌচাগার) আছে ?- ৮টি

১) বাণিজ্যিক এলাকায়- ৮টি

২) বস্তিতে ০০

খ। মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেটের সুবিধা আছে কিনা ? না=২√

১১। এইসব টয়লেট কাদের দ্বারা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা হয় ?

ক) বাণিজ্যিক এলাকায় সুইপার দ্বারা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা হয়।

খ) বডিতে নিজস্ব দ্বারা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা হয়।

১২। এ সব টয়লেট ব্যবহারের জন্য কোন মূল্য (চার্জ) দিতে হয় কিনা ? হ্যাঁ=১, না=২√

১৩। এসব পাবলিক টয়লেট (রক্ষণাবেক্ষণের জন্য) এর আয়-ব্যয় কি রূপ ছিল ?

সাল	ব্যয় (টাকা)	ব্যবহারকারীর থেকে ফি বাবদ আয় (টাকা)	মন্তব্য
অর্থ বছর ২০১৯-২০২০	৩০০০০	৪০০০০	
অর্থ বছর ২০২০-২০২১	৩০০০০	৫০০০০	
অর্থ বছর ২০২১-২০২২	৩০০০০	৫০০০০	

১৪। স্যানিটেশন সম্পর্কে পৌরসভার চাহিদাসমূহ কিকি?

ক) পাবলিক টয়লেট ২০ টি।

খ) বস্তি ও ক্লাস্টারে কমিনিটি ল্যাট্রিন ১০ টি।

গ) দারিদ্র্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ।

১৫। চাহিদা ও বিদ্যমান অবস্থার পার্থক্য কি (চাহিদা-বিদ্যমান ব্যবস্থা)?

ক) পাবলিক টয়লেট ১২ টি।

খ) বস্তি ও ক্লাস্টারে কমিনিটি ল্যাট্রিন ১০ টি।

গ) দারিদ্র্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ।

১৬। উল্লিখিত ব্যবধান সমূহ পূরণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় কত হবে ? ১৫০ লক্ষ।

৬। পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/কন্জারভেন্সি সেবা

সূচক/প্যারামিটার	কন্জারভেন্সি সুবিধাদি		কঠিন বর্জ্য (প্রতিদিন)		বর্জ্য পরিস্কারের সংখ্যা (সপ্তাহে কতবার)				পরিবহন				ডাস্টবিন		ডাম্পিং গ্রাউন্ড	
	সেবাপ্রাপ্ত এলাকা	সেবাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা	উৎপাদিত আবর্জনার পরিমাণ	সংগৃহীত আবর্জনার পরিমাণ	উৎপাদিত আবর্জনা	সংগৃহীত আবর্জনা	বাজার এলাকা	অন্যান্য এলাকা	ট্রলি	রিক্সা/ভ্যান	ট্রাক	অন্যান্য	ব্যবহার যোগ্য	ব্যবহারের অযোগ্য	সংখ্যা	এলাকা
	বর্গ কিঃমিঃ	মোট জনসংখ্যার তুলনায় সেবাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার হার%	টন	টন	প্রধান	সহকারী	বাজার এলাকা	অন্যান্য এলাকা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা		
১. বিদ্যমান অবস্থা (সংখ্যা/দৈর্ঘ্য, পরিমাণ)	৩.২৫	৩০%	৪	৪	৭	৭	৭		১	৫	অকেজো-১	--	১৮	-	০.০	০.০০
২. ক) যে স্কীম/ প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত হয়েছিল	এডিপি				বার্ষিক											
২. খ) স্কীমের ব্যয় বহনকারী / অর্থের যোগানদাতা	পৌরসভা															
২. গ) স্কীম বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পৌরসভা															
৩. ক) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কারী (O&M) সংস্থা	পৌরসভা				রায়পুর পৌরসভা											
৩. খ) কতবার এবং কিকি সংস্কার/মেরামত করা হয়																
৩. গ) সংস্কারের বার্ষিক খরচ (টাকা)																
৪. বিদ্যমান অবকাঠামো এবং উহার “ও এন্ড এম” অবস্থার তিনটি প্রধান সমস্যা কিকি ? (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লিখুন)	১. অর্থের স্বল্পতা । ২. ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই । ৩. পরিবহন ও ডাস্টবিন ।															
৫.) পৌরসভার মোট চাহিদা	০৯.৬০	১০০%	১২	১২	১৪	১৪	১৪		৫	১৫	০৩		৫০		২	
৬. ব্যবধান (৫ - ১)	০৬.৩৫	৭০%	০৮	৮	৭	৭	৭		৪	১০	০২		৩২		২	
৭. ব্যবধান পূরণে খরচ (টাকা)	৮০ লক্ষ								১০ লক্ষ	৩ লক্ষ	১০০ লক্ষ		৫০ লক্ষ		৩০০০ লক্ষ	

মোট = ৩২৪৩/= লক্ষ টাকা

৮. আপনার পৌরসভায় কি বাড়ী বাড়ী গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে ? হ্যাঁ=১, না=২

৯. পারিবারিক পর্যায়ে কি আবর্জনা আলাদা করা হয় ? হ্যাঁ=১,

৭। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা

১. পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল /ক্লিনিক /মাতৃসদন কেন্দ্র /পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র /যক্ষ্মা ক্লিনিক ইত্যাদির সংখ্যাঃ ০০
২. গত ২ বছরে চিকিৎসা সেবা প্রদানের সংখ্যা দেয়া হয়েছে (ইপিআই ছাড়া) : ২০০০০
৩. বার্ষিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন খরচ বাবদ ব্যয়িত অর্থ : ১০ লক্ষ
৪. গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা : প্রতিটি ওয়ার্ডে ০১ টি করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং পৌরসভায় ০১ টি ক্লিনিক স্থাপনসহ মোট= ১০ টি ক্লিনিক এবং একটি অ্যাম্বুলেন্স ।
৫. ব্যবধান : ১০ টি ।
৬. ব্যবধানসমূহ পূরণে সম্ভাব্য ব্যয় : ১৫০০ লক্ষ ।

৮। সড়ক বাতি

১. স্থাপিত সড়ক বাতির সংখ্যা : ১৮৭৬ টি ।
২. সড়ক বাতির সুবিধাপ্রাপ্ত রাস্তার শতকরা হার : ৫৫%
৩. সড়ক বাতির জন্য বৈদ্যুতিক বিলের পরিমাণ (বার্ষিক) : ২৬ লক্ষ
৪. বার্ষিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় : ১১ লক্ষ
৫. গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা :
 - ১। এনার্জি বাল্ব সেট সহ ১০০০০ টি ।
 - ২। নতুন বৈদ্যুতিক পোল ৩০০০ টি ।
 - ৩। ওভার হেড তার ২৫০০০ মিটার ।
 - ৪। বীম লিফ্টার ০২ টি
৬. ব্যবধানঃ
 - ১। এনার্জি বাল্ব সেট সহ ৮১২৪ টি ।
 - ২। নতুন বৈদ্যুতিক পোল ৩০০০ টি ।
 - ৩। ওভার হেড তার ২৫০০০ মিটার ।
 - ৪। বীম লিফ্টার ০২ টি
৭. ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ : ১০০ লক্ষ ।

৯। পৌরসভার মার্কেটিং সুবিধাদি ও কসাইখানা

সূচক/প্যারামিটার	কাঁচা বাজার	পাইকারী বাজার	সুপার মার্কেট		কসাইখানা	হাট/বাজার	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	মন্তব্য
	সংখ্যা	সংখ্যা	পৌরসভার নিজস্ব	ব্যক্তিগত	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১. বিদ্যমান অবস্থা (সংখ্যা/দৈর্ঘ্য, পরিমাণ)	০৩	০১	০০	০০	০১	১৪	--	
২. ক) যে স্কীম/প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত হয়েছিল								
২. খ) স্কীমের ব্যয় বহনকারী / অর্থের যোগানদাতা	পৌরসভা							
২. গ) স্কীম বাস্তবায়নকারী সংস্থা	পৌরসভা							
৩. ক) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী (O&M) সংস্থা	পৌরসভা							
৩. খ) কতবার এবং কি কি সংস্কার/মেরামত করা হয়								
৩. গ) সংস্কারের বার্ষিক খরচ (টাকা)	৩৬,০০০/-							
৪) বার্ষিক রাজস্ব আয় (টাকা)	৯০,০০০/-							
৫) বিদ্যমান অবকাঠামো এবং উহার “ও এন্ড এম” অবস্থার তিনটি প্রধান সমস্যা কি কি ? (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লিখুন)	১. অর্থের সল্পতা ২. অবকাঠামো পুরাতন। ৩. পর্যাপ্ত ডাষ্টবিন, সেড ড্রেনের অভাব।							
৬) পৌরসভার মোট চাহিদা	০৫	০৩	০৩		০২			
৭) ব্যবধান (৫ - ১)	০২	০২	০৩		০১			
৮) ব্যবধান পূরণে খরচ (টাকা)	১০০লক্ষ	২০০ লক্ষ	৬০০০ লক্ষ		৫০ লক্ষ			

১০। শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

১. পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ নাই
২. বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার বার্ষিক ব্যয় : না
৩. গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা : ০৩ টি পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় ।
৪. ব্যবধানসমূহঃ ০৩ টি
৫. ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ : ২০০ লক্ষ টাকা ।

১১। পরিবহন এবং যোগাযোগ সুবিধাদি

১. পৌরসভা কি গণপরিবহন সুবিধাদি প্রদান করে ? না = ২√
২. পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য পৌরসভার বার্ষিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয়ঃ প্রযোজন্য নয় ।
৩. উল্লিখিত সুবিধা হতে পৌরসভার বার্ষিক আয়ঃ প্রযোজ্য নয় ।
৪. গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তাঃ প্রযোজ্য নয় ।
৫. ব্যবধানঃ প্রযোজ্য নয় ।
৬. ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগঃ প্রযোজ্য নয় ।

১২। পৌরসভার বস্তিসমূহের অবকাঠামো ও সেবাসমূহ

নোট : সেকশন ই-৩ এর সাথে মিলান (বস্তির সংখ্যা, জনসংখ্যা ইত্যাদির জন্য)

সূচক/প্যারামিটার	রাস্তা/ ফুটপাথ (কিঃমিঃ)	ড্রেইন (কিঃমিঃ)	পানি			স্যানিটারী ল্যাট্রিন		বিদ্যুৎ সেবা প্রাপ্ত পরিবারের শতকরা হার %	সড়কবাতি সংখ্যা	আবর্জনা সংগ্রহের সুবিধা হ্যাঁ/না	স্কুল সংখ্যা	স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংখ্যা	অন্যান্য সুবিধাদি (যেমন- কমিউনিটি হল)	মন্ডব্য
			হস্ত চালিত নলকূপ	গণ ট্যাপ	একক সংযোগ	একক	কমিউনিটি							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১. বিদ্যমান অবস্থা (সংখ্যা/দৈর্ঘ্য, পরিমাণ)	০৯	০৮	১৫	-	-	২০	১০	২০%	১০%	-	--	--	-	-
২. ক) যে স্কীম/প্রোগ্রামের আওতায় নির্মিত হয়েছিল	রাজস্ব	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২. খ) স্কীমের ব্যয় বহনকারী / অর্থের যোগানদাতা	পৌরঃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২. গ) স্কীম বাস্তবায়নকারী সংস্থা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. ক) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী (O&M) সংস্থা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. খ) কতবার এবং কিকি সংস্কার/মেরামত করা হয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. গ) সংস্কারের বার্ষিক খরচ (টাকা)	০২ লক্ষ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪) বার্ষিক রাজস্ব আয় (টাকা)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫) বিদ্যমান অবকাঠামো এবং উহার “ও এন্ড এম” অবস্থার তিনটি প্রধান সমস্যা কিকি ? (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লিখুন)	১. অর্থের সল্পতা ২. জনবলের অভাব													
৬) পৌরসভার মোট চাহিদা	১৫	১২	১০০০	-	-	২০০	২৫	-	১০০%	-	৫	-	-	-
৭) ব্যবধান (৫ - ১)	০৬	১২	৮৮৫	-	-	১৮০	২৫	-	৯০%	-	৫	-	-	-
৮) ব্যবধান পূরণে খরচ (টাকা)	১৮০লক্ষ	১২০লক্ষ	১৫০ লক্ষ	-	-	৯০ লক্ষ	১৮ লক্ষ	-	-	-	২৫০ লক্ষ	-	-	-

মোট : ৮০৮ লক্ষ টাকা

নগর দারিদ্র্য ও বস্তি উন্নয়নে বাস্তবায়িত যে কোন স্কীমের বিস্তারিত :

১৩। যানবাহন, নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি (গার্বের্জ ভেহিকল ছাড়া)

১. পৌরসভায় বিদ্যমান যানবাহনসমূহ :

ক) যানবাহনের ধরণ : পিক আপ	সংখ্যা : ০১ টি (অকেজো)
খ) যানবাহনের ধরণ : মটর সাইকেল	সংখ্যা : ০২ টি
গ) যানবাহনের ধরণ : রোড রোলার	সংখ্যা : ০৪ টি

২. পৌরসভায় বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণঃ

ক) ধরণ/বিবরণঃ কম্পিউটার	সংখ্যা : ১১ টি
খ) ধরণ/বিবরণঃ ফটোকপি	সংখ্যা : ০১ টি (অকেজো)
গ) ধরণ/বিবরণঃ ফ্যাক্স	সংখ্যা : ০০ টি

৩. বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় (পৌরসভা কর্তৃক) টাকা :

ক) যানবাহন : ২ লক্ষ টাকা।

খ) নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ : ১.৫ লক্ষ টাকা।

২. উল্লিখিত সুবিধার মাধ্যমে পৌরসভার বার্ষিক রাজস্ব আয় (যদি থাকে)ঃ ট্যাক্স এবং ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারাইজড করায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা :

অ্যাম্বুলেন্স ০১ টি,
রোড রোলার ০২ টি (১০টন ০১ টি, ০৪ টন ০১টি) ,
সাকশন মেশিন ১০০০ লিটার ০২টি,
সাকশন মেশিন ৫০০ লিটার ০৩টি,
ফগার মেশিন ০৯ টি,
এক্সকাভেটর ০১টি,
মিস্ত্রার মেশিন ০২টি,
বীম লিফ্টার ০২ টি।

৮. ব্যবধান :

অ্যাম্বুলেন্স ০১ টি,
রোড রোলার ০১ টি,
সাকশন মেশিন ১০০০ লিটার ০২টি,
সাকশন মেশিন ৫০০ লিটার ০১টি,
ফগার মেশিন ০৯ টি,
এক্সকাভেটর ০১ টি,
মিস্ত্রার মেশিন ০২ টি,
বীম লিফ্টার ০২ টি।

৯. ব্যবধান পূরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ : ১০০০ লক্ষ।

১৪। অন্যান্য পরিবেশ

১. পৌরসভার ভিতর এবং পৌর এলাকার জলাশয় পরীক্ষা ও নজরদারী করার ব্যবস্থা আছে কি? নেই।
 ২. পৌর এলাকার ভিতরে এবং চারপাশের এলাকায় জলাশয়ের পানির অবস্থা (দূষণ মাত্রা) কেমন? মাঝারি প্রকৃতির।
 ৩. আপনি কিভাবে উল্লিখিত অবস্থার ব্যাখ্যা দিবেন?
- দারিদ্র্য জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকার কারনে জলাশয়ের পানি নিয়মিত দূষিত হচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।
৪. পরিবেশগত আর কিকি সমস্যা আছে (শিল্প বা বায়ু দূষণ) যে দিকে পৌরসভার নজর দেওয়া প্রয়োজন? প্রয়োজ্য নয়।
 ৫. পৌরসভার মধ্যকার পরিবেশগত অবস্থার উপর যে কোন মতামত বা পর্যবেক্ষণ : ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমানে করতে পারলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

৪.২.৪ পরিবার জরিপ (Household Survey)

বর্তমানে রায়পুর পৌরসভায় প্রদত্ত সেবা ও সুযোগের সাথে প্রত্যাশিত সেবা ও সুযোগের তারতম্য সম্পর্কে জনগণের ধারণা নিরূপণের জন্য পরিবার জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত নীতিমালার আলোকে পরিবার জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ১) পৌরসভার মোট হোল্ডিং সংখ্যার সাপেক্ষে পরিবার জরিপের জন্য নির্ধারিত নমুনা সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

টেবিল ৪.২.৪ : পরিবার জরিপ

মোট পরিবার (হোল্ডিং) সংখ্যা	নির্ধারিত নমুনা সংখ্যা (হোল্ডিং সংখ্যা)
<৫,০০০	২০০
৫,০০০ থেকে ৮,০০০	৩০০
৮,০০০>	৪০০



- ২) বিতরণঃ ওয়ার্ড সমূহের হোল্ডিং সংখ্যার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে;
- ৩) পরিবারের ধরণঃ দ্রুত ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবারসহ সাধারণ পরিবার থেকে ৮০% এবং বিভিন্ন পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিল্প, সরকারী-বেসরকারী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি) অংশ থেকে ২০%।

পৌরসভা পরিবার জরিপের কাজে পূর্ব নির্ধারিত প্রি-কোটেড প্রশ্নমালা ব্যবহার করে পরিবার জরিপ সম্পন্ন করা হয়। এ



রায়পুর পৌরসভার পরিবার জরিপ এর তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত পৌরসভায় কর্মরত সার্ভেয়ার জনাব রিফাত জাহান চুইয়া, ওয়ার্ড নং-৬।

রায়পুর পৌরসভায় পরিচালিত পরিবার জরিপের চিত্র

ওয়ার্ড অনুযায়ী জরিপকৃত পরিবারের সংখ্যা এবং মোট পরিবারের সাংখ্য

ওয়ার্ড নং	জরিপকৃত পরিবারের সাংখ্য	মোট পরিবারের সাংখ্য	মন্তব্য
১	৩৫	১০১৫ টি	
২	৩০	৯৩৬ টি	
৩	৩০	১০২৪ টি	
৪	৬০	৮১০ টি	
৫	৩৫	১০৪৩ টি	
৬	২৫	১১৪০ টি	
৭	৩৫	১১৬৫ টি	
৮	৩৫	৯০৬ টি	
৯	২৫	৭৪২ টি	
মোট	৩০০	৮৭৮১ টি	

৪.২.৫ সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের তথ্য বিশ্লেষণ (যদি থাকে) (Analysis of Citizen Report Card if Available)

পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সুবিধার বিষয়ে পৌর নাগরিকদের উপলব্ধি ও মতামত গ্রহণের জন্য ‘সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড’ জরিপ পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ কাজেও পরিবার জরিপের মতন পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে পরিবার জরিপ তথ্য পরিবার প্রধান অথবা তার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উক্ত জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও মহিলা প্রধান পরিবারসহ পৌরসভায় বসবাসরত সকল প্রকার শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করাতে হয়। পরবর্তীতে উক্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৌর অবকাঠামো ও সেবা সুবিধা সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ও সন্তুষ্টির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু রায়পুর পৌরসভা এখনও উক্ত সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডর বিশ্লেষণ করা হয়নি। সেবা গ্রাহকদের নিকট থেকে নিয়মতান্ত্রিভাবে মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড অত্যন্ত সহজ অথচ কার্যকর উপকরণ।

৪.২.৬ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (Focus Group Discussions)

নাগরিক প্রতিবেদন কার্ড জরিপ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকালীন সময়ে বাধ্যতামূলক নয়, তথাপি পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে পৌরসভাসমূহকে সঠিক পদ্ধতিতে মতামত প্রাপ্তির জন্য নাগরিক প্রতিবেদন জরিপ সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে না থাকায় সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের তথ্য দেয়া হয় নেই। সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের গুরুত্ব অপরিসীম। যা পরবর্তীতে জরিপ কার্য সম্পন্ন করা হবে।



ছবিঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন অংশগ্রহনকারী



ছবি : ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় রিসোর্স ম্যাপ অংকন



ছবি : ফোকাস গ্রুপ আলোচনার উদ্বোধন করছে প্যানেল মেয়র

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের একটি নিবিড় পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একই শ্রেণী বা পেশার একটি ছোট গ্রুপকে (সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ জন সদস্য) সংগঠিত করা হয়। এ ধরনের ফোকাস গ্রুপ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন সঞ্চালকের সাহায্যে 'কিভাবে' এবং 'কেন' নির্ধারিত বিষয়ে অংশগ্রহণকারীগণের অব্যক্ত মতামত, উদ্যোগ ও কারণগুলোকে উন্মোচিত করা। নগরবাসীর বর্তমান অবস্থা, পৌর সেবার সুযোগ এবং পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সেবার মান উন্নয়নের জন্য কি কি প্রয়োজন সে সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি এবং তাদের অভিমত গ্রহণ করার লক্ষ্যে রায়পুর পৌরসভায় ৯টি ওয়ার্ডে ০৯টি এলাকা/মহল্লায় এফজিডি অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত ০৯টি এফজিডির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার/মহল্লার বিদ্যমান পৌর সেবা সুবিধার বর্তমান অবস্থা, সমস্যা/সমস্যা/সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা এবং সমস্যা সমূহের কারণ পর্যালোচনা করতঃ সেগুলো কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া প্রতিটি এফজিডি থেকে প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার হিসেবে অন্তত ৫টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় এবং উন্নত সেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের বিষয়েও তাদের অভিমতও গ্রহণ করা হয়। উক্ত এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার, অন্যান্য জরিপ বা অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের সাথে তুলনা ও সমন্বিত করে রায়পুর পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিবরণকে আরও গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে।

টেবিল ৪.২.৬ঃ রায়পুর পৌরসভার FGD থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের বিবরণ

ওয়ার্ড নং	এলাকা/মহল্লার নাম	রাস্তা ও ফুটপাথ	নদীমা নির্মাণ/	পানি সরবরাহ	কালভার্ট নির্মাণ	স্যানিটেশন	বর্জ্য সংগ্রহস্থল	স্বাস্থ্য সেবা	সড়কবাতি	শিক্ষা	বস্তি উন্নয়ন
০১	পূর্বলাচ	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
০২	উত্তর দেনায়েতপুর	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
০৩	পশ্চিম দেনায়েতপুর	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
০৪	দক্ষিণ দেনায়েতপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
০৫	পূর্ব মধুপুর	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
০৬	দেনায়েতপুর	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
০৭	দেনায়েতপুর	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
০৮	দেনায়েতপুর-২	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
০৯	পশ্চিম কেরোয়া	✓	✓		✓	✓			✓	✓	
	পৌরসভা কার্যালয় (দারিদ্র্য পুরুষ)	✓	✓		✓	✓				✓	
	পৌরসভা কার্যালয় (নারী)	✓		✓	✓	✓				✓	✓
	১১টি FGD ভিত্তিক অগ্রাধিকার	১১	১০	০৯	১০	০৭	০৫	০৪	৬	০৮	০৬
	অগ্রাধিকারের অবস্থান	১ম	২য়	৪র্থ	৩য়	৬ষ্ঠ	৭ম	৮র্থ	৫ম	৪র্থ	৯ম

৪.২.৭ দারিদ্র্য মানচিত্র, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ (Poverty Mapping, Assessment and Prioritization)

দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে দারিদ্র্য পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও কৌশল নির্ধারণের জন্য দারিদ্র্য মানচিত্র তৈরী করা একটি শক্তিশালী উপকরণ যা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত রায়পুর পৌরসভা কর্তৃক সংগ্রহীত তথ্যানুযায়ী উক্ত পৌরসভায় বসবাসরত মোট পরিবারের সংখ্যা ৮৭৮১ টি। এদের মধ্যে দারিদ্র্য পরিবারের মোট সংখ্যা ৩১৮০ টি। দারিদ্র্য পরিবার সমূহের মধ্যে মাসিক আয় ৫০০০ টাকার নিচে এমন পরিবারের সংখ্যা ১০৬৫ টি যারা অতি দারিদ্র্য শ্রেণীর আওতাভুক্ত এবং ৫০০১-১০০০০ টাকা মাসিক আয়ের পরিবার সংখ্যা ২১১৫ টি যারা দারিদ্র্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যদের মধ্যে ২১৯ টি মহিলা প্রধান পরিবার রয়েছে। দিন মজুর, রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, গৃহ-পরিচারিকা ইত্যাদি শহরের দারিদ্র্য পরিবার গুলোর মূল পেশা। পৌরসভার মধ্যে এসব দারিদ্র্য পরিবারের অবস্থানসহ বিস্তারিত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত হলো : (উৎসঃ বেইজ লাইন থেকে)

টেবিল ৪.২.৭ঃ দারিদ্র্য পরিবারের অবস্থান

ক্রঃ নং	বসবাসকারী এলাকার অবস্থান	বস্তি/ ক্লাস্টারের সংখ্যা	আবাসিক পরিবারের সংখ্যা	আবাসিক জনসংখ্যা	মহিলা প্রধান পরিবার		শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধী	
					পরিবার সংখ্যা	জন সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	জন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২	বস্তি (৫০ পরিবারের অধিক)	১০	১৫৯০	৪৩৭৬				
৩	ক্লাস্টার (৫০ পরিবারের অধিক)	২৭	১১২৬	৩৪১২				
৪	অন্যান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থান	০৮	৪৬৪	৯৮৭				

৫	মোট	৪৫	৩১৮০	৮৭৭৫	২১৯	৫৪৩	২১২	২৯৮
---	-----	----	------	------	-----	-----	-----	-----

রায়পুর পৌরসভায় সংজ্ঞানুযায়ী ১০টি বস্তি ও ২৭ টি ক্লাস্টার রয়েছে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে শহরের আনাচে কানাচে অনেক দরিদ্র পরিবার বসবাস করে। কিন্তু দারিদ্র্য নিরূপণ ও ম্যাপিং এর উদ্দেশ্যে আলাদাভাবে রায়পুর পৌরসভায় জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়নি, তবে দারিদ্র্য নিরূপণ ও কৌশল প্রণয়ন নির্দেশনা অনুসরণে বস্তি/ ক্লাস্টার ভিত্তিক দারিদ্র্যের তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP) প্রণয়নের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় PRAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল তৈরী করা হয়েছে। যা রায়পুর সহ প্রকল্পভুক্ত সকল পৌরসভায় ব্যবহার করা হয়। এছাড়া একই কর্মসূচীর আওতায় প্রণীত PRAP রায়পুর পৌরসভার পিডিপির সাথে পরিশিষ্ট-৩ করা হয়েছে।

৪.৩ সামগ্রিক এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক রূপকল্প, লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতিসহ পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন (Formulation of Pourashava development vision consisting of overall and ward-level visions, process of achieving goals of Pourashava)

৪.৩.১ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বা এর খসড়া থাকলে তা পর্যালোচনা করা (Review of the Master Plan or its draft if available)

ভূমি দুষ্প্রাপ্য কাজেই সংগঠিত ভাবে বটন নিশ্চিত করা, উন্নত পরিবেশ, ভালো সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মানব জাতির কল্যাণের অভিপ্রায় হচ্ছে মহা পরিকল্পনার দর্শন। টেকসই হওয়ার যোগ্যতার মূলনীতি অনুসারে এলাকা ভিত্তিক অগ্রাধিকার মূলক উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করার দ্বারা জীবন মানের উন্নয়নের প্রতি অংশগ্রহণমূলক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে একটি বহু খাত বিশিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করা, ভবিষ্যৎ উন্নয়নের বিষয়টি সামনে রেখে বেসরকারি খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন রাখা এবং স্বচ্ছতা ও নিরপত্তা বজায় রাখা এবং উপজেলা শহর হিসেবে রায়পুর পৌরসভা ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সুযোগ সুবিধা ও বাধাবিঘ্ন বিবেচনা করে উন্নয়ন সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করা হল রায়পুর পৌরসভা মহা পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্য সমূহ। রায়পুর পৌরসভার মহা পরিকল্পনায় রায়পুর পৌরসভার ভবিষ্যৎ কাঠামো পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, যাতায়াত ও পরিবহন পরিকল্পনা, শিক্ষা এবং পরিবেশগত এবং ওয়ার্ড কর্ম পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রায়পুর পৌরসভার মহা পরিকল্পনায় উন্নয়ন ইস্যু সমূহ ও সম্ভাবনা গুলো খুঁজে বের করা হয়েছে এবং ২০ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং রূপকল্পের সঙ্গে সমতা বিধান করে উন্নয়নের মহা পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। মহা পরিকল্পনার তৃতীয় ও চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে ওয়ার্ড পরিকল্পনা যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রস্তাবমালা যেগুলো মহা পরিকল্পনার প্রথম বছর থেকে ৫ম বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। ওয়ার্ড কর্ম পরিকল্পনায় পৌরসভার জনগনের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর বিষয় রয়েছে এবং সেগুলো মহা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে এমন ভাবে সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, মহা পরিকল্পনার ২০ বছর মেয়াদের প্রথম পর্যায়ে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে সহায়তা দেবে।

৪.৩.২ ওয়ার্ড ভিশনিং (Ward visioning)

ওয়ার্ড “ভিশন” হচ্ছে একটি শক্তিশালী কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি বা রূপকল্প যা আমরা ভবিষ্যতে তৈরী/অর্জন করতে চাই। “ভিশন” এর দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধিত হলেও তা বাস্তবতার মধ্যেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নগর অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং পৌরসভার গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে সেক্টর ভিশন ও সেক্টর ভিশন সমন্বিত করে ওয়ার্ডের জন্য “ওয়ার্ড ভিশন” বিবৃতি তৈরী করা।



গ্রুপ-১: নগর ভৌত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান



গ্রুপ- ২: আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ



গ্রুপ- ৩ : পৌরসভাগভার্নেন্স/পরিচালন ব্যবস্থা



চিত্র : গ্রুপ-নগর ভৌত অবকাঠামো ও সেবা গ্রুপের উপস্থাপনা



চিত্র : আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ গ্রুপের উপস্থাপনা



চিত্র : পৌরসভা গভার্ণেন্স/পরিচালন ব্যবস্থা গ্রুপের উপস্থাপনা

রায়পুর পৌরসভা প্রদত্ত সেবা প্রদানের মান, স্বল্প ও মধ্যে মেয়াদী প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার নির্ণয় জনগনের অভিমত ও ধারণা গ্রহণ; এবং সার্বিক পৌরসভা ভিশন ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রায়পুর পৌরসভার ৯ টি ওয়ার্ডে “ওয়ার্ড ভিশনিং” অনুশীলন পরিচালনা করা হয়। কম পক্ষে ৩০-৪০ জন স্টেকহোল্ডার প্রতিটি ওয়ার্ডে “ওয়ার্ড ভিশনিং” অনুশীলনে অংশ গ্রহণ করেন। রায়পুর পৌরসভায় ৭নং ওয়ার্ডকে ‘ডেমনস্ট্রেশন ওয়ার্ড হিসেবে নির্বাচন করে ২৪/০৩/২০২২ ইং তারিখে প্রথম ‘ওয়ার্ড ভিশন’ অনুশীলন পরিচালনা করা হয়। উক্ত অনুশীলনে রায়পুর পৌরসভার সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পৌরসভার সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী এবং রায়পুর পৌরসভার জিআইসিডি টিমের সকল পরামর্শকবৃন্দ, উপস্থিত ছিলেন; যাতে উক্ত ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলন থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান রায়পুর পৌরসভার অন্যান্য ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলনে ব্যবহার করা যায়।

উল্লেখ্য, ২৪/০৩/২০২২ ইং তারিখ থেকে ২৮/০৩/২০২২ তারিখের মধ্যে কলকিনি পৌরসভার ০৯ টি ওয়ার্ডের সব কয়টিতে ‘ওয়ার্ড ভিশনিং’ সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে ‘ভিশন’ অনুশীলনের সময় স্টেকহোল্ডারদের ৩টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর ১নং গ্রুপকে অবকাঠামো ও সেবা, ২নং গ্রুপকে আর্থ-সামাজিক এবং ৩নং গ্রুপকে গভার্ণেন্স/পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে তদানুযায়ী স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী করণীয় বিষয় সমূহ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার নিরূপণের মাধ্যমে প্রথমে সেক্টর ভিত্তিক ‘ভিশন’ প্রণয়ন করতে বলা হয় এবং তা উপস্থাপনের পর সকলের সম্মতিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ‘ওয়ার্ড ভিশন’ নির্ণয় করা হয়।

৪.৩.৩ ওয়ার্ড ভিশনিং-এ চিহ্নিত সমস্যা ও এর অগ্রাধিকার নির্ণয় (Identification of problems in ward visioning and its prioritization)

প্রতিটি ওয়ার্ডে ‘ওয়ার্ড ভিশন’ অনুশীলনের অংশ হিসাবে পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গভার্ণেন্স/পরিচালন ব্যবস্থার বিষয় সমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে স্টেকহোল্ডারগণ স্বল্প ও মধ্যে মেয়াদে করণীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতঃ প্রতিটি সেক্টরের অংশ সমূহের অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি তালিকা তৈরী করে যা একদিকে সেক্টর ভিত্তিক ভিশন তথা ওয়ার্ড ভিশন বিবৃতি প্রণয়নে সহায়তা ভূমিকা পালন করে এবং অন্যদিকে ওয়ার্ডের স্টেক হোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত ছকে ০৯ টি ওয়ার্ডের অগ্রাধিকার বিশ্লেষণ করে সম্মিলিত অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হয়েছে।

গ্রুপ-১ : অবকাঠামো ও সেবা
ছক- (১)

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	সম্মিলিত অগ্রাধিকার
	১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
রাস্তা ও ফুটপাথ	১	১	১	১	১	১	২	২	২	১২	১ম
ড্রেন নির্মাণ/মেরামত	২	২	২	২	২	২	৩	৩	৩	১৫	২য়
পানি সরবরাহ সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন	৪	৩	৪	৩	৪	৩	৫	৪	৪	৩৪	৩য়
পর্যটনিকশন	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৭	৭	৭	৬৯	৮ম
আবাসন সুবিধা/ স্যাটেলাইট টাউনশিপ	৯	৯	৯	১০	১০	১০	৯	৯	৯	৮৮	১০ম
আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্য অপসারণ	৫	৫	৫	৭	৭	৭	৬	৬	৬	৫৪	৬ষ্ঠ
পরিবেশসহ বস্তি উন্নয়ন	৬	৬	৬	৬	৬	৬	১০	১০	১০	৬৬	৭ম
বিনোদন সুবিধা	১০	১১	১১	৯	৯	৯	৮	৮	৮	৮৩	৯ম
ব্রিজ, কালভার্ট, মার্কেট, কসাইখানা ইত্যাদি	৭	৭	৭	৫	৫	৫	১	১	১	৩৯	৫ম
বিদ্যুৎ ও সড়কবাতি	৩	৪	৩	৪	৩	৪	৪	৫	৫	৩৫	৪র্থ
অন্যান্য	১১	১০	১০	১১	১১	১১	১১	১১	১১	৯৭	১১ম

গ্রুপ -২ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
ছক- (২)

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	সম্মিলিত অগ্রাধিকার
	১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
আবাসন সুবিধা	১	৩	৬	৩	৬	৩	৫	১	৪	৩১	৩য়
দারিদ্র্য	৩	৬	৭	৬	৭	৬	৪	৩	৫	২৭	১ম
নিরাপত্তা	৫	৪	৫	৪	৫	৪	৬	৫	৬	৪১	৬ষ্ঠ
দৈনন্দিন জীবিকা	৬	৫	৪	৫	৪	৫	৩	৬	৩	৩৫	৪র্থ
বিনোদন ব্যবস্থা	৯	৭	৮	৭	৮	৭	৮	৯	৮	৭৫	৮ম
শিক্ষা সেবা	৪	১	৩	১	৩	১	১	৪	১	৪১	৫ম
স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	২	২	১	২	১	২	২	২	২	২৯	২য়
পরিবেশ ভারসাম্য	৭	৮	২	৮	২	৮	৭	৭	৭	৫৯	৭ম
অন্যান্য	৮	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৮	৯	৭৮	৯ম

গ্রুপ -৩ : পৌরসভা গভার্নেন্স ও পরিচালন ব্যবস্থা
ছক- (৩)

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	সম্মিলিত অগ্রাধিকার
	১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
আপত্তি নিষ্পত্তি	৫	৬	৫	৩	৩	৩	২	৭	৭	৪৩	৫ম
আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	৫	৬	২	৪	৪	২	৪	৩	১	৩১	২য়

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন	৪	৭	৬	৫	১	৬	৩	১	৬	৩৯	৪র্থ
নতুন সেবা গ্রহণে অবাধ সুযোগ (নতুন পানি সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি)	১	১	১	২	২	১	১	২	২	১৩	১ম
পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংখলা	৭	৩	৪	৬	৫	৭	৫	৪	৫	৪৬	৬ষ্ঠ
পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ (আর্থিক ও প্রশাসনিক)	৩	৪	৫	৭	৬	৫	৬	৬	৪	৪৭	৭ম
অন্যান্য	২	২	৭	১	৭	৪	৭	৫	১	৩৬	৩য়

টেবিল ৪: রায়পুর পৌরসভার সেক্টর ভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ণয়

অবকাঠামো ও সেবা		আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন		গাভার্নেন্স ও পরিচালন ব্যবস্থা	
সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	সম্মিলিত অগ্রাধিকার	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	গড় অগ্রাধিকার	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	গড় অগ্রাধিকার
রাস্তা ও ফুটপাথ	১ম	আবাসন সুবিধা	৩য়	আপত্তি-নিষ্পত্তি	৫ম
নর্দমা নির্মাণ/ মেরামত	২য়	দারিদ্র্য	১ম	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	২য়
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ/ পুনর্বাসন	৫ম	নিরাপত্তা/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৬ষ্ঠ	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন,	৪র্থ
পয়ঃনিষ্কাশন	৭ম	দৈনন্দিন জীবিকা	৪র্থ	নতুন সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ (পানি সংযোগ লাইন গ্রহণ ইত্যাদি)	১ম
আবাসন সুবিধা/ সেটেলাইট টাউনশিপ	৯ম	বিনোদন ব্যবস্থা	৮ম	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংখলা	৭ম
আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণ	৬ষ্ঠ	শিক্ষা সেবা	৫ম	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ (আর্থিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি)	৬ষ্ঠ
পরিবেশসহ বস্তু উন্নয়ন	১১তম	স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	২য়	অন্যান্য	৩য়
বিনোদন সুবিধা	৮ম	পরিবেশ ভারসাম্য	৭ম		
অন্যান্য (ব্রিজ, কালভার্ট, মার্কেট, কসাইখানা)	৩য়	অন্যান্য	৯ম		
বিদ্যুৎ/সড়ক বাতি	৪র্থ				
অন্যান্য	১০ম				

৪.৩.৪ ওয়ার্ড ভিশন ও এফজিডিতে প্রাপ্ত সমস্যার অগ্রাধিকার তুলনা (Priority Comparison of Problems between Ward Visioning and FGDs)

ওয়ার্ড ভিশন থেকে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার ও ফোকাস গ্রুপ কর্তৃক চিহ্নিত অগ্রাধিকারকে মিলিয়ে দেখা যায় যে প্রায় সকল ওয়ার্ডের নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারবৃন্দের পরামর্শ প্রায় একই ধরনের অর্থাৎ ওয়ার্ড ভিশনিং এর অগ্রাধিকার নম্বর ০১ হলো রাস্তা, কালভার্ট ও

ফুটপাথ উন্নয়ন, ০২ হলো সড়ক বাতী এবং এফজিডি এর অগ্রাধিকার নম্বর ০১ হলো রাস্তা, কালভার্ট ও ফুটপাথ উন্নয়ন, ০২ হলো সড়ক বাতী। এ ছাড়া পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে এসব তথ্য পর্যালোচনা করা হয়, যাতে পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে রায়পুর পৌরসভার নাগরিকদের পৌর সেবা সম্পর্কে ধারণা, তাদের চিহ্নিত অগ্রাধিকার, করণীয় সম্পর্কে তাদের পরামর্শ এবং সর্বোপরি পৌরসভার সার্বিক ‘ভিশন ২০২৭’ নির্ণয়সহ অন্যান্য স্বচ্ছতার মধ্যদিয়ে ঐ সময়ের মধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন কৌশল ও উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা সম্ভব হয়। FGD ওয়ার্ড ভিশনিং থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

টেবিল ৪.৩.৪(১) : রায়পুর পৌরসভার ওয়ার্ড ভিশনিং এর সেক্টর ভিত্তিক অগ্রাধিকার

অবকাঠামো ও সেবা		আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন		গভর্নেন্স ও পরিচালন ব্যবস্থা	
সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	সম্মিলিত অগ্রাধিকার	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	গড় অগ্রাধিকার	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	গড় অগ্রাধিকার
রাস্তা ও ফুটপাথ	১ম	আবাসন সুবিধা	৩য়	আপত্তি-নিষ্পত্তি	৫ম
নর্দমা নির্মাণ/ মেরামত	২য়	দারিদ্র্য	১ম	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	২য়
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ/ পুনর্বাসন	৫ম	নিরাপত্তা/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৬ষ্ঠ	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন,	৪র্থ
পয়ঃনিষ্কাশন	৭ম	দৈনন্দিন জীবিকা	৪র্থ	নতুন সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ (পানি সংযোগ লাইন গ্রহণ ইত্যাদি)	১ম
আবাসন সুবিধা/ সেটেলাইট টাউনশিপ	৯ম	বিনোদন ব্যবস্থা	৮ম	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংখলা	৭ম
আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণ	৬ষ্ঠ	শিক্ষা সেবা	৫ম	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ (আর্থিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি)	৬ষ্ঠ
পরিবেশসহ বস্তি উন্নয়ন	১১তম	স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	২য়	অন্যান্য	৩য়
বিনোদন সুবিধা	৮ম	পরিবেশ ভারসাম্য	৭ম		
অন্যান্য (ব্রিজ, কালভার্ট, মার্কেট, বিদ্যুৎ/সড়ক বাতী	৪র্থ	অন্যান্য	৯ম		
অন্যান্য	১০ম				

টেবিল ৪.৩.৪(২) : রায়পুর পৌরসভার এফ জিডি থেকে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার

ক্রমিক নং	বিবরণ	অগ্রাধিকার
০১	রাস্তা ও ফুটপাথ এবং নর্দমা নির্মাণ/ মেরামত	১ম
০২	পানি সরবরাহ	৫ম
০৩	স্যানিটেশন	৭ম
০৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২য়
০৫	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা	৬ষ্ঠ
০৬	সড়কবাতী	৪র্থ
০৭	বস্তি উন্নয়ন	৮ম

০৮	কালভাট	৩য়
----	--------	-----

ওয়ার্ড ভিশন ও FGD এর অবকাঠামো সম্পর্কিত অগ্রাধিকার সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রে নাগরিকদের চাহিদার অগ্রাধিকারের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। বিশেষ করে রাস্তা ও ফুটপাথ এবং নর্দমা নির্মাণ/ মেরামত, কালভাট, সড়কবাতি, পানি সরবরাহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি বিষয় অগ্রাধিকারে তালিকায় উপরের দিকে অবস্থান করছে। এছাড়া বিনোদন সুবিধাকেও উভয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং PDP প্রণয়নসহ সকল কাজে পৌর নাগরিকগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার যে ব্যবস্থা/বিধান রাখা হয়েছে তার যথার্থতার পরিচয় বহন করে। সর্বোপরি FGD এবং ওয়ার্ড ভিশনিং ফলাফল পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং এর ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ে সহায়ক হয়েছে। নিম্নে রায়পুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশন বিবৃতি হুবহু উল্লেখ করা হলোঃ

রায়পুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশন

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ড ভিশন বিবৃতি
১	“২০২৭ সালের মধ্যে রাস্তা, ড্রেন, কালভাট নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সড়ক বাতি স্থাপন, খাল খনন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ, বিনোদনের সু-ব্যবস্থাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহ পরিবেশ বান্ধব ১নং ওয়ার্ডকে একটি আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।”
২	“আমরা ২০২৭ সালের মধ্যে ড্রেন, রাস্তা, কালভাট নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সড়ক, বাতি স্থাপন, দারিদ্র্য ও মাদক মুক্ত, শিক্ষা ও স্যানিটেশন, বিনোদনের সু- ব্যবস্থা সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বান্ধব একটি আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।”
৩	“আমরা ২০২৭ সালের মধ্যে ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সড়ক বাতি স্থাপন, দারিদ্র্য ও মাদকমুক্ত, স্যানিটেশন, বিনোদনের সু-ব্যবস্থাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বান্ধব ০৩ নং ওয়ার্ডকে একটি আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।”
৪	“আমরা ২০২৭ সালের মধ্যে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সড়ক বাতি স্থাপন, দারিদ্র্য ও মাদকমুক্ত, স্যানিটেশন, বিনোদনের সু-ব্যবস্থাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বান্ধব ০৪ নং ওয়ার্ডকে একটি আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।”
৫	“২০২৭ সালের মধ্যে রাস্তা ড্রেন নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, সড়ক বাতি স্থাপন, দারিদ্র্য ও মাদক মুক্ত, স্যানিটেশন, বিনোদনের সু-ব্যবস্থা পৌরসভায় দক্ষ জনবল বৃদ্ধিসহ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করণ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ০৫ নং ওয়ার্ডকে একটি আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।”
৬	“২০২৭ সালের মধ্যে ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ, সড়ক বাতি স্থাপন, বিশুদ্ধ পানি সু- ব্যবস্থা, দারিদ্র্য মুক্ত, মাদক মুক্ত, স্যানিটেশনের সু-ব্যবস্থাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বান্ধব ০৬ নং ওয়ার্ডকে একটি আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।”
৭	“২০২৭ সালের মধ্যে রাস্তা, কালভাট, ড্রেন, ব্রিজ, নির্মাণ, সড়ক বাতি স্থাপন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ, সকলের জন্য আইনের সু-শাসন প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা জোরদার , বিনোদনের সু-ব্যবস্থাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বান্ধব ০৭ নং ওয়ার্ডকে একটি আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।”
৮	“২০২৭ সালের মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, ব্রিজ কালভাট, ড্রেননির্মাণ, বিশুদ্ধ পানির সু-ব্যবস্থা, সড়ক বাতি স্থাপন, দারিদ্র্য ও মাদক মুক্ত, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, বিনোদনের সু-ব্যবস্থাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বান্ধব একটি আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।”
৯	“২০২৭ সালের মধ্যে রাস্তা, কালভাট, ড্রেন, ব্রিজ, নির্মাণ, সড়ক বাতি স্থাপন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ, সকলের জন্য আইনের সু-শাসন প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা জোরদার , বিনোদনের সু-ব্যবস্থাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বান্ধব ০৭ নং ওয়ার্ডকে একটি আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে দেখতে চাই।”

৪.৩.৫ পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং (Pourashava Level Visioning)

পৌরসভায় দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন ‘ভিশন’ এবং স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়সীমা পিডিবি প্রণয়নের লক্ষ্যে পৌরসভার বিদ্যমান সেবার মান, পৌরসভার চাহিদা সম্পর্কে নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারদের মতামত ও ধারণা গ্রহণ, পৌরসভাকে একটি আদর্শ পৌরসভায় উন্নীত করার জন্য স্টেক হোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভার ‘ভিশন’ প্রণয়ন এবং ভিশন প্রণয়নের জন্য চাহিদার অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন কৌশল হলো পৌর ভিশনিং। ‘ভিশন’ হচ্ছে এক ধরনের স্বপ্ন বা রূপকল্প যার মূল ভিত্তি বাস্তবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ‘পৌরসভা ভিশন’ অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত নির্দেশিকা সংযুক্তি-৫ এ সংযুক্ত করা হল। রায়পুর পৌরসভার ‘পৌরসভা ভিশনিং’ অনুশীলনের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- রায়পুর পৌরসভার বিদ্যমান সেবা প্রদানের মান, প্রয়োজন (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদী) এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণে পৌরসভার জনগণের অভিমত ও ধারণা গ্রহণ;
- রায়পুর পৌরসভাকে আদর্শ পৌরসভায় উন্নীত করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ অর্থাৎ পৌরসভার জন্য তাদের ভিশন প্রণয়ন; এবং
- ‘পৌরসভা ভিশন’ অর্জনের জন্য উন্নয়ন চাহিদার অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়।

৪.৩.৫.১ পৌর ভিশনিং অনুশীলনে অনুসৃত কার্য পদ্ধতি (Modus Operandi in Pouro-visioning)

রায়পুর পৌরসভা তাদের ‘ভিশন’ প্রণয়ন এবং উক্ত ‘ভিশন’ অর্জনের জন্য উন্নয়ন চাহিদার অগ্রাধিকার ও কৌশল চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ২৫/০৪/২০২২ ইং তারিখ সোমবার পৌরসভা ‘ভিশন’ অনুশীলন অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানটি ২ পর্বে বিভক্ত ছিল। ১ম পর্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও দ্বিতীয় পর্বে কর্ম-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রায়পুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন রুবেল ভাট।



অনুষ্ঠানের প্রথমেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইমাম রায়পুর জামে মসজিদ ও

পৌর ভিশনিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রায়পুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন রুবেল ভাট।

পবিত্র গীতা পাঠ করেন পৌরসভার প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব রীনা রানী রায়, এর মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন রুবেল ভাট। তিনি আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারীগণের যথাসময়ে কর্মশালায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মশালার সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। রায়পুর পৌরসভার বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপনায় পৌরসভার ভৌগোলিক অবস্থান, বিদ্যমান নগর অবকাঠামো ও সেগুলোর অবস্থা, পিডিবি প্রণয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়া, বিদ্যমান নাগরিক সেবার পর্যাণ্ডতা, খাতওয়ারী প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের বিবরণ তুলে ধরা হয়।

কর্মশালার কর্ম-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন
জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন রুবেল ভাট, মেয়র, রায়পুর পৌরসভা।



পৌরসভার মেয়রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্ম অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারগণ ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে পৌরসভা ভিশন অনুশীলন কাজ আরম্ভ করেন। উক্ত দল চারটি নাম যথাক্রমে গোলাপ, জবা, বেলী ও হাসনাহেনা। উক্ত ৪টি দলকে অনুশীলন কাজে সহায়তা করেন রায়পুর পৌরসভার পরামর্শকবৃন্দ। প্রতিটি দল আলোচনার সুবিধার্থে একজন দলনেতা নির্বাচন করে এবং তার নেতৃত্বে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি দল পৌরসভার জন্য 'ভিশন ২০২৭' নির্ধারণসহ 'ভিশন' বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয় ও উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহের অধাধিকার চিহ্নিত করে। অতঃপর নির্ধারিত ছক অনুসরণে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে প্রতিটি দল পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ, FGD, ওয়ার্ড ভিশন, পৌরসভার সামর্থ ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি/ঝুঁকি বা Strengths & Weaknesses and Opportunities & Threats (SWOT) বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতঃ প্রতিটি বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ করা হয়। বিদ্যমান অবস্থা, FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং এর ফলাফল ইত্যাদি পর্যালোচনার পর প্রতিটি দল পৌরসভার SWOT বিশ্লেষণ করে যার মাধ্যমে প্রতিটি দল কার্যকর ভাবে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৌরসভা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে একমত হয়।

৪.৩.৫.২ বাস্তব অবস্থা নিরূপণ প্রতিবেদন উপস্থাপন (Presentation of Real Situation Assessment Report)

রায়পুর পৌরসভায় পৌরভিশনিং অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট গ্রুপের সকল সদস্যগণ কর্তৃক স্ব স্ব ছকের প্রতিটি বিষয়ের উপর নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছক পূরণ করে চূড়ান্ত ভাবে ফ্লিপ চার্টে লেখা হবে মর্মে গ্রুপের কাজের ধারা ঠিক করা হয়। অতঃপর প্রত্যেক গ্রুপ কর্তৃক তাদের জন্য গ্রুপের পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ, পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন মহল্লায়/এলাকায় পরিচালিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) থেকে প্রাপ্ত অংশগ্রহণকারী নাগরিকবৃন্দের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের তথ্যসমূহ, পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ‘ওয়ার্ড ভিশন’ অনুশীলনের ফলাফল, পৌরভিশনিং অনুশীলনের পৌরসভার সামর্থ ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ চূড়ান্ত করে তা উপস্থাপনের জন্য ফ্লিপ চার্টে লিপিবদ্ধ করা হয়। গ্রুপ ভিত্তিক উক্ত অনুশীলনের সম্মিলিত ফলাফল নিম্নে বর্ণিত হল :



পৌর ভিশনিং অনুশীলনে রায়পুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন রুবেল ভাট।



পৌর ভিশনিং অনুশীলনে ব্যস্ত ১ নং শাপলা দল

দলীয় অনুশীলনের সম্মিলিত ছক

ছক-১ : পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান অবস্থার উপর পর্যালোচনা

আলোচনার বিষয়	পর্যবেক্ষণ	করণীয়/পরামর্শ
সূচনা, বিদ্যমান অবস্থার ধারণা, পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা	রায়পুর পৌরসভা মধ্যদিয়ে ডাকাতিয়া নদী অতিক্রম করেছে, এই পৌরসভা ১৯৯৪ খ্রিঃ গঠিত। বর্তমানে উক্ত পৌরসভা ‘গ’ শ্রেণীতে উন্নীত এবং ৯ টি ওয়ার্ড বিদ্যমান। যদিও মাষ্টার প্ল্যান আছে কিন্তু তাহার কোন বাস্তবায়ন নেই। যার ফলে অপরিকল্পিতভাবে বাড়ী ঘর নির্মাণ হইতেছে।	পরিকল্পিত ভাবে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। ইমারত বিধি অনুযায়ী পাকা ঘর নির্মাণ করতে হবে।
শহরের পরিচিতি : আয়তন, লোকসংখ্যা, জেডার বিবরণ, ভৌগোলিক অবস্থা, অর্থনৈতিক, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও শহরের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিতকরণ	রায়পুর পৌরসভা আয়তন ০৯.৫০ বর্গ কিঃমিঃ প্রায়, ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মোট লোক সংখ্যা ৩০৭৫৬ জন। তন্মধ্যে পুরুষ-১৫০৬৫ জন ও নারী-১৫৬৯১ জন। ঢাকা- চট্টগ্রাম সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত লক্ষ্মীপুর জেলা শহর হতে দূরত্ব প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ। এখানে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হওয়ায় উৎপাদিত ধান হতে চাউল বয়েল মিলের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানী হয়। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ০২টি মহাবিদ্যালয়ও কলেজ সহ মৎস	উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন শিল্প কারখানা তৈরী, পর্যাপ্ত জনশক্তিকে কর্ম শক্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃপান্তরিত করতে হবে। প্রতি ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন সহ মহিলাদের জন্য একটি মহিলা কলেজ একান্ত প্রয়োজন। ঝরে যাওয়ার ছাত্র/ ছাত্রীরা জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোচনার বিষয়	পর্যবেক্ষণ	করণীয়/পরামর্শ
	গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।	
নগর অবকাঠামো ও সেবা সুবিধা		
নর্দমা ব্যবস্থা	নর্দমা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আবার আউটফল সঠিক ভাবে না থাকার কারণে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। বর্জ্য ফেলা নিয়ন্ত্রনে নাগরিক সচেতনতা কার্যক্রম নেই। শহরের প্রাকৃতিক খাল ভরাট ও বেদখল হয়ে যাচ্ছে যার ফলে পানি নিষ্কাশনের ব্যাঘাত হচ্ছে।	পরিকল্পিত নর্দমা নির্মাণ করে ড্রেনের আউটফলসহ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা জরুরী দরকার। শহরের প্রাকৃতিক খাল পুনঃখনন করে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।
রাস্তা-ঘাট/সেতু/কালভার্ট	পর্যাপ্ত রাস্তা ঘাট থাকলেও শহরের বিদ্যমান রাস্তা অধিকাংশ জরাজীর্ণ অবস্থা, সংযোগ সড়ক অপ্রতুল ও অপ্রশস্ত, পৌরসভা শহর হলেও এখনও অনেক রাস্তাই কাঁচা। পরিকল্পিত রাস্তাঘাট সেতু/কালভার্ট নেই। শহরে মোটামুটি বেশ কয়েকটি খাল রয়েছে কিন্তু খালের উপর কোন প্রকার কালভার্ট/ব্রিজ নাই যার ফলে খালের ওপারের মানুষদের এপারে আসতে ব্যবহার করতে হয় বাসের সাঁকো। কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীরা স্কুলে যেতে প্রতিদিন পাড়ি দিতে হয় এ বাঁশের সাঁকো। আর এ সাঁকো পাড় হতে গিয়ে প্রতিনিয়ত কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত হচ্ছে।	কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ, নতুন রাস্তা তৈরী এবং রাস্তা সংস্কার করা, অভ্যন্তরিন সড়ক রাস্তা মেরামত ও প্রশস্ত করা দরকার। পরিকল্পিত রাস্তাঘাট/সেতু/কালভার্ট নির্মাণ জরুরী প্রয়োজন।
পানি সরবরাহ	বিশুদ্ধ পানির অভাব। পৌরসভার কোন ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে শহরের প্রান্তিক এলাকাসমূহে সুপেয় পানির ব্যবস্থা খুবই নাজুক, পানিতে আর্সিনিক ও আয়রন আছে।	পানি সরবরাহ করার জন্য গভীর নলকূপ এবং আয়রন মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করতে হবে। সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা প্রয়োজন। দারিদ্র্য এলাকায় হস্তচালিত নলকূপ এবং প্রতি ওয়ার্ডে গভীর নলকূপ স্থাপন করা প্রয়োজন।
পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশন	আনুমানিক ৬৫% স্বাস্থ্য সম্মত সেনিটেশন ব্যবস্থা আছে। শহরের মধ্যে প্রায় ৩৮-৪০ হাজার লোকের বসবাস। সে অনুযায়ী পয়ঃনিষ্কাশনের আধুনিক সুযোগ নেই। শহরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাবলিক টয়লেট নেই। নিম্ন আয়ের নাগরিকদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অভাব রয়েছে।	বাকী ৩৫% স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন প্রয়োজন। পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য শোয়ারেজ লাইন স্থাপন করতে হবে। নিম্ন আয়ের নাগরিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা করতে হবে। জনসমাগমস্থলে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করতে হবে।
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পৌরসভার কঠিন বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা একেবারেই সীমিত, যত্রতত্র রাস্তার পাশে, খালি জায়গায়, ডোবায় বর্জ্য ফেলা হয় যার কারণে দুর্গন্ধ ছড়ায় ও রোগ জীবানুর সৃষ্টি হয়। শহরে হাসপাতাল ও প্রাইভেট ক্লিনিক থাকলেও প্রানঘাতি ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ভগ্নিভূত করার ব্যবস্থা নেই।	সব ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন, ভানের সাহায্যে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থার অওতায় আনা প্রয়োজন। হাসপাতাল ও ক্লিনিকের স্বাস্থ্যহানীকর বর্জ্য ভগ্নিভূত করতে বাধ্য করা জরুরী। এছাড়া যেখানে সেখানে বর্জ্য না ফেলার জন্য প্রচারাভিযান কর্মসূচী হাতে নেয়া দরকার। কঠিন বর্জ্য নির্ণয় ও অপসারণ করার স্থান নিধারন করে বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থা করা।
পৌরসভার বস্তি/ক্লাস্টার সমূহের অবকাঠামো ও সেবাসমূহ	পৌর এলাকার মধ্যে বস্তি/ ক্লাস্টারে ছড়ানো ছিটানো অনেক দারিদ্র্য ও নিম্ন আয়ের নাগরিকগন মানবেতর জীবন যাপন করে। নিম্ন আয়ের এ সকল নাগরিকগন সকল প্রকার মৌলিক নাগরিক সেবা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাদের স্যানিটেশন ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক যা ঐসকল মানুষের জন্য এবং শহরের পরিবেশের	বস্তি উন্নয়নসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্ন আয়ের এবং বস্তি/ ক্লাস্টার বাসীদের জন্য পরিকল্পিত সুলভ মূল্যের আবাসন ব্যবস্থা, নিরাপদ পানি, বিনামূল্যে পিট ল্যাট্রিন প্রদান করাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

আলোচনার বিষয়	পর্যবেক্ষণ	করণীয়/পরামর্শ
	উপর মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। সুপেয় পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।	পরিকল্পিত ভাবে বস্তি / ক্লাস্টারের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা দরকার।
বিদ্যুৎ ও সড়ক বাতি	বিদ্যুৎ ও সড়ক বাতি প্রয়োজনের তুলনায় কম। রাতে চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। অন্ধকারের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে এবং অপরাধ সংঘটিত হয়। শহরের প্রান্তিক এলাকায় বেশ কিছু মহল্লায় এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই।	সকল এলাকায় সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়াও শহরের যেসকল প্রান্তিক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই সেসকল এলাকার জন্য পিডিবি/ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সাথে যোগাযোগ করে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা	চিকিৎসা সেবা প্রয়োজনের তুলনায় কম। স্বাস্থ্য সেবার নিমিত্তে সরকারী বে-সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক থাকলেও দারিদ্র্য ও নিম্ন আয়ের নগরবাসীদের পক্ষে চিকিৎসা ব্যয়ভার মিটানো সম্ভব নয়। পৌরসভায় স্বাস্থ্য বিভাগ থাকলেও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও টিকাদান কেন্দ্র নেই। তাছাড়া জরুরী রোগী স্থানান্তরের জন্য পৌরসভায় কোন এম্বুলেন্স নেই। পৌরসভায় মশা ও কুকুরের উৎপাত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মশামারার ঔষধ ও ভ্যাক্সিনের কোন ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক।	পৌর এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে ১টি করে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবস্থা করে পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীর সিডিউল ভিত্তিক প্রথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া পৌরসভার সার্বক্ষণিক নিজস্ব এম্বুলেন্স ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কুকুরের ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মশানিধনের জন্য আধুনিক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা দরকার।
শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ	শহরে শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থাকলেও চাহিদার তুলনায় সীমিত রয়েছে।	মহিলাদের জন্য মহিলা কলেজ ও কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন নিশ্চিত করণ। শহরে আরও পৌরপ্রাথমিক বিদ্যালয়, ক্লাব, পাঠাগার ও পার্ক প্রয়োজন। বস্তি/ ক্লাস্টার বাসীদের শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করা প্রয়োজন।
পরিবহন এবং যোগাযোগ সুবিধাদি	রাস্তা ঘাটের বেহলা অবস্থা, পৌরসভার মধ্যে আভ্যন্তরিন পরিবহনের জন্য মিনিবাস, টেম্পো, লেণ্ডো, ভ্যান ও অটোরিক্সা সার্ভিস নেই। রায়পুরবাসস্ট্যাণ্ডে ও ওভার ব্রিজ নেই। দেশের বিভিন্ন জেলার সাথে পৌরসভার সড়কপথ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিদ্যমান। শহরের প্রধান সড়ক বাদে আভ্যন্তরিন রাস্তাগুলো সরু ও ভাঙাচোরা। এছাড়াও পৌর এলাকার বিভিন্ন যায়গায় বেশ কিছু রাস্তা এখনও কাঁচা রয়েছে।	রাস্তাঘাটের পুনঃনির্মাণ করতে হবে। রায়পুর বাসস্ট্যাণ্ডের উপর ওভার ব্রিজ ও যাত্রী ছাওনী নির্মাণসহ টাউন সার্ভিস পরিবহন প্রয়োজন। ভাঙা রাস্তাঘাট সংস্কার, সরু রাস্তা প্রশস্তকরণ, কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ, আভ্যন্তরিন গলিপথ পাকাকরণ করা প্রয়োজন। রায়পুরে নতুন বাস ও ট্রাক টার্মিনাল প্রয়োজন।
যানবাহন, নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি (গার্বের্জ ভেহিকল ছাড়া)	বর্তমানে পৌরসভার বিদ্যমান যানবাহন, নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল যে কারণে নাগরিক সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে ফলশ্রুতিতে নাগরিক সন্তুষ্টির মাত্রা যথেষ্ট নয়।	নির্মাণ যন্ত্র পাতির অতীব দরকার। প্রয়োজনীয় যানবাহন, নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এছাড়াও বিদ্যমান বিকল যানবাহন, নির্মাণ যন্ত্রপাতি মেরামত ও সচল করা দরকার।
পৌরসভার মার্কেটিং সুবিধাদি ও কসাই খানা	পৌরসভার নিজস্ব কোন মার্কেট নেই। কোন আধুনিক সুপার মার্কেট না থাকার কারণে মহিলা নাগরিকগণ সাচ্ছন্দে পণ্য কেনাকাটা করতে পারেনা। পৌরসভার কোন কসাইখানা না থাকার কারণে যত্রতত্র পশু জবাই করে শহরের পরিবেশ দূষন করে।	পৌরসভার আভ্যন্তরে পৌর মার্কেট নির্মাণ ও কসাই খানা বিশেষ প্রয়োজন। শহরে ২টি আধুনিক সুপার মার্কেট নির্মাণ করা প্রয়োজন। এছাড়া পৌরসভার কাঁচাবাজার উন্নয়ন করা প্রয়োজন। একটি আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ করা জরুরী।
অবকাঠামো ও সেবা সুবিধার ব্যবধান পূরণের খরচ	অবকাঠামো ও সেবা সুবিধা দেওয়ার মত পৌরসভার সামর্থ্য নেই। নাগরিকদের পর্যাপ্ত মৌলিক নাগরিক সেবা প্রদানে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সেবার মান উন্নয়নের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা পৌরসভার	আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন মার্কেট নির্মাণ ও বাজার নির্মাণ করে আয় বাড়াতে হবে। আর্থিক সামর্থ্যতা বাড়ানোর জন্য পৌরসভার আয় বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ এবং জনগণের

আলোচনার বিষয়	পর্যবেক্ষণ	করণীয়/পরামর্শ
	নেই।	পৌরকর পরিশোধের জন্য উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ও প্রতি ওয়ার্ডে মাইকিং করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরী।
দারিদ্র্য এবং জীবন-জীবীকার মান	প্রয়োজনীয় জীবীকার জন্য কোন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা নেই। পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় বস্তি/ ক্লাস্টারে ছড়ানো ছিটানো দারিদ্র্য এলাকা অনেক পরিবার বসবাস করে যাদের ন্যূনতম মৌলিক নাগরিক সেবার সুযোগ নেই। এসকল দারিদ্র্য বস্তি/ ক্লাস্টার বাসী অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করে।	নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে নিম্ন আয়ের দারিদ্র্য ও বস্তি/ ক্লাস্টার বাসীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ও অত্যাাবশ্যিকীয় নাগরিক সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা আশু প্রয়োজন।
পৌরসভার আর্থিক চিত্র	পৌরসভার বর্তমান আর্থিক অবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। রাজস্ব ও অন্যান্য আয়ের টাকায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করতেই হিমসিম খেতে হয়। যে কারনে প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান ব্যাহত হয়।	পৌরসভার আর্থিক সামর্থতা বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ এবং জনগণের নিয়মিত পৌরকর সহ অন্যান্য কর, ফিস ইত্যাদি নিয়মিত আদায় নিশ্চিত করা দরকার। কর পরিশোধের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র (পৌরসভা কার্যালয়)	পৌরসভার কার্যালয়ের ভবন অত্যন্ত সুপরিসর ও ভবনের সামনে পর্যাপ্ত যায়গা আছে। সেবা গ্রহণে আগত নাগরিকদের জন্য বসার স্থান নেই বিশেষ করে নারী সেবা গ্রহিতাদের জন্য কোন নামাজের নির্ধারিত স্থান ও টয়লেট সুবিধাসহ ওয়েটিং রুম নেই। নারী তথ্য সেবা কেন্দ্র নেই।	পৌরসভার সেবা গ্রহণের জন্য আগত জনসাধারণের বিভিন্ন সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে। সেবা নিতে আগত নাগরিকদের জন্য বসার স্থান নির্ধারণ করা এবং নারী সেবা গ্রহিতাদের জন্য নামাজের নির্ধারিত স্থান ও টয়লেট সুবিধাসহ ওয়েটিং রুম নিশ্চিতকরণ। নারী তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা।
পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র (জনবল)	পৌরসভার বিধি মোতাবেক 'ক' শ্রেণীর ১৬২ জন জনবল থাকার বিধান থাকলেও বর্তমানে আছে ৮৬ জন। পৌরসভার জনবল খুবই কম তদুপরি সকল স্টাফ সমানভাবে দক্ষ নয়। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য রয়েছে সেগুলোতে নারী/পুরুষ কর্মী পূরনের উদ্যোগ গ্রহণের অভাব। পৌরসভার বিভিন্ন পদের কর্মীদের তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে বছরে ১ বার প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত।	পৌরসভার জনসাধারণের সেবা প্রদান করার জন্য দক্ষ জনবলের খুবই প্রয়োজন। যেসকল পদ শূন্য রয়েছে সেগুলোতে নারী/পুরুষ কর্মী নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা। পৌরসভায় কর্মরত বিভিন্ন পদের কর্মীদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে বছরে ১ বার প্রশিক্ষণ প্রদান সহ কর্মকর্তা কর্মচারীগণের দায়িত্ব পালন মনিটরিং করা উচিত।
অন্যান্য পরিবেশ	পরিবেশের অবস্থা খুব একটা ভাল না। পৌরসভার পানি নিষ্কাশন সুব্যবস্থা নেই। শহরে পাবলিক টয়লেট চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী। বিশেষত নারী ও শিশুদের ব্যবহারের পরিবেশ নেই	পৌরসভার পানি নিষ্কাশন সুব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করা এবং ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্মাণ প্রয়োজন। পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন করে ব্যবহারের উপযোগী করা। এছাড়া শিশুদের খেলার মাঠ এবং অভ্যন্তরীণ খালগুলো রক্ষনাবেক্ষন ও সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমে বিনোদনের ব্যবস্থা করা উচিত।
FGD থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অবকাঠামো ও সেবার তালিকা	রাস্তা ও ফুটপাথ, কালভার্ট, পরিবহন ব্যবস্থা, ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, সড়ক বাতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, বিনোদন, আবাসন, দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর তালিকা বিদ্যমান। উল্লেখিত সেবা সমূহ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।	১. রাস্তা ঘাট নির্মাণ; ২. ড্রেন নির্মাণ; ৩. কালভার্ট/ব্রীজ নির্মাণ; ৪. সড়কবাতি স্থাপন সহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা; ৫. বিদ্যুৎ পানির ব্যবস্থা; ৬. পয়ঃ নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ; ৭. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা। উল্লেখিত চাহিদা পূরনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

আলোচনার বিষয়	পর্যবেক্ষণ	করণীয়/পরামর্শ
		গ্রহণ করতে হবে।
ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্যানুযায়ী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অবকাঠামো ও সেবা	অগ্রাধিকার তালিকা যথাযথ ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। যা নিম্ন রূপে:- ১.রাস্তা ও ফুটপাথ, ২. নর্দমা নির্মাণ/ মেরামত, ৩. কালভার্ট/ব্রিজ নির্মাণ ৪. সড়কবাতি স্থাপন ৫. পানি সরবরাহ, ৬. আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণ, ৭. পয়ঃ নিষ্কাশন, ৮. পরিবেশসহ বস্তি উন্নয়ন, ৯. আবাসন সুবিধা/ সেটেলাইট টাউনশিপ, ১০. বিনোদন সুবিধা, ১১. অন্যান্য।	অগ্রাধিকার তালিকা অনুসরণ করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্যানুযায়ী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থা	অগ্রাধিকার তালিকা যথাযথ ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। যা নিম্ন রূপে:- ১.আবাসন সুবিধা, ২. দারিদ্র্য, ৩. দৈনন্দিন জীবিকা, ৪. নিরাপত্তা/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ৫. বিনোদন ব্যবস্থা, ৬. শিক্ষা সেবা, ৭. অন্যান্য, ৮. স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা, ৯. পরিবেশ ভারসাম্য।	অগ্রাধিকার তালিকা অনুসরণ করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্যানুযায়ী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পৌরসভা গভার্ণেন্স/পরিচালন ব্যবস্থাঃ	অগ্রাধিকার তালিকা যথাযথ ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। যা নিম্ন রূপে:- ১.নতুন সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ (পানি সংযোগ লাইন গ্রহণ ইত্যাদি), ২. অন্যান্য, ৩. পৌরসভার কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের সুযোগ (আর্থিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি), ৪. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ৫. আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা, ৬. আপত্তি-নিষ্পত্তি, ৭. পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংখলা।	অগ্রাধিকার তালিকা অনুসরণ করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
FGD হতে প্রাপ্ত সেক্টর-ভিত্তিক বিষয়ের উপর অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারদের মতামতের আলোকে প্রথম ৬ টি অগ্রাধিকারের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়/পরামর্শ এর বিবরণঃ	১। রাস্তাঘাট ও ফুটপাথ নির্মাণ; ২। ড্রেন ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা; ৩। কালভার্ট নির্মাণ; ৪। সড়ক বাতি স্থাপন; ৫। বিস্তৃত পানির সরবরাহ করণ; ৬। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করণ। উপরোক্ত বিষয় গুলি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। রাস্তা ঘাট অবস্থা ভাল নয়, সুপেয় পানির অভাব, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, কালভার্ট ও সড়ক বাতি প্রয়োজনের তুলনায় অপযাপ্ত, আবর্জনা অপসারণের একেবারেই অপ্রতুল। দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সহ বস্তি/ক্লাস্টার উন্নয়নের উদ্যোগের অভাব। প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।	বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্ত করে সংস্কার ও নতুন রাস্তা নির্মাণ ও কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। সকল ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ পানির লাইন স্থাপন করে বিস্তৃত পানির ব্যবস্থা করা। সড়ক বাতি স্থাপন করা। দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সহ বস্তি/ক্লাস্টার উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ও পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করণ।
নগর অবকাঠামো ও সেবার মান	সেক্টরভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা যথাযথ হয়েছে	অগ্রাধিকার তালিকা যথাযথ অনুসরণ করে স্কীম বাস্তবায়ন করতে হবে।
আর্থ-সামাজিক অবস্থা	সেক্টরভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা যথাযথ হয়েছে	অগ্রাধিকার তালিকা যথাযথ অনুসরণ করে স্কীম বাস্তবায়ন করতে হবে।
পৌরসভা গভার্ণেন্স/পরিচালন	সেক্টরভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা যথাযথ হয়েছে	অগ্রাধিকার তালিকা যথাযথ অনুসরণ করে স্কীম বাস্তবায়ন করতে হবে।

আলোচনার বিষয়	পর্যবেক্ষণ	করণীয়/পরামর্শ
ব্যবস্থা		

৪.৩.৫.৩ পৌরসভার সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি (SWOT) পর্যালোচনা (Analysis of Pourashava Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT))

SWOT বিশ্লেষণ একটি পদ্ধতি বা হাতিয়ার যা দ্বারা কোন পৌরসভার বিদ্যমান সামর্থ্য ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহা পৌরসভার উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যার দ্বারা পৌরসভার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায় এবং উন্নয়নের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। প্রকৃত ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নে SWOT analysis যথাপোযুক্ত কৌশল নির্ণয়ের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। একটি পৌরসভার আভ্যন্তরীণ বিষয় যা তার সামর্থ্য ও দুর্বলতা এবং বহিঃস্থ বিষয় যা তার সুযোগ ও ঝুঁকি বোঝায়।



আলোক চিত্র : পৌর ভিশনিং অনুশীলনে ব্যস্ত ৩ নং বেলী দল

SWOT বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য :

- সামর্থ্য ও দুর্বলতা হচ্ছে পৌরসভার আভ্যন্তরীণ অবস্থা/পরিবেশ;
- সুযোগ ও ঝুঁকি হচ্ছে পৌরসভার নিকট বহিঃস্থ বিষয় যার ওপর পৌরসভার তাৎক্ষণিক কোন নিয়ন্ত্রণ নেই; এবং
- সকল গ্রুপ সামর্থ্য ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও ঝুঁকির বিষয়ে অবগত হয়। এর পর ছকের প্রতিটি ঘরে পরামর্শগুলি লিপিবদ্ধ করেন। একই বিষয়ে একাধিক পরামর্শ থাকায় এটি রেখে বাকিগুলো বাদ দেয়া হয়। অনুশীলনের শেষে প্রতিটি ঘরের মুখ্য বিষয়গুলি Highlight করা হয়। উক্ত Highlighted বিষয়সমূহ উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হবে। এভাবে SWOT বিশ্লেষণের পর প্রত্যেক গ্রুপ তাদের পৌরসভার জন্য 'ভিশন' বিবরণ তৈরি করেন।

পিডিপি প্রণয়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত পৌরসভা ভিশন অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণে পৌরসভা মেয়রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'পৌরসভা ভিশনিং' অনুষ্ঠানে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ৪টি গ্রুপ গঠন করে স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা, 'ওয়ার্ড ভিশনিং' অনুশীলনের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রতিটি দল পৌরসভার সামর্থ্য ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি/ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ করে। ৪টি দলের SWOT বিশ্লেষণ সমন্বিত চিত্র নিম্নের ছকে দেওয়া হল :

রায়পুর পৌরসভার SWOT বিশ্লেষণ

সামর্থ্য	দুর্বলতা
১. নির্বাচিত পৌর পরিষদ বিদ্যমান। ২. পৌরসভার দুটি ভবন আছে। ৩. পৌরসভার জনবল কাঠামো আছে। ৪. কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপনের কাচামালের সহজ প্রাপ্যতা। ৫. শহরে পর্যাপ্ত কর্মক্ষম জনশক্তি ও সম্ভা শ্রমশক্তি আছে। ৬. শিক্ষিত নাগরিক। ৭. রাজনৈতিক সহাবস্থান। ৮. মেয়রের দৃঢ় মনবল রয়েছে।	১. পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব আদায় না হওয়া এবং আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানের অভাব। ২. পৌরসভায় দক্ষ জনবলের অভাব। ৩. পৌরসভার অপরিাপ্ত জনবল। ৪. পৌর সভার নিজস্ব কোন সম্পদ নেই। ৫. আর্থিক সংকট আছে। ৬. অপরিপক্ক নগর অবকাঠামো নির্মাণ। ৭. পৌরসভার অপরিাপ্ত নির্মাণ সরঞ্জামাদি ও যানবাহন। ৮. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্মদক্ষতা ও সচেতনতার সীমাবদ্ধতা। ৯. নারীবান্ধব প্রতিষ্ঠানের অভাব। ১০. অপরিাপ্ত মৌলিক নাগরিক সেবা। ১১. হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের অভাব। ১২. বর্জ্য অপসারণের পর্যাপ্ত ভ্যান ও জনবল নেই। ১৩. সুষ্ঠু তদারকির অভাব। ১৪. কাউন্সিলরদের অসচেতনা ও জনগনের সাথে মত বিনিময় করা হয় না।
সুযোগ	ঝুঁকি/হুমকি
১. ভৌগলিক অবস্থান ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের সাথে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। ২. সড়ক পথ যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ব্যবসা বানিজ্য প্রসার ঘটানো সম্ভব। ৩. প্রচুর পরিমাণে কৃষিপণ্য উৎপাদন হয় বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোক্তা আকর্ষণ করা সম্ভব। ৪. পর্যাপ্ত কর্মক্ষম মানব সম্পদ ও সম্ভা শ্রমশক্তির পর্যাপ্ততার কারণে নতুন নতুন শিল্পায়ন করার সুযোগ। ৫. কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত হিমাগার তৈরী করা যেতে পারে। ৬. মৃৎ শিল্প ও বেত শিল্পের প্রসারের সুযোগ রয়েছে। ৭. কর্মক্ষম নারী শ্রম শক্তির সহজলভ্যতা	১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবন এলাকা। ২. অপরিপক্ক নগরায়নের ফলে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি। ৩. মাদক পাচারের ট্রানজিট রুট। ৪. অত্র এলাকায় মাদকদ্রব্য সহজ লভ্য। ৫. শহরের রাস্তায় অনিয়ন্ত্রিত ওভার লোডের ট্রাক চালাচল। ৬. সমন্বয়ের অভাব। ৭. কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার না থাকায় চাষিদের ন্যায্য মূল্য না পাবার ঝুঁকি।

৪.৩.৫.৪ গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন বিবৃতি, চিহ্নিত সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন (Group-wise vision statement, prioritization of identified problems and implementation)

গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন বিবৃতি

সংশ্লিষ্ট গ্রুপের সকল সদস্যগণ কর্তৃক স্ব স্ব ছকের প্রতিটি বিষয়ের উপর নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছক পূরণ করে তা চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর ছকে প্রদত্ত বিষয়াবলীর আলোকে স্ব-স্ব গ্রুপ তাদের পৌরসভার জন্য পৌরসভা ভিশন বিবৃতি ২০২৭ প্রণয়ন করতঃ প্রতিটি গ্রুপের দলনেতা তা উপস্থাপন করেন।

গ্রুপ ভিত্তিক প্রণীত ভিশন ২০২৭ নিম্নে উল্লেখ করা হল :



গ্রুপ-ভিত্তিক তৈরী করা পৌরসভা ভিশন বিবৃতি চিহ্নিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ ও তা বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপনের পর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন রুবেল ভাট ৪টি গ্রুপের প্রনীত ভিশন সমন্বিত করে আগামী ২০২৭ সাল নাগাদ রায়পুর পৌরসভাকে একটি আধুনিক মডেল শহরে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রনয়ণের নিমিত্তে মতামত প্রদানের উদ্যোগ আহবান জানায়। আলোচনাকালে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা নিরূপনের সকল পর্যায়ের যথা- পরিবার জরিপ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড ভিশনিং, গ্রুপ ভিত্তিক পৌরসভা ভিশনিং ইত্যাদি প্রক্রিয়া হতে প্রাপ্ত সকল প্রকার তথ্যাদি এবং পৌরসভার আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের তথ্যাদিসহ প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়।

বিশেষ করে পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী ৪টি দলের স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণে পাওয়া তথ্যাদি ও SWOT বিশ্লেষণের ধারণা ও উপলব্ধির আলোকে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রনয়ণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে সকলের সম্মতিতে ‘রায়পুর পৌরসভা ভিশন ২০২৭’ শিরোনামে নিম্নোক্ত ভিশন বিবৃতি প্রনয়ণ ও গৃহীত হয় যা পৌরসভা মেয়র জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন রুবেল ভাট উপস্থিত সকলের সামনে উপস্থাপন করেন :



রায়পুর পৌরসভার “পৌর ভিশন ২০২৭” পাঠ করছেন
রায়পুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দীন রুবেল ভাট।

২
০
২৭
সা
লে
র
মে
ধ্য
রা
য়
পু
র
পে
রি
স
ভা
র
স
ক
ল
অ
ব
কা
ঠা
মা
যে
মন
-
রা
জা
,
ফু
ট
পা
ত,
জ
নে
নি
র্মা
ন,
স

ড
ক
বা
ত,
ব্রী
জ
,
কা
ল
ভা
ট,
বি
স্ত
উ
ন্নয়
ন,
পে
রি
মা
র্কে
ট
ছা
প
ন,
সু
প
য়
পা
নি
সর
বর
হ
,
জ
লা
ব
দ্ধ
তা
নি
রস
ন,

শ
হর
কে
আ
ব
জ
না
মু
ক্ত
ক
রা
র
লে
ক্ষ
্য
ডি
ম্প
ং
ে
সি
শ
ন
ছা
প
ন,
জ
ল
বা
য়ু
সি
হ
ক্ষ
,
ই
মা
র
ত
নি
র্মা
ণ
নি

যন্ত্র
ণ,
অ
ডে
টা
রয়
ম
,
ক
ম
উ
নি
ট
সে
টা
র,
পে
র
ক
ম
উ
নি
ট
ক্ল
নি
ক,
পে
র
শি
ক্ষা
প্রি
ত
ষ্ঠা
ন,
ক
ম
উ
নি
ট
পু
লি

শং
সে
বা
,
মা
দ
ক
মু
ক্ত
,
না
রী
র
ক্ষ
ম
তা
য়ন
,
আ
র্থ
সা
মা
জ
ক
উ
ন্নয়
ন,
বি
নে
দ
ন
ব্য
বহু
তা,
আ
ই
ন
শৃ
ংখ
লা
প্র

য়া
গে
স
ম
তা
ও
পে
রি
স
ভা
পি
রচ
ল
ন
ব্য
বহু
র
উ
ন্নয়
ন
স
হ
রা
য়
পু
র
পে
রি
স
ভা
কে
এ
কি
ট
মে
ড
ল
পে
রি
স
ভা

হি
সা
বে
দে
খে
ত
চা
ই”
।

গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ

প্রত্যেক গ্রুপ তাদের পৌরসভার ভিশন ২০২৭ নির্ণয়ের পর তা অর্জনের জন্য উন্নয়ন ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতঃ তার বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় করে গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন উপস্থাপনের সাথে সাথে স্ব স্ব গ্রুপ তাদের চিহ্নিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশলও উপস্থাপন করেন। নিম্নে গ্রুপ ভিত্তিক চিহ্নিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল উল্লেখ করা হল।

শাখা ও বিষয় সমূহ	গ্রুপ ভিত্তিক অগ্রাধিকার					সম্মিলিত অগ্রাধিকার
	গ্রুপ-১	গ্রুপ-২	গ্রুপ-৩	গ্রুপ-৪	মোট	
শাখা-১ঃ নগর অবকাঠামো এবং সেবা প্রদান						
নর্দমা নির্মাণ, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/মেরামত	৩	১	৩	২	৯	২য়
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন	২	৩	২	৩	১০	৩য়
পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশন	৪	২	৪	৪	১৪	৪র্থ
রাস্তা, ফুটপাথ ও সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা	১	৪	১	১	৭	১ম
আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫	৫	৭	৫	২২	৫ম
গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	৭	৬	৬	৬	২৫	৬ষ্ঠ
অন্যান্য (মার্কেট, কসাইখানা ইত্যাদি)	৬	৭	৫	৭	২৫	৬ষ্ঠ
শাখা-২ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন						
পোভার্টি/ দারিদ্র্য	১	১	১	১	৪	১ম
শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	৪	৫	৪	৪	১৭	৪র্থ
জীবনমান	২	২	৩	৩	১০	২য়
সামাজিক নিরাপত্তা	৩	৪	২	২	১১	৩য়
স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৫	৩	৫	৫	১৮	৫ম
শাখা-৩ : গভার্ণেন্স/পরিচালন পদ্ধতি						
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন পানি সংযোগ লাইন ইত্যাদি সেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ	৩	৩	২	২	১০	২য়
অভিযোগ নিরসন	২	৫	৩	৪	১৪	৪র্থ
পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৫	২	৫	৫	১৭	৫ম
আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	৪	১	৪	৩	১২	৩য়
পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংখলা	১	৪	১	১	৭	১ম

গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন অর্জনের ক্ষেত্র সমূহের বাস্তবায়ন

গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন প্রণয়ন ও ভিশন অর্জনের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার পর তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয়ের জন্য প্রতিটি গ্রুপ বিস্তারিত আলোচনা করে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় করতঃ তা লিপিবদ্ধ কর। নিম্নোক্ত ছকে অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে চিহ্নিত ভোত অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক ও গভর্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থার গ্রুপ ভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশল বর্ণিত হল :

শাখা-১ঃ নগর অবকাঠামো এবং সেবা প্রদান

অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র	গ্রুপ নং	গ্রুপের অগ্রাধিকার নম্বর	বাস্তবায়ন কৌশল
নদীমা নির্মাণ/মেরামত	১	৩	সকল ড্রেনের সুনির্দিষ্ট আউটফল চিহ্নিত করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাস্টারপ্ল্যান তৈরী করতঃ তদানুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেন নির্মাণ/ কালভার্ট নির্মাণ সংস্কার ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা।
	২	১	মাস্টার প্লান মোতাবেক সকল ড্রেনের সুনির্দিষ্ট আউটফল চিহ্নিত করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাস্টারপ্ল্যান তৈরী করতঃ তদানুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেন নির্মাণ/সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা।
	৩	৩	মাস্টার প্লান অনুযায়ী সকল ড্রেনেজ সুনির্দিষ্ট আউটফল চিহ্নিত করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেন নির্মাণ/ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা।
	৪	২	মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সকল ড্রেনের সুনির্দিষ্ট আউটফল চিহ্নিত করে ড্রেন নির্মাণ/ সংস্কার ও তার ক্ষণাবেক্ষনের সর্বোপরি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন	১	২	দীর্ঘ মেয়াদী মহা-পরিকল্পনার মাধ্যমে পানির লাইন সম্প্রসারণ করে বাড়ী বাড়ী নলবাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্য এলাকায় গভীর হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করে পানির ব্যবস্থা করা। এছাড়া কমিউনিটি ট্যাপ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
	২	৩	সকলের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন, আর্সেনিক মুক্ত ট্রিটমেন্ট প্লান স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা ও পানির অপচয় রোধে সচেতনতা তৈরী করা। দীর্ঘ মেয়াদী মহা-পরিকল্পনার মাধ্যমে পানির লাইন সম্প্রসারণ করে বাড়ী বাড়ী নলবাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্য যে সব এলাকায় নলবাহিত পানি সরবরাহ সম্ভব নয় সেই সব এলাকায় নলকূপ স্থাপন করে পানির ব্যবস্থা করা।
	৩	২	দীর্ঘ মেয়াদী মহা পরিকল্পনার মাধ্যমে পানির লাইন সম্প্রসারণ করে বাড়ী বাড়ী নল বাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্য যে সব এলাকার নল বাহিত পানি সরবরাহ সম্ভব নয় সেই সব এলাকায় নলকূপ স্থাপন করে পানির ব্যবস্থা করা।
	৪	৩	শহরের সকল এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারণ করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং নগর দারিদ্র্য ও বস্তি এলাকায় সেমি ডিপ হ্যান্ড টিউবওয়েল, কমিউনিটি ট্যাপ করা।
পর্যটনিক্ষেত্র ও স্যানিটেশন	১	৪	মহিলাদের সু-ব্যবস্থা রেখে জনসমাগমস্থল যেমন, বাজার, বাস স্ট্যান্ড ইত্যাদি এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, স্যানিটেশন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ।
	২	২	মহিলাদের জন্য আলাদা জায়গা রেখে জনসমাগমস্থল যেমন, বাজার, বাস স্ট্যান্ড ইত্যাদি এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, স্যানিটেশন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ।
	৩	৪	মহিলাদের জন্য পৃথক জায়গা রেখে জনসমাগমস্থল যেমন, বাজার, বাস স্ট্যান্ড ইত্যাদি এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, স্যানিটেশন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন তৈরি।
	৪	৪	জনবহুল স্থানে নারীবান্ধব পাবলিক টয়লেট স্থাপন ও দারিদ্র্যদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ করা। স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

রাস্তা, ফুটপাথ ও সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা	১	১	সকল ওয়ার্ডের সাথে রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যান প্রণয়ন করে রাস্তার শ্রেণী বিন্যাস করতঃ রাস্তা ফুটপাথের ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাপনাসহ উন্নয়ন করা। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলো প্রকল্পের অধীনে এবং অভ্যন্তরীণ ছোট রাস্তাগুলো এডিপি ফান্ড হতে করা। এছাড়া প্রথমে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও পরবর্তিতে পৌর এলাকার সকল মোড়ে সড়কবাতি স্থাপন।
	২	৪	মাষ্টার প্লান মোতাবেক অগ্রাধিকার তালিকায় পরিকল্পিত ভাবে রাস্তা, আধুনিক রোড নেটওয়ার্ক স্থাপন, ফুটপাথ নির্মাণ এবং সকল রাস্তায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতি স্থাপন করা।
	৩	১	মাষ্টার প্লান মোতাবেক অগ্রাধিকার তালিকা ধরে পরিকল্পিতভাবে রাস্তা ও আধুনিক ফুটপাথ নির্মাণ এবং সকল রাস্তায় পর্যাপ্ত সড়কবাতি স্থাপন করা।
	৪	১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাস্তা, ফুটপাথ ও সড়কবাতি মেরামতসহ, পুনঃ রোড নেটওয়ার্ক প্রয়োজন। পৌর এলাকায় সকল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পর্যাপ্ত সড়কবাতি স্থাপন করা।
আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১	৫	শহরের কোর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন তৈরী করে বাড়ী বাড়ী বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভ্যাণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে অপসারণের (Disposal ground) ব্যবস্থা করা। এছাড়া হাসপাতাল বর্জ্য ভস্মীভূত করে অপসারণের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা।
	২	৫	হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বর্জ্য যথা নিয়মে অপসারণ ও ট্রিটমেন্ট করা। পড়া মহল্লা হতে ভ্যান রিক্সার মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে এনে ট্রাকের মাধ্যমে ভাগাড়ে ফেলা। কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন তৈরী করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বর্জ্য ভ্যানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে হতে গার্ভেজ ট্রাকের মাধ্যমে সংগ্রহ করে Disposal ground ফেলার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে জমি ক্রয় করা।
	৩	৭	কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন তৈরী করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বর্জ্য ভ্যানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থান হতে গার্ভেজ ট্রাকের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ করে Disposal Ground ফেলার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে জমি ক্রয় করা।
	৪	৫	শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় কমিউনিটি ভ্যানের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী হতে বর্জ্য সংগ্রহ করে এবং প্রান্তিক এলাকায় ডাষ্টবিন স্থাপন করে নিয়মিত অপসারণের ব্যবস্থা করা। মারাত্মক হানিকর হাসপাতাল বর্জ্য পোড়ানোর পর অপসারণে বাধ্য করা।
গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	১	৭	বস্তি / ব্লগস্টার এলাকা চিহ্নিত করে পরিকল্পিতভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বস্তি/ ব্লগস্টার এলাকার ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদান, বস্তি / ব্লগস্টার বাসিন্দার মৌলিক নাগরিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এসংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা।
	২	৬	মাষ্টার প্লান মোতাবেক আবাসিক এলাকা নির্ধারণ করে দেওয়া। বস্তি/ক্লাস্টার এলাকার ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদান।
	৩	৬	মাষ্টার প্লান মোতাবেক আবাসিক এলাকা নির্ধারণ করে বাড়ীঘর তৈরী করা, বস্তি এলাকার ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদান।
	৪	৬	হতদারিদ্র্য ও গৃহহীন মহিলা পরিবারকে স্বল্প মূল্যে আবাসন সুবিধা সহ বিদ্যমান বস্তি/ ক্লাস্টার এলাকায় পরিকল্পিত ভাবে মৌলিক অবকাঠামো সুবিধা সহ বস্তি / ক্লাস্টারের পরিবেশ উন্নয়ন করা। ক্লাস্টারবাসী নিম্ন আয়ের মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য আয়বর্ধন মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং তাদের দক্ষ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আওতায় আনা এবং পূজি সহায়তা প্রদান করা।
অন্যান্য (ব্রিজ, কালভার্ট, মার্কেট, কসাইখানা ইত্যাদি)	১	৬	পরিকল্পিত ভাবে পৌর সুপার মার্কেট ও কসাইখানা নির্মাণ করা, শিশু পার্ক নির্মাণ করা, প্রয়োজনীয় সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করা। এছাড়া পৌরসভার নিজস্ব কাচাবাজার উন্নয়ন করা।
	২	৭	পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ করা। আধুনিক কসাই খানা নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ করা। রাস্তা নির্মাণের সময় প্রয়োজনীয় কালভার্ট নির্মাণ। শিশু পার্ক নির্মাণ করাসহ সংযোগ রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যান প্রণয়ন করা।
	৩	৫	পৌর সুপার মার্কেট ও কসাইখানা নির্মাণ করা। শিশু পার্ক নির্মাণ করা সহ সংযোগ রোড নেটওয়ার্ক প্লান প্রণয়ন এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করা।

	৪	৭	আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে সুপার মার্কেট তৈরী করা এবং নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দ ব্যবস্থা রাখা। প্রয়োজনীয় স্থানে কমিউনিটি সেন্টার, কসাইখানা ও শিশু পার্ক নির্মাণ করা।
--	---	---	--

শাখা-২ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র	গ্রুপ নং	গ্রুপের অগ্রাধিকার নম্বর	বাস্তবায়ন কৌশল
পৌরভাটি/ দারিদ্র্য	১	১	দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কর্মক্ষম দারিদ্র্যদের দলীয় ঋন প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন করা এবং পৌরসভায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ তহবিল গঠন করা। দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করে এমন সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরী করা। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর তালিকা অনুযায়ী অববর্ধন মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
	২	১	পৌর সভায় কুটি শিল্প, কম্পিউটার শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং স্বল্প সুদে/ বিনা সুদে পুজির জন্য সমরায় ভিত্তিক ঋনদান কার্যক্রম পরিচালনা করা। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কর্মক্ষম দারিদ্র্যদের দলীয় ঋন প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।
	৩	১	পৌরসভায় কুটির শিল্প, কম্পিউটার শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং স্বল্প সুদে/ বিনাসুদে পুজির জন্য সমবায় ভিত্তিক ঋন দান কার্যক্রম পরিচালনা করা।
	৪	১	সমন্বিত দারিদ্র্য হ্রাস করণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরী করা এবং তথ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা।
শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	১	৪	নগর দারিদ্র্য পরিবারের শিশুদের অব্যাহত শিক্ষার জন্য পৌরসভা হতে শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।
	২	৫	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মনিটর করা এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা। প্রতি ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
	৩	৪	প্রতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
	৪	৪	দারিদ্র্য পরিবারের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি চালু করা এবং যে সব এলাকায় স্কুল নেই সেই সব এলাকায় পৌর-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে পৌরএলাকার জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। পৌরসভায় একটি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করা সহ আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।
জীবনমান	১	২	সকল প্রকার নাগরিক সেবা প্রদানের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী কাজ করা। পৌরসভার মাধ্যমে কম্পিউটার, সেলাই,মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষনসহ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
	২	২	পৌরসভা কতৃক সকল অত্যাৱশ্যকীয় নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিকার জীবন মান উন্নত করা। পৌরসভার মাধ্যমে কম্পিউটার, মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষনসহ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
	৩	৩	পৌরসভার মাধ্যমে কম্পিউটার ,মোবাইল সার্ভিসিং , বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষন সহ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করা।

	৪	৩	দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী ও শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য পৌরসভার মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবনমান উন্নত করা।
সামাজিক নিরাপত্তা	১	৩	পৌর/কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজিকালীন পাহারা জোরদার করা ও সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা, ওয়ার্ড ভিত্তিক "কমিউনিটি নিরাপত্তা কমিটি" গঠন করা।
	২	৪	পৌর / পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে সামাজিক সহ-অবস্থান নিশ্চিত করে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পৌর/কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজিকালীন পাহারা জোরদার করা ও সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা, ওয়ার্ড ভিত্তিক "কমিউনিটি নিরাপত্তা কমিটি" কে সক্রিয় করা।
	৩	২	পৌর / কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা মাধ্যমে রাজি কালীন পাহারা জোরদার করা ও সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা, ওয়ার্ড ভিত্তিক, কমিউনিটি নিরাপত্তা কমিটি" কে সক্রিয় করা।
	৪	২	পৌরসভা কর্তৃক কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মাদক সেবন ও বিক্রয় বন্ধকরা এবং রাতে পাহারার ব্যবস্থা করা ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১	৩	শিল্পায়নকে উৎসাহিত করে পর্যাপ্ত শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য বড় বড় শিল্প উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ/আহবান করা এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা।
	২	৫	স্থানীয় কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প ও উৎপাদন মুখী কারখানা স্থাপন করা এবং দেশ বিদেশে রপ্তানীতে সরকারী ভর্তুকি দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।
	৩	৫	ধান ও পাট ভিত্তিক কলকারখানা স্থাপনের জন্য বড় বড় শিল্প উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ / আহবান করা।
	৪	৫	কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নে স্থানীয়, বিদেশী উদ্যোক্তা ও দেশের বিভিন্ন এলাকার উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছোট, মাঝারি ও বড় শিল্প কারখানা স্থাপন ও শিল্পাঞ্চল গড়ার মাধ্যমে নতুন নতুন কর্ম-সংস্থান তৈরী করা।

শাখা-৩ : গাভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি

অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র	গ্রুপ নং	গ্রুপের অগ্রাধিকার নম্বর	বাস্তবায়ন কৌশল
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন পানি সংযোগ লাইন ইত্যাদি সেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ	১	৩	গুরুত্বপূর্ণ সকল শূন্য পদে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সকল প্রকার সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা, এবং পৌরসভার তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা, তথ্য সেবা কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক একজন নারী কর্মীকে নিয়োগ দেওয়া। ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা, পৌরসভায় ২৪ ঘণ্টা কল সেন্টার (হটলাইন টেলিফোন নম্বর সহ) চালু রাখা।
	২	৩	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন অনলাইন করা দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করে সকল প্রকার সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা, পৌরসভায় ২৪ ঘণ্টা কল সেন্টার (হটলাইন টেলিফোন নম্বর সহ) ব্যবস্থা রাখা।
	৩	২	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন নির্ভুলভাবে তৈরীর জন্য দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করে সকল প্রকার সেবা গ্রহণের জন্য অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা পৌরসভার ২৪ ঘণ্টা কল সেন্টার (হট লাইন টেলিফোন নম্বর সহ) ব্যবস্থা রাখা।
	৪	২	পৌরসভায় ২৪ ঘণ্টা গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ব্যবস্থা চালু করা। সকল প্রকার নাগরিকসেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার ওয়েবসাইট চালু করা যাতে অনলাইনে সেবা পাওয়া যায়।
অভিযোগ নিরসন	১	২	পৌরসভায় অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল গঠন করা, অভিযোগের ধরন অনুসারে নিষ্পত্তির সময় সীমা বেধে দেয়া এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পন্ন করা এবং প্রতিটি অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিবেশনে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

	২	৫	পৌরসভায় অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল গঠন করা, অভিযোগের ধরন অনুসারে নিষ্পত্তির সময় সীমা বেধে দেয়া এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পন্ন করা এবং প্রতিটি অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিবেশনে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
	৩	৩	পৌরসভায় অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল গঠন করা, অভিযোগের ধরন অনুসারে নিষ্পত্তির সময়সীমা বেধে দেওয়া এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পন্ন করা এবং প্রতিটি অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিবেশনে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
	৪	৪	অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল গঠন করে অভিযোগের ধরন অনুসারে নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পন্ন করা।
পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	১	৫	পৌরসভার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নাগরিক অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা এবং বিভিন্ন কমিটিতে, বাজেট অধিবেশনে, পৌরসভার পৌর কর ধার্য ও আদায়সহ বিভিন্ন পৌর-সেবা কর্মে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, TLCC ও WC সদস্যগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও উজ্জীবিত ও সক্রিয় করা।
	২	২	TLCC ও WC কমিটি সক্রিয় করা। প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে এলাকার ১৫০ জন জনগন নিয়ে একটি সভা করা। পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজে এবং বিভিন্ন কমিটিতে, বাজেট অধিবেশনে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। TLCC ও WC সদস্যগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও উজ্জীবিত ও সক্রিয় করা।
	৩	৫	পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজে এবং বিভিন্ন কমিটিতে বাজেট অধিবেশনে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। TLCC ও WC সদস্য গণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও উজ্জীবিত ও সক্রিয় করা।
	৪	৫	পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনে, বিভিন্ন পৌর-সেবা কর্মে সকল শ্রেণীর নাগরিকসহ TLCC ও WC সদস্যদের অংশগ্রহণ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।
আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	১	৪	ধনী, দারিদ্র্য, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যাতে ন্যায্যতা নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে পৌরসভার নিরপেক্ষ কাউন্সিলরসহ কমিউনিটির নিরপেক্ষ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে আইন প্রয়োগ করা।
	২	১	সকল নাগরিকের জন্য ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ব্যক্তি বর্গের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পৌর আইন প্রয়োগ করতে হবে। ধনী, দারিদ্র্য, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যাতে ন্যায্যতা/ন্যায্যপরায়নতা নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে পৌরসভার নিরপেক্ষ কাউন্সিলরসহ কমিউনিটির নিরপেক্ষ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে আইন প্রয়োগ করা।
	৩	৪	ধনী, দারিদ্র্য, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যাতে ন্যায্যতা / ন্যায্যপরায়নতা নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে পৌর সভার নিরপেক্ষ কাউন্সিলরসহ কমিউনিটির নিরপেক্ষ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে আইন প্রয়োগ করা।
	৪	৩	পৌরসভার আইন প্রয়োগে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ন্যায্যপরায়নতা নিশ্চিত করা।
পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা	১	১	প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পৌরসভার প্রশাসনিক ও সংস্থাপন কমিটি গঠন করে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা। কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন মনিটরিং করা। নারীদের জন্য আলাদা নামাজের স্থান, টয়লেটের ব্যবস্থা করা। পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
	২	৪	প্রয়োজনীয় জনবল নারী/পুরুষ নিয়োগ করা। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পৌরসভার প্রশাসনিক ও সংস্থাপন কমিটি গঠন করে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা। কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন মনিটরিং করা। তাদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সকল প্রকার সেবা প্রদানের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।
	৩	১	সকল প্রকার সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা। জনবল যাতে সঠিক সময়ে অফিসে আসে ও যায় তা নিশ্চিত করা।
	৪	১	প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদসমূহ পূরণ ও কর্ম বিবরণী অনুযায়ী বছরে অন্ততঃ একবার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সকল প্রকার নাগরিক সেবার সহজ প্রাপ্যতা

			নিশ্চিত করা।
--	--	--	--------------

৪.৩.৫.৫ অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন (Prioritization of sectoral list)

রায়পুর পৌরসভার সেক্টর ভিত্তিক সম্মিলিত অগ্রাধিকার তালিকা

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	সম্মিলিত অগ্রাধিকার
শাখা-১ঃ নগর অবকাঠামো এবং সেবা প্রদান	
রাস্তা, ফুটপাথ ও সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা	১ম
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন	৩য়
নর্দমা নির্মাণ/ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণমেরামত	২য়
পর্যটনিক দর্শন ও স্যানিটেশন	৪র্থ
আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৫ম
অন্যান্য (মার্কেট, কসাইখানা ইত্যাদি)	৭ম
গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	৬ষ্ঠ
শাখা-২ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	
পোভার্টি/ দারিদ্র্য	১ম
জীবনমান	২য়
সামাজিক নিরাপত্তা	৩য়
শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	৪র্থ
স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৫ম
শাখা-৩ : গভার্ণেন্স/পরিচালন পদ্ধতি	
পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংখলা	১ম
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন পানি সংযোগ লাইন ইত্যাদি সেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ	২য়
আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	৩য়
অভিযোগ নিরসন	৪র্থ
পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৫ম

৪.৩.৫.৬ পৌরসভা ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের (সাব-প্রজেক্ট) সম্মিলিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় (Prioritization of sub-projects along with preparing implementation strategies to achieve Pourashava vision)

পৌরসভা ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের সম্মিলিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় :

৪টি গ্রুপের অনুশীলনের মাধ্যমে বেইজলাইন সার্ভে, পরিবার জরিপ FGD, ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলনের ফলাফল বিবেচনায় রেখে চূড়ান্তভাবে তৈরী পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন তৈরীর পর ৪টি গ্রুপের তৈরী ভিশন অর্জনের জন্য

সম্মিলিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহের বাস্তবায়ন কৌশলের ভিত্তিতে তৈরী সর্বসম্মত সমন্বিত বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় করা হয়। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে চিহ্নিত সেক্টর সমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের সম্মিলিত অগ্রাধিকার এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হল :

অবকাঠামো ও সেবা

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	রাস্তা, ফুটপাথ ও সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা	সকল ওয়ার্ডের সাথে রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যান প্রণয়ণ করে রাস্তার শ্রেণী বিন্যাস করতঃ রাস্তা ফুটপাথের ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাপনাসহ উন্নয়ন করা। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলো প্রকল্পের অধায়ে এবং অভ্যন্তরীণ ছোট রাস্তাগুলো এডিপি ফান্ড হতে করা। এছাড়া প্রথমে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও পরবর্তিতে পৌর এলাকার সকল মোড়ে সড়কবাতি স্থাপন।
২য়	নর্দমা নির্মাণ/ ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত	মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সকল ড্রেনের সুনির্দিষ্ট আউটফল চিহ্নিত করে ড্রেন নির্মাণ/ সংস্কার ও তার ক্ষণাবেক্ষণের সর্বোপরি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে খাল সমূহের উপর কালভার্ট/ব্রিজ নির্মাণ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩য়	পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন	দীর্ঘ মেয়াদী মহা-পরিকল্পনার মাধ্যমে পানির লাইন সম্প্রসারণ করে বাড়ী বাড়ী নলবাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্য এলাকায় গভীর হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করে পানির ব্যবস্থা করা। এছাড়া কমিউনিটি ট্যাপ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
৪র্থ	পয়ঃনিষ্কাশনও স্যানিটেশন	মহিলাদের সু-ব্যবস্থা রেখে জনসমাগমস্থল যেমন, বাজার, বাস স্ট্যান্ড ইত্যাদি এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, স্যানিটেশন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ।
৫ম	আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	শহরের কোর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন তৈরী করে বাড়ী বাড়ী বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ভ্যাণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে অপসারণের (Disposal ground) ব্যবস্থা করা। এছাড়া হাসপাতাল বর্জ্য ভগ্নিস্তূপ করে অপসারণের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা।
৬ষ্ঠ	গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	হতদারিদ্র্য ও গৃহহীন মহিলা পরিবারকে স্বল্প মূল্যে আবাসন সুবিধা সহ বিদ্যমান বস্তি/ ক্লাস্টার এলাকায় পরিকল্পিত ভাবে মৌলিক অবকাঠামো সুবিধা সহ বস্তি / ক্লাস্টারের পরিবেশ উন্নয়ন করা। ক্লাস্টার বাসী নিম্ন আয়ের মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য আয় বর্ধন মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং তাদের দক্ষ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আওতায় আনা এবং পুঁজি সহায়তা প্রদান করা।
৭ম	অন্যান্য (মার্কেট, কসাইখানা ইত্যাদি)	আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে সুপার মার্কেট তৈরী করা এবং নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দ ব্যবস্থা রাখা। প্রয়োজনীয় স্থানে কমিউনিটি সেন্টার, কসাইখানা ও শিশু পার্ক নির্মাণ করা।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	পোভার্টি/	দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে কর্মক্ষম দারিদ্র্যদের দলীয় ঋণ প্রদানের

	দারিদ্র্য	মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রনয়ন করা এবং পৌরসভায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ তহবিল গঠন করা। দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করে এমন সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরী করা। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর তালিকা অনুযায়ী অয়বর্ধন মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
২য়	জীবনমান	দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী ও শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য পৌরসভার মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবনমান উন্নত করা।
৩য়	সামাজিক নিরাপত্তা	পৌর/কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রাত্ৰিকালীন পাহারা জোরদার করা ও সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা, ওয়ার্ড ভিত্তিক "কমিউনিটি নিরাপত্তা কমিটি" গঠন করা।
৪র্থ	শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	দারিদ্র্য পরিবারের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি চালু করা এবং যে সব এলাকায় স্কুল নেই সেই সব এলাকায় পৌর-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে পৌরএলাকার জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। পৌরসভায় একটি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করা সহ আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।
৫ম	স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নে স্থানীয়,বিদেশী উদ্যোক্তা ও দেশের বিভিন্ন এলাকার উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছোট , মাঝারি ও বড় শিল্প কারখানা স্থাপন ও শিল্পাঞ্চল গড়ার মাধ্যমে নতুন নতুন কর্ম-সংস্থান তৈরী করা।

গভর্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতি

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংখলা	প্রশাসনিক শৃংখলা রক্ষার্থে পৌরসভার প্রশাসনিক ও সংস্থাপন কমিটি গঠন করে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা। কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন মনিটরিং করা। নারীদের জন্য আলাদা নামাজের স্থান , টয়লেটের ব্যবস্থা করা। পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
২য়	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নতুন পানি সংযোগ লাইন ইত্যাদি সেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ	পৌরসভায় ২৪ ঘন্টা গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ব্যবস্থা চালু করা। সকল প্রকার নাগরিকসেবা গ্রহণের জন্য পৌরসভার ওয়েবসাইট চালু করা যাতে অনলাইনে সেবা পাওয়া যায়।
৩য়	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	ধনী, দারিদ্র্য, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যাতে ন্যায্যতা নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে পৌরসভার নিরপেক্ষ কাউন্সিলরসহ কমিউনিটির নিরপেক্ষ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে আইন প্রয়োগ করা।
৪র্থ	অভিযোগ নিরসন	পৌরসভায় অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল গঠন করা, অভিযোগের ধরন অনুসারে নিষ্পত্তির সময়সীমা বেধে দেওয়া এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পন্ন করা এবং প্রতিটি অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিবেশনে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
৫ম	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	পৌরসভার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নাগরিক অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা এবং বিভিন্ন কমিটিতে, বাজেট অধিবেশনে, সিবিও'র মাধ্যমে, পৌরসভার পৌর কর ধার্য ও আদায়সহ বিভিন্ন পৌর-সেবা কর্মে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, TLCC ও WC সদস্যগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও উজ্জীবিত ও সক্রিয় করা।

অন্যান্য (FGD, Ward Vision, SWOT ও Pourashava Vision থেকে প্রাপ্ত)

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	গুরুত্বপূর্ণ সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী/পুরুষ জনবল পদায়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, নাগরিক সেবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করা।
২য়	আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন	নিয়মিত পৌর কর আদায়সহ সকল আর্থিক বিষয়ে সংজ্ঞা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করাসহ পৌর সভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা সহ পৌর আধুনিক সুপার মার্কেট নির্মাণ।
৩য়	অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ	অনতিবিলম্বে Land use Plan, Drainage Master Plan অনুসরণ করে অপরিকল্পিত অবকাঠামো ও স্থাপনা নির্মাণের ওপর পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

উপরোক্ত অগ্রাধিকার নির্ণয়ে অবকাঠামোর ক্ষেত্রে রাস্তা, ফুটপাথ নর্দমা নির্মাণ, কালভার্ট/ব্রীজ নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একই সাথে পরিকল্পিতভাবে অবকাঠামোসহ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভূমি ব্যবহার ম্যাপসহ মাষ্টার প্লান, পরিবহণ ব্যবস্থাপনাসহ রোড নেটওয়ার্ক প্লান ও ড্রেনেজ মাষ্টার প্লান প্রণয়নের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর্থ-সামাজিক সেক্টরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে প্রথম এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তৃতীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থায় পৌরসভার কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে। অবশ্য পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অভিযোগ নিরসণ, পৌরসভার আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলোও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বোপরি, রায়পুর পৌরসভাকে দীর্ঘ মেয়াদী সম্মিলিত ভিশন অনুযায়ী পরিকল্পিত অবকাঠামোসহ সকল প্রকার বর্জ্য দূষণ মুক্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও সয়ংসম্পূর্ণ নিরাপদ শিল্প নগর হিসেবে যাতে গড়ে তোলা যায় তার জন্য পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যিক। এসব বিষয়কে সামনে রেখে রায়পুরপৌরসভার কোর গ্রুপের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করবে এটাই রায়পুরপৌরসভার পিডিপি প্রণয়নের প্রধান লক্ষ্য হোক।

৪.৪ পৌরসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন (Formulation of Pourashava Development Strategy)

কোর গ্রুপের নেতৃত্বে একটি সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল এবং সেক্টর ভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারিত হবে। ওয়ার্কিং গ্রুপ পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের বিষয়েও ভূমিকা পালন করবেন।

সেক্টর ভিত্তিক পর্যালোচনা, বিভিন্ন পর্যায়ের পর্যালোচনার ফলাফল এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ সেক্টর ভিত্তিককৌশল প্রণয়ন করবেন। স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত প্রয়োজন সমূহ সম্পদের প্রাপ্যতা, আর্থিক ও কারিগরি সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে সেক্টর ভিত্তিককৌশল প্রণীত হবে। কৌশলে পরিবেশগত, নারী সম্পর্কিত, পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনে দারিদ্র্য সম্পর্কিত সেক্টর ভিত্তিকআবশ্যিকতা, দারিদ্র্য চিত্র, কারিগরি সামর্থ্য পর্যালোচনা, এবং সেক্টর উন্নয়ন কৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪.৪.১ পৌরসভার মহা পরিকল্পনা বা এর খসড়া থাকলে তা পর্যালোচনা করা (Review of the Master Plan or its Draft if Available)

বর্তমানে বাংলাদেশের সকল শহরের জন্য মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অতীব প্রয়োজন। কারণ নগর এলাকায় অপরিকল্পিত ভাবে বাড়ী ঘর গড়ে উঠছে। ২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইনে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ৫ বছরের মধ্যে পৌরসভা গুলোকে তাদের মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু রায়পুর পৌরসভা সহ অধিকাংশ পৌরসভা শহর কেনো ব্যাপক

ভিত্তিক মহা পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে মহা পরিকল্পনা প্যাকেজে রায়পুর পৌরসভার জন্য একটি ভূমি ব্যবহার মহা পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং ড্রেনেজ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তার সাথে ভবিষ্যৎ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের নিয়ম মারফিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে রায়পুরপৌরসভার মহা পরিকল্পনায় ওয়ার্ড কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.৪.২ সার্বিক উন্নয়ন কৌশল (Overall Development Strategy)

১. পরিকল্পিত শিল্প নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহা-পরিকল্পনার আওতায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, রোড নেটওয়ার্ক, পরিবহন ও যোগাযোগ পরিকল্পনা, ড্রেনেজ মহা-পরিকল্পনা আকর্ষণীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
২. পরিকল্পিত নিরাপদ শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা;
৩. নাগরিক সেবা সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মান-সম্পন্ন সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা প্রদান করা;
৪. নিরাপদ শহর গড়ার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা;
৫. আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাসহ পৌরসভার সকল পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার করা।

৪.৪.৩ সেক্টর ভিত্তিক পর্যালোচনা ও কৌশল নির্ধারণ (Sector Review and Strategy)

একটি শহরে ভিশন এবং প্রধান প্রধান সেক্টরের অগ্রাধিকারই সেক্টর ভিত্তিক ভিশন এবং এর বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ে পথ দেখায়। সেক্টর ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করতে হলে বছর ভিত্তিক কৌশল ও বছর ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যিক। রায়পুর পৌরসভা সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি ও স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরী অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ এবং বাস্তবায়ন কৌশল অর্জনের জন্য সময় নির্বাচনসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিক সার্বিক বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় করা হয়েছে। এসব বিষয় নিম্নে বর্ণিত হল।

মান সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা সুবিধা

বাস্তবায়ন কৌশল ১ : ২০২৭ সালের মধ্যে রোড নেটওয়ার্ক পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পরিকল্পিত উপায়ে বাস/ট্রাক টার্মিনাল, আবাসন ব্যবস্থা, রাস্তা, ফুটপাথ, সেতু/কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ ও সড়ক-বাতি স্থাপনসহ সড়ক যোগাযোগ সুবিধা প্রদান করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

রায়পুর পৌরসভা আঞ্চলিক মহা-সড়কের মাধ্যমে সারা দেশের সাথে সংযুক্ত হলেও এর অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও পরিবহন ব্যবস্থা খুবই খারাপ। অধিকাংশ রাস্তা অপ্রশস্ত ও কাঁচা। শহরের অধিকাংশ এলাকায় সড়ক-বাতির ব্যবস্থা নেই। এছাড়া প্রতিটি পাড়া/মহল্লার অভ্যন্তরে চলার জন্য এবং পার্শ্ববর্তী রোড নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য কোন পাকা রাস্তা নেই। যানবাহন রাখা এবং যাত্রী ও মালামাল উঠা-নামার জন্য বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাসনের সংকট হচ্ছে। কৃষি জমিতে আবাসন গড়ে তোলায় দিন দিন কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। এজন্য কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে :

১. রোড নেটওয়ার্ক প্রণয়ন সহ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
২. পরামর্শকের সহায়তায় কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে প্রধান সড়ক, মাঝারি সড়ক, গলি রাস্তা চিহ্নিতকরণ;
৩. পৌরসভার অভ্যন্তরীণ রাস্তা/ফুটপাথ ইত্যাদির গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ণয়;

৪. অগ্রাধিকার অনুযায়ী ফুটপাথসহ নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা প্রশস্তকরণ, প্রয়োজনীয় সেতু/ কালভার্টসহ উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল রাস্তায় সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা;
৫. পরামর্শকদের সহায়তায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রাস্তার কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন;
৬. পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ইত্যাদির জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী;
৭. রাস্তার জংশনে ট্রাফিক 'সাইন' ও 'মার্কিং' স্থাপন করা এবং ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা;
৮. যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে জড়িত সরকারি সংস্থা এলজিইডি এবং সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় বিধান করা;
৯. সম্পদ সংগ্রহ পরিকল্পনা ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম গ্রহণ (Phasing);
১০. কৃষি জমি রক্ষার স্বার্থে প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন গড়ে তুলতে হবে।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পৌরসভা ও এলজিইডি	✓				
(২) অগ্রাধিকার নির্ণয়	পৌরসভা পরামর্শক	✓				
(৩) পৌর সড়ক- বাতির উন্নয়ন কাজের ধরন নির্ধারণ	পৌরসভা ও বিঃউঃবোঃ	✓	✓	✓		
(৪) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রাস্তার নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি।	পৌরসভা পরামর্শক	✓	✓			
(৫) আবাসন ব্যবস্থা, বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা ও সওজ	✓	✓	✓	✓	✓
(৬) ট্রাফিক সাইন, রাস্তা মার্কিং ও ফুটপাথ দখলমুক্ত করণ	পৌরসভা ও পুলিশ প্রশাসন	✓	✓			
(৭) স.ও.জ. এবং এলজিইডির সাথে সমন্বয়	পৌরসভা, সওজ ও এলজিইডি	✓	✓	✓	✓	✓
(৮) সম্পদ সংগ্রহ বাজেট বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

বাস্তবায়ন কৌশল ২ : ২০২৩ সালের মধ্যে ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ২০২৭ সালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ পরিকল্পিত নর্দমা ব্যবস্থা উন্নয়ন।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

রায়পুর পৌরসভায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পৌর এলাকার মধ্যে অধিকাংশ রাস্তা-ঘাট বাড়ী হতে নিচু হওয়ায় বাড়ী ঘরের পানি রাস্তার উপর এসে পড়ে ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান ড্রেন এলাকায় রাস্তার পাশের নিচু জায়গার সাথে সংযোগ দেওয়া আছে। এছাড়া শহরের মধ্যে বিদ্যমান ড্রেনেজ এর যে নেটওয়ার্ক আছে তা অপরিপূর্ণভাবে নির্মিত। এসব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় :

১. প্রণীত ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরম্ভ করা;
২. ড্রেনেজ প্লানে চিহ্নিত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ড্রেনের বিস্তারিত জরিপ কাজ সম্পাদন করা;
৩. সুনির্দিষ্ট আউটফলসহ বিস্তারিত কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী করা এবং নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন;

৪. নতুন ড্রেন উন্নয়নের সাথে বিদ্যমান ড্রেনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপ-প্রকল্প তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা;
৫. নতুন ড্রেন ও বিদ্যমান কাঁচা/পাকা ড্রেন পরিষ্কার ও আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য জনবল নিয়োগসহ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা;
৬. জলাবদ্ধতা কমানোর জন্য পুকুর জলাশয় সংরক্ষণ করা;
৭. সম্পদ সংগ্রহ, বাজেট বরাদ্দ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক (Phasing) করা;
৮. ড্রেনের পরিচ্ছন্নতা ও পানির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা করা;
৯. গ্রোথ সেন্টার ও বাজারের বর্জ্য দ্বারা ড্রেন/খালের দূষণ রোধ কল্পে ব্যবস্থা করা; এবং
১০. সরকারী খাল দখলমুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) ড্রেনেজ পরিকল্পনা অনুসরণে সমন্বিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ।	পৌরসভা ও পাঃউঃবোঃ	✓				
(২) অধাধিকার প্রাপ্ত ড্রেনের বিস্তারিত জরিপ করা।	পৌরসভা, পাঃউঃবোঃ ও পরামর্শক	✓				
(৩) জরিপ অনুযায়ী নকশা ও প্রাক্কলনসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা	পৌরসভা, পাঃউঃবোঃ ও পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓
(৪) পুকুর জলাশয় সংরক্ষণ	পৌরসভা	✓	✓			
(৫) ড্রেন নির্মাণ ও মেরামতের জন্য উপ-প্রকল্প তৈরি	পৌরসভা ও পরামর্শক	✓	✓	✓	✓	✓
(৬) ড্রেন আবর্জনা মুক্ত রাখার কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা	✓	✓			
(৭) বাজেট বরাদ্দ ও Phasing	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓
(৮) ড্রেনের পানির মান মনিটরিং	পৌরসভা, ডিওই ও ডিপিএইচই	✓	✓	✓	✓	✓
(৯) গ্রোথ সেন্টার ও বাজারের বর্জ্যের দূষণ রোধ	পৌরসভা, ডিওই ও শিল্প প্রতিষ্ঠান	✓	✓	✓	✓	✓
(১০) খাল দখলমুক্ত করে সংস্কার/খনন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ	পৌরসভা, প্রশাসন ও পুলিশ	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

বাস্তবায়ন কৌশল ৩ : ২০২৭ সালের মধ্যে সমগ্র শহরে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপনসহ ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বৃহৎ আকারে নল বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

রায়পুর পৌরসভায় নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। পৌরসভা সীমিত সংখ্যক হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করেছে। তবে বেশির ভাগ জনগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অগভীর নলকূপ স্থাপন করে সুপেয় পানির চাহিদা মিটিয়ে থাকে। অন্যদিকে রায়পুরপৌরসভার জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করলে অতিদ্রুত পৌরসভার শহর এলাকায় ওভার হেড ট্যাংক এর মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- (১) DPHE এর সহায়তায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলনসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন এবং পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়ন;
- (২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনাসহ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পানির বিল প্রস্তুত ও বিল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রণয়ন করা;
- (৩) পানি সরবরাহ বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- (৪) যে সমস্ত এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন করা সম্ভব নয় অথবা ব্যয়বহুল সে সমস্ত এলাকায় হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন করা; এবং
- (৫) মনিটরিং এর মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা নির্ণয় ও প্রয়োজনে তা সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭					
		বৎসর					
(১-ক) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের সম্ভাব্য এলাকা নির্বাচন	পৌরসভা, পরামর্শক ও ডিপিএইচই	✓					
(১-খ) উক্ত ব্যবস্থার Viability যাচাই	পৌরসভা, ডিপিএইচই ও পরামর্শক	✓					
(২) কারিগরি নকশা ও প্রাক্কলন/উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	পৌরসভা, ডিপিএইচই ও পরামর্শক	✓	✓				
(৩) বিল প্রস্তুত ও বিল সংগ্রহসহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	পৌরসভা, পরামর্শক ও ডিপিএইচই	✓	✓				
(৪-ক) পানি সরবরাহ বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ	পৌরসভা	✓	✓				
(৪-খ) জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি	পৌরসভা, UMSU/PMO	✓	✓				
(৫) প্রকল্পের আওতায় কাজ বরাদ্দ ও কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা ও ডিপিএইচই	✓	✓				
(৬) প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন	পৌরসভা ও PMO	✓	✓				
(৭) মনিটরিং ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা, PMO ও ডিপিএইচই	✓	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

বাস্তবায়ন কৌশল ৪ : ২০২৭ সালের মধ্যে মহিলাদের জন্য সু ব্যবস্থা রেখে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনাসহ ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

রায়পুর পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন ৪ টি পাবলিক টয়লেট আছে। পারিবারিক স্যানিটেশনের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। ৩৫% পরিবার সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেঃ

- (১) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা;
- (২) Consultants গনের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করে পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা ও উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা;
- (৩) পুরুষ ও মহিলাদের সুব্যবস্থা রেখে সকল পাবলিক টয়লেটের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ও নির্মাণ করা;

- (৪) পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- (৫) ১০০% পারিবারিক স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্রাক ওয়াস কর্মসূচীতে জরিপকৃত ও চিহ্নিত অস্বাস্থ্যকর সকল ল্যাট্রিন ও হতদারিদ্র্য পরিবারদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা করা;
- (৬) স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ করণ কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে প্রতি পরিবারে জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে নাগরিকদের উৎসাহিত করা;
- (৭) পর্যায়ক্রমে অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন দ্বারা প্রতিস্থাপনের/উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- (৮) হতদারিদ্র্যদের জন্য স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে পারিবারিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদান করা;
- (৯) সেপটিক ট্যাংকের পক্ষিল উত্তোলন ও পরিবহণের জন্য ভ্যাকুয়াম ট্যাংকারের ব্যবস্থা করে তার মাধ্যমে পক্ষিল অপসারণ করা।
- (১০) বর্ণিত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) সংশ্লিষ্ট বিভাগে জনবল নিয়োগ	পৌরসভা ও এলজিডি	✓				
(২) পাবলিক টয়লেটের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন	পৌরসভা ও পরামর্শক	✓				
(৩) নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি ও নির্মাণ	পৌরসভা ও পরামর্শক	✓	✓			
(৪) পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ	পৌরসভা ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান	✓	✓			
(৫) পারিবারিক টয়লেট জরিপ করে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট চিহ্নিত করা।	পৌরসভা	✓	✓			
(৬) স্যানিটেশন সম্পর্কে গনসচেতনতা বৃদ্ধি/প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন	পৌরসভা	✓	✓			
(৭) অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন উচ্ছেদ/প্রতিস্থাপন	পৌরসভা ও পরিবার প্রধান	✓	✓			
(৮) হতদারিদ্র্যদের জন্য স্বল্প/বিনামূল্যে ল্যাট্রিন প্রদান	পৌরসভা	✓	✓			
(৯) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পক্ষিল অপসারণের স্থান তৈরি।	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓
(১০) ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার দ্বারা পক্ষিল অপসারণ	পৌরসভা ও এনজিও					
(১১) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ	পৌরসভা ও পিএমও	✓	✓	✓	✓	✓
(১২) স্যানিটেশন মনিটরিং	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

বাস্তবায়ন কৌশল ৫ : ২০২৭ সালের মধ্যে বর্জ্য অপসারণের জন্য ডাস্টবিন, ট্রান্সফার স্টেশন ও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণসহ সমগ্র পৌরসভাকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

রায়পুর পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি খুবই সীমিত। বর্জ্য অপসারণের জন্য কোন ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই বিধায় পৌরসভার রাস্তার পাশে বা নিচু জায়গায় যেখানে সেখানে ফেলা হয়। এ শাখায় জনবল সীমিত। হাসপাতাল বর্জ্য বা শিল্প বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের কোন ব্যবস্থা নেই। সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- (১) বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে ২০/২৫ বছরের চাহিদা নিরূপণ করে ট্রান্সফার স্টেশন ও ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (২) বর্জ্য সম্প্রসারণের জন্য ট্রান্সফারস্টেশন ও স্যানিটারি ল্যান্ডফিল গ্রাউন্ডের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরিসহ উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- (৩) পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগ;
- (৪) বাড়ী বাড়ী থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহের পদ্ধতি প্রবর্তন করা;
- (৫) বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
- (৬) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা ও সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- (৭) রাস্তা ঝাড়ু এবং হাট বাজার এলাকার বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- (৮) হাসপাতাল বর্জ্য অপসারণের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা;
- (৯) রায়পুর পৌর এলাকার ২টি গ্রোথ সেন্টারের বর্জ্য অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তর/বিভাগের সাথে সমন্বয় করা; এবং
- (১০) সার্বক্ষণিক মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) বর্জ্য অপসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচী	পৌরসভা, পরামর্শক ও ডিপিএইচই	✓				
(২) ডাস্টবিন, ট্রান্সফার স্টেশন ও স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি ও নির্মাণ।	পৌরসভা, পরামর্শক ও ডিপিএইচই	✓				
(৩) সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবল নিয়োগ	পৌরসভা, পরামর্শক ও ডিপিএইচই	✓	✓			
(৪) বাড়ী-বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ	পৌরসভা, পরামর্শক ও ডিপিএইচই	✓	✓			
(৫) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	পৌরসভা,	✓	✓	✓	✓	✓
(৬) হাট-বাজার ও রাস্তার আবর্জনা অপসারণ	পৌরসভা, UMSU/PMO	✓	✓	✓	✓	✓
(৭) হাসপাতাল বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম	পৌরসভা, ডিপিএইচই	✓	✓	✓	✓	✓
(৮) বাজার বর্জ্য অপসারণ/ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থাপনা	পৌরসভা, UMSU/PMO	✓	✓			
(৯) নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ	পৌরসভা, PMO ও ডিপিএইচই	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

বাস্তবায়ন কৌশল ৬ : ২০২৭ সালের মধ্যে পৌর এলাকায় বিনোদন সুবিধার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

রায়পুর পৌরসভায় বর্তমানে যে বিনোদন সুবিধা নেই বললেই চলে। WC, TLCC থেকে যে সকল পরামর্শ এসেছে, তার মধ্যে শিক্ষামূলক শিশুপার্ক ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ, খেলার মাঠ তৈরি, এলাকা ভিত্তিক পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ অন্যতম। তন্মধ্যে পৌরসভার উদ্যোগে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, তা নিম্নে বর্ণিত হলঃ

- (১) প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়াকওয়েসহ একটি করে পার্ক নির্মাণ;
- (২) প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা;

- (৩) অডিটোরিয়াম/কমিউনিটি সেন্টারের জমি অধিগ্রহণ ও নির্মাণ;
- (৪) খেলারমাঠ/স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ক্রীড়া সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা;
- (৫) বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন; এবং
- (৬) পার্ক, পাঠাগার, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি পরিচালন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখা;
- (৭) সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রাপ্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অব্যবহৃত জায়গায় নির্মাণ।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও নদী সরঞ্জার	পৌরসভা, প্রশাসন ও পাওবো	✓				
(২-ক) MDSC এর মাধ্যমে সমীক্ষা করে পার্কের স্থান নির্বাচন।	পৌরসভা ও পরামর্শক	✓				
(২-খ) জমি অধিগ্রহণ।	পৌরসভা ও ভূমি প্রশাসন	✓	✓			
(২-গ) পার্কের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি ও পার্ক নির্মাণ	পৌরসভা ও পরামর্শক	✓	✓			
(৩) প্রতি ওয়ার্ডে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ।	পৌরসভা ও শিক্ষা দপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓
(৫) চিড়িয়াখানার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ	পৌরসভা	✓	✓			
(৬) খেলারমাঠ/স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓
(৭). বাজেট বরাদ্দ ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	পৌরসভা, পিএমও ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓
(৮) পার্ক/পাঠাগার/অডিটোরিয়াম ইত্যাদি পরিচালন ব্যবস্থা	পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

বাস্তবায়ন কৌশল ৭ : ২০২৭ সালের মধ্যে গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ ও সকল কাঁচা বাজারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা।

কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম

পৌর আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে ঘর বাড়ী, হাট বাজার মার্কেট ছোট ছোট শিল্প কারখানা ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। এই সমস্ত অপরিকল্পিত স্থাপনাকে পরিকল্পিত উপায় তৈরী করা প্রয়োজন। পৌর মালিকানায় ৩টি বাজার আছে তবে উহা অত্যন্ত জরাজীর্ণ। ব্যক্তি মালিকানায় ২৫টি পাকা ও ০৫টি সেমি পাকা মার্কেট রয়েছে। এ ছাড়া পৌর এলাকায় ছোট/বড় ৯টি হাট ও ৪টি কাঁচা বাজার রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে :

- (১) MDS পরামর্শকদের সহায়তায় পৌর এলাকার মধ্যে সমীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রোথ সেন্টার ও কসাইখানার সংখ্যা নির্ণয় করে, তা নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- (২) সকল গ্রোথ সেন্টারের ভৌত অবকাঠামো যথা- মাছ, মাংস/শাকসব্জি সেড, পুরুষ ও মহিলা পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পানি সরবরাহ, রাস্তা, ড্রেন, ডাস্টবিন ইত্যাদি নির্মাণ, উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী করা;
- (৩) বাজেট বরাদ্দ করে ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- (৪) সকল গ্রোথ সেন্টার ও কসাইখানা পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রয়োজনে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দেওয়া;
- (৫) অপরিকল্পিতভাবে আবাসিক এলাকায় গড়ে উঠা স্থাপনাকে পরিকল্পিত উপায় স্থানান্তরিত করা।
- (৬) মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) গ্রোথ সেন্টারের নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী ও তা নির্মাণ করা	পৌরসভা ও পরামর্শক	✓				
(২) পৌরসভার মালিকানাধীন গ্রোথ সেন্টার চিহ্নিতকরণ	পৌরসভা	✓				
(৩-ক) গ্রোথ সেন্টারের জরিপ করে অবকাঠামো চহিদা নিরূপণ	পৌরসভা ও পরামর্শক	✓	✓			
(৩-খ) চাহিদানুযায়ী নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী	পৌরসভা ও পরামর্শক	✓	✓			
(৪) বাজেট বরাদ্দ, উপ-প্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়ন	পিএমও, পৌরসভা ও পরামর্শক	✓	✓			
(৫) বেসরকারিকরণসহ গ্রোথ সেন্টার পরিচালনা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা, এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	✓	✓	✓	✓	✓
(৬) মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নঃ

বাস্তবায়ন কৌশল-১ঃ ২০২২ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস করণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন করে তার আওতায় ২০২৭ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসের সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

রায়পুর পৌরসভায় (বস্তির সংজ্ঞা অনুযায়ী) ১০টি বস্তি রয়েছে এবং ৩৬টি ক্লাস্টারে অনেক দারিদ্র্য পরিবার বসবাস করে। এ জন্য দারিদ্র্য নিরূপণ ও কৌশল প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে আলাদা কর্মসূচীর আওতায় দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে রায়পুরপৌরসভায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে। PRAP এর আওতায় গ্রহণযোগ্য ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- (১) ২০২৭ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে রায়পুর পৌরসভার জন্য দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন;
- (২) PRAP এর আওতায় চিহ্নিত ভৌত অবকাঠামো (রাস্তা/ফুটপাথ, স্যানিটেশন, ড্রেন, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- (৩) PRAP এ বর্ণিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণের আর্থ সামাজিক কার্যক্রম যথা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- (৪) ভৌত অবকাঠামোর জন্য নকশা ও প্রাক্কলন তৈরী এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- (৫) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা; এবং

(৬) অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) PRAP প্রণয়ন	পৌরসভা ও সুবিধাভোগী	✓				
(২-ক) PRAP অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো চিহ্নিত করণ	পৌরসভা ও সুবিধাভোগী	✓	✓			
(২-খ) অবকাঠামোর নকশা ও প্রাক্কলন তৈরি	পৌরসভা ও সুবিধাভোগী	✓	✓			
(২-গ) বাজেট বরাদ্দ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বাস্তবায়ন	পৌরসভা ও সুবিধাভোগী	✓	✓	✓	✓	✓
(৩-ক) PRAP এর আওতায় আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম চিহ্নিত করণ	পৌরসভা ও সুবিধাভোগী	✓	✓			
(৩-খ) চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মসূচী প্রণয়ন	পৌরসভা ও সুবিধাভোগী	✓	✓	✓	✓	✓
(৩-গ) বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓
(৪) মনিটরিং ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

বাস্তবায়ন কৌশল-২ : ২০২৭ সালের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

রায়পুর পৌরসভার মধ্যে (বস্তির সংজ্ঞা মোতাবেক) ১০টি বস্তি ও ৩৬টি ক্লাস্টার থাকলেও দারিদ্র্য পরিবারের সংখ্যা অনেক। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য অন্যান্য দারিদ্র্য হ্রাস করণ কার্যক্রম, যথা-ভৌত অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন ছাড়াও কর্ম সংস্থানের উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যিক। রায়পুর পৌরসভার পেশা ভিত্তিক পরিবার চিত্র অনুযায়ী পৌর এলাকার ১৬% পরিবার চাকুরি; ৫০% পরিবার কৃষি কর্ম এবং ৩৪% পরিবার ব্যবসা ও অন্যান্য পেশায় জীবিকা নির্বাহ করে। কাজেই ব্যবসায়, কৃষি ও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা অবশ্যিক :

- (১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কারখানা, ব্যবসায় ও অন্যান্য কৃষি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের চাহিদার ক্ষেত্রসমূহ নিরূপণের জন্য জরিপ পরিচালনা করা;
- (২) কৃষি ব্যবসায় ও শিল্প ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ;
- (৩) সরকারি (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)/বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- (৪) পৌরসভা কর্তৃক এ বিষয়ে প্রচার প্রচারনার কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- (৫) প্রয়োজনীয় বাজেট অর্থ বরাদ্দ রাখা ও বাস্তবায়ন।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) ব্যবসায়, কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্র নিরূপণ	পৌরসভা ও এনজিও	✓				
(২) কর্ম ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয় নির্বাচন	পৌরসভা ও এনজিও	✓				
(৩) কর্ম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি	পৌরসভা ও এনজিও	✓				
(৪) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	পৌরসভা, যুগউঃঅঃ এনজিও	✓	✓	✓	✓	
(৫) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে প্রচারণা চালানো	পৌরসভা ও এনজিও	✓	✓	✓	✓	✓
(৬) কর্ম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন	পৌরসভা, যুগউঃঅঃ এনজিও	✓	✓	✓	✓	✓
(৭) বাজেট বরাদ্দ ও মনিটরিং	পৌরসভা, যুগউঃঅঃ এনজিও	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

বাস্তবায়ন কৌশল -৩ : ২০২৭ সালের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী স্টেক হোল্ডারগণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৪র্থ অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সংগত করণেই এ দু'টি ক্ষেত্রে পৌরসভাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

শিক্ষা

- (১) শিক্ষার সুযোগ ও প্রসারে কাজ করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা;
- (২) যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই, সে সকল এলাকায় সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;
- (৩) পৌরসভা কর্তৃক স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন করে দারিদ্র্য পরিবারের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং বিনামূল্যে বই বিতরণ নিশ্চিত করা;
- (৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এনজিও সংগঠিত করে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করা এবং
- (৫) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা এবং অগ্রগতি মনিটরিং করে ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

স্বাস্থ্য

- (১) পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা;

- (২) বাজার পরিদর্শন করে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ এবং ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৩) সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনে পৌরসভা কর্তৃক উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;
- (৪) প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে গণ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার প্রচারণা/র্যালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা;
- (৫) প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা; এবং
- (৬) কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (শিক্ষা)

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) স্থায়ী কমিটি গঠন ও দায়িত্ব প্রদান	পৌরসভা	✓				
(২) সরকারি/বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ	পৌরসভা, শিক্ষা বিভাগ, সংস্থা	✓				
(৩) সেটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন	পৌরসভা	✓	✓			
(৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এনজিও সংগঠিত করা	পৌরসভা, এনজিও	✓	✓	✓	✓	✓
(৫) অগ্রগতি মনিটরিং	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (স্বাস্থ্য)

কার্যক্রম	সংস্থা	কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২- ২০২৭				
		বৎসর				
(১) প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ	পৌরসভা ও এলজিডি	✓				
(২) খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ	পৌরসভা	✓	✓	✓	✓	✓
(৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ	পৌরসভা	✓	✓			
(৪) ওয়ার্ড ভিত্তিক ই.পি.আই কর্মসূচী গ্রহণ	পৌরসভা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓
(৫) মাতৃমঙ্গল/ প্রসূতি কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ	পৌরসভা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	✓	✓			
(৬) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গণ সচেতনতা, র্যালী ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ	পৌরসভা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	✓	✓	✓	✓	✓

বাস্তবায়নকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : পৌরসভা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, শিক্ষা বিভাগ ও এল জি ই ডি।

** ২০২২ সাল বলতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এবং ২০২৭ সাল বলতে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম বুঝাবে।

*** বছর বলতে অর্থ বছর বুঝাবে

পৌরসভার গভার্নেন্স/পরিচালন পদ্ধতিঃ

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা বা Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। UGIAP এ বর্ণিত পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির মাপকাঠিতে চাহিদা মোতাবেক পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারলে তবেই সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বিনিয়োগের অর্থ বরাদ্দ পাবে। এ জন্য UGIAPএর প্রথম পর্যায়ের কাজ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করতে পারলে ঐ পৌরসভা দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হবে এবং UGIAPএর দ্বিতীয় পর্যায়ের সকল কাজ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করতে পারলে ঐ পৌরসভা প্রকল্পের অবশিষ্ট প্রকল্প তহবিল থেকে বিনিয়োগ সহায়তা পাবে। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির পরও UGIAPএ বর্ণিত

পরিচালন ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, যার ফলশ্রুতিতে পৌরসভা আর্থিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়সহ সেবা সরবরাহের সকল ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে। পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার ওপর স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত ভিশন বাস্তবায়নের অধিকারের ক্ষেত্রসমূহের বাস্তবায়ন কৌশলের সাথে UGIAPএর কার্যাবলী সমন্বিত করে কোর গ্রুপের স্থিরকৃত লক্ষ্য এবং তা অর্জনের কৌশলসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কৌশল বাস্তবায়নের সময় ভিত্তিক কার্যক্রম UGIAPএ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত UGIAPএর (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) কপি **পরিশিষ্ট-১** আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত কৌশল ও UGIAPএর কার্যাবলী সমন্বিত করে কোর গ্রুপের স্থিরকৃত লক্ষ্য, কৌশল ও কৌশল বাস্তবায়নের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

বাস্তবায়ন কৌশল-১ : ২০২৭ সালের মধ্যে রায়পুর পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌর সেবা কর্মে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং তা অব্যাহত রাখা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

পৌরসভার আর্থিক, প্রশাসনিক ও সেবা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের বিষয় UGIAPএ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নেও বিভিন্ন পর্যায়ে পৌর নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে চিহ্নিত কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নে ওয়ার্ড কমিটি (WC) এবং নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
২. পিডিপি প্রণয়নের অংশ হিসেবে পৌর নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন পরিচালনা করে ভিশন ২০২৭ প্রণয়ন করা;
৩. পৌরসভার মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নগর সমন্বয় কমিটি TLCC গঠন এবং তাদের অংশ গ্রহণে পিডিপি প্রণয়ন তদারকিসহ UGIAPএর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যপরিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
৪. প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে মহিলা ও দরিদ্রদের প্রতিনিধিসহ ওয়ার্ডের সকল স্তরের নাগরিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি (WC) গঠন ও UGIAPএ বর্ণিত কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
৫. আর্থ সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যের কৌশল-২ এর বর্ণিত PRAP পিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে UGIAP বর্ণিত কার্যপরিধির আলোকে বাজেট বরাদ্দসহ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা; এবং
৬. মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে গঠিত জেডার কমিটির নেতৃত্বে পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan(GAP) তৈরী করে তা পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা , প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেডার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা, GAPএর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছরবাজেট তৈরী করে পৌরসভায়দাখিল করা এবং পৌরসভা কর্তৃক GAP বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

UGIAP (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) উপরোক্ত কমিটি/সংগঠনের এবং GAP ও PRAP এর কার্য-পরিধিসহ সময় ভিত্তিক ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা আছে এবং তদনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে UGIAP এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রমের বিষয় আছে তা নিম্নরূপঃ

প্রথম পর্যায়

১. TLCC গঠন ও কার্যকর রাখা এবং কমপক্ষে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত করা।
২. WC গঠন ও কার্যকর রাখা এবং কমপক্ষে ২টি সভা অনুষ্ঠিত করা।
৩. বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও প্রকাশ।
৪. জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিডিপি প্রণয়ন।

দ্বিতীয় পর্যায়

১. সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রকাশ;
২. সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের পৌর সেবার মান ও পরিমাণ সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহ;
৩. পৌরসভা পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার সেল গঠন এবং কার্যপরিধি অনুযায়ী তা কার্যকর রাখা;
৪. নিয়মিত TLCC ও WC এর সভা অনুষ্ঠান করা;
৫. বাজেট প্রস্তাব জনসমক্ষে প্রকাশ ও TLCC তে আলোচনা করা ও প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখা;

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

UGIAP প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে সময় ভিত্তিক উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে এবং তদনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল-৩ : ২০২৭ সালের মধ্যে তৈরী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অনুসরণে অপরিবর্তিত ভাবে আবাসিক ভবন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

ভূমি সীমাবদ্ধ একটি সম্পদ। মানব জীবনের সকল চাহিদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ভূমি থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী ব্যাপী জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান আধিক্যের ফলে ভূমির যথাযথ ও পরিকল্পিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে; বিশেষ করে নগর জীবনে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। নগর এলাকায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নগরকে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ, যাতায়াত ও পরিবেশ বান্ধব, অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেকসই আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই প্রতিটি নগর এলাকার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা থাকা অতি জরুরি।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

রায়পুর পৌরসভার জন্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শে UGIAP কর্মসূচী মোতাবেক ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে UGIAP এর বর্ণনা অনুযায়ী রায়পুরপৌরসভার নগর পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হালনাগাদ করণসহ সংযুক্ত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় বর্ণিত সকল প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তা ছাড়া অত্র PDP ভুক্ত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পরিশিষ্ট-৪)এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত ভূমি ব্যবহার ম্যাপ/ প্ল্যান প্রণয়নে নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

UGIAP এ বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কার্যক্রম অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া যে কোন ভৌত অবকাঠামো, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও আবাসনসহ সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণের প্ল্যান অনুমোদনে পৌরসভাকে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অনুসরণ করতে হবে।

কৌশল-৪ : ২০২৭ সালের মধ্যে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন, তদারকী বৃদ্ধি এবং তথ্য আদান প্রদানসহ e-governance প্রতিষ্ঠান জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

রায়পুরপৌরসভার অর্গানোগ্রামে বর্ণিত অনুমোদিত পদের ৪৬.৯১% পদ শূন্য রয়েছে। এদের মধ্যে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা এর মত গুরুত্বপূর্ণ পদও শূন্য আছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধির বিবরণ আছে; কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করার জনবল নেই। সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে UGIAP এ বর্ণিত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবেঃ

১. সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে পৌরসভার আকার ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জনবল নিয়োগ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ কর্মকর্তা কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার/নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
২. সকল স্থায়ী কমিটি গঠন ও তা UGIAP এ বর্ণিত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসরণে সকল কমিটিসমূহকে কার্যকর (Activate) করা;
৩. এলজিইডি অফিস কর্তৃক ভৌত কাজের মালামাল পরীক্ষা করে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা;
৪. UGIAPএর সকল কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি PMO তে দাখিল; এবং
৫. UGIAP এর বর্ণনা মতে e-governance এর কার্যক্রম আরম্ভ করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে UGIAP এ সময় ভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা আছে, যার ভিত্তিতে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা হবে।

কৌশল-৫ : ২০২৭ সালের মধ্যে পৌরকরসহ সকল আর্থিক বিষয়ে শৃংখলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৌরসভা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

কৌশল বাস্তবায়ন কার্যাবলী

পৌরসভার আর্থিক বিষয়ে শৃংখলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য UGIAP এ কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের শর্তাবলীর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসকল কার্যাবলী বাস্তবায়িত হলে এক দিকে পৌরসভার হিসাব ব্যবস্থায় শৃংখলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্য দিকে আর্থিক বিষয়ে পৌরসভা স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। এসকল কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১. কম্পিউটারাইজড হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
২. কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে উৎপাদিত বিল প্রস্তুত ও চালু রাখা;
৩. বার্ষিক ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম চালু রাখা এবং আদায় বৃদ্ধি করা;
৪. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি;
৫. বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল দায় দেনা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা (ঋণ পরিশোধের হার বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ২৫% এর কম থাকবে);
৬. ৩ মাসের অধিক সময়ের বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলসহ সকল বকেয়া বিল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা; এবং
৭. আর্থিক বিবরণী তৈরী এবং অডিট অ্যান্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা।

কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য UGIAPএ সময় ভিত্তিক করণীয় (বাস্তবায়ন প্রণালী) বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে, যা অনুসরণে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.৪.৪ উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Sub-Project Identification and Feasibility Study)

ওয়ার্কিং গ্রুপ সেক্টর সমূহের অগ্রাধিকার এবং সেক্টর অনুযায়ী প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। পৌরসভার কোর গ্রুপের পরামর্শক্রমে এটা চূড়ান্ত করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, চিহ্নিত এসব প্রকল্প সমূহ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট প্রকল্প অর্থায়ন করবে না বরং এসব প্রকল্পে সরকার, পৌরসভার নিজস্ব তহবিল এবং অন্যান্য বৈদেশিক তহবিল থেকে অর্থায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু সবগুলো অবশ্যই পৌরসভা উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বহিরাগত পরামর্শক/কনসালটেন্ট সহযোগীতা করবে এবং এলজিইডি'র মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্প ধারণায় পটভূমি, প্রকল্পের যৌক্তিকতা, সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, সেবা প্রদানের জন্য লক্ষ্যভুক্ত জনসংখ্যা, প্রকল্প কার্যক্রম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঠামো, সম্ভাব্য মোট বিনিয়োগ চাহিদা, আর্থিক উৎস, পৌরসভার অনুদান, নির্ধারিত সময়সীমা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনাসহ আর্থিক পর্যালোচনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ক) উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণ (Sub Project Identification)

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ যে কোন প্রকল্প বাছাইয়ের সাথে সাথে তার উপ-প্রকল্প নির্বাচন করা জরুরী এবং এর ভিত্তিতেই পৌরসভাগুলো তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে। যে কোন উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণে এর প্রাসঙ্গিকতা, সম্ভাব্যতা, দক্ষতা, প্রভাব, স্থায়ীত্ব, সামাজিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। নিম্নোক্ত সারণীতে পৌরসভার বিভিন্ন উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণ করা হয়েছে-

টেবিল : পৌরসভার বিভিন্ন উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণ

ক্রঃ নং	সাব-সেক্টর	অঙ্গ
১	যাতায়াত	ব্রীজ ও কালভার্টসহ পৌরসভা সড়ক
		বাস ও ট্রাক স্টেশন
		পার্কিং এলাকা
২.	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ	ড্রেইন
৩.	পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন	পানি সরবরাহ লাইন
		নলকূপ
৪.	বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৫.	নগর সুবিধাদি	পৌর বিপনী বিতান
		কসাইখানা
		সড়ক বাতি
		বিনোদন পার্ক নির্মাণ
৬	দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মৌলিক সেবাসমূহ	গণ ও কমিউনিটি ভিত্তিক শৌচাগার
		ফুটপাথ, ড্রেন, স্যানিটেশন ও নলকূপসহ বস্তির উন্নয়ন।

খ) সম্ভাব্যতা যাচাই (Fasibility Study) :

উপ-প্রকল্প চিহ্নিত এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করার সময় জনগণের চাহিদা, কারিগরী ও পরিবেশগত বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই এই পর্যায়ে সরাসরি করা হয় নেই। যা প্রতি ধাপে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই করা হবে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নে যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যেন পরিবেশের উপর বিরূপ কোন প্রভাব না ফেলে। প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা বা পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করতে হবে এমন উপ-প্রকল্পসমূহ প্রাথমিক বরাদ্দের জন্য নির্বাচন করা উচিত হবে না কারণ

এর জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। পৌরসভার কোন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দেখতে হবে এটি পৌরসভার রাজস্ব আয়বর্ধক কিনা। এছাড়াও রায়পুরপৌরসভা কর্তৃক আয়োজিত FGD, Ward Visioning, Paura Visioning, Stakeholder Analysis সহ সকল শ্রেণী-পেশার জনগণ একমত যে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না।

৪. ৫ আর্থিক ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Financial and Investment Planning)

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অন্যদিকে সর্বকালে সকল পরিবেশে পর্যাপ্ত অর্থের সংকুলান করা একটি কঠিন কার্যক্রম হিসেবে প্রমাণিত; বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থের সীমাবদ্ধতা কারণে যথাসময়ে যথোপযুক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের পৌরসভার অবস্থা আরও নাজুক। কাজেই বিদ্যমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই সুষ্ঠু আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও তার সময়োপযোগী, অগ্রাধিকার ভিত্তিক, যৌক্তিক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ভিশন অর্জনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক। একই সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভার আর্থিক ভিত মজবুত করতঃ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্থায়ীত্বশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌরসভার আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী। এসব বিষয়কে সামনে রেখেই রায়পুর পৌরসভা “ভিশন ২০২৭” অর্জনের লক্ষ্যে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরী ও এর স্থায়ীত্বশীলতার জন্য কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.৫.১ রাজস্ব আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ (Revenue Income and Expenditure Analysis)

রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রসমূহ (Scopes the Income of Revenue)

রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইনের ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়ের ৯৮ ধারার বর্ণনা অনুসরণে পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি আরোপ করতে পারবে। তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- ১। ইমারত এবং ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর;
- ২। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর;
- ৩। ভূমি উন্নয়ন কর এবং আদায়কৃত করের ২% অংশ;
- ৪। ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের আবেদনের উপর ফিস;
- ৫। পৌর এলাকায় ভোগ, ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানি পণ্যের উপর ফিস;
- ৬। পৌর এলাকা হতে রপ্তানি পণ্যের উপর কর;
- ৭। টোল জাতীয় ফিস;
- ৮। পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর;
- ৯। জন্ম, বিবাহ, দস্তক এবং ভোজের উপর ফিস;
- ১০। বিজ্ঞাপনের উপর কর;
- ১১। সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্রবিনোদনের উপর কর;
- ১২। মোটর গাড়ি ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর;
- ১৩। বাতি রেইট ও অগ্নি রেইট;
- ১৪। ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট;

- ১৫। জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন রেইট;
- ১৬। পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট;
- ১৭। সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন করের উপর উপ-কর;
- ১৮। পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোন জনসেবামূলক কার্য হতে প্রাপ্ত সুবিধাদির উপর ফিস;
- ১৯। মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস;
- ২০। পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতির জন্য ফিস;
- ২১। পৌরসভা কর্তৃক বিশেষ সেবার উপর ফিস;
- ২২। পশু জবাইয়ের জন্য ফিস;
- ২৩। স্কুল ফিস;
- ২৪। বাজারের উপর ফিস;
- ২৫। জলমহাল/ফেরীঘাট হইতে ফিস;
- ২৬। পৌর এলাকার সীমানার মধ্যে বালুমহাল/পাথর মহালের উপর ফিস;
- ২৭। এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অন্য যে কোন কর;
- ২৮। পৌরসভার অধীনস্থ হাট-বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থ;
- ২৯। সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপণীয় অন্য কোন কর।

রায়পুর পৌরসভার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট :

প্রতিটি পৌরসভা আর্থিক বছর ভিত্তিক আয়-ব্যয় প্রদর্শনপূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করে। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়। পৌরসভার বাজেট পর্যালোচনা করলে এর আর্থিক অবস্থার সার্বিক প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। রায়পুর পৌরসভার রাজস্ব হিসাবের আয়-ব্যয়ের বিবরণ সম্বলিত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এরূপ প্রস্তাবিত বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ছক-৪.৫.১ (১): রাজস্ব আয় (Revenue Income)

আয়				
ক্রঃ নং	আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০)	চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০২১-২০২২)
১	রাজস্ব আয় হিসাব (ট্যাক্সেস)	১৯২৩৩৫৬	২৫৮১৬২৮	১৭৪০৭০০০
২	রাজস্ব আয় হিসাব (রেইটস)	৭২৪০৮৯৫	৭৩৫২৪১৭	৩১১২৫০০০
৩	রাজস্ব আয় হিসাব (ফিস)	২৩৮১৫০	৩২৯২০০	১০০০০০০
৪	রাজস্ব আয় হিসাব (অন্যান্য)	৫৭৭৬৫৩৩	৯৫৬৯৯৬১	১২৬৪০০০০
৫	প্রারম্ভিক স্থিতি	১০৫৫৭২০৩	১১৭৮১৮৮৩	৭৩৩৫২৯৩
	সর্বমোট =	২৫৭৩৬১৩৭	৩১৬১৫০৮৯	৬৯৫০৭২৯৩

ছক-৪.৫.১ (২): রাজস্ব ব্যয় (Revenue Expenditure)

ব্যয়				
ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০)	চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (২০২১-২০২২)
১	সাধারণ সংস্থাপন :	২৪৬৩৩৫১৪	৩৪৭৫৪৭২২	৫৩৫৭০০০০
২	শিক্ষা ব্যয় :	০০	০০	৭০০০০০
৩	স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী	৩৭৬৭৪১৪	৪৮৪৪৭৫০	৭১০০০০০
৪	রাজস্ব ব্যয় হিসাব (অন্যান্য)	০০	০০	০০
৫	রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর	০০	০০	০০
৬	সমাপনী জের	১২৪৯৪৪০৫	১০৯৩৩৮৮৩	১৬৮৬১২৪৮

সর্ব মোট	৪০৮৯৫৩৩৩	৫০৫৩৩৩৫৫	৭৮২৩১২৪৮
----------	----------	----------	----------

রাজস্ব আদায় দক্ষতা (Revenue Collection Efficiency) :

রায়পুর পৌরসভার আর্থিক ভিত্তি বিচার করা হবে রাজস্ব আয়ের উৎসের ব্যাপ্তি ও পরিমাণের উপর। একটি পৌরসভা নিজস্ব তহবিল হতে কিরূপ পরিমাণ অর্থায়ন করার সামর্থ্য রাখে তা আদায় দক্ষতা নির্দেশ করে। অন্যদিকে আদায় দক্ষতা সংশ্লিষ্ট পৌরসভার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহায়ক। রায়পুর পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের দক্ষতার হার বাজেটের সাপেক্ষে বিগত চার বছরে ৯২% থেকে ৫৪% এর মধ্যে ছিল, যা মোটামুটি সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় প্রকৃত আদায় দক্ষতা বছর ভিত্তিতে হ্রাস/বৃদ্ধি নির্দেশ করলেও প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সব বছরেই বৃদ্ধি পেয়েছে; যা রায়পুর পৌরসভার ক্রমবর্ধমান আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধির পরিচায়ক। ছক-৪.৫.১(৩) এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো :

ছক-৪.৫.১ (৩): মোট রাজস্ব বাজেট এবং আদায়

বিবরণ	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
মোট রাজস্ব বাজেট	১১২৩৪৮০০০	১১১৯০৩০০০	১৫১৯২৭০০০	১২৪৩২৭০০০
মোট রাজস্ব আদায়	৩৮৯৯০৭০৯	৩৫৪৫২১২৫	৩৩৪০০১৫০	৬৩১৩১৮০৮
মোট আদায় দক্ষতা	৩৪.৭১%	২৯.০৮%	২১.৯৮%	৫০.৭৮%
বাজেট বৃদ্ধির হার	-	৮.৫০%	২৪.৬৩%	-১৮.১৭%
আদায় বৃদ্ধির হার	-	(-০৯.০৮%)	-০৫.৭৯%	৮৯.০২%

হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আয় (Income from Holding Tax)

পৌরসভার নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য সকল নাগরিক সেবা সরবরাহের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করতে পৌরসভার প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও স্থায়ীত্বশীল আর্থিক ভিত্তি। তবে উক্ত আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে যে অর্থের প্রয়োজন তার একটি অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে হোল্ডিং ট্যাক্স। সেই আলোকে রায়পুরপৌরসভার আয়ের উৎসের মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। রায়পুর পৌরসভার মোট রাজস্ব আয়ের ২৩% থেকে ২৬.৩০ % আয় হয় হোল্ডিং ট্যাক্স খাত থেকে। এই ট্যাক্স ধার্য করা হয় হোল্ডিং ভিত্তিক বাড়ী/ভবনের নির্মাণ খরচের উপর ভিত্তি করে অথবা এর মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে পৌরসভার ট্যাক্স রুলস অনুযায়ী। ট্যাক্স রুলস অনুযায়ী কোন পৌরসভা সর্বোচ্চ নিম্নোক্ত হারে বাড়ী/ভবনের উপর কর, রেইট, ফিস ধার্য করতে পারে। যা হোল্ডিং ট্যাক্স নামে অভিহিতঃ

(১) বাড়ী/ভবনের উপর কর	: ৭%
(২) কনজারভেন্স রেইট	: ৭%
(৩) সড়ক বাতির রেইট	: ৩%
(৪) পানির উপর চার্জ	: ১০%
মোট	: ২৭%

রায়পুর পৌরসভা সাধারণত বাসা-বাড়ী এবং শিল্প কল-কারখানার ক্ষেত্রে ৭% হারে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করে এবং পৌরসভা আবাসিক এলাকায় সেবা সরবরাহ সাপেক্ষ কনজারভেন্স ৭% ও সড়ক বাতির উপর ৩% রেইট ধার্য করতে পারে। পক্ষান্তরে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৭৭.৯৫% মাত্র। এ হার শতভাগ অর্জন করা সম্ভব। এর ফলে রায়পুরপৌরসভার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে ছক- ছক-৪.৫.১ (৪)এ হোল্ডিং ট্যাক্সের বিশ্লেষণ দেওয়া হলো :

ছক-৪.৫.১ (৪): হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আয়

বিবরণ		২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
ডিমান্ড	বকেয়া	-----	৬৫০০০০০	৬০৬০৬৪১	৬২৮১৫৬১
	চলতি	-----	৫৫০০০০০	৯০০০০০০	১৩০০০০০০
মোট ডিমান্ড		-----	১২০০০০০০	১৫০৬০৬৪১	১৯২৮১৫৬১
আদায়	বকেয়া	-----	১৮২৫৫০৮	৪১৩৫৪৭৬	১০১৯২৩৪৩
	চলতি	-----	৪১১৩৮৫৫	৪৬৪৩৬০৮	৪৮৩৮১৫০
মোট আদায়		-----	৫৯৩৯৩৬৩	৮৭৭৯০৮৯	১৫০৩০৪৯৩
আদায়ের হার	বকেয়া	-----	২৮.০৮%	৬৮.২৩%	১০০%
	চলতি	-----	৭৪.৮০%	৫১.৫৯%	৩৭.২২%
	মোট আদায়ের হার	-----	৪৯.৪৯%	৫৮.২৯%	৭৭.৯৫%
পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরের আদায় বৃদ্ধি (%)		-----	৪৮.০০%	৪৭.৮১%	৭১.৩০%
মোট রাজস্ব আদায়ের তুলনায় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় (%)		-----	১৬.৭৫%	২৬.২৮%	২৩.৮০%
মোট রাজস্ব বাজেট এর তুলনায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাজেট (%)		-----	০৯.৮৪%	০৯.৯১%	১৫.৫১%

অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয় (Income from Non- revenue sources)

রায়পুর পৌরসভার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ট্যাক্স, রাজস্ব আয়ের একটি বৃহৎ অংশ। বাজেটের সাপেক্ষে ২০১৭-২০১৮ থেকে ২০২০-২০২১-এই চার বছরের অন্যান্য উৎস হতে আদায় দক্ষতার হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রায়পুর পৌরসভা এ উৎস থেকে ৪২.১৯% হতে ৫৮.৫৬% পর্যন্ত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া এ উৎস থেকে আয় আহরণের ধারাবাহিকতা উর্ধ্বমুখী এবং অন্যান্য রাজস্ব উৎসের আওতা বাড়িয়ে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারে। নিম্নে ছক-৪.৫.১ (৫)-এ অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয় এর বিশ্লেষণ দেওয়া হলো :

ছক-৪.৫.১ (৫): অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয়

আয় রাজস্ব হিসাব (ট্যাক্স, রেন্ট, ফিস ইত্যাদি)	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
ক) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরঃ	৮২৩১০৬১	৬৫৮২০৬৬	৪৭২১১৪৪	১২০৯৪৫২১
খ) ইমারত নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ :	৭২১৭৭৯	৮৬৬৮২৩	৪৯৫১৭৫	৭৫৯৮৩০
গ) পেশা ব্যবসা ও কলিংঃ	১২৯২৮৮০	১৭৭০৩০০	১৫৬৬৯৯৮	১৮১৮১৭৫
ঘ) জন্ম বিবাহ দস্তক গ্রহণ ও মৃত্যুঃ	১৪৮০০	২২২৫০	২৪৯০০	২৫০০০
ঙ) বিজ্ঞাপনঃ				
চ) পোষা প্রাণী				
ছ) সিনেমা থিয়েটার				
জ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতীতঃ)				
ঝ) ফিস এবং লাইসেন্স (পৌর মার্কেট, পশু জবাইখানা, লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি)	৩৯৭৫৭৫	২৪৭০০৯	৬০৪৯৮	১০১৮৮৯
ঞ) অন্যান্য আয় (হাট- বাজার লিজ, পৌর প্রপারটি, রোড রোলার, মিস্ত্রার মেশিন ইত্যাদি থেকে আদায়ের পরিমাণ)	৮৮৫০০৬২	৪৩২৭৮২৪	৫৭৭৬৫৩৩	৫৮৫২০০০
মোট আদায়	১৯৫০৮১৫৭	১৩৮১৬২৭২	১২৬৪৫২৪৮	২০৬৫১৪১৫
বাজেট	১১২৩৪৮০০০	১২১৯০৩০০০	১৫১৯২৭০০০	১২৪৩২৭০০০
বাজেট সাপেক্ষে অর্জনের হার (%)	১৭.৩৬%	১১.৩৩%	৮.৩২%	১৬.৬১%
বৃদ্ধির হার (%)	-	(-০৯.০৮%)	-০৫.৭৯%	৮৯.০২%
মোট রাজস্ব আয়ের তুলনায় স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর থেকে আয় (%)	৪২.১৯%	৪৭.৬৪%	৩৭.৩৪%	৫৮.৫৬%

মোট রাজস্ব আদায়ের তুলনায় অন্যান্য উৎস (হাট-বাজার লিজ, পৌর প্রপার্টি, রোড রোলার, মিস্ত্রার মেশিন ইত্যাদি) থেকে আদায়ের হার (%)	৪৫.৩৬%	৩১.৩২%	৪৫.৬৮%	২৮.৩৪%
---	--------	--------	--------	--------

রাজস্ব ব্যয় (Revenue Expenditure)

রায়পুর পৌরসভার স্থায়ীত্বশীল আর্থিক অবস্থায় উন্নীত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। রায়পুর পৌরসভা তার সাধারণ সংস্থাপন ব্যয় গুলি (Core expenditures) নিজস্ব তহবিল হতে মিটিতে সক্ষম। ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পৌরসভার রাজস্ব খাতের ব্যয় এক বছর থেকে অন্য বছরের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে ২,৪৪,১৫,৩৮৮/-টাকা রাজস্ব ব্যয় হয়েছে এবং ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে যথাক্রমে টাকা ১,৯৬,৩০,৩০৫/-টাকা, ২,৮৭,২২,২৮৭/-টাকা এবং ৩,৯৮,৩০,১৫৪/-টাকা রাজস্ব খাতে ব্যয় হয়েছে। তবে, সংস্থাপন বাবদ রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা হার অন্যান্য সেবা কর্মের জন্য রাজস্ব ব্যয়ের তুলনায় হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে মর্মে দেখা যায়। এই সংক্রান্ত ছক-৪.৫.১ (৬) এ বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হয়েছে :

ছক-৪.৫.১ (৬) : রাজস্ব ব্যয়

রাজস্ব ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
ক) সাধারণ সংস্থাপনঃ	২০৭৫৮১৮৮	১৫৯৯১৪৫৩	২৪৬৩৩৫১৪	৩৪৭৫৪৪২২
খ) শিক্ষা ব্যয়ঃ	০০	০০	০০	০০
গ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যয়ঃ	৩১৩৮০৩০	৩২৩৪৯০৫	৩৭৬৭৪১৫	৪৮৪৪৭৫০
ঘ) কর আদায় খরচঃ	০০	০০	০০	০০
ঙ) বৃক্ষ রোপণ :	০০	০০	০০	০০
চ) সামাজিক ও ধর্মীয় অনুদানঃ	১০৫০০০	১৫৭০০০	৪০০০০	৩০০০০
ছ) ভূমি উন্নয়ন করা	৭৬০০০		২০৮১৪	
জ) অডিট ব্যয়ঃ	০০	০০	০০	০০
ঝ) মামলা খরচঃ	০০	০০	০০	০০
ঞ) জাতীয় দিবস উত্থাপনঃ	৪৩৪৯০	১০৭৭০০	৯৯৮০০	১১৮০৯০
ট) খেলাধুলা ও সংস্কৃতিঃ	০০	২৫০০০	০০	০০
ঠ) জরুরী ত্রাণঃ	০০	৫০০০০	৫৮০০০	০০
ড) আয়কর/ভ্যাট	০০	০০	০০	০০
ঢ) ব্যাংক চার্জঃ	৭৫০	৯৪৭	৫৯৮৪	২৬০২
ণ) টিকাদারী জামানত ফেরত	০০	০০	০০	০০
ত) বাজার ডাকে জামানত ফেরতঃ	১৭২৮৯৯	০০	১৬০০০	০০
থ) নির্বাচন ব্যয়ঃ	০০	০০	০০	০০
দ) আপ্যায়নঃ	১২১০৩৫	৬৩৩০০	৮০৭৬০	৮০২৯০
ধ) নিজস্ব খাতে উন্নয়ন	০০	০০	০০	০০
ণ) অন্যান্য (বাজেট খাত ব্যতিত অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ব্যয়)	০০	০০	০০	০০
মোট	২৪৪১৫৩৮৮	১৯৬৩০৩০৫	২৮৭২২২৮৭	৩৯৮৩০১৫৪
বাজেটঃ	১১২৩৪৮০০০	১২১৯০৩০০০	১৫১৯২৭০০০	১২৪৩২৭০০০
বাজেট সাপেক্ষে রাজস্ব ব্যয়ের %	২১.৭৩%	১৬.১০%	১৮.৯০%	৩২.০৭%
রাজস্ব ব্যয়ের সাপেক্ষে সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়ের %	৮৫.০২%	৮১.৪৬%	৮৫.৭৬%	৮৭.২৬%
পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির হার %	--	-১৯.৬০%	৪৬.৩২%	৩৮.৬৭%

রাজস্ব প্রক্ষেপণ (Revenue Projection) ২০২২-২০২৭

রায়পুর পৌরসভা ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১,৫০,৩০,৪৯৩/-টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ আয় করেছে। ইতিমধ্যে পৌরসভার কর্মকর্তাগণের নেতৃত্বে পৌর পরিষদ আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স খাত থেকে ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে বর্তমান অবস্থার তুলনায় প্রায় ১.৫ গুণ রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে আয় বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য হোল্ডিং ট্যাক্সের আদায় দক্ষতা বৃদ্ধি, অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ অব্যাহত রাখা এবং অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের আওতা ও আদায় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য খাত থেকে সম্ভাব্য আয় যোগ করলে মোট রাজস্ব আয় প্রথম বছরই লক্ষ্যমাত্রায় উন্নীত করা সম্ভব।

৫ বছরের রাজস্ব প্রক্ষেপণ (Projection)

	অর্থ বৎসর ২০২১-২০২২	অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩	অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪	অর্থ বৎসর ২০২৪-২০২৫	অর্থ বৎসর ২০২৫-২০২৬
চাহিদা	২৭১৭৭০০০				
মধ্যবর্তী ও পুনঃকর নির্ধারণের মাধ্যমে ৫০% বৃদ্ধি করে	১৩৫৮৮৫০০				
মোট	৪০৭৬৫৫০০	৪২৮০৩৭৭৫	৪৪৯৪৩৯৬৪	৪৭১৯১১৬২	৪৯৫৫০৭২০
প্রতি বছরে ৫% বৃদ্ধি করে	২০৩৮২৭৫	২১৪০১৮৯	২২৪৭১৯৮	২৩৫৯৫৫৮	২৪৭৭৫৩৬
মোট	৪২৮০৩৭৭৫	৪৪৯৪৩৯৬৪	৪৭১৯১১৬২	৪৯৫৫০৭২০	৫২০২৮২৫৬
আদায়					
প্রথম বছরে ৭০% ও দ্বিতীয় বছর ও পরবর্তীতে ৫% হারে হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আহরণ (১)	২৯৯৬২৬৪৩	৩৩৭০৭৯৭৩	৩৭৭৫২৯৩০	৪২১১৮১১২	৪৬৮২৫৫২০
অন্যান্য কর (২)					
চাহিদা প্রথম বছর ২০২১-২০২২+১০%	৪৪৭৬৫০০০	৪৯২৪১৫০০	৫৪১৬৫৬৫০	৫৯৫৮২২১৫	৬৫৫৪০৪৩৭
+১০%+ প্রতি বছর	৪৪৭৬৫০০	৪৯২৪১৫০	৫৪১৬৫৬৫	৫৯৫৮২২২	৬৫৫৪০৪৪
উপমোট	৪৯২৪১৫০০	৫৪১৬৫৬৫০	৫৯৫৮২২১৫	৬৫৫৪০৪৩৭	৭২০৯৪৪৮১
বাস টার্মিনাল/ ট্রাক টার্মিনাল(৩)(৩০০*৩৬৫*২০)	-	-	-	-	-
রিক্সা / ভ্যান (৪০০*১৫০)	-	-	-	-	-
সর্বমোট	৭৯২০৪১৪৩	৮৭৮৭৩৬২৩	৯৭৩৩৫১৪৫	১০৭৬৫৮৫৪৯	১১৮৯২০০০১

Working Table এর জের থেকে নেওয়া হয়েছে।

নগদ প্রবাহ বিবরণী :

অর্থ বৎসর	অর্থ বৎসর-১ ২০২১-২০২২	অর্থ বৎসর-২ ২০২২-২০২৩	অর্থ বৎসর-৩ ২০২৩-২০২৪	অর্থ বৎসর-৪ ২০২৪-২০২৫	অর্থ বৎসর-৫ ২০২৫-২০২৬
জেনারেশন					
১. হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়	২৯৯৬২৬৪৩	৩৩৭০৭৯৭৩	৩৭৭৫২৯৩০	৪২১১৮১১২	৪৬৮২৫৫২০
২. অন্যান্য কর	৪৯২৪১৫০০	৫৪১৬৫৬৫০	৫৯৫৮২২১৫	৬৫৫৪০৪৩৭	৭২০৯৪৪৮১
৩. বাস টার্মিনাল/ ট্রাক টার্মিনাল	-	-	-	-	-
৪. রিক্সা / ভ্যান	-	-	-	-	-

মোট আয় =	৭৯২০৪১৪৩	৮৭৮৭৩৬২৩	৯৭৩৩৫১৪৫	১০৭৬৫৮৫৪৯	১১৮৯২০০০১
রাজস্ব ব্যয়					
২০২১-২০২২+১০% বৃদ্ধি	৮৮৬৪৫০০০	৯৭৫০৯৫০০	১০৭২৬০৪৫০	১১৭৯৮৬৪৯৫	১২৯৭৮৫১৪৫
১০% বৃদ্ধি+	৮৮৬৪৫০০	৯৭৫০৯৫০	১০৭২৬০৪৫	১১৭৯৮৬৫০	১২৯৭৮৫১৫
রাজস্ব ব্যয়	৯৭৫০৯৫০০	১০৭২৬০৪৫০	১১৭৯৮৬৪৯৫	১২৯৭৮৫১৪৫	১৪২৭৬৩৬৬০
মূল খরচ পরবর্তী আয়ের উপর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা খরচ-২০%	১৯৫০১৯০০	২১৪৫২০৯০	২৩৫৯৭২৯৯	২৫৯৫৭০২৯	২৮৫৫২৭৩২
মোট	১১৭০১১৪০০	১২৮৭১২৫৪০	১৪১৫৮৩৭৯৪	১৫৫৭৪২১৭৪	১৭১৩১৬৩৯২
নগদ সংস্থানঃ (মূলধন জাতীয় বিনিয়োগ/ ঋণ পরিশোধ অথবা অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য)	-	-	-	-	-

রাজস্ব প্রক্ষেপণের টীকা (Workings)

উপরোক্ত রাজস্ব প্রক্ষেপণের টীকার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

বিবরণী	অর্থ বছর (২০১৮-২০১৯)	অর্থ বছর (২০১৯-২০২০)	অর্থ বছর (২০২০-২০২১)
হোল্ডিং ট্যাক্স (মোট)			
চাহিদা	১২০০০০০০	১৫০৬০৬৪১	১৯২৮১৫৬১
প্রকৃত আদায়	৫৯৩৯৩৫৯	৮৭৭৯০৮৯	১৫০৩০৪৯৩
শতকরা অর্জনের হার (%)	৪৯.৪৯%	৫৮.২৯%	৭৭.৯৫%
প্রকৃত আদায়ের বৃদ্ধির হার	৪৮.০০%	৪৭.৮১%	৭১.৩০%
হোল্ডিং ট্যাক্স (চলতি)			
চাহিদা	৫৫০০০০০০	৯০০০০০০০	১৩০০০০০০০
প্রকৃত আদায়	৪১১৩৮৫৫	৪৬৪৩৬০৪	৪৮৩৮১৫০
শতকরা অর্জনের হার (%)	৭৪.৮০%	৫১.৫৯%	৩৭.২২%
অন্যান্য ট্যাক্স			
চাহিদা	১২১৯০৩০০০	১৫১৯২৭০০০	১২৪৩২৭০০০
প্রকৃত আদায়	১৩৮১৬২৭২	১২৬৪৫২৪৮	২০৬৫১৪১৫
শতকরা অর্জনের হার (%)	১১.৩৩%	৮.৩২%	১৬.৬১%
বৃদ্ধির হার	-	-০৫.৭৯%	৮৯.০২%

৪.৫.২ মোট দেনা নির্ধারণ (Total Liability Calculation)

পৌরসভার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাতা সংস্থা/সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও পৌরসভার বকেয়া বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল মোট দেনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু রায়পুর পৌরসভা বিভিন্ন দাতা সংস্থা/সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করে নেই এবং পৌরসভা নিয়মিত বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করে থাকে। তাই রায়পুরপৌরসভায় কোন দায় দেনা নেই।

৪.৫.৩ আর্থিক ভিত্তি উন্নয়নে করণীয় (Measures to Improve Financial Base)

পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি করে এর আয়ের উৎস সম্প্রসারণ ও তা থেকে অর্থ সংগ্রহের সাফল্যে নির্ভর করে। পৌর সভাকে রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক; পাঁচ বছর অন্তর ইমারত ও ভূমির উপর কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) পুনঃনির্ধারণ সহ সারা বছর অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্সের চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং তা সঠিক ভাবে তদারকী করা। হোল্ডিং ট্যাক্স আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা; নতুন নতুন উৎস

চিহ্নিত করার মাধ্যমে কর/রেইটস ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি করা; অন্যান্য ট্যাক্স, রেইটস ও ফিস আদায়/আহারনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

পুনঃকর ও অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম (Re-Assessment & Interim Assessment) :

পৌরসভা কর আইন ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল (Model Tax Schedule) ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী সকল পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই সাধারণ কর নির্ধারণ বাস্তবায়ন করবে এবং অতঃপর ৫ বছর অন্তর অন্তর পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বা পৌরকর পুনঃ নির্ধারণ করবে। এছাড়া নিয়মিত অন্তর্বর্তীকালীন পৌরকর নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু রাখবে। তদানুযায়ী সর্বশেষ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে রায়পুর পৌরসভায় পুনঃকর নির্ধারণ (Re- Assessment) বাস্তবায়ন করা হয়, যা ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর হতে কার্যকরী করা হয়েছে এবং বর্তমানে অব্যাহত আছে। সব মিলে বর্তমানে রায়পুর পৌরসভার মোট হোল্ডিং সংখ্যা ৮৭৮১ তে উন্নীত হয়েছে তবে পরবর্তীতে ওয়ার্ড ভিত্তিক বাসা-বাড়ী, শিল্প কলকারখানা, সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন সাপেক্ষে পুনঃকর নির্ধারণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে হোল্ডিং ট্যাক্সের আওতায় আনলে চাহিদা বর্তমানের তুলনায় ১.৫ গুন বৃদ্ধি পাবে যা রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

হোল্ডিং ট্যাক্স আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম (Holding Tax Collection Efficiency)

২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ এই তিন অর্থ বছরে দেখা যায় যে, আদায়ের হার যথাক্রমে ৪৯.৪৯%, ৫৮.২৯% এবং ৭৭.৯৫% ছিল। অর্থাৎ এই তিন বৎসরে আদায়ের পরিমাণের শতকরা হারের মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, রায়পুর পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত হওয়ার পর রায়পুর পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ফলে আশা করা যায় যে, ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতা (Efficiency) ৯০% এ উন্নীত হবে এবং হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। হোল্ডিং ট্যাক্স এর হিসাবকে ভিত্তি করে প্রতি বছর ০৫% বৃদ্ধি ধরে এখানে প্রক্ষেপন নির্ণয় করা হয়েছে।

নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করার মাধ্যমে কর/রেইটস ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি (Tax/Rates etc, Area Increase by new Sources Identify)

রায়পুর পৌরসভায় বিকাশমান অর্থনীতি ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এখানে অনেক ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রায় ১৭৫ থেকে ২০০ আন্তঃজেলা বাস, ৭৫ থেকে ১০০ ট্রাক, লরি এই পৌরসভার মধ্য দিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করে। এখানে ১টি বাস স্ট্যান্ড আছে এবং এই স্ট্যান্ড আধুনিকায়ন করে পৌরসভার আয়ের নতুন উৎস সৃষ্টি করা যেতে পারে। পৌরসভার আওতাধীন রিক্সা ও ভ্যানের উপর কর আরোপ করে এবং ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনার উপর অনুমতি ফিস ধার্য করেও আয়ের পরিধি বাড়ানো যায়। এছাড়াও পাবলিক টয়লেট, কসাইখানা, অডিটরিয়াম, পাকা মার্কেট ইত্যাদি আয় বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করে সেবা সরবরাহের সাথে সাথে পৌরসভার আয় বৃদ্ধি করাও সম্ভব। রায়পুরপৌরসভায় পেশা-ব্যবসা, ভূমি উন্নয়ন কর, বিজ্ঞাপনের উপর কর আরোপ কার্যকর আছে। রায়পুরপৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে কর, রেইটস, ফিস ইত্যাদি আদায়ের গত তিন বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, বছর ভিত্তিক এ খাতের আয় বৃদ্ধি যথাক্রমে ৩১.৩২%, থেকে ২৮.৩৮% এর মধ্যে আছে। উক্ত লক্ষ্য অর্জনে UGIAP অনুসরণে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

১. সরকার অনুমোদিত মডেল ট্যাক্স সিডিউলের সাথে সংগতি রেখে কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎসের (ফিস, ইজারা, ভাড়া ইত্যাদি) হার হালনাগাদ করা;
২. প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
৩. প্রতি মাসে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব কর্তৃক উপরে বর্ণিত করণীয়সমূহ প্রতি মাসে পর্যালোচনা করা;

৫. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অগ্রগতি পৌর পরিষদের মাসিক সভায় এবং TLCCএর ত্রৈমাসিক সভায় পর্যালোচনা করা;

অন্যান্য ট্যাক্স, রেইটস ও ফিস আদায়/আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি (Collection Efficiency Increase by Other Tax, Rates, Fees etc.)

আদর্শ কর তফসিল অনুযায়ী নতুন নতুন করের আওতা বাড়ানো যেতে পারে। এ আইনের মাধ্যমে পৌরসভা বিভিন্ন রেট, ট্যাক্স আরোপ করতে পারে। যেমন-বিনোদন, পশুপাখি, মটরবোট ছাড়া অন্যান্য যানবাহন, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য কর যোগ্য ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে। পৌরসভার ভাড়া, লিজ, নিলাম ইত্যাদি থেকেও আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সম্ভব। এই সব ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৮৫ ভাগের অধিক রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

৪.৫.৪ সেক্টর ভিত্তিক তালিকা (Long List) চিহ্নিতকরণ (Identification of a Sectoral Long List)

নগর ভৌত অবকাঠামো এবং সেবাপ্রদান :

রাস্তা :-

ওয়ার্ড নং-০১

আইডি নং	ক্রঃ নং	সাব প্রজেক্ট
KP-R-001	০১	কালকিনি ভূরঘাটা মেইন সড়ক থেকে আনোয়ার সিকদারের বাড়ি হয়ে ভজন দত্তের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মান। চেইনেজ ০.০ মিঃ থেকে ৭৫০মিঃ
KP-R-002	০২	দক্ষিণ রাজদি শহীদ মোল্লার বাড়ি থেকে শাহ আলম ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া আনোয়ার সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মান। চেইনেজ ০.০ মিঃ থেকে ৭৫০মিঃ
KP-R-003	০৩	উত্তর রাজদি খোকন হাওলাদারের বাড়ি থেকে মজিদ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা।
KP-R-004	০৪	০১ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম পান্ডাশিয়া দিকেন হাওলাদারের বাড়ী হইতে কালকিনি প্রেস ক্লাব ভায়া কালকিনি পৌর ভবন ভায়া মতি দারোগার বাড়ী ভায়া সোহরাব হোসেন এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০.০ মিঃ থেকে ৭০০মিঃ
KP-R-005	০৫	১ নং ওয়ার্ডের নিজাম খন্দকারের বাড়ি থেকে পূর্ব পান্ডাশিয়া সপ্রাবি পর্যন্ত ভায়া ওমর হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত বি.সি রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৭৮০মিঃ
KP-R-006	০৬	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পান্ডাশিয়া হাফিযের বাড়ি থেকে জগদিশ উকিলের বাড়ি ভায়া গফুর হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-007	০৭	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পান্ডাশিয়া গিয়াশ উদ্দিন সিকদারের বাড়ি থেকে মারকাজ মসজিদ ভায়া জলিল ঘরামি বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৯০০মিঃ
KP-R-008	০৮	১ নং ওয়ার্ডের কালকিনি ভূরঘাটা মেইন সড়কে কৃষি ব্যাংক থেকে রব সিকদারের বাড়ি ভায়া দক্ষিণ রাজদি আবুল সিকদারের ভায়া বাবুল মাষ্টারের বাড়ি ভায়া আলি সিকদারের বাড়ি ভায়া কলম সিকদারের বাড়ি ভায়া মোল্লা বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ২৫০০মিঃ
KP-R-009	০৯	১ নং ওয়ার্ডের কালকিনি বাজার সংলগ্ন এড.রহমতুল্লাহর বাড়ি থেকে পশ্চিম পান্ডাশিয়া রুবেল মজুমদারের বাড়ি ভায়া কালকিনি কৃষি অফিস ভবন বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ১৪৫০মিঃ
KP-R-010	১০	পূর্ব পান্ডাশিয়া মেইন সড়ক হইতে মাদ্রাসা হয়ে হারুন খন্দকারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০.০ মিঃ থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-011	১১	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পান্ডাশিয়া আবুল কাসেম বেপারির বাড়ির পাকা রাস্তা থেকে আবদুল হাকিম বেপারির বাড়ি ভায়া ফারুক হোসেন মোল্লার বাড়ি ভায়া ভাসাই বেপারির বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৮৫০মিঃ

KP-R-012	১২	১ নং ওয়ার্ডের কালকিনি হাসপাতাল ব্রিজ থেকে মাজেদ সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া দক্ষিণ রাজদি সপ্রাবি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৯০০মিঃ
KP-R-013	১৩	১ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ রাজদি কালকিনি ভূরঘাটা সড়কের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে গৌতম পালের বাড়ি পর্যন্ত আর বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-014	১৪	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া খোকন বেপাড়ির বাড়ি থেকে ফারুখ মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-015	১৫	১ নং ওয়ার্ডের পূর্ব পাঙ্গাশিয়া আইয়ুব আলী সরদারের বাড়ি থেকে বিটু সরদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া কাজল বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-016	১৬	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া রশিদ সরদারের বাড়ি থেকে পালবাড়ি ব্রিজ(কালকানি থানার পাশে) পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-017	১৭	১ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ রাজদি বজলু চৌকিদারের বাড়ি থেকে রহিম চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া জামাল চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-018	১৮	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া এসাহাক ঘোরামীর বাড়ি থেকে পূর্ব পাঙ্গাশিয়া লোন্সান হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-019	১৯	১ নং ওয়ার্ডের পূর্ব পাঙ্গাশিয়া আরসিসি রাস্তা থেকে নুরু পালোয়ানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া উমর ফকিরের বাড়ি ভায়া এড.আবদুল লতিফ সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-020	২০	০১ নং ওয়ার্ডে পাঙ্গাশিয়া বাবুল ঘরামীর বাড়ীর ব্রীজের গোড়া থেকে একাডেমী স্কুলের ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-021	২১	০১ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ রাজদি মোলা বাড়ী হইতে লাভলু কবিরাজের বাড়ী ভায়া পূর্ব পাঙ্গাশিয়া নাইম স্টোর হইতে হারুন খন্দকারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-022	২২	০১ নং ওয়ার্ডে সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর রাশিদা বেগমের বাড়ী হইতে সিরাজ হাওলাদারের বাড়ী ভায়া হালান হাওলাদারের দোকান পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-023	২৩	০১ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া বাদশা হাওলাদারের বাড়ী হইতে মারকাজ মসজিদ ভায়া চিত্ত মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।চেইনেজ ০মি থেকে ৫৮০মিঃ
KP-R-024	২৪	পাঙ্গাশিয়া তালেব সরদারের বাড়ীর পশ্চিম পাশ হতে কাজল বেপারীর বাড়ীর পূর্ব পাশ দিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে এ্যাড: আবুল বাসার সরদারের বাড়ীর পূর্ব পাশে কালামা চেয়াম্যানের বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০
KP-R-025	২৫	পাঙ্গাশিয়া সরোয়ার হাওলাদারের বাড়ীর সামনে প্রধান সড়ক হতে মুজাম হাওলাদারের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে নুরুল হক হাওলাদারের বাড়ীর পশ্চিম পাশ হয়ে প্রত্যেক বাড়ীর পাশ দিয়ে লোকমান হাওলাদারের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে খালের পাড়ের রাস্তার সাথে সংযোগ হয়ে লোকমান হাওলাদারের বাড়ীর পূর্ব পাশে খাল পাড় হয়ে আলমগীর সরদারের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৮৫৩
KP-R-026	২৬	পাঙ্গাশিয়া এমরান লতিফ এর বাড়ীর সামনে এ্যাড: আ: লতিফ সড়ক থেকে মুজাম খোন্দকারের বাড়ীর দক্ষিণ পাশ হয়ে পশ্চিম পাশ দিয়ে খালাসী বাড়ীর পশ্চিম পাশ হতে মাঠের মধ্য দিয়ে নিজাম খোন্দকারের বাড়ীর উত্তর পাশে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৬৪০
KP-R-027	২৭	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক প্রসস্থ করণ এবং সাবেক কাউন্সিলর আকমানের বাড়ী হতে পাঙ্গাশিয়া হোসেন ঘরামীর বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা প্রসস্থ করণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ১৫০০মিঃ
KP-R-028	২৮	দক্ষিণ রাজদি দুলাল সিকদারের বাড়ী হতে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া B.C রাস্তা ভায়া বেঙ্গাল ঘরামীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।১৫০০
KP-R-029	২৯	মজিদবাড়ি অটোস্ট্যান্ড থেকে মেয়রের বাড়ি হয়ে সরদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫১০ মিঃ
KP-R-030	৩০	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া জয়নাল মাষ্টারের বাড়ী হতে দুলাল ঘরামীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-031	৩১	পাঙ্গাশিয়া রুস্তম আলী বেপারীর বাড়ী থেকে আমানতগঞ্জ খারের পাড় হয়ে সোনাই মন্ডলের বাড়ীর পাশ দিয়ে পাতাবালী জাহাঙ্গীর বেপারীর বাড়ীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ১৫০০মিঃ
KP-R-032	৩২	পাঙ্গাশিয়া রাশিদা কাউন্সিলরের বাড়ী থেকে হারুন হাওলাদারের বাড়ীর পাশ দিয়ে পাতাবালী সিরাজ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে ব্রীজ হয়ে হালান হাওলাদারের দোকান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-033	৩৩	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া গনি শিকদারের বাড়ী থেকে মহাম্মদ মোল্লার বাড়ীর পশ্চিম পাশ দিয়ে রহিম উদ্দিন মোল্লার বাড়ীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ১০০০মিঃ
KP-R-034	৩৪	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে বাবুল হাওলাদারের বাড়ী হয়ে কিছলু হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-035	৩৫	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে আয়ুব আলী সরদারের বাড়ী হয়ে কাজল বেপারীর বাড়ী ভায়া স্বপন হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-036	৩৬	ঠেঙ্গামারা-পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে শওকত হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-037	৩৭	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে এমিল হাওলাদারের বাড়ী ভায়া হানিফ হাওলাদারের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে আজিজ হাওলাদারের বাড়ীর পূর্ব সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-038	৩৮	পঃ পাঙ্গাশিয়া সোহরাব আকনের বাড়ি হইতে আহকিম সরদারের বাড়ীর বিসি রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।৫৮০ মিঃ
KP-R-039	৩৯	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে মতিন হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-040	৪০	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া আরসিসি রাস্তা হইতে আলী হোসেনের বাড়ী ভায়া নুরুল হক হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি

		রাস্তা নির্মাণ ৷৫১০মিঃ
KP-R-041	৪১	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে শুভ সরদারের দোকানের দক্ষিণ পাশ দিয়ে ফরহাদ সরদারের বাড়ীর পশ্চিম পাশ হয়ে খালের পাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-042	৪২	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে মসজিদের দক্ষিণ পাশ দিয়ে আয়ুব আলী সরদারের বাড়ী ভায়া খালসী বাড়ীর পূর্ব পাশ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-043	৪৩	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে নুরুল হক পালায়ানের বাড়ী ভায়া ওমর আলী ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-044	৪৪	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে ইউনুস পালায়ানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-045	৪৫	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে মোসলেম মাষ্টারের বাড়ীর মাদ্রাসা হয়ে হারুন খোন্দকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-046	৪৬	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে দাদন ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-047	৪৭	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে জাকির সরদারের বাড়ী হয়ে জসিম সরদারের বাড়ীর পশ্চিম পাশ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-048	৪৮	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে জসীম সরদারের বাড়ী হয়ে কাইয়ুম সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-049	৪৯	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে আলাউদ্দিনের বাড়ী হয়ে ছোবাহান ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-050	৫০	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে আঃ হক চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-051	৫১	পাঙ্গাশিয়া খোকন বেপারীর বাড়ীর রাস্তা হতে সামচু খোন্দকারের বাড়ী হয়ে মোহাম্মদ মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-052	৫২	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে কাশেম পালায়ানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-053	৫৩	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে আলী হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-054	৫৪	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া হাকিম ডাক্তারের বাড়ী থেকে মরহুম আবুল কাশেম বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-055	৫৫	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া সালাম বেপারীর বাড়ীর জামে মসজিদ থেকে রশিদ মোল্লার বাড়ীর পাশ দিয়ে মহাম্মদ মোল্লার বাড়ী হয়ে মিনি কালভার্ট দিয়ে নূরানী মাদ্রাসার পাশ দিয়ে আমানতগঞ্জ খালের পাড়ের এলজিইডি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৮০০মিঃ
KP-R-056	৫৬	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া কামাল বেপারীর বাড়ীর রাস্তা থেকে লোকমান হাওলাদারের বাড়ীর সামনের ব্রীজ হয়ে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া মোল্লা বাড়ীর পাশ দিয়ে খালের উপর ব্রীজ হয়ে পাতাবালী রাড়ী বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৬০০মিঃ
KP-R-057	৫৭	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া ঘরামী বাড়ীর জামে মসজিদ থেকে রফিক মোল্লার বাড়ীর পাশ দিয়ে মারকাস মসজিদের পূর্ব পাশের কালভার্ট হয়ে শাহীন সরদারের বাড়ীর নিকট রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫৯৮মিঃ
KP-R-058	৫৮	১ নং ওয়ার্ডে মজিদবাড়ি-কালকিনি সড়কে লাল পুলের উত্তর পাশে বাছের মেস্বারের বাড়ি হয়ে সিদ্দিক মেস্বারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৬৩০মিঃ
KP-R-059	৫৯	১ নং ওয়ার্ডে মজিদবাড়ি-ডাসার সড়ক হতে দক্ষিণে কেজি স্কুল হয়ে মোতালেব মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫৩০মিঃ
KP-R-060	৬০	১ নং ওয়ার্ডে মজিদবাড়িনতুন টার্মিনাল হতে সেলিম সরদার ও আজিজুল প্রফেসরের বাড়ি হয়ে ডাসার রাস্তা পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে১২০০মিঃ
KP-R-061	৬১	দক্ষিণ রাজদি সপ্রাবি থেকে মাজেদ সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে ৮০০মি
KP-R-062	৬২	পাঙ্গাশিয়া হোচেন ঘরামীর নিকট ব্রীজ হতে আঃ মান্নান রাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৷চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ

ওয়ার্ড নং-০২

KP-R-063	১	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা মুজাই হাওলাদারের বাড়ি থেকে ইউনুচ বেপারী বাড়ি ভায়া ঝাড়গাও খেয়াঘাট পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ ৷ ৩৫০০মিঃ
KP-R-064	২	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা গদাই পালায়ানের বাড়ি থেকে হোসেন ঘোরামীর বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ ৷ ৮৫০মিঃ
KP-R-065	৩	২ নং ওয়ার্ডের পাতাবালি সোহরাব হুজুরের বাড়ি থেকে জামাল সরদারের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ ৷ ৮৭০মিঃ
KP-R-066	৪	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা বিসি সড়ক থেকে রহমান চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া কেরামত সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ ৷ ৫০০ মিঃ
KP-R-067	৫	০২ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা জামাল বয়াতীর দোকান হইতে রাজ্জক সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ ৷ ৫০০

KP-R-068	৬	০২ নং ওয়ার্ডে উত্তর ঠেঙ্গামারা আড়ুয়া ব্রীজ হইতে সানু হাওলাদারের বাড়ী ভায়া চর ঠেঙ্গামারা সেকেন বেপারীর বাড়ী হইতে আবু কালামের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫৫০মিঃ
KP-R-069	৭	০২ নং ওয়ার্ডে চর ঠেঙ্গামারা পালরদী ব্রীজের পূর্ব পার্শ্ব হইতে হেমায়েত সরদারের বাড়ী ভায়া চর ঠেঙ্গামারা-সমিতির হাট রাস্তা হইতে মনির মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৭৫০মিঃ
KP-R-070	৮	০২ নং ওয়ার্ডে চর ঠেঙ্গামারা পাকা রাস্তা হইতে শহিদ ঘরামীর বাড়ী ভায়া চর ঠেঙ্গামারা মোল্লার হাট রাস্তা হইতে শাজাহান বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-071	৯	০২ নং সিরাজ বেপারীর বাড়ি হতে পালরদী নদী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১০০০মিঃ সাথে ১টি বক্সকালভাট আছে
KP-R-072	১০	০২ নং রায়ী বাড়ির মসজিদ হতে জাহাঙ্গীরর বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ২৫০০মিঃ
KP-R-073	১১	০২ নং কালকিনি পৌর ভূমি অফিস (গুচ্ছগ্রাম) দক্ষিণ মাথা হতে বেদেপল্লির লিয়াকত সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৩০০০মিঃ
KP-R-074	১২	০২ নং খোকন বেপারীর বাড়ী হতে পালরদী নদী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৩০০০মিঃ
KP-R-075	১৩	০২ নং সমীতির হাটের রাস্তা হতে দুলালের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০মিঃ
KP-R-076	১৪	পাতাবালী প্রধান সড়ক হতে মিরাজ রাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-077	১৫	পাতাবালী রাড়ী বাড়ীর জামে মসজিদ থেকে দক্ষিণ পাতাবালী আমানতগঞ্জ খালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-078	১৬	পাতাবালী রাড়ী বাড়ী থেকে জয়নাল রাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-079	১৭	পাতাবালী প্রধান সড়ক থেকে তহমিনার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-080	১৮	পাতাবালী প্রধান সড়ক থেকে সিরাজ রাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-081	১৯	ঠেঙ্গামারা পালোয়ান বাড়ীর নিকট ব্রীজ হতে পাঙ্গাশিয়া হোচেন ঘরামীর বাড়ীর ব্রীজ ভায়া আদেল সরদারের বাড়ী থেকে সোরাব হাওলাদারের বাড়ীর নিকট ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৮০০মিঃ
KP-R-082	২০	পাতাবালী আদেল সরদারের বাড়ীর মসজিদের উত্তর পাশের খালের উপর কালভাট দিয়ে বাদল সরদারের বাড়ীর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-083	২১	দক্ষিণ পাতাবালী প্রধান সড়কের পূর্ব পাশে খালের উপর কালভাট হয়ে আব্দুর রবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-084	২২	দক্ষিণ পাতাবালী মমিন মোল্লার বাড়ীর পশ্চিম পাশে খালের উপর কালভাট দিয়ে মালেক মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-085	২৩	উত্তর ঠেঙ্গামারা আলাবক্সের দোকান এবং ব্রীজ হতে কুঞ্জুদাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-086	২৪	ঠেঙ্গামারা প্রধান রাস্তার পশ্চিম পাশে খালের উপর পাইপ কালভাট দিয়ে হাকিম সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-087	২৫	ঠেঙ্গামারা প্রধান সড়কের পূর্ব দিকে চৌকিদার বাড়ী এবং কাজী বাড়ীর রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-088	২৬	কালকিনি দঃ মাছ বাজার হইতে দঃ ঠেঙ্গামারা মুজাম হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ২৫০০মিঃ
KP-R-089	২৭	ঠেঙ্গামারা প্রধান সড়ক থেকে ফকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-090	২৮	ঠেঙ্গামারা প্রধান সড়কের উত্তর পাশ থেকে পশ্চিম দিকে কুঞ্জু বিহারী দাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-091	২৯	ঠেঙ্গামারা আড়ুয়া ব্রীজের পূর্ব দিকে হাশেম হাওলাদারের বাড়ীর রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-092	৩০	ঠেঙ্গামারা চানমিয়া সরদারের বাড়ী থেকে ভূমি অফিস পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ

KP-R-093	৩১	ঠেঙ্গামারা প্রধান সড়ক থেকে বেপারী বাড়ীর উপর দিয়ে সরদার বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫৫০মিঃ
KP-R-094	৩২	ঠেঙ্গামারা জামাল বয়াতীর বাড়ী থেকে সরোয়ার ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-095	৩৩	দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা খোকন বেপারীর বাড়ী থেকে পূর্ব দিকে সারজিনা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-096	৩৪	কালকিনি মাছ বাজার হতে দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা খোকন বেপারীর বাড়ী (আরসিসি রাস্তা পর্যন্ত) কার্পেটিং রাস্তা মেরামত।

ওয়ার্ড নং-০৩

KP-R-097	১	৩নং ওয়ার্ডের জুরগাঁও ডক্টও আব্দুস সোবহান মিয়ার (গোলাপ) এমপি মহোদয়ের জামে মসজিদ হইতে মো মুজাম মুসীরা বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ৬৭০
KP-R-098	২	৩নং ওয়ার্ডের জুরগাঁও প্রধান সড়ক হইতে রবি ভক্তের বাড়ী হয়ে মো: গিয়াস উদ্দীর বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ৫০০
KP-R-099	৩	৩নং ওয়ার্ডের চরফতে বাহাদুর শিকারমঙ্গল মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে সোবহান খান বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ৫০০
KP-R-0100	৪	৩নং ওয়ার্ডের কালকিনি মোল্লার হাট রাস্তায় এচাহাক চৌকিদারের দোকান থেকে উল্টর পাড় পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ৮০০
KP-R-0101	৫	৩নং ওয়ার্ডের পশ্চিম শিকারমঙ্গল আবুল কালাম চৌকিদারের বাড়ী হতে মো : হারোয়ার চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ৮০০
KP-R-0102	৬	আদর্শপাড়া রহমান এর বাড়ীর মোড় হতে মোল্লা বাড়ী সি.সি রাস্তা নির্মাণ কাজ।
KP-R-0103	৭	জুরগাঁও হাট কার্পেটিং রাস্তা হতে রহিম কাজীর বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৩) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।
KP-R-0104	৮	রেজাউল হক বেপারীর বাড়ী হতে মোল্লার হাট কার্পেটিং রাস্তায় জসিম হাওলাদারের বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৩) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।

ওয়ার্ড নং-০৪

KP-R-0105	০১	কালকিনি পৌরসভার মহিলা মার্কেট হইতে সরদার বাড়ী জামে মসজিদ ভায়া খবির সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৫৬০মিঃ
KP-R-0106	০২	চর-বিভাগদী কালকিনি মাদ্রা সড়ক হইতে আলোপ সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০মিঃ
KP-R-0107	০৩	চর-বিভাগদী শাহ মুসীর বাড়ী হইতে পর্গশিকারমঙ্গল এনামুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৫৫০মিঃ
KP-R-0108	০৪	চর-ঝাউতলা হেমায়েত মাস্টারের বাড়ী হইতে বাশার হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ৯৬০মিঃ
KP-R-0109	০৫	দঃ কৃষ্ণনগর মহিলা মাদ্রাসা হইতে আলাউদ্দিন সরদারের বাড়ী হয়ে মনির আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০মিঃ
KP-R-0110	০৬	কালকিনি বাজার ডানলপ মার্কেট হইতে আনসার আলি সরদারের বাড়ী ভায়া মেসবাহুল হক কাউন্সিলরের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১৪৫০মিঃ
KP-R-0111	০৭	কালকিনি-সমিতির হাট মেইন সড়কের জাহিদুল মুসীর বাড়ী হইতে মো:মোতাহের এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১৫১০মিঃ
KP-R-0112	০৮	গ্রামীন ব্যাংক হতে কাশিমপুর সোহরাব সরদারের বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৪) পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ।
KP-R-0113	০৯	কালকিনি-মাদ্রা সড়কে রাজন বেপারীর বাড়ী হতে সোহাগ হাওলাদারের বাড়ী ভায়া কালু মুসীর বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৪) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।
KP-R-0114	১০	কালকিনি ডানলপ বাজার রাস্তা আরসিসি দিয়ে নির্মাণ। ১৪০০মিঃ

ওয়ার্ড নং-০৫

KP-R-0115	১	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি মাদ্রা সড়কে কালু মাষ্টারের বাড়ী হইতে ছোট সাদিপুর মিন্টু এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০
KP-R-0116	২	০৫ নং ওয়ার্ডে বিভাগদী নয়াচর সামসুল বেপারীর বাড়ী হইতে চরলক্ষী খেয়াঘাট ভায়া বিভাগদী জিপিএস হইতে মজিদ তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০
KP-R-0117	৩	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি-সমিতির হাট রাস্তা হইতে পশ্চিম শিকারমঙ্গল জলিল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০
KP-R-0118	৪	০৫ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণনগর আরসিসি রাস্তা হইতে দক্ষিণ কৃষ্ণনগর দারুল কোরান মাদ্রাসা ভায়া কৃষ্ণনগর তাফিজুল কোরান মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০

KP-R-0119	৫	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি সমিতির হাট রাস্তা হইতে এনামুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১৫০০
KP-R-0120	৬	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি সমিতির হাট রাস্তা হইতে মুরসালিন বাড়ী হয়ে আলমগীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১২৫০
KP-R-0121	৭	০৫ নং ওয়ার্ডে বিভাগদী রহমান বেপারীর বাড়ীর সামনের ব্রীজ থেকে কাওছার ঢালীর ভায়া ছল্টার বেপারীর বাড়ী হয়ে সহিদুল তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ২০০০
KP-R-0122	৮	০৫ নং ওয়ার্ডে জয়নাল তালুকদারের বাড়ী থেকে নেয়াল উদ্দিন বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৯০০
KP-R-0123	৯	০৫ নং ওয়ার্ডে মফিজ তালুকদারের বাড়ী হয়ে নদীর পার দিয়ে চরলক্ষি নদীর খেয়াঘাট পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১২৫০
KP-R-0124	১০	০৫ নং ওয়ার্ডে আকোকল ফরাজী বাড়ী হতে মফি বেপারি বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৯০০
KP-R-0125	১১	০৫ নং ওয়ার্ডে কালু বেপারীর বাড়ী হতে কাসিমপুর ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ২০০০
KP-R-0126	১২	০৫ নং ওয়ার্ডে ইব্রাহিম হাওলাদার বাড়ী হতে আনোয়ার হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১২৫০
KP-R-0127	১৩	০৫ নং ওয়ার্ডে শাহিন চেয়ারম্যান বাড়ী হতে সেকান্দার বেপারী বাড়ী হয়ে শাহাবুদ্দীন বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬০০
KP-R-0128	১৪	কালকিনিডানলপবাজারহইতেহেমায়েতমাস
KP-R-0129	১৫	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি মাদ্রা হতে আক্কেল ফরাজীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬০০
KP-R-0130	১৬	নতুনহাট হতে লতিফের বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ।
KP-R-0131	১৭	কালকিনি বাজার পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ।
KP-R-0132	১৮	কালকিনি-মাদ্রা সড়ক হতে কৃষ্ণনগর জোড় ব্রীজ পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ।

ওয়ার্ড নং-০৬

KP-R-0133	১	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা নদীর পূর্ব পাড়ের মসজিদ হইতে বিল্লাল মোল্লার বাড়ি ভায়া কাদের সরদারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬৫০মিঃ
KP-R-0134	২	০৬ নং ওয়ার্ডে কাষ্টঘর ফটিক সরদারের বাড়ী হইতে মোঃ বাচ্চু সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৭৩০মিঃ
KP-R-0135	৩	০৬ নং ওয়ার্ডে কালকিনি-মাদ্রা সড়কে লক্ষ্মীপুর পথিরা আবু লাল সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৯০০মিঃ
KP-R-0136	৪	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা নাপিত বাড়ী হইতে পালরদী নদী ভায়া লক্ষ্মীপুর পথিরা সুরুজ সাহেবের বাড়ী হইতে পালরদী নদী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0137	৫	০৬ নং ওয়ার্ডে চর কাশিমপুর পাকা রাস্তা হইতে চর সাদিপুর বাদশা সরদারের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৭৫০মিঃ
KP-R-0138	৬	০৬ নং ওয়ার্ডে চরলক্ষ্মী জিপিএস খেয়াঘাট হইতে কাষ্টঘর তালুকদার বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১০৫০মিঃ
KP-R-0139	৭	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা বেড়ীবাধ হইতে ভানুর ভায়া খেয়াঘাট পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬০০মিঃ
KP-R-0140	৮	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা হালিম সরদারের বাড়ি থেকে আনেচ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫৫০ মিঃ
KP-R-0141	৯	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা নাপিত বাড়ি থেকে কাষ্টঘর পিয়ন বাড়ি পর্যন্ত পর্যন্ত কাপেটিং সড়ক নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ২২৫০ মিঃ
KP-R-0142	১০	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা চৌকিদার বাড়ি থেকে সামসু মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৭৮০ মিঃ
KP-R-0143	১১	জামালগঞ্জ রাস্তা হতে বিহারীপাড়া জনাব ভুলুর বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি রাস্তা নির্মান।
KP-R-0144	১২	আরাফাত নগর জনাব জব্বারের বাড়ী জনাব সোলায়মানের বাড়ী পর্যন্ত আর সি সি নির্মান।
KP-R-0145	১৩	জনাব রোতাবের বাড়ী হতে প্রফেসার পাড়া পর্যন্ত সি সি রাস্তা নির্মান।

ওয়ার্ড নং-০৭

KP-R-0146	০১	উত্তর রাজদি আরসিসি সড়কের এক্সেন মোল্লার বাড়ী হইতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬৩০মিঃ
KP-R-0147	০২	উত্তর রাজদি হাসপাতাল সড়কের নিজাম হাওলাদারের বাড়ী হইতে সেকেন্দার বেপারীর বাড়ী ভায়া আলামিন বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬১০মিঃ
KP-R-0148	০৩	কালকিনি-ভূরঘাট প্রধান সড়কের মুকুলের বাড়ী হইতে জাকির ফরাজির বাড়ী ভায়া সালাম ফরাজির বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫৪০মিঃ
KP-R-0149	০৪	ঝাউতলা আবুল বাশার উকিল বাড়ীর মসজিদ হইতে উপজেলা ব্রিজ ভায়া ভেটেনারি হাসপাতাল পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ৫২৫মিঃ
KP-R-0150	০৫	ঝাউতলা সেটেলমেন্ট অফিস হইতে রাজিব আকনের বাড়ী হয়ে জামাল সরদারের বাড়ী ভায়া হারুন মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬৫০মিঃ
KP-R-0151	০৬	উত্তর রাজদি বিসি সড়ক হইতে মতি বেপারির বাড়ী ভায়া আব্দুল মিন্তীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫৪০মিঃ
KP-R-0152	০৭	উত্তর রাজদি সেকেন্দার খলিফার বাড়ীর সামনে খালের পাড় হইতে দিঘীর পাড় পর্যন্ত ভায়া মনির সিকদারের বাড়ী হয়ে আনিস খলিফার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৭১০মিঃ
KP-R-0153	০৮	ঝাউতলা বাবুল কমিশনারের বাড়ীর সামনে ময়নার বাড়ী হইতে মোবারক মোল্লার বাড়ী হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0154	০৯	কালকিনি-ভূরঘাটা সড়কেরদেলোয়ার হোসেন দুলালের বাড়ীর মসজিদের সামনে ঘরামী বাড়ী হয়ে রেভিতলা পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬০০মিঃ
KP-R-0155	১০	উত্তর রাজদি এক্সান্দার বেপারির বাড়ীর সামনে থেকে ইসমাইল হাওলাদারের বাড়ীর সামনে ব্রীজ পর্যন্ত ভায়া মুজিবুর চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬১০মিঃ
KP-R-0156	১১	ঝাউতলা নূরানী মাদ্রাসার সামনে থেকে বিশ্বাস বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0157	১২	ঝাউতলা বাশার উকিলের বাড়ীর সামনে থেকে উজ্জল এর বাড়ী হয়ে মান্নান হাওলাদারের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫২০মিঃ
KP-R-0158	১৩	উত্তর রাজদি রেভিতলা পাকা রাস্তা থেকে ইসমাইল খানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0159	১৪	উত্তর রাজদি বেহলাল উকিলের বাড়ীর সামনে থেকে মৌলভী বাড়ীর সংপ্রাঃবিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে মালেক খানের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ৬২০মিঃ
KP-R-0160	১৫	উত্তর রাজদি আরসিসি সড়কের মিন্টু কাজীর বাড়ী হইতে উত্তর রাজদি সংপ্রাঃবিদ্যালয় হয়ে মাদ্রাসা ব্রিজ পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫৩০মিঃ
KP-R-0161	১৬	বাগিচাপাড়া জনাব বাবলুর বাড়ি এলাকায় আর.সি.সি দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন কাজ।
KP-R-0162	১৭	হাড়াইল মুসলিম নগর নুর ইসলাম বাড়ি এলাকায় আর.সি.সি দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন কাজ।
KP-R-0163	১৮	হাড়াইল মুসলিম নগর মসজিদ রোড এলাকায় আর.সি.সি দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন কাজ।

ওয়ার্ড নং-০৮

KP-R-0164	১	৮ নং ওয়ার্ডের সিরাজ মিয়া বাড়ি থেকে কাউন্সিলর আনিসুর রহমানের বাড়ি হয়ে দক্ষিন জনারদন্দি আরসিসি সড়ক পর্যন্ত রাস্তা ভায়া জাবেদ আলির বাড়ি থেকে চৌকিদার বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ১৪৫০ মিঃ
KP-R-0165	২	৮ নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর বাজার ব্রিজ থেকে খোকন ফরাজীর বাড়ি হয়ে উত্তর জনারদন্দি এসাহাক সরদারের বাড়ি(জোরা ব্রিজ)পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ২৪০০মিঃ
KP-R-0166	৩	৮ নং ওয়ার্ডের জোড়া ব্রিজ থেকে শাহাদাত সরদারের বাড়ি হয়ে হাপার বাশের সাকো পর্যন্ত রাস্তা পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ১৬০০মি
KP-R-0167	৪	৮ নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর বাজার জামে মসজিদ হতে থেকে দুলাল সাদারের বাড়ি হতে জলিল মিরদা বাড়ি হতে লুৎফর মুন্সী বাড়ি পর্যন্ত বি.সি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০
KP-R-0168	৫	৮ নং ওয়ার্ডের মাওলানা মাকসুদুর রহমানের বাড়ি থেকে মিনাজদি নিল খার বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ১১৫০
KP-R-0169	৬	৮ নং ওয়ার্ডের দক্ষিন জনারদন্দি গাম্পার বাড়ি মসজিদ থেকে দক্ষিন জনারদন্দি চৌকিদার বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৫৫০

KP-R-0170	৭	৮ নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর খনকার বাড়ি থেকে আবু লাল সরদারের বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০
KP-R-0171	৮	৮ নং ওয়ার্ডের রামনগর দর্জি বাড়ি মসজিদ থেকে সাহজাহান বেপারি বাড়ি ভায়া সিরাজ দর্জি বাড়ি ভায়া হামেদ দর্জি বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০
KP-R-0172	৯	৮ নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর পাকা রাস্তা সংলগ্ন তিন বাড়ি ব্রিজ থেকে কাষ্টঘর কাশিমপুর মাদ্রাসা পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৭০০
KP-R-0173	১০	৮ নং ওয়ার্ডের দক্ষিন জনারদন্দি আবু তালেব হাওলাদারের বাড়ি থেকে উত্তর জনারদন্দি মজুমদার বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৫৫০ মিঃ
KP-R-0174	১১	৮নং ওয়ার্ডের দক্ষিন জনারদন্দি মল্লিক বাড়ি জামে মসজিদ থেকে করিম শিকদার বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৫০০ মিঃ
KP-R-0175	১২	৮নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর আবু হাই মাদবরের বাড়ি থেকে লোকমান সেপাইয়ের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৫০০ মিঃ
KP-R-0176	১৩	০৮ নং ওয়ার্ডে ধোপার খাল হইতে রামনগর আশরাফ সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬৫০মিঃ
KP-R-0177	১৪	০৮ নং ওয়ার্ডে রামনগর পাকার মাথা হইতে ইচাহাক সরদারের বাড়ী ভায়া শাহীন মিয়াব পুরাতন বাড়ী ভায়া জিপিএস পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১৪৫০ মিঃ
KP-R-0178	১৫	০৮ নং ওয়ার্ডে দক্ষিন জনারদন্দি বাজার হইতে উত্তর জনারদন্দি জোরপাড় আরসিসি রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১৮৫০মিঃ
KP-R-0179	১৫	০৮ নং ওয়ার্ডে সাহাদাৎ সরদারের বাড়ী হইতে রাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ১০০০মি
KP-R-0180	১৬	দঃ জনারদন্দি ইব্রাহিম খলিফার বাড়ি হইতে লোকমান তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৭০০মিঃ
KP-R-0181	১৭	দঃজনারদন্দি মহর আলী চৌকিদারের বাড়ি হইতে তালুকদার বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৮০০মিঃ

ওয়ার্ড নং-০৯

KP-R-0182	০১	পঃমিনাজদি গফুর হাওলাদারের বাড়ী থেকে হালিম ঘরামীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৮৫০মিঃ
KP-R-0183	০২	গোপাল্লুর সরদার পাড়া বিসি সড়ক হইতে ফজল গাইনের বাড়ী হয়ে জলিল মাতব্বরের বাড়ী ভায়া দুলাল সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫৩০মিঃ
KP-R-0184	০৩	গোপাল্লুর বীর মোহন বিসি সড়কের ইঞ্জিঃমিরাজের বাড়ী হইতে গোপাল্লুর জামে মসজিদ ভায়া ইঞ্জিঃলিমন সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ১২৫০মিঃ
KP-R-0185	০৪	গোপাল্লুর রুবেল তালুকদারের বাড়ীর ব্রীজ হইতে লাবু খানের বাড়ী ভায়া দুলাল শেখের বাড়ী পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ৫১০মিঃ
KP-R-0186	০৫	গোপাল্লুর ঢাকা-বরিশাল মেইন সড়কের সাধুর আশ্রম হইতে কাজী বাড়ী মসজিদ ভায়া কারিতাস অফিস পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ৫৩০মিঃ
KP-R-0187	০৬	রেভিতলা পাকা রাস্তা হইতে মহিউদ্দিন হাওলাদারের বাড়ী হয়ে কাদের বেপারির বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫৫০মিঃ
KP-R-0188	০৭	পঃমিনাজদি সিরাজ বেপারির বাড়ী হইতে রাজ্জাক হাওলাদারের বাড়ী ভায়া কালাম উকিলের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৭৪০মিঃ
KP-R-0189	০৮	পূর্ব-মিনাজদি রিপন মোল্লার দোকান হইতে বাদামতলা ব্রিজ হয়ে দেলোয়ার খানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৯০০মিঃ
KP-R-0190	০৯	রেভিতলা পানের হাট হইতে তালুকদার বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০মিঃ
KP-R-0191	১০	পঃমিনাজদি বাদল তালুকদারের বাড়ী হইতে কবির তালুকদারের বাড়ী হয়ে জাহাঙ্গীর সিকদারের বাড়ী ভায়া টুটুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৮০০মিঃ
KP-R-0192	১১	পঃমিনাজদি শাহাবুদ্দিন হাওলাদারের বাড়ীর সামনে থেকে হামেদ কবিরাজের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া আলাউদ্দিন খানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0193	১২	পঃমিনাজদি হারুন সিকদারের বাড়ীর সামনে হইতে মোহাম্মাদ বেপারির বাড়ী ভায়া দেলোয়ার সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ

KP-R-0194	১৩	পূয়ালী মাদারীপুর প্রদীপ কুড়ুর বাড়ী হইতে বাদল মাস্টারের বাড়ী ভায়া মিশু খন্দকারের বাড়ীর ঘাটল পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ ১৫০০মিঃ
KP-R-0195	১৪	পূয়ালী মাদারীপুর নাসির কাউন্সিলরের বাড়ী হইতে দুলাল শেখের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ ১৬০০মিঃ
KP-R-0196	১৫	পগমিনাজদি রাজ্জাক সরদারের দোকান হইতে আজিজুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ ১৬৩০মিঃ
KP-R-0197	১৬	পূর্ব রিপন মোল্লার দোকান থেকে পশ্চিম মিনাজদি বেপারী বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ ১৮৫০মিঃ থেকে ৮০০মি
KP-R-0198	১৭	পানির মিটার ক্রয় ও স্থাপন কাজ (২০০০ টি)
KP-R-0199	১৮	হাউস কানেকশন মালামাল (ক্রয় ৫০০০হাউস)

নগর ভৌত অবকাঠামো এবং সেবাপ্রদান :

ড্রেন ,কালভার্টও ব্রীজ :(ড্রেইনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন)

ওয়ার্ড নং-০১ :

KP-C-001	১	ভূরঘাটা লাল ব্রিজ থেকে বাস টার্মিনাল হয়ে ফল মার্কেট থেকে মজিদ বাড়ী খাল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ৮২০ মিঃ
KP-C-002	২	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া হারুন খন্দকারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-003	৩	দক্ষিণ রাজদী চানমিয়া মৃধার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-004	৪	দক্ষিণ রাজদী কাঠের পুলের নিকট খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-005	৫	দক্ষিণ রাজদী মিত্র বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-006	৬	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া এ্যাড: আব্দুল লতিফ এর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-007	৭	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া লোকমান হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-008	৮	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া সরোয়ার হোসেন এর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-009	৯	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া আব্দুল করিম ঘরামীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-010	১০	দক্ষিণ রাজদী জিপিএস রাস্তায় বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-011	১১	পাঙ্গাশিয়া স:ম: কাউন্সিলর রাশিদা বেগম এবং সিরাজ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-012	১২	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া জালাল মোল্লার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-013	১৩	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া সামসুল হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-014	১৪	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া হাকিম সরদারের বাড়ীর সামনে (উত্তর পার্শ্ব) খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-015	১৫	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া জয়নাল মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-016	১৬	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া একাডেমী রাস্তায় জনাব ফরহাদ হোসেন এর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-017	১৭	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া একাডেমী রাস্তায় আয়ুব আলী মোল্লার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ

KP-C-018	১৮	পাশ্চিম পাঙ্গাশিয়া একাডেমী রাস্তায় (পশ্চিম পার্শ্বে) রব হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-019	১৯	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া চিত্ত মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-020	২০	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া গফুর হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-021	২১	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া শ্রী জগদীশ চন্দ্র উকিলের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-022	২২	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া জাহিদ সিকদারের বাড়ীর নিকট মার্কাস মসজিদের সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-023	২৩	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া মৃত জলিল ঘরামীর বাড়ীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-024	২৪	পাঙ্গাশিয়া ছরোয়ার হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-025	২৫	পাঙ্গাশিয়া মতিন হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-026	২৬	পাঙ্গাশিয়া মোশারফ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-027	২৭	পাঙ্গাশিয়া শিবলু হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-028	২৮	পাঙ্গাশিয়া বাবুল হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-029	২৯	পাঙ্গাশিয়া খালাসী বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-030	৩০	পাঙ্গাশিয়া এমরান লতিফের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-031	৩১	পাঙ্গাশিয়া জামাল খোন্দকারের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-032	৩২	পাঙ্গাশিয়া হারুন খোন্দকারের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-033	৩৩	পাঙ্গাশিয়া লোকমান হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-034	৩৪	পাঙ্গাশিয়া পূর্ব মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য মেইন সড়কের নিচ দিয়ে কামাল বেপারীর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে দিয়ে খালের সাথে সংযোগ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-035	৩৫	১ নং ওয়ার্ডে রহিম সাহেবের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-036	৩৬	আনিচ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে শাখা খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-037	৩৭	বাদল সরদারের বাড়ীর সামনে মাঠে পানি নিষ্কাশনের জন্য বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে থেকে পূর্ব পার্শ্বে হয়ে শাখা খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-038	৩৮	পাঙ্গাশিয়া পূর্ব পার্শ্বের মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য কানাই লাল নাগের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে দিয়ে কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-038	৩৯	পাঙ্গাশিয়া রাশিদা কাউন্সিলরের বাড়ী থেকে হারুন হাওলাদারের বাড়ীর পাশ দিয়ে পাতাবালী সিরাজ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে ব্রীজ হয়ে হালান হাওলাদারের দোকান পর্যন্ত রাস্তা রাস্তা একটি ব্রীজ নির্মাণ।

ওয়ার্ড নং-০২

KP-C-039	১	২ নং ওয়ার্ডে বেগলাল সরদারের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-040	২	৮ নং ঠেঙ্গামারা জামাল বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-041	৩	দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা ইব্রাহিম মোল্লার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-042	৪	পাতাবালী আয়ুব আলী মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-043	৫	৮ নং ঠেঙ্গামারা তহসিল অফিসের সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-044	৬	পাতাবালী লতু রাড়ীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-045	৭	দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা চেয়ার আলী বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ

KP-C-046	৮	চরঠেংগামারা আনোয়ার সরদারের বাড়ীর সামনে আরসিসি বক্সকালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-047	৯	চরঠেংগামারা খবির সরদারের বাড়ীর সামনে আরসিসি বক্সকালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-048	১০	চরঠেংগামারা ইদ্রিস হাওলাদারের বাড়ীর সামনে একটি বক্সকালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-049	১১	পাতাবলি জামাল সরদারের বাড়ীর সামনে একটি বক্সকালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-050	১২	পাতাবলি আলাম সরদারের বাড়ীর সামনে একটি বক্সকালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-051	১৩	পাতাবলি সোহরাব হুজুরের বাড়ীর সামনে একটি বক্সকালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-052	১৪	দক্ষিণ ঠেংগামারা সাহেব আলী হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-053	১৫	দক্ষিণ ঠেংগামারা ভক্সা সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-054	১৬	পাতাবলী শিপণ বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-055	১৭	ঠেংগামারা লুৎফর হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-056	১৮	উত্তর ঠেংগামারা রাজ্জাক হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-057	১৯	উত্তর ঠেংগামারা মাসুদ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-058	২০	উত্তর ঠেংগামারা মজলু হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-059	২১	উত্তর ঠেংগামারা জিনু হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।

ওয়ার্ড নং-০৩

KP-C-060	১	পশ্চিম শিকারমঙ্গল হযরত আলী চৌকিদারের বাড়ীর জামে মসজিদের সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। ৯মিঃ
KP-C-061	২	চরফতে বাহাদুর হাবি বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-062	৩	চরফতে বাহাদুর গুচ্ছগ্রাম জিপিএস এবং চরফতে বাহাদুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। ১৭মিঃ
KP-C-063	৪	পশ্চিম শিকারমঙ্গল আবুলাল করিমের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-064	৫	পশ্চিম শিকারমঙ্গল সাজাহান ফকিরের দোকানের (সিরাজ) সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। ৪.৫মিঃ
KP-C-065	৬	পশ্চিম শিকারমঙ্গল সামসুল হক চৌকিদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। ৯মিঃ
KP-C-066	৭	শিকারমঙ্গল মানিক বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। ১৯মিঃ
KP-C-067	৮	শিকারমঙ্গল মজিবর বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। ১৮মিঃ
KP-C-068	৯	চরফতে বাহাদুর নয়াকান্দি সার্বজনীন জ্যোতির্ময় সেবাস্থানের সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। ১৯মিঃ
KP-C-069	১০	চরফতে বাহাদুর মোতালেব হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। ১৬মিঃ
KP-C-070	১১	চরফতে বাহাদুর নাসির উদ্দিন ঢালীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। ৪.৫মিঃ

ওয়ার্ড নং-০৪

KP-C-071	১	৪নং ওয়ার্ডের ওহাব বেপারীর বাড়ীর মসজিদ হইতে আলেক সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৩৮০মিঃ
KP-C-072	২	৪নং ওয়ার্ডের উপজেলার পিছনের ব্রিজ হইতে দঃকৃষ্ণনগর খাল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৩০০মিঃ
KP-C-073	৩	৪নং ওয়ার্ডের দঃকৃষ্ণনগর সরদার বাড়ী কালভার্ট থেকে হাবিব মোল্লার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৩৩০মিঃ
KP-C-074	৪	৪নং ওয়ার্ডের ইসলামি ব্যাংক হইতে পালপাড়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৩০০মিঃ
KP-C-075	৫	৪নং ওয়ার্ডের ডানলপ বাজার হইতে মুনসুর সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৪০০মিঃ
KP-C-076	৬	কালকিনি বাজার দঃ পাশ থেকে মাছ বাজার হয়ে পালরদি নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ১৩৫০মিঃ
KP-C-077	৭	৪নং ওয়ার্ড আঃহাই মাস্টারের বাড়ী হইতে পালপাড়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৪৮০মিঃ
KP-C-078	৮	লামচরী-কাশিমপুর রাস্তায় খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-079	৯	উপজেলা পরিষদের নিকট অনিল পালের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৭মিঃ
KP-C-080	১০	দক্ষিণ কৃষ্ণনগর ওহাব আলী মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-081	১১	উপজেলা পরিষদের নিকট মান্নান সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৭মিঃ
KP-C-082	১২	চর বিভাগদী মহিলা মাদ্রাসার সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-083	১৩	লামচরী গনি হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৭মিঃ
KP-C-084	১৪	লামচরী আয়নাল হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৭মিঃ
KP-C-085	১৫	চর ঝাউতলা হেমায়েত মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৮মিঃ
KP-C-086	১৬	চরবিভাগদি মোতাহার সরদারের বাড়ীর সামনে একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-087	১৭	লামচরী সিরাজ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৬মিঃ
KP-C-088	১৮	চর ঝাউতলা আঃ রব পেশকারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৫মিঃ

ওয়ার্ড নং-০৫

KP-C-089	১	বিভাগদী কালু চৌকিদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-090	২	বিভাগদী মজিবর সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-091	৩	বিভাগদী শওকত সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-092	৪	বিভাগদী করিম আকনের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-093	৫	বিভাগদী আব্দুল হালিম বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-094	৬	বিভাগদী শাহ আলম হুজুরের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-095	৭	কালকিনি মাদ্রা সড়ক হইতে বিভাগদি জোড়া ব্রিজ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ১১০০মিঃ

ওয়ার্ড নং-০৬

KP-C-096	১	কাষ্টঘর মুখা বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-097	২	লক্ষ্মীপুর পখিরা গফ্ফার মোল্লার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-098	৩	লক্ষ্মীপুর পখিরা আশ্রাফ আলীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ

KP-C-099	৪	ভক্সা ঘরামীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0100	৫	হাই স্কুলের উত্তর পার্শ্ব খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ

ওয়ার্ড নং-০৭

KP-C-0101	১	ঝাউতলা উপজেলা পরিষদ থেকে হাসপাতালের পিছনে রাস্তার খাল পর্যন্ত ভায়া হারুন মাস্টারের বাড়ী হয়ে মল্লান বেপারির বাড়ীর সামনে খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ১২০০মিঃ
KP-C-0102	২	কালকিনি হাসপাতাল থেকে উপজেলা পরিষদের পিছনে খাল পর্যন্ত এবং উপজেলা গেট থেকে কালকিনি বাজার হয়ে পালরদি নদী পর্যন্ত ১২০০মিঃ
KP-C-0103	৩	উত্তর রাজদি হান্নান বেপারির বাড়ীর থেকে হান্নান সিকদারের বাড়ী বাড়ী হয়ে মনির সিকদারের বাড়ীর খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ১৩০০মিঃ
KP-C-0104	৪	উত্তর রাজদী খলিল সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0105	৫	উত্তর রাজদী মোসলেম খানের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0106	৬	উত্তর রাজদী মোল্লা বাড়ীর মসজিদের সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0107	৭	উত্তর রাজদী আশাফ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0108	৮	উত্তর রাজদী সেকেন্দার খলিফার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১২মিঃ
KP-C-0109	৯	উত্তর রাজদী সাহাদাত উকিলের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৫মিঃ
KP-C-0110	১০	উত্তর রাজদী মোস্তফা বেপারীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৬মিঃ
KP-C-0111	১১	কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর নিকট বিশ্বাস বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0112	১২	কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর নিকট আবুল সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0113	১৩	উত্তর রাজদী সাহাদত উকিলের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0114	১৪	ঝাউতলা বাসার উকিলের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ

ওয়ার্ড নং-০৮

KP-C-0115	১	জনারদন্দী আবুলাল সরদারের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0116	২	দক্ষিণ জনারদন্দী হযরত আলী ফকিরের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0117	৩	রামনগর বেপারী বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0118	৪	দক্ষিণ জনারদন্দী সোহরাব বেপারীর বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0119	৫	কাশিমপুর চায়না খানমের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0120	৬	রামনগর ধোপার খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0121	৭	রামনগর সাহাদাত সরদারের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0122	৮	দক্ষিণ জনারদন্দী বাদশা ফরাজীর বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0123	৯	দক্ষিণ জনারদন্দী মজিবর মাতুব্বরের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0124	১০	জনারদন্দী আলমগীর মাতুব্বরের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0125	১১	দক্ষিণ জনারদন্দী আলী তালুকদারের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0126	১২	দক্ষিণ জনারদন্দী রেজাউল হাওলাদারের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ

KP-C-0127	১৩	রামনগর জিপিএস এর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0128	১৪	দক্ষিণ জনারদন্দী সরদার বাড়ী জামে মসজিদের সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ

ওয়ার্ড নং-০৯

KP-C-0129	১	মিনাজদী-ভূরঘাটা সড়কে বাদল তালুকদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0130	২	পুয়ালী মাদারীপুর সরোয়ার হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0131	৩	গোপালপুর-ঘুঙ্গিয়ারকুল সড়কে বাদামতলী খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১২০মিঃ
KP-C-0132	৪	গোপালপুর সরোয়ার হাওলাদারের বাড়ীর সামনে ব্রিজ নির্মাণ ১৬মিঃ
KP-C-0133	৫	মিনাজদী-ভূরঘাটা সড়কে আব্দুল হক মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0134	৬	পশ্চিম মিনাজদী সরোয়ার সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0135	৭	গোপালপুর আব্দুল বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৮মিঃ
KP-C-0136	৮	মিনাজদী-ভূরঘাটা আলী উকিলের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৫মিঃ
KP-C-0137	৯	পশ্চিম মিনাজদী খান বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0138	১০	গোপালপুর-রামনগর রাস্তায় নাসির সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১২০মিঃ

ড্রেন নির্মাণ

KP-D-001	১	ভূরঘাটা লাল ব্রিজ থেকে বাস টার্মিনাল হয়ে ফল মার্কেট থেকে মজিদ বাড়ী খাল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৮২০ মিঃ
KP-D-002	২	পাঙ্গাশিয়া পূর্ব মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য মেইন সড়কের নিচ দিয়ে কামাল বেপারীর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে খালের সাথে সংযোগ ড্রেন নির্মাণ
KP-D-003	৩	গরুর হাট হতে মঞ্জুর মোর্শেদের বাড়ী পর্যন্ত খালের সাথে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।
KP-D-004	৪	বাদল সরদারের বাড়ীর সামনে মাঠে পানি নিষ্কাশনের জন্য বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব থেকে পূর্ব পার্শ্ব হয়ে শাখা খালের সাথে সংযোগ ড্রেন নির্মাণ।
KP-D-005	৫	পাঙ্গাশিয়া পূর্ব পাশের মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য কানাই লাল নাগের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে ড্রেন খালের সাথে সংযোগ।
KP-D-006	৬	কালকিনি মাছ বাজার হইতে রুশিয়া মঞ্জিল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১২০০মিঃ
KP-D-007	১	৪নং ওয়ার্ডের ওহাব বেপারীর বাড়ীর মসজিদ হইতে আলেক সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৩৮০মিঃ
KP-D-008	২	৪নং ওয়ার্ডের উপজেলার পিছনের ব্রিজ হইতে দঃকৃষ্ণনগর খাল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৩০০মিঃ
KP-D-009	৩	৪নং ওয়ার্ডের দঃকৃষ্ণনগর সরদার বাড়ী কালভার্ট থেকে হাবিব মোল্লার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৩৩০মিঃ
KP-D-010	৪	৪নং ওয়ার্ডের ইসলামি ব্যাংক হইতে পালপাড়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৩০০মিঃ
KP-D-011	৫	৪নং ওয়ার্ডের ডানলপ বাজার হইতে মুনসুর সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১৪০০মিঃ

KP-D-012	৬	কালকিনি বাজার দঃ পাশ থেকে মাছ বাজার হয়ে পালরদি নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। ৩৫০মিঃ
KP-D-013	৭	৪নং ওয়ার্ড আঃহাই মাস্টারের বাড়ী হইতে পালপাড়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ। ৪৮০মিঃ
KP-D-014		ঝুরগা বাজারে আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।
KP-D-015	৭	কালকিনি মাদ্রা সড়ক হইতে বিভাগদি জোড়া ব্রিজ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। ১০০০মিঃ
KP-D-016	১	ঝাউতলা উপজেলা পরিষদ থেকে হাসপাতালের পিছনে রাস্তার খাল পর্যন্ত ভায়া হারুন মাস্টারের বাড়ী হয়ে মনান বেপারির বাড়ীর সামনে খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। ২০০০মিঃ
KP-D-017	২	কালকিনি হাসপাতাল থেকে উপজেলা পরিষদের পিছনে খাল পর্যন্ত এবং উপজেলা গেট থেকে কালকিনি বাজার হয়ে পালরদি নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। ১২০০মিঃ
KP-D-018	৩	উত্তর রাজদি হান্নান বেপারির বাড়ীর থেকে হান্নান সিকদারের বাড়ী বাড়ী হয়ে মনির সিকদারের বাড়ীর খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। ৩০০মিঃ
KP-D-019		উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।
KP-D-020		ভুরঘাটা বাজারে পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।
KP-D-021		গোপালপুর বাজারে পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।

নগর ভৌত অবকাঠামো এবং সেবাপ্রদান :

পৌর আবর্জনা ও বর্জ্যদ্রব্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১	পৌরসভার জন্য ৩০টি ভ্যান গাড়ী সরবরাহ করণ
২	প্রতিটি ওয়ার্ডে ২৫টি করে মোট ২২৫টি ডাষ্টবিন স্থাপন
৩	গার্ভেজ ট্রাক ৬ টি

কম্পোজ প্লান্ট নির্মাণ :

- ১)পাঙ্গাশিয়া কম্পোজ প্লান্ট নির্মাণ।
- ২)শিকারমঙ্গল কম্পোজ প্লান্ট নির্মাণ।
- ৩)গোপালপুর কম্পোজ প্লান্ট নির্মাণ।
- ৪)চরলক্ষী কম্পোজ প্লান্ট নির্মাণ।

ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণ :

- ১)চর ঠেঙ্গামারা ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণ।
- ২)নয়াচর ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণ।

পৌর এলাকায় ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ :

- ১) কালকিনি বাজারে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।
- ২) জুরগাও বাজারে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।

- ৩) ভুরঘাটা বাজারে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।
- ৪) গোপালপুর বাজারে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।
- ৫) নয়াচর বাজারে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।
- ৬) চরলক্ষী বাজারে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।
- ৭) উপজেলা সংলগ্ন ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।
- ৮) হাসপাতাল সংলগ্ন বাজারে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।
- ৯) পাঙ্গাশিয়া বাজারে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।
- ১০) ঠেঙ্গামারা বাজারে ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ।

নগর ভৌত অবকাঠামো এবং সেবাপ্রদান :

পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন

১	পাইপ লাইন স্থাপন কাজ ২০০কিঃমিঃ
২	পানির মিটার ক্রয় ও স্থাপন কাজ (২০০০ টি)
৩	হাউস কানেকশন মালামাল (ক্রয় ৫০০০ হাউস)
৪	পাম্প ও মেশিনারীজ ১৫ সেট

গভীর নলকূপ স্থাপন

- ১) ১ নং ওয়ার্ডেঃ - ৬০ টি
- ২) ২ নং ওয়ার্ডেঃ - ৬০ টি
- ৩) ৩ নং ওয়ার্ডেঃ - ৬০ টি
- ৪) ৪ নং ওয়ার্ডেঃ - ৫৫ টি
- ৫) ৫ নং ওয়ার্ডেঃ - ৫০ টি
- ৬) ৬ নং ওয়ার্ডেঃ - ৬০ টি
- ৭) ৭ নং ওয়ার্ডেঃ - ৫৫ টি
- ৮) ৮ নং ওয়ার্ডেঃ - ৫০ টি
- ৯) ৯ নং ওয়ার্ডেঃ - ৫০ টি

উৎপাদক নলকুপ স্থাপন

- ১) ভুরঘাটা বাজারে উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ২) ভুরঘাটা লাল ব্রিজ সংলগ্ন উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ৩) উপজেলা সংলগ্ন উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ৪) গোপালপুর বাজারে উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ৫) কালকিনি বাজারে উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ৬) কালকিনি বাজার দক্ষিণ উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ৭) চরলক্ষি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ৮) কাশিমপুর বাজারে উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ৯) পাঙ্গাশিয়া উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ১০) চর ঠেঙ্গামারা উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ১১) বুরগাও ভুরঘাটা বাজারে উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ১২) রামনগর উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ১৩) শিকারমঙ্গল উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ১৪) রাজদি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন
- ১৫) জনারদন্দী উৎপাদক নলকুপ স্থাপন

ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ

- ১) চরঠেঙ্গামারা ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ।
- ২) কালকিনি উপজেলা সংলগ্ন ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ

ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ

- ১) কাষ্টঘর নাপিত পাড়ির সামনে ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ
- ২) গোপালপুর গরুর হাটে ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ
- ৩) উপজেলা পাম্প হাউজের পিছনে ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ
- ৪) কালকিনি মাছ বাজারে ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ

নগর ভৌত অবকাঠামো এবং সেবাপ্রদান :

স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন

১	০৯টি ওয়ার্ডে ১৫টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
২	০৯টি ওয়ার্ডে ৫০টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ

পাবলিক টয়লেট নির্মাণ

- ১) কালকিনি বাজারে (উত্তর)পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ২) কালকিনি বাজারে (দক্ষিণ)পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ৩) জুরগাও বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ৪) ভুরঘাটা বাসস্টান্ডে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ৫) গোপালপুর পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ৬) চরলক্ষী পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ৭) কালকিনি উপজেলা সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ৮) পালপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ৯) চরবিভাগদি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ১০) কালকিনি খেয়াঘাটে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ১১) কাশিমপুর বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ১২) ভুরঘাটা বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ১৩) হাসপাতাল সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ১৪) মজিদবাড়ি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
- ১৫) নয়াচর পাবলিক টয়লেট নির্মাণ

কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ

- ১) ১ নং ওয়ার্ডে:- ১০ টি
- ২) ২ নং ওয়ার্ডে:- ৫ টি
- ৩) ৩ নং ওয়ার্ডে:- ৫ টি
- ৪) ৪ নং ওয়ার্ডে:- ৬ টি
- ৫) ৫ নং ওয়ার্ডে:- ৪ টি

- ৬) ৬ নং ওয়ার্ডেঃ- ৫ টি
- ৭) ৭ নং ওয়ার্ডেঃ- ৪ টি
- ৮) ৮ নং ওয়ার্ডেঃ- ৬ টি
- ৯) ৯ নং ওয়ার্ডেঃ- ৫ টি

নগর ভৌত অবকাঠামো এবং সেবাপ্রদান :

পৌর সুবিধাদি

০১	জিপ গাড়ি (মেয়র মহোদয়ের জন্য)
০২	পিকাপ ট্রাক
০৩	মটর সাইকেল-৫ টি
০৪	কম্পিউটার ও ফটোকপি মেশিন-১০সেট
০৫	পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে ঘাটলা নির্মান

পৌর মার্কেট নির্মান

- ১) পৌরসভার সামনে পৌর মার্কেট নির্মাণ
- ২) ভূরঘাটা বাসষ্টাভে পৌর মার্কেট নির্মাণ

জাতির জনকের মুর্যালনির্মান ও শোভা বর্ধন

- ১) পৌরসভার সামনে জাতির জনকের মুর্যাল নির্মান ও শোভা বর্ধন
- ২) ভূরঘাটা জাতির জনকের মুর্যালনির্মান ও শোভা বর্ধন
- ৩) কালকিনি জাতির জনকের মুর্যালনির্মান ও শোভা বর্ধন
- ৪) কালকিনি কলেজে জাতির জনকের মুর্যালনির্মান ও শোভা বর্ধন

কিচেন মার্কেট নির্মান

- ১) গোপালপুর কিচেন মার্কেট নির্মান ।
- ২) কালকিনি বাজারে গোপালপুর কিচেন মার্কেট নির্মান ।
- ৩) ভূরঘাটা বাজারে কিচেন মার্কেট নির্মান ।
- ৪) জুরগাও বাজারে কিচেন মার্কেট নির্মান ।

স্লাটার হাউস নির্মান

- ১) কালকিনি বাজারে স্লাটার হাউস নির্মান
- ২) ভুরঘাটা বাজারে স্লাটার হাউস নির্মান

বিনোদন পার্ক নির্মান

- ১) কালকিনি পৌর ভূমি অফিস সংলগ্ন বিনোদন পার্ক নির্মান

পুকুরের সৌন্দর্য বর্ধন (ওয়াচ টাওয়ার সহ)

- ১) কালকিনি পৌর পুকুরের সৌন্দর্য বর্ধন
- ২) কালকিনি উপজেলা পুকুরের সৌন্দর্য বর্ধন
- ৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন সংলগ্ন পুকুরের সৌন্দর্য বর্ধন

ভবন/স্থাপনা নির্মান

- ১) পৌর চত্বরে গ্যারেজসহ তিন তলা ডরমেটরী বিল্ডিং নির্মান
- ২) ৪ তলা পৌর অফিস বিল্ডিং নির্মান
- ৩) বর্তমান পৌর ভবন তৃতীয় তলা নির্মান (vertical extention)
- ৪) ডাম্প ট্রাকের গ্যারেজ নির্মান

শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ২টি পানির ফোয়ারা নির্মান

- ১) পৌর পুকুরে পানির ফোয়ারা নির্মান
- ২) উপজেলা পুকুরে পানির ফোয়ারা নির্মান

নগর ভৌত অবকাঠামো এবং সেবাপ্রদান :

সড়কবাতি :

ওয়ার্ড নং-০১

- ১। কালকিনি ভুরঘাটা মেইন সড়ক থেকে আনোয়ার সিকদারের বাড়ি হয়ে ভজন দত্তের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মান।
- ২। দক্ষিণ রাজদি শহীদ মোল্লার বাড়ি থেকে শাহ আলম ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া আনোয়ার সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মান।
- ৩। উত্তর রাজদি খোকন হাওলাদারের বাড়ি থেকে মজিদ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা।
- ৪। পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া দিকেন হাওলাদারের বাড়ী হইতে কালকিনি থ্রেস ক্লাব ভায়া কালকিনি পৌর ভবন ভায়া মতি দারোগার বাড়ী ভায়া সোহরাব হোসেন এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।
- ৫। পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া হাফিযের বাড়ি থেকে জগদিশ উকিলের বাড়ি ভায়া গফুর হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান।
- ৬। কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন একাডেমী হতে দক্ষিণ রাজদী জাপান মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত।

ওয়ার্ড নং-০২

- ১। কালকিনি মাছ বাজার হতে চর ঠেংগামারা সিরাজ হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা।
- ২। দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা মুজাই হাওলাদারের বাড়ি থেকে ইউনুচ বেপারী বাড়ি ভায়া ঝড়গাও খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।
- ৩। দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা গদাই পালোয়ানের বাড়ি থেকে হোসেন ঘোরামীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা।
- ৪। পাতাবালি সোহরাব হুজুরের বাড়ি থেকে জামাল সরদারের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা।
- ৫। দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা বিসি সড়ক থেকে রহমান চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া কেরামত সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত।

ওয়ার্ড নং-০৩

- ১। জুরগাঁও ডক্টও আব্দুস সোবহান মিয়ার (গোলাপ) এমপি মহোদয়ের জামে মসজিদ হইতে মো মুজাম মুন্সীরা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সড়ক বাতির লাইন স্থাপন।
- ২। জুরগাঁও প্রধান সড়ক হইতে রবি ভক্তের বাড়ী হয়ে মো: গিয়াস উদ্দিন বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সড়ক বাতির লাইন স্থাপন।
- ৩। চরফতে বাহাদুর শিকারমঙ্গল মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে সোবহান খান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সড়ক বাতির লাইন স্থাপন।
- ৪। পশ্চিম শিকারমঙ্গল আবুল কালাম চৌকিদারের বাড়ী হতে মো : ছারোয়ার চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সড়ক বাতির লাইন স্থাপন।

ওয়ার্ড নং-০৪

- ১। কালকিনি পৌরসভার মহিলা মার্কেট হইতে সরদার বাড়ী জামে মসজিদ ভায়া খবির সরদারের বাড়ী পর্যন্ত
- ২। চর-বিভাগদী কালকিনি মাদ্রা সড়ক হইতে আলোপ সরদারের বাড়ী পর্যন্ত
- ৩। চর-বিভাগদী শাহ মুন্সীর বাড়ী হইতে পঃশিকারমঙ্গল এনামুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত
- ৪। চর-ঝাউতলা হেমায়েত মাস্টারের বাড়ী হইতে বাশার হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত

ওয়ার্ড নং-০৫

- ১। কালকিনি-সমিতির হাট রাস্তা হইতে পশ্চিম শিকারমঙ্গল জলিল আকনের বাড়ী পর্যন্ত
- ২। কালকিনি সমিতির হাট রাস্তা হইতে এনামুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত

ওয়ার্ড নং-০৬

- ১। লক্ষ্মীপুর পথিরা নদীর পূর্ব পাড়ের মসজিদ হইতে বিল্লাল মোল্লার বাড়ি ভায়া কাদের সরদারের বাড়ি পর্যন্ত
- ২। কাষ্টঘর ফটিক সরদারের বাড়ী হইতে মো: বাচ্চু সরদারের বাড়ী পর্যন্ত
- ৩। চর কাশিমপুর পাকা রাস্তা হইতে চর সাদিপুর বাদশা সরদারের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত
- ৪। লক্ষ্মীপুর পথিরা নাপিত বাড়ী হইতে পালরদী নদী ভায়া লক্ষ্মীপুর পথিরা সুরুজ সাহেবের বাড়ী হইতে পালরদী নদী পর্যন্ত

ওয়ার্ড নং-০৭

- ১। উত্তর রাজদি আরসিসি সড়কের এস্কেন মোল্লার বাড়ী হইতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত
- ২। উত্তর রাজদি হাসপাতাল সড়কের নিজাম হাওলাদারের বাড়ী হইতে সেকেন্দার বেপারীর বাড়ী ভায়া আলামিন বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত
- ৩। কালকিনি-ভূরঘাট প্রধান সড়কের মুকুলের বাড়ী হইতে জাকির ফরাজির বাড়ী ভায়া সালাম ফরাজির বাড়ী পর্যন্ত
- ৪। উত্তর রাজদি বিসি সড়ক হইতে মতি বেপারির বাড়ী ভায়া আব্দুল মিন্তীর বাড়ী পর্যন্ত

ওয়ার্ড নং-০৮

- ১। সিরাজ মিয়ার বাড়ি থেকে কাউন্সিলর আনিসুর রহমানের বাড়ি হয়ে দক্ষিণ জনারদন্দি আরসিসি সড়ক পর্যন্ত রাস্তা ভায়া জাবেদ আলির বাড়ি থেকে চৌকিদার বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত
- ২। কাশিমপুর বাজার ব্রিজ থেকে খোকন ফরাজীর বাড়ি হয়ে উত্তর জনারদন্দি এসাহাক সরদারের বাড়ি(জোরা ব্রিজ)পর্যন্ত
- ৩। জোড়া ব্রিজ থেকে শাহাদাত সরদারের বাড়ি হয়ে হাপার বাশের সাকো পর্যন্ত রাস্তা পর্যন্ত

ওয়ার্ড নং-০৯

- ১। পঃমিনাজদি গফুর হাওলাদারের বাড়ী থেকে হালিম ঘরামীর বাড়ী পর্যন্ত
- ২। গোপালপুর সরদার পাড়া বিসি সড়ক হইতে ফজল গাইনের বাড়ী হয়ে জলিল মাতব্বরের বাড়ী ভায়া দুলাল সরদারের বাড়ী পর্যন্ত
- ৩। রেড্ডিতলা পাকা রাস্তা হইতে মহিউদ্দিন হাওলাদারের বাড়ী হয়ে কাদের বেপারির বাড়ী পর্যন্ত

আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন :

লামচরী আদর্শ গ্রাম, চর ঠেঙ্গামারা আশ্রয়ন প্রকল্প, চর ঠেঙ্গামারা গুচ্ছগ্রাম, নয়াকান্দি-বরদারঘাট গুচ্ছগ্রাম, ঠেঙ্গামারা বেদে পল্লী, চরলক্ষ্মী গুচ্ছগ্রাম, জনারদন্দী আশ্রয়ন প্রকল্প, উত্তর রাজদী গুচ্ছগ্রাম, জুরগাঁও আদর্শ গ্রাম, পালপাড়া গুচ্ছ গ্রাম, শিকারমঙ্গল ক্লাস্টার, নয়াকান্দি ক্লাস্টার, চরলক্ষ্মী ক্লাস্টার।

১. কমিউনিটি টয়লেট নির্মান।
২. বস্তি/ ক্লাস্টারের মধ্যে রাস্তা সহ ফুটপাথ নির্মান।
৩. গভীর নলকূপ ও হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন।
৪. দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. সড়ক বাতির ব্যবস্থা।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
৭. কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন।

৪.৫.৫ তালিকাভুক্ত (LongList) উপ প্রকল্প হতে এলজিইডি ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারক্রম তৈরী (Prioritization of the sub-project listed in the long list for LGED and other sources of fund)

রাস্তার আইডি	ক্র: নং	রাস্তার নাম
KP-R-0145	০১	উত্তর রাজদী আরসিসি রাস্তা (মিতু কাজীর বাড়ী) হতে মাদ্রাসা ব্রীজ ভায়া উত্তর রাজদী জিপিএস (ওয়ার্ড নং-০৭) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-0135	০২	উত্তর রাজদী হাসপাতাল রাস্তা (নিজাম হাওলাদারের বাড়ী) হতে সেকেন্দার বেপারীর বাড়ী ভায়া আলামিন বেপারীর বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৭) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-008	০৩	কালকিনি কৃষি ব্যাংক হতে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া আব্দুর রব সিকদারের বাড়ী ভায়া বিল্লাল সিকদারের বাড়ী ভায়া দক্ষিণ রাজদী একাডেমী স্কুল পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা নির্মান।
KP-R-	০৪	গ্রামীন ব্যাংক হতে কাশিমপুর সোহরাব সরদারের বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৪) পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা নির্মান।
KP-R-	০৫	কালকিনি-মাদ্রা সড়কে রাজন বেপারীর বাড়ী হতে সোহাগ হাওলাদারের বাড়ী ভায়া কালু মঙ্গীর বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৪) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-001	০৬	কালকিনি-ভূরঘাটা প্রধান সড়কে (ভবতোষ দত্তের বাড়ীর রাস্তা) হতে আনোয়ার সিকদারের বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০১) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-002	০৭	দক্ষিণ রাজদী সহিদ মোল্লার বাড়ী হতে আনোয়ার সিকদারের বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০১) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-060	০৮	দক্ষিণ রাজদী জিপিএস হতে খোকন হাওলাদারের বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০১) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-0123	০৯	কালকিনি-মাদ্রা সড়ক হতে লক্ষ্মীপুর পথিরা আবু লাল সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-0170	১০	পশ্চিম মিনাজদী গফুর হাওলাদারের বাড়ী হতে পশ্চিম মিনাজদী জিপিএস ভায়া হালিম ঘরামীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-0125	১১	কাশিমপুর পাকা রাস্তা হতে সাদিপূর কালু বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।

KP-R-0171	১২	গোপালপুর সরদারপাড়া কার্পেটিং রাস্তা (ফজল গাইনের বাড়ী) হতে জলিল মাতুব্বরের বাড়ী ভায়া বেলাল সরদারের বাড়ী হতে দুলাল সরদারের বাড়ী পর্যন্ত পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-0184	১৩	পূর্ব মিনাজদী রিপন মোল্লার দোকান হতে বাদামতলা ব্রীজ ভায়া দেলোয়ার খানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-0172	১৪	গোপালপুর বীর মোহন কার্পেটিং রাস্তা হতে ইঞ্জি: মিরাজের বাড়ী হতে গোপালপুর জামে মসজিদ ভায়া ইঞ্জি: লিমনের বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৯) পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা নির্মান।
KP-R-0153	১৫	কাশিমপুর বাজার ব্রীজ হতে রামনগর জোড় ব্রীজ ভায়া খোকন ফরাজীর বাড়ী ভায়া খোকন মুসীর দিঘী পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা নির্মান।
KP-R-0152	১৬	দক্ষিণ জনারদন্দী সিরাজ হাওলাদারের বাড়ী হতে কাদের বেপারীর বাড়ী ভায়া আনিসুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা নির্মান।
KP-R-0154	১৭	উত্তর জনারদন্দী জোর ব্রীজ হতে রামনগর হাপার বাঁশের সাকোঁ ভায়া সাহাদাত সরদারের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা নির্মান।
KP-R-069	১৮	ঠেঙ্গামারা সিরাজ বেপারীর বাড়ী হতে পালরদী নদী (ওয়ার্ড নং-০২) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-	১৯	জুরগাঁও হাট কার্পেটিং রাস্তা হতে রহিম কাজীর বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৩) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-	২০	কালকিনি মাছ বাজার হতে দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা খোকন বেপারীর বাড়ী (আরসিসি রাস্তা পর্যন্ত) কার্পেটিং রাস্তা মেরামত।
KP-R-	২১	রেজাউল হক বেপারীর বাড়ী হতে মোল্লার হাট কার্পেটিং রাস্তায় জসিম হাওলাদারের বাড়ী (ওয়ার্ড নং-০৩) পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-093	২২	দক্ষিণ জুরগাঁও আবদুস সোবহান গোলাপ জামে মসজিদ হতে রাজে হাওলাদারের বাড়ীর রাস্তা (ওয়ার্ড নং-০৩) কার্পেটিং রাস্তা নির্মান।
KP-R-099	২৩	কালকিনি-খাসের হাট রাস্তায় এনামুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-0174	২৪	ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে সাধুর আশ্রম হতে কাজী বাড়ী-গোপালপুর কার্পেটিং রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।
KP-R-003	২৫	উত্তর রাজদি খোকন হাওলাদারের বাড়ি থেকে মজিদ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা।
KP-R-004	২৬	০১ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া দিকেন হাওলাদারের বাড়ী হইতে কালকিনি প্রেস ক্লাব ভায়া কালকিনি পৌর ভবন ভায়া মতি দারোগার বাড়ী ভায়া সোহরাব হোসেন এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০.০ মিঃ থেকে ৭০০মি
KP-R-005	২৭	১ নং ওয়ার্ডের নিজাম খন্দকারের বাড়ি থেকে পূর্ব পাঙ্গাশিয়া সপ্রাবি পর্যন্ত ভায়া ওমর হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত বি.সি রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৭৮০মিঃ
KP-R-006	২৮	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া হাফিযের বাড়ি থেকে জগদিশ উকিলের বাড়ি ভায়া গফুর হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-007	২৯	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া গিয়াশ উদ্দিন সিকদারের বাড়ি থেকে মারকাজ মসজিদ ভায়া জলিল ঘরামি বাড়ি পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৯০০মিঃ
KP-R-009	৩০	১ নং ওয়ার্ডের কালকিনি বাজার সংলগ্ন এড.রহমতুল্লাহর বাড়ি থেকে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া রুবেল মজুমদারের বাড়ি ভায়া কালকিনি কৃষি অফিস ভবন বাড়ি পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ১৪৫০মিঃ
KP-R-010	৩১	পূর্ব পাংগাশিয়া মেইন সড়ক হইতে মাদ্রাসা হয়ে হারুন খন্দকারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০.০ মিঃ থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-011	৩২	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া আবুল কাসেম বেপারীর বাড়ির পাকা রাস্তা থেকে আবদুল হাকিম বেপারীর বাড়ি ভায়া ফারুক হোসেন মোল্লার বাড়ি ভায়া ভাসাই বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত কার্পেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৮৫০মিঃ
KP-R-012	৩৩	১ নং ওয়ার্ডের কালকিনি হাসপাতাল ব্রিজ থেকে মাজেদ সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া দক্ষিণ রাজদি সপ্রাবি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৯০০মিঃ
KP-R-013	৩৪	১ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ রাজদি কালকিনি ভুরঘাটা সড়কের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে গৌতম পালের বাড়ি পর্যন্ত আর সিসি দ্বারা রাস্তা নির্মান। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-014	৩৫	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া খোকন বেপাড়ির বাড়ি থেকে ফারুক মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা

		রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-015	৩৬	১ নং ওয়ার্ডের পূর্ব পাঙ্গাশিয়া আইয়ুব আলী সরদারের বাড়ি থেকে বিটু সরদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া কাজল বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-016	৩৭	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া রাশিদ সরদারের বাড়ি থেকে পালবাড়ি ব্রিজ(কালকানি থানার পাশে) পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-017	৩৮	১ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ রাজদি বজলু চৌকিদারের বাড়ি থেকে রহিম চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া জামাল চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-018	৩৯	১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া এসাহাক ঘোরাণীর বাড়ি থেকে পূর্ব পাঙ্গাশিয়া লোন্ধান হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-019	৪০	১ নং ওয়ার্ডের পূর্ব পাঙ্গাশিয়া আরসিসি রাস্তা থেকে নুরু পালায়ানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া উমর ফকিরের বাড়ি ভায়া এড. আবদুল লতিফ সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-020	৪১	০১ নং ওয়ার্ডে পাঙ্গাশিয়া বাবুল ঘরাণীর বাড়ীর ব্রীজের গোড়া থেকে একাডেমী স্কুলের ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-020	৪২	০১ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ রাজদী মোল্লা বাড়ী হইতে লাভলু কবিরাজের বাড়ী ভায়া পূর্ব পাঙ্গাশিয়া নাইম স্টোর হইতে হারুন খন্দকারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-021	৪৩	০১ নং ওয়ার্ডে সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর রাশিদা বেগমের বাড়ী হইতে সিরাজ হাওলাদারের বাড়ী ভায়া হালান হাওলাদারের দোকান পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-022	৪৪	০১ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া বাদশা হাওলাদারের বাড়ী হইতে মারকাজ মসজিদ ভায়া চিত্ত মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০মি থেকে ৫৮০মিঃ
KP-R-023	৪৫	পাঙ্গাশিয়া তালেব সরদারের বাড়ীর পশ্চিম পাশ হতে কাজল বেপারীর বাড়ীর পূর্ব পাশ দিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে এ্যাড: আবুল বাসার সরদারের বাড়ীর পূর্ব পাশে কালাম চেয়াম্যানের বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০
KP-R-024	৪৬	পাঙ্গাশিয়া সরোয়ার হাওলাদারের বাড়ীর সামনে প্রধান সড়ক হতে মুজাম হাওলাদারের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে নুরুল হক হাওলাদারের বাড়ীর পশ্চিম পাশ হয়ে প্রত্যেক বাড়ীর পাশ দিয়ে লোকমান হাওলাদারের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে খালের পাড়ের রাস্তার সাথে সংযোগ হয়ে লোকমান হাওলাদারের বাড়ীর পূর্ব পাশে খাল পাড় হয়ে আলমগীর সরদারের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৮৫৩
KP-R-025	৪৭	পাঙ্গাশিয়া এমরান লতিফ এর বাড়ীর সামনে এ্যাড: আ: লতিফ সড়ক থেকে মুজাম খোন্দকারের বাড়ীর দক্ষিণ পাশ হয়ে পশ্চিম পাশ দিয়ে খালাসী বাড়ীর পশ্চিম পাশ হতে মাঠের মধ্য দিয়ে নিজাম খোন্দকারের বাড়ীর উত্তর পাশে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৬৪০
KP-R-026	৪৮	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক প্রসঙ্গ করণ এবং সাবেক কাউন্সিলর আকমানের বাড়ী হতে পাঙ্গাশিয়া হোসেন ঘরাণীর বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা প্রসঙ্গ করণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ১৫০০মিঃ
KP-R-027	৪৯	দক্ষিণ রাজদী দুলাল সিকদারের বাড়ী হতে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া B.C রাস্তা ভায়া বেঙ্গাল ঘরাণীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০
KP-R-028	৫০	মজিদবাড়ি অটো স্ট্যান্ড থেকে মেয়রের বাড়ি হয়ে সরদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫১০ মিঃ
KP-R-029	৫১	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া জয়নাল মাষ্টারের বাড়ী হতে দুলাল ঘরাণীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-030	৫২	পাঙ্গাশিয়া রুস্তম আলী বেপারীর বাড়ী থেকে আমানতগঞ্জ খারের পাড় হয়ে সোনাই মন্ডলের বাড়ীর পাশ দিয়ে পাতাবালী জাহাঙ্গীর বেপারীর বাড়ীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ১৫০০মিঃ
KP-R-031	৫৩	পাঙ্গাশিয়া রাশিদা কাউন্সিলরের বাড়ী থেকে হারুন হাওলাদারের বাড়ীর পাশ দিয়ে পাতাবালী সিরাজ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে ব্রীজ হয়ে হালান হাওলাদারের দোকান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-032	৫৪	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া গনি শিকদারের বাড়ী থেকে মহাম্মদ মোল্লার বাড়ীর পশ্চিম পাশ দিয়ে রহিম উদ্দিন মোল্লার বাড়ীর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ১০০০মিঃ
KP-R-033	৫৫	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে বাবুল হাওলাদারের বাড়ী হয়ে কিছলু হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-034	৫৬	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে আয়ুব আলী সরদারের বাড়ী হয়ে কাজল বেপারীর বাড়ী ভায়া স্বপন

		হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-035	৫৭	ঠেঙ্গামারা-পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে শওকত হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-036	৫৮	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে এমিল হাওলাদারের বাড়ী ভায়া হানিফ হাওলাদারের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে আজিজ হাওলাদারের বাড়ীর পূর্ব সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-037	৫৯	পঃ পাঙ্গাশিয়া সোহরাব আকনের বাড়ি হইতে আঃহাকিম সরদারের বাড়ীর বিসি রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ।৫৮০ মিঃ
KP-R-038	৬০	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে মতিন হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-039	৬১	পূর্ব পাংঙ্গাশিয়া আরসিসি রাস্তা হইতে আলী হোসেনের বাড়ী ভায়া নুরুল হক হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।৫১০মিঃ
KP-R-048	৬২	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে আলাউদ্দিনের বাড়ী হয়ে ছোবাহান ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-049	৬৩	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে আঃ হক চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-050	৬৪	পাঙ্গাশিয়া খোকন বেপারীর বাড়ীর রাস্তা হতে সামচু খন্দকারের বাড়ী হয়ে মোহাম্মদ মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-051	৬৫	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে কাশেম পালোয়ানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-052	৬৬	পাঙ্গাশিয়া প্রধান সড়ক হতে আলী হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-053	৬৭	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া হাকিম ডাক্তারের বাড়ী থেকে মরহুম আবুল কাশেম বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-054	৬৮	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া সালাম বেপারীর বাড়ীর জামে মসজিদ থেকে রশিদ মোল্লার বাড়ীর পাশ দিয়ে মহাম্মদ মোল্লার বাড়ী হয়ে মিনি কালভার্ট দিয়ে নূরানী মাদ্রাসার পাশ দিয়ে আমানতগঞ্জ খালের পাড়ের এলজিইডি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৮০০মিঃ
KP-R-055	৬৯	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া কামাল বেপারীর বাড়ীর রাস্তা থেকে লোকমান হাওলাদারের বাড়ীর সামনের ব্রীজ হয়ে পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া মোল্লা বাড়ীর পাশ দিয়ে খালের উপর ব্রীজ হয়ে পাতাবালী রাড়ী বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।চেইনেজ ০.০মি থেকে৬০০মিঃ
KP-R-056	৭০	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া ঘরামী বাড়ীর জামে মসজিদ থেকে রফিক মোল্লার বাড়ীর পাশ দিয়ে মারকাস মসজিদের পূর্ব পাশের কালভার্ট হয়ে শাহীন সরদারের বাড়ীর নিকট রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫৯৮মিঃ
KP-R-057	৭১	১ নং ওয়ার্ডে মজিদবাড়ি-কালকিনি সড়কে লাল পুলের উত্তর পাশে বাহের মেম্বারের বাড়ি হয়ে সিদ্দিক মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৬৩০মিঃ
KP-R-058	৭২	১ নং ওয়ার্ডে মজিদবাড়ি-ডাসার সড়ক হতে দক্ষিণে কেজি স্কুল হয়ে মোতালেব মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫৩০মিঃ
KP-R-059	৭৩	১ নং ওয়ার্ডে মজিদবাড়িনতুন টার্মিনাল হতে সেলিম সরদার ও আজিজুল প্রফেসরের বাড়ি হয়ে ডাসার রাস্তা পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে১২০০মিঃ
KP-R-060	৭৪	দক্ষিণ রাজদি সপ্রাবি থেকে মাজেদ সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে ৮০০মি
KP-R-060	৭৫	পাঙ্গাশিয়া হোচেন ঘরামীর নিকট ব্রীজ হতে আঃ মান্নান রাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।চেইনেজ ০.০মি থেকে৫০০মিঃ
KP-R-061	৭৬	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা মুজাই হাওলাদারের বাড়ি থেকে ইউনুচ বেপারী বাড়ি ভায়া বৃড়গাও খেয়াঘাট পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মান। 3500মিঃ
KP-R-062	৭৭	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা গদাই পালোয়ানের বাড়ি থেকে হোসেন ঘোরামীর বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মান। ৮৫০মিঃ
KP-R-063	৭৮	২ নং ওয়ার্ডের পাতাবালি সোহরাব হুজুরের বাড়ি থেকে জামাল সরদারের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মান। ৮৭০মিঃ
KP-R-064	৭৯	২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা বিসি সড়ক থেকে রহমান চৌকিদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ভায়া কেরামত সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মান। ৫০০ মিঃ
KP-R-065	৮০	০২ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা জামাল বয়াতীর দোকান হইতে রাজ্জক সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০
KP-R-066	৮১	০২ নং ওয়ার্ডে উত্তর ঠেঙ্গামারা আডুয়া ব্রীজ হইতে সানু হাওলাদারের বাড়ী ভায়া চর ঠেঙ্গামারা সেকেন বেপারীর বাড়ী হইতে আবু কালামের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫৫০মিঃ

KP-R-067	৮২	০২ নং ওয়ার্ডে চর ঠেঙ্গামারা পালরদী ব্রীজের পূর্ব পার্শ্ব হইতে হেমায়েত সরদারের বাড়ী ভায়া চর ঠেঙ্গামারা-সমিতির হাট রাস্তা হইতে মনির মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৭৫০মিঃ
KP-R-068	৮৩	০২ নং ওয়ার্ডে চর ঠেঙ্গামারা পাকা রাস্তা হইতে শহিদ ঘরামীর বাড়ী ভায়া চর ঠেঙ্গামারা মোল্লার হাট রাস্তা হইতে শাজাহান বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-070	৮৪	০২ নং রারী বাড়ির মসজীদ হতে জাহাঙ্গীরর বাড়ীর মসজীদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ২৫০০মিঃ
KP-R-071	৮৫	০২ নং কালকিনি পৌর ভূমি অফিস (গুচ্ছগ্রাম) দক্ষিন মাথা হতে বেদেপল্লির লিয়াকত সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৩০০০মিঃ
KP-R-072	৮৬	০২ নং খোকন বেপারীর বাড়ী হতে পালরদী নদী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৩০০০মিঃ
KP-R-073	৮৭	০২ নং সমীতির হাটের রাস্তা হতে দুলালের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০মিঃ
KP-R-074	৮৮	পাতাবালী প্রধান সড়ক হতে মিরাজ রাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-075	৮৯	পাতাবালী রাড়ী বাড়ীর জামে মসজিদ থেকে দক্ষিন পাতাবালী আমানতগঞ্জ খালের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-076	৯০	পাতাবালী রাড়ী বাড়ী থেকে জয়নাল রাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-077	৯১	পাতাবালী প্রধান সড়ক থেকে তহমিনার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-078	৯২	পাতাবালী প্রধান সড়ক থেকে সিরাজ রাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-079	৯৩	ঠেঙ্গামারা পালোয়ান বাড়ীর নিকট ব্রীজ হতে পাঙ্গাশিয়া হোচেন ঘরামীর বাড়ীর ব্রীজ ভায়া আদেল সরদারের বাড়ী থেকে সোরাব হাওলাদারের বাড়ীর নিকট ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৮০০মিঃ
KP-R-080	৯৪	পাতাবালী আদেল সরদারের বাড়ীর মসজিদের উত্তর পাশের খালের উপর কালভার্ট দিয়ে বাদল সরদারের বাড়ীর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-081	৯৫	দক্ষিন পাতাবালী প্রধান সড়কের পূর্ব পাশে খালের উপর কালভার্ট হয়ে আব্দুর রবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-082	৯৬	দক্ষিন পাতাবালী মমিন মোল্লার বাড়ীর পশ্চিম পাশে খালের উপর কালভার্ট দিয়ে মালেক মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-083	৯৭	উত্তর ঠেঙ্গামারা আলাবক্সের দোকান এবং ব্রীজ হতে কুঞ্জদাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-084	৯৮	ঠেঙ্গামারা প্রধান রাস্তার পশ্চিম পাশে খালের উপর পাইপ কালভার্ট দিয়ে হাকিম সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-085	৯৯	ঠেঙ্গামারা প্রধান সড়কের পূর্ব দিকে চৌকিদার বাড়ী এবং কাজী বাড়ীর রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-086	১০০	কালকিনি দঃ মাছ বাজার হইতে দঃ ঠেঙ্গামারা মুজাম হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ১২৫০০মিঃ
KP-R-087	১০১	ঠেঙ্গামারা প্রধান সড়ক থেকে ফকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-088	১০২	ঠেঙ্গামারা প্রধান সড়কের উত্তর পাশ থেকে পশ্চিম দিকে কুঞ্জ বিহারী দাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-089	১০৩	ঠেঙ্গামারা আড়ুয়া ব্রীজের পূর্ব দিকে হাশেম হাওলাদারের বাড়ীর রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-090	১০৪	ঠেঙ্গামারা চানমিয়া সরদারের বাড়ী থেকে ভূমি অফিস পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-091	১০৫	ঠেঙ্গামারা প্রধান সড়ক থেকে বেপারী বাড়ীর উপর দিয়ে সরদার বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫৫০মিঃ
KP-R-092	১০৬	ঠেঙ্গামারা জামাল বয়াতীর বাড়ী থেকে সরোয়ার ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-093	১০৭	দক্ষিন ঠেঙ্গামারা খোকন বেপারীর বাড়ী থেকে পূর্ব দিকে সারজিনা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫০০মিঃ
KP-R-093	১০৮	৩নং ওয়ার্ডের জুরগাঁও প্রধান সড়ক হইতে রবি ভক্তের বাড়ী হয়ে মোঃ গিয়াস উদ্দিন বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ৫০০
KP-R-094	১০৯	৩নং ওয়ার্ডের চরফতে বাহাদুর শিকারমঙ্গল মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে সোবহান খান বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ৫০০
KP-R-095	১১০	৩নং ওয়ার্ডের কালকিনি মোল্লার হাট রাস্তায় এচাহাক চৌকিদারের দোকান থেকে উল্টর পাড় পর্যন্ত

		আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ৮০০
KP-R-096	১১১	৩নং ওয়ার্ডের পশ্চিম শিকারমঙ্গল আবুল কালাম চৌকিদারের বাড়ী হতে মো : ছারোয়ার চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ। ৮০০
KP-R-	১১২	আদর্শপাড়া রহমান এর বাড়ীর মোড় হতে মোল্লা বাড়ী সি.সি রাস্তা নির্মান কাজ।
KP-R-0100	১১৩	৮নং-ঝাউতলা হেমায়েত মাস্টারের বাড়ী হইতে বাশার হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ৯৬০মিঃ
KP-R-0101	১১৪	৮ নং কৃষ্ণনগর মহিলা মাদ্রাসা হইতে আলাউদ্দিন সরদারের বাড়ী হয়ে মনির আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0102	১১৫	কালকিনি বাজার ডানলপ মার্কেট হইতে আনসার আলি সরদারের বাড়ী ভায়া মেসবাহুল হক কাউন্সিলরের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১৪৫০মিঃ
KP-R-0103	১১৬	কালকিনি-সমিতির হাট মেইন সড়কের জাহিদুল মুন্সীর বাড়ী হইতে মো:মোতাহের এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫১০মিঃ
KP-R-0104	১১৭	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি মাদ্রা সড়কে কালু মাষ্টারের বাড়ী হইতে ছোট সাদিপূর মিন্টু এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0105	১১৮	০৫ নং ওয়ার্ডে বিভাগদী নয়াচর সামসুল বেপারীর বাড়ী হইতে চরলক্ষ্মী খেয়াঘাট ভায়া বিভাগদী জিপিএস হইতে মজিদ তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0106	১১৯	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি-সমিতির হাট রাস্তা হইতে পশ্চিম শিকারমঙ্গল জলিল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0107	১২০	০৫ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণনগর আরসিসি রাস্তা হইতে দক্ষিণ কৃষ্ণনগর দারুল কোরান মাদ্রাসা ভায়া কৃষ্ণনগর তাফিজুল কোরান মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0108	১২১	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি সমিতির হাট রাস্তা হইতে এনামুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১৫০০মিঃ
KP-R-0109	১২২	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি সমিতির হাট রাস্তা হইতে মুরসালিন বাড়ী হয়ে আলমগীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১২৫০মিঃ
KP-R-0110	১২৩	০৫ নং ওয়ার্ডে বিভাগদী রহমান বেপারীর বাড়ীর সামনের ব্রীজ থেকে কাওছার ঢালীর ভায়া ছলটার বেপারীর বাড়ী হয়ে সহিদুল তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ২০০০মিঃ
KP-R-0111	১২৪	০৫ নং ওয়ার্ডে জয়নাল তালুকদারের বাড়ী থেকে নেয়াল উদ্দিন বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৯০০মিঃ
KP-R-0112	১২৫	০৫ নং ওয়ার্ডে মফিজ তালুকদারের বাড়ী হয়ে নদীর পার দিয়ে চরলক্ষি নদীর খেয়াঘাট পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১২৫০মিঃ
KP-R-0113	১২৬	০৫ নং ওয়ার্ডে আকোকল ফরাজী বাড়ী হতে মফি বেপারি বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৯০০মিঃ
KP-R-0114	১২৭	০৫ নং ওয়ার্ডে কালু বেপারীর বাড়ী হতে কাসিমপুর ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ২০০০মিঃ
KP-R-0115	১২৮	০৫ নং ওয়ার্ডে ইব্রাহিম হাওলাদার বাড়ী হতে আনোয়ার হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১২৫০মিঃ
KP-R-0116	১২৯	০৫ নং ওয়ার্ডে শাহিন চেয়ারম্যান বাড়ী হতে সেকান্দার বেপারী বাড়ী হয়ে শাহাবুদ্দীন বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬০০মিঃ
KP-R-0117	১৩০	কালকিনি ডানলপ বাজার হইতে হেমায়েত মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত □ □ রাস্তা নির্মান।
KP-R-0118	১৩১	০৫ নং ওয়ার্ডে কালকিনি মাদ্রা হতে আক্কেল ফরাজীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬০০মিঃ
KP-R-0119	১৩২	নতুনহাট হতে লতিফের বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ।
KP-R-0120	১৩৩	কালকিনি বাজার পর্যন্ত আর.সি.সি রাস্তা উন্নয়ন কাজ।
KP-R-0121	১৩৪	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা নদীর পূর্ব পাড়ের মসজিদ হইতে বিল্লাল মোল্লার বাড়ি ভায়া কাদের সরদারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬৫০মিঃ
KP-R-0122	১৩৫	০৬ নং ওয়ার্ডে কাষ্টঘর ফটিক সরদারের বাড়ী হইতে মো: বাচ্চু সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৭৩০মিঃ
KP-R-0124	১৩৬	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা নাপিত বাড়ী হইতে পালরদী নদী ভায়া লক্ষ্মীপুর পথিরা সুরঞ্জ সাহেবের বাড়ী হইতে পালরদী নদী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0126	১৩৭	০৬ নং ওয়ার্ডে চরলক্ষী জিপিএস খেয়াঘাট হইতে কাষ্টঘর তালুকদার বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১০৫০মিঃ

KP-R-0127	১৩৮	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা বেড়ীবাধ হইতে ভানুর ভায়া খেয়াঘাট পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬০০মিঃ
KP-R-0128	১৩৯	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা হালিম সরদারের বাড়ি থেকে আনেচ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৫৫০ মিঃ
KP-R-0129	১৪০	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা নাপিত বাড়ি থেকে কাষ্টঘর পিয়ন বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ২২৫০ মিঃ
KP-R-0130	১৪১	০৬ নং ওয়ার্ডে লক্ষ্মীপুর পথিরা চৌকিদার বাড়ি থেকে সামসু মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ৭৮০ মিঃ
KP-R-0134	১৪২	উত্তর রাজদি আরসিসি সড়কের এক্সেন মোল্লার বাড়ী হইতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬৩০মিঃ
KP-R-0135	১৪৩	উত্তর রাজদি হাসপাতাল সড়কের নিজাম হাওলাদারের বাড়ী হইতে সেকেন্দার বেপারীর বাড়ী ভায়া আলামিন বেপারীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬১০মিঃ
KP-R-0136	১৪৪	কালকিনি-ভুরঘাট প্রধান সড়কের মুকুলের বাড়ী হইতে জাকির ফরাজির বাড়ী ভায়া সালাম ফরাজির বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫৪০মিঃ
KP-R-0137	১৪৫	ঝাউতলা আবুল বাশার উকিল বাড়ীর মসজিদ হইতে উপজেলা ব্রিজ ভায়া ভেটেনারি হাসপাতাল পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ৫২৫মিঃ
KP-R-0138	১৪৬	ঝাউতলা সেটেলমেন্ট অফিস হইতে রাজিব আকনের বাড়ী হয়ে জামাল সরদারের বাড়ী ভায়া হারুন মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬৫০মিঃ
KP-R-0139	১৪৭	উত্তর রাজদি বিসি সড়ক হইতে মতি বেপারির বাড়ী ভায়া আব্দুল মিন্তীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫৪০মিঃ
KP-R-0141	১৪৮	উত্তর রাজদি সেকেন্দার খলিফার বাড়ীর সামনে খালের পাড় হইতে দিঘীর পাড় পর্যন্ত ভায়া মনির সিকদারের বাড়ী হয়ে আনিস খলিফার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৭১০মিঃ
KP-R-0142	১৪৯	ঝাউতলা বাবুল কমিশনারের বাড়ীর সামনে ময়নার বাড়ী হইতে মোবারক মোল্লার বাড়ী হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত বিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0143	১৫০	কালকিনি-ভুরঘাটা সড়কের দেলোয়ার হোসেন দুলালের বাড়ীর মসজিদের সামনে ঘরামী বাড়ী হয়ে রেভিউতলা পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬০০মিঃ
KP-R-0144	১৫১	উত্তর রাজদি এক্সান্দার বেপারির বাড়ীর সামনে থেকে ইসমাইল হাওলাদারের বাড়ীর সামনে ব্রীজ পর্যন্ত ভায়া মুজিবুর চৌকিদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬১০মিঃ
KP-R-0145	১৫২	ঝাউতলা নুরানী মাদ্রাসার সামনে থেকে বিশ্বাস বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0145	১৫৩	ঝাউতলা বাশার উকিলের বাড়ীর সামনে থেকে উজ্জল এর বাড়ী হয়ে মান্নান হাওলাদারের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫২০মিঃ
KP-R-0146	১৫৪	উত্তর রাজদি রেভিউতলা পাকা রাস্তা থেকে ইসমাইল খানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0147	১৫৫	উত্তর রাজদি বেঙ্গাল উকিলের বাড়ীর সামনে থেকে মৌলভী বাড়ীর সংপ্রাঃবিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে মালেক খানের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ৬২০মিঃ
KP-R-0155	১৫৬	৮ নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর বাজার জামে মসজিদ হতে থেকে দুলাল সাদারের বাড়ি হতে জলিল মিরদা বাড়ি হতে লুৎফর মুন্সী বাড়ি পর্যন্ত বি.সি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0156	১৫৭	৮ নং ওয়ার্ডের মাওলানা মাকসুদুর রহমানের বাড়ি থেকে মিনাজদি নিল খার বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ১১৫০মিঃ
KP-R-0157	১৫৮	৮ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ জনারদন্দি গাম্পার বাড়ি মসজিদ থেকে দক্ষিণ জনারদন্দি চৌকিদার বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৫৫০মিঃ
KP-R-0158	১৫৯	৮ নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর খনকার বাড়ি থেকে আবু লাল সরদারের বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০মিঃ
KP-R-0159	১৬০	৮ নং ওয়ার্ডের রামনগর দর্জি বাড়ি মসজিদ থেকে সাহজাহান বেপারি বাড়ি ভায়া সিরাজ দর্জি বাড়ি ভায়া হামেদ দর্জি বাড়ি পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০মিঃ
KP-R-0160	১৬১	৮ নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর পাকা রাস্তা সংলগ্ন তিন বাড়ি ব্রিজ থেকে কাষ্টঘর কাশিমপুর মাদ্রাসা পর্যন্ত কাপেটিং দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৭০০মিঃ
KP-R-0161	১৬২	৮ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ জনারদন্দি আবু তালেব হাওলাদারের বাড়ি থেকে উত্তর জনারদন্দি মজুমদার বাড়ি মসজিদ পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৫৫০ মিঃ
KP-R-0162	১৬৩	৮নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ জনারদন্দি মল্লিক বাড়ি জামে মসজিদ থেকে করিম শিকদার বাড়ি পর্যন্ত বিসি

		দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৫০০ মিঃ
KP-R-0163	১৬৪	৮নং ওয়ার্ডের কাশিমপুর আবু হাই মাদবরের বাড়ি থেকে লোকমান সেপাইয়ের বাড়ি পর্যন্ত বিসি দ্বারা রাস্তা নির্মাণ। ৫০০ মিঃ
KP-R-0164	১৬৫	০৮ নং ওয়ার্ডে ধোপার খাল হইতে রামনগর আশরাফ সরদারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৬৫০মিঃ
KP-R-0165	১৬৬	০৮ নং ওয়ার্ডে রামনগর পাকার মাথা হইতে ইচাহাক সরদারের বাড়ী ভায়া শাহীন মিয়াবর পুরাতন বাড়ী ভায়া জিপিএস পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১৪৫০ মিঃ
KP-R-0166	১৬৭	০৮ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ জনারদন্দী বাজার হইতে উত্তর জনারদন্দী জোরপাড় আরসিসি রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ১৮৫০মিঃ
KP-R-0167	১৬৮	০৮ নং ওয়ার্ডে সাহাদাৎ সরদারের বাড়ী হইতে রাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। চেইনেজ ০.০মি থেকে ১০০০মি
KP-R-0168	১৬৯	দঃজনারদন্দী ইব্রাহিম খলিফার বাড়ি হইতে লোকমান তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৭০০মিঃ
KP-R-0169	১৭০	দঃজনারদন্দী মহর আলী চৌকিদারের বাড়ি হইতে তালুকদার বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৮০০মিঃ
KP-R-0173	১৭১	গোপালপুর রুবেল তালুকদারের বাড়ীর ব্রীজ হইতে লাবু খানের বাড়ী ভায়া দুলাল শেখের বাড়ী পর্যন্ত বিসি সড়ক নির্মাণ। ৫১০মিঃ
KP-R-0175	১৭২	রেভিউতলা পাকা রাস্তা হইতে মহিউদ্দিন হাওলাদারের বাড়ী হয়ে কাদের বেপারির বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫৫০মিঃ
KP-R-0176	১৭৩	পঃমিনাজদি সিরাজ বেপারির বাড়ী হইতে রাজ্জাক হাওলাদারের বাড়ী ভায়া কালাম উকিলের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৭৪০মিঃ
KP-R-0177	১৭৪	পূর্ব-মিনাজদি রিপন মোল্লার দোকান হইতে বাদামতলা ব্রিজ হয়ে দেলোয়ার খানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সড়ক নির্মাণ। ৯০০মিঃ
KP-R-0178	১৭৫	রেভিউতলা পানের হাট হইতে তালুকদার বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ১৫০০মিঃ
KP-R-0179	১৭৬	পঃমিনাজদি বাদল তালুকদারের বাড়ী হইতে কবির তালুকদারের বাড়ী হয়ে জাহাঙ্গীর সিকদারের বাড়ী ভায়া টুটুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৮০০মিঃ
KP-R-0180	১৭৭	পঃমিনাজদি শাহাবুদ্দিন হাওলাদারের বাড়ীর সামনে থেকে হামেদ কবিরাজের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া আলাউদ্দিন খানের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0180	১৭৮	পঃমিনাজদি হারুন সিকদারের বাড়ীর সামনে হইতে মোহাম্মাদ বেপারির বাড়ী ভায়া দেলোয়ার সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0181	১৭৯	পূয়ালী মাদারীপুর প্রদীপ কুড়ুর বাড়ী হইতে বাদল মাস্টারের বাড়ী ভায়া মিশু খন্দকারের বাড়ীর ঘাটল পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৫০০মিঃ
KP-R-0182	১৮০	পূয়ালী মাদারীপুর নাসির কাউন্সিলরের বাড়ী হইতে দুলাল শেখের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬০০মিঃ
KP-R-0183	১৮১	পঃমিনাজদি রাজ্জাক সরদারের দোকান হইতে আজিজুল আকনের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। ৬৩০মিঃ
	১৮২	পানির মিটার ক্রয় ও স্থাপন কাজ (২০০০ টি)
	১৮৩	হাউস কানেকশন মালামাল (ক্রয় ৫০০০ হাউস)

ড্রেন নির্মাণ

আইডি নং	ক্র:নং	ড্রেনের নাম
KP- R -	০১	কালকিনি উপজেলা পরিষদ হতে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর নিকট খাল পর্যন্ত আরসিসি বক্স ড্রেন নির্মাণ।
KP- R -	০২	কালকিনি মাছ বাজার হতে রুশিয়া মনজিল ভায়া জালাল মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি বক্স ড্রেন নির্মাণ।
KP-D-001	০৩	ভূরঘাটা লাল ব্রিজ থেকে বাস টার্মিনাল হয়ে ফল মার্কেট থেকে মজিদ বাড়ী খাল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন

		নির্মান ৮২০ মিঃ
KP-D-002	০৪	পাঙ্গাশিয়া পূর্ব মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য মেইন সড়কের নিচ দিয়ে কামাল বেপারীর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে খালের সাথে সংযোগ ড্রেন নির্মান
KP-D-003	০৫	গরুর হাট হতে মঞ্জুর মোশেদের বাড়ী পর্যন্ত খালের সাথে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান।
KP-D-004	০৬	বাদল সরদারের বাড়ীর সামনে মাঠে পানি নিষ্কাশনের জন্য বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব থেকে পূর্ব পার্শ্ব হয়ে শাখা খালের সাথে সংযোগ ড্রেন নির্মান।
KP-D-005	০৭	পাঙ্গাশিয়া পূর্ব পাশের মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য কানাই লাল নাগের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে ড্রেন খালের সাথে সংযোগ।
KP-D-006	০৮	কালকিনি মাছ বাজার হইতে রুশিয়া মঞ্জিল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ১২০০মিঃ
KP-D-007	০৯	৪নং ওয়ার্ডের ওহাব বেপারীর বাড়ীর মসজিদ হইতে আলেক সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান ১৩৮০মিঃ
KP-D-008	১০	৪নং ওয়ার্ডের উপজেলার পিছনের ব্রিজ হইতে দঃকৃষ্ণনগর খাল পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান ১৩০০মিঃ
KP-D-009	১১	৪নং ওয়ার্ডের দঃকৃষ্ণনগর সরদার বাড়ী কালভার্ট থেকে হাবিব মোল্লার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান ১৩৩০মিঃ
KP-D-010	১২	৪নং ওয়ার্ডের ইসলামি ব্যাংক হইতে পালপাড়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান ১৩০০মিঃ
KP-D-011	১৩	৪নং ওয়ার্ডের ডানলপ বাজার হইতে মুনসুর সরদারের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান ১৪০০মিঃ
KP-D-012	১৪	কালকিনি বাজার দঃ পাশ থেকে মাছ বাজার হয়ে পালরদি নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান ১৩৫০মিঃ
KP-D-013	১৫	৪নং ওয়ার্ড আঃহাই মাস্টারের বাড়ী হইতে পালপাড়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান ১৪৮০মিঃ
KP-D-014	১৬	ঝুরগা বাজারে আরসিসি ড্রেন নির্মান।
KP-D-015	১৭	কালকিনি মাদ্রা সড়ক হইতে বিভাগদি জোড়া ব্রিজ পর্যন্ত ড্রেন নির্মান ১১০০০মিঃ
KP-D-016	১৮	ঝাউতলা উপজেলা পরিষদ থেকে হাসপাতালের পিছনে রাস্তার খাল পর্যন্ত ভায়া হারুন মাস্টারের বাড়ী হয়ে মল্লান বেপারীর বাড়ীর সামনে খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মান ১২০০০মিঃ
KP-D-017	১৯	কালকিনি হাসপাতাল থেকে উপজেলা পরিষদের পিছনে খাল পর্যন্ত এবং উপজেলা গেট থেকে কালকিনি বাজার হয়ে পালরদি নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান ১২০০মিঃ
KP-D-018	২০	উত্তর রাজদি হাম্মান বেপারীর বাড়ীর থেকে হাম্মান সিকদারের বাড়ী বাড়ী হয়ে মনির সিকদারের বাড়ীর খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মান ১৩০০মিঃ
KP-D-019	২১	উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মান।
KP-D-020	২২	ভুরঘাটা বাজারে পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মান।
KP-D-021	২৩	গোপালপুর বাজারে পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মান।

ব্রীজ/কালভার্টের নাম

আইডি নং	ক্র:নং	ব্রীজ/কালভার্টের নাম
KP-R-	০১	কালকিনি পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ০৯ টি সিঙ্গেল ভেন্ট (1x4.5x4.5m) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মান।
KP-R-	০২	কালকিনি পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ০৩ টি ডাবল ভেন্ট (2x4.5x4.5m) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মান।
KP-C-001	০৩	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া হারুন খন্দকারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-002	০৪	দক্ষিণ রাজদী চানমিয়া মৃধার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-003	০৫	দক্ষিণ রাজদী কাঠের পুলের নিকট খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-004	০৬	দক্ষিণ রাজদী মিত্র বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-005	০৭	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া এ্যাড: আব্দুল লতিফ এর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-006	০৮	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া লোকমান হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-007	০৯	পূর্ব পাঙ্গাশিয়া সরোয়ার হোসেন এর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-008	১০	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া আব্দুল করিম ঘরামীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-009	১১	দক্ষিণ রাজদী জিপিএস রাস্তায় বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-010	১২	পাঙ্গাশিয়া স:ম: কাউন্সিলর রাশিদা বেগম এবং সিরাজ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স

		কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-011	১৩	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া জালাল মোল্লার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-012	১৪	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া সামসুল হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-013	১৫	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া হাকিম সরদারের বাড়ীর সামনে (উত্তর পার্শ্ব) খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-014	১৬	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া জয়নাল মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-015	১৭	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া একাডেমী রাস্তায় জনাব ফরহাদ হোসেন এর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-016	১৮	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া একাডেমী রাস্তায় আয়ুব আলী মোল্লার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-015	১৯	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া একাডেমী রাস্তায় (পশ্চিম পার্শ্ব) রব হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-017	২০	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া চিত্ত মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-018	২১	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া গফুর হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-019	২২	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া শ্রী জগদীশ চন্দ্র উকিলের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-020	২৩	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া জাহিদ সিকদারের বাড়ীর নিকট মার্কাস মসজিদের সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-021	২৪	পশ্চিম পাঙ্গাশিয়া মৃত জলিল ঘরামীর বাড়ীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-027	২৫	পাঙ্গাশিয়া খালাসী বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-028	২৬	পাঙ্গাশিয়া এমরান লতিফের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-029	২৭	পাঙ্গাশিয়া জামাল খোন্দকারের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্ব খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-030	২৮	পাঙ্গাশিয়া হারুন খোন্দকারের বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-032	২৯	পাঙ্গাশিয়া পূর্ব মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য মেইন সড়কের নিচ দিয়ে কামাল বেপারীর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে খালের সাথে সংযোগ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-035	৩০	বাদল সরদারের বাড়ীর সামনে মাঠে পানি নিষ্কাশনের জন্য বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব থেকে পূর্ব পার্শ্ব হয়ে শাখা খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-036	৩১	পাঙ্গাশিয়া পূর্ব পার্শ্বের মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য কানাই লাল নাগের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-037	৩২	পাঙ্গাশিয়া রাশিদা কাউন্সিলরের বাড়ী থেকে হারুন হাওলাদারের বাড়ীর পাশ দিয়ে পাতাবালী সিরাজ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে ব্রীজ হয়ে হালান হাওলাদারের দোকান পর্যন্ত রাস্তা রাস্তা একটি ব্রীজ নির্মাণ।
KP-C-038	৩৩	২ নং ওয়ার্ডে বেঙ্গাল সরদারের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-039	৩৪	চর ঠেঙ্গামারা জামাল বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-040	৩৫	দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা ইব্রাহিম মোল্লার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-041	৩৬	পাতাবালী আয়ুব আলী মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-042	৩৭	চর ঠেঙ্গামারা তহসিল অফিসের সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-043	৩৮	পাতাবালী লতু রাড়ীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-044	৩৯	দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা চেয়ার আলী বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-051	৪০	দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা সাহেব আলী হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-052	৪১	দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা ভক্স সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-053	৪২	পাতাবালী শিপণ বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-054	৪৩	ঠেঙ্গামারা লুৎফর হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-055	৪৪	উত্তর ঠেঙ্গামারা রাজ্জাক হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-056	৪৫	উত্তর ঠেঙ্গামারা মাসুদ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-057	৪৬	উত্তর ঠেঙ্গামারা মজলু হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।
KP-C-058	৪৭	উত্তর ঠেঙ্গামারা জিনু হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালের উপর আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।

KP-C-059	৪৮	পশ্চিম শিকারমঙ্গল হযরত আলী চৌকিদারের বাড়ীর জামে মসজিদের সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-060	৪৯	চরফতে বাহাদুর হাবি বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-061	৫০	চরফতে বাহাদুর গুচ্ছগ্রাম জিপিএস এবং চরফতে বাহাদুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৭মিঃ
KP-C-062	৫১	পশ্চিম শিকারমঙ্গল আবুল্লাল করিমের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-063	৫২	পশ্চিম শিকারমঙ্গল সাজাহান ফকিরের দোকানের (সিরাজ) সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-064	৫৩	পশ্চিম শিকারমঙ্গল সামসুল হক চৌকিদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-066	৫৪	শিকারমঙ্গল মজিবর বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৮মিঃ
KP-C-067	৫৫	চরফতে বাহাদুর নয়াকান্দি সার্বজনীন জ্যোতির্ময় সেবাশ্রমের সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-068	৫৬	চরফতে বাহাদুর মোতালেব হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৬মিঃ
KP-C-069	৫৭	চরফতে বাহাদুর নাসির উদ্দিন ঢালীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-070	৫৮	লামচরী-কাশিমপুর রাস্তায় খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-071	৫৯	উপজেলা পরিষদের নিকট অনিল পালের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৭মিঃ
KP-C-072	৬০	দক্ষিণ কৃষ্ণনগর ওহাব আলী মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-073	৬১	উপজেলা পরিষদের নিকট মাল্লান সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৭মিঃ
KP-C-074	৬২	চর বিভাগদী মহিলা মাদ্রাসার সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-075	৬৩	লামচরী গনি হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৭মিঃ
KP-C-076	৬৪	লামচরী আয়নাল হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৭মিঃ
KP-C-077	৬৫	চর ঝাউতলা হেমায়েত মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৮মিঃ
KP-C-079	৬৬	লামচরী সিরাজ হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৬মিঃ
KP-C-080	৬৭	চর ঝাউতলা আঃ রব পেশকারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৫মিঃ
KP-C-081	৬৮	বিভাগদী কালু চৌকিদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-082	৬৯	বিভাগদী মজিবর সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-083	৭০	বিভাগদী শওকত সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-084	৭১	বিভাগদী করিম আকনের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-085	৭২	বিভাগদী আব্দুল হালিম বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-086	৭৩	বিভাগদী শাহ আলম হুজুরের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-087	৭৪	কাষ্টঘর মৃধা বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-088	৭৫	লক্ষ্মীপুর পথিরা গফ্ফার মোল্লার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-089	৭৬	লক্ষ্মীপুর পথিরা আশ্রাফ আলীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-090	৭৭	ভক্সা ঘরামীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-091	৭৮	হাই স্কুলের উত্তর পার্শ্বে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-087	৭৯	কাষ্টঘর মৃধা বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-088	৮০	লক্ষ্মীপুর পথিরা গফ্ফার মোল্লার বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-089	৮১	লক্ষ্মীপুর পথিরা আশ্রাফ আলীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-090	৮২	ভক্সা ঘরামীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-091	৮৩	হাই স্কুলের উত্তর পার্শ্বে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0103	৮৪	জনাবদন্দী আবুল্লাল সরদারের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0104	৮৫	দক্ষিণ জনাবদন্দী হযরত আলী ফকিরের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ

KP-C-0105	৮৬	রামনগর বেপারী বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0107	৮৭	কাশিমপুর চায়না খানমের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0108	৮৮	রামনগর ধোপার খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0109	৮৯	রামনগর সাহাদাত সরদারের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0110	৯০	দক্ষিণ জনারদন্দী বাদশা ফরাজীর বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0112	৯১	জনারদন্দী আলমগীর মাতুব্বরের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0113	৯২	দক্ষিণ জনারদন্দী আলী তালুকদারের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৪.৫মিঃ
KP-C-0114	৯৩	দক্ষিণ জনারদন্দী রেজাউল হাওলাদারের বাড়ীর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0115	৯৪	রামনগর জিপিএস এর সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0116	৯৫	দক্ষিণ জনারদন্দী সরদার বাড়ী জামে মসজিদের সামনে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0117	৯৬	মিনাজদী-ভূরঘাটা সড়কে বাদল তালুকদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0118	৯৭	পূয়ালী মাদারীপুর সরোয়ার হাওলাদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0119	৯৮	গোপালপুর-ঘুঙ্গিয়ারকুল সড়কে বাদামতলী খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১২০মিঃ
KP-C-0121	৯৯	মিনাজদী-ভূরঘাটা সড়কে আব্দুল হক মাষ্টারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0122	১০০	পশ্চিম মিনাজদী সরোয়ার সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0123	১০১	গোপালপুর আব্দুল বেপারীর বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৮মিঃ
KP-C-0124	১০২	মিনাজদী-ভূরঘাটা আলী উকিলের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১৫মিঃ
KP-C-0125	১০৩	পশ্চিম মিনাজদী খান বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ১৯মিঃ
KP-C-0126	১০৪	গোপালপুর-রামনগর রাস্তায় নাসির সরদারের বাড়ীর সামনে খালে একটি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ১২০মিঃ

নগর ভৌত অবকাঠামো এবং সেবাপ্রদান :

পৌর আবর্জনা ও বর্জ্যব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১	পৌরসভার জন্য ৩০টি ভ্যান গাড়ী সরবরাহ করণ
২	প্রতিটি ওয়ার্ডে ২৫টি করে মোট ২২৫টি ডাষ্টবিন স্থাপন
৩	গার্ভেজ ট্রাক ৬ টি

৪.৬ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Economic Analysis)

পৌরসভায় পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নগর পরিচালন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। ADB সহায়তাপুষ্ট এ প্রকল্পে প্রতিটি পৌরসভার কর্মসম্পাদন সক্ষমতা মূল্যায়ন করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্যাটাগরি ভিত্তিক নির্ধারিত বিনিয়োগ অর্থ প্রদান করা হবে। অপরিহার্য শর্ত হিসাবে পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়ন করা হচ্ছে। পৌরসভার আগামী ৫ (পাঁচ) বৎসরে প্রাপ্য তহবিলের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে। এ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত উপ-প্রকল্প গুলো পিডিপি প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত ধাপ সমূহ অনুসরণ করে নির্বাচন করা হয়েছে।

যে কোন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণের পূর্বে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ততার জন্য Economic Internal Rate of Return (EIRR) সম্পন্ন করার কথা কিন্তু এক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পের সংখ্যা সম্পর্কে PDP চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায় না। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং দক্ষ জনবল পৌরসভার নেই বিধায় প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য EIRR বিশ্লেষণ বাস্তব সম্ভব নয়। তবে পৌরসভার আওতায় পরামর্শক সহায়তায় Baseline Survey করার সময় পৌরসভার সড়কের EIRR নির্ণয় করা হয় যার গড় মান পাওয়া যায় ৪১.৩২% যা অর্থনৈতিক ভাবে উপযুক্ততার পরিচায়ক অর্থ্যাৎ পৌরসভার সড়কে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য।

এ পর্যায়ে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সম্ভব না হলেও বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচনের পূর্বে প্রাথমিক সমীক্ষা পর্যায়ে Baseline Survey'র সময় অনুসৃত পদ্ধতিতে EIRR সম্পাদন করা যেতে পারে। এর জন্য LGED কর্তৃক প্রণীত সড়ক ও বাজারের জন্য Effect Monitoring and Evaluation (EME), 1999 গাইড লাইন অনুসরণ করা যায়। পৌরসভার আওতায় গৃহীত উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এর জন্য প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে পরামর্শকের সহায়তা নেয়া হবে।

৪.৬.১ প্রস্তাবিত বিনিয়োগ উপ-প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Economic Analysis for the Proposed Investment Subprojects)

নগর উন্নয়ন প্রোগ্রামের অর্থায়নে যে সমস্ত অবকাঠামো তৈরী করা হবে তার আর্থিক যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জন-জীবন সহ অত্র এলাকার কি ধরনের পরিবর্তন হবে তা নিরূপন করা।

প্রস্তাবিত বিনিয়োগ উপ-প্রকল্প নগর উন্নয়ন প্রোগ্রামের অর্থায়নে করা হলে অত্র এলাকার কি ধরনের পরিবর্তন আসবে তার আর্থিক যৌক্তিক বিশ্লেষণ। সাধারণত দুই ভাবে এ বিশ্লেষণ করা হয়ঃ অভ্যন্তরিন অর্থনৈতিক রেট অব রিটার্ন (EIRR) এবং অভ্যন্তরিন ফিন্যান্সিয়াল রেট অব রিটার্ন (FIRR)।

অভ্যন্তরিন অর্থনৈতিক রেট অব রিটার্ন (EIRR) :

প্রস্তাবিত অবকাঠামো তৈরীর ফলে অত্র এলাকা অর্থনৈতিক ভাবে কতটুকু স্বাবলম্বী হবে তার বিশ্লেষণকে বুঝায়। আর এ বিশ্লেষণ করার জন্য প্রস্তাবিত অবকাঠামো তৈরী করার পূর্বে ঐ এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন সম্পর্কে তথ্য নিতে হবে। প্রস্তাবিত অবকাঠামো তৈরীর পর অত্র এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা জানা। অবকাঠামোগত সেবা পাওয়ার আগে ও পর কি রূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা থেকে জানা যাবে ঐ এলাকা কতটুকু অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করেছে।

অভ্যন্তরীণ ফিন্যান্সিয়াল রোট অব রিটার্ন (FIRR):

প্রস্তাবিত অবকাঠামো তৈরী করার ফলে অত্র এলাকার সাধারণ জনগণের যাতায়াতের ফলে গড়ে উঠা হাট-বাজার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও জমির মূল্য কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তার বিশ্লেষণ করা। অবকাঠামো তৈরীর পূর্বে এই স্থানের জনসাধারণের চলাচল সুযোগ সুবিধা, বিদ্যমান হাট-বাজার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও জমির মূল্য কি রূপ ছিল তার তথ্য সাধারণ জনসাধারণের কাছ থেকে নিতে হবে। অবকাঠামো তৈরীর পর অত্র স্থানের কি পরিবর্তন হয়েছে তার তথ্য নিতে হবে। এ দু ধরনের পরিবর্তন থেকে জানা যাবে অভ্যন্তরীণ ফিন্যান্সিয়াল রোট অব রিটার্ন (FIRR)।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ তথ্য নির্ভর গাণিতিক ব্যাখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয়। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে এ বিষয়ে ধারণা কম থাকায় পূর্বের তথ্যাদি সে ভাবে পর্যালোচনা করা হয়নি। তবে নগর উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বিতীয় ধাপে এ বিষয়ে বিশদ ধারণা নিয়ে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হবে।

রায়পুর পৌরসভায় এলজিইডির প্রকল্প এর আওতায়, এলজিইডির + পৌরসভার রাজস্ব ও অন্যান্য উৎস সহ মোট ৩৭৭৩৩.০০ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ পরিকল্পনা করা হয়েছে; যার ৩৬৯০৮.০০ লক্ষ টাকা নগর ভোত উন্নয়ন; ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ১১০.০০ লক্ষ টাকা নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক কাজে ব্যয় করা হবে। এলজিইডির প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে রায়পুর পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নগর সু-পরিচালন ব্যবস্থা উন্নত হবে। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। রায়পুর শহরের সাথে তুলনামূলক গ্রাম্য ওয়ার্ড গুলোর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে; গ্রাম থেকে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অতি দ্রুত রায়পুর শহরে আসতে পারবে; হতদারিদ্র্য ও দারিদ্র্য জনগণের জীবনমান উন্নত হবে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে শিল্প উদ্যোগতাগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে আসবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মানের ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটবে। মাদকের ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব হবে। পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। পৌর জনগণের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত হবে।

সেক্টর ভিত্তিক উপ প্রকল্প তৈরী ও ব্যয় বরাদ্দ (Identification of Sectoral Subproject and budget)

ছক-১ঃ মোট বিনিয়োগ

ক্রমিক নং	অর্থের উৎস	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	এলজিইডির প্রকল্প	৩৭৭৩৩.০০	এলজিইডির প্রকল্পের বিনিয়োগ হিসাবে ব্যবহৃত হবে।
২.	এলজিইডির প্রকল্প এর বরাদ্দের অতিরিক্ত ৫০%	১৮৮৬৬.৫০	
	মোট =	৫৬৫৯৯.৫০	
৩.	পৌরসভার রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৫৩০.০০	
৪.	সরকারী অনুদান (স্থানীয় সরকারী বিভাগ)	৪০০.০০	বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পৌরসভায় সরাসরি বিনিয়োগকৃত অর্থ অত্র বিনিয়োগ পরিকল্পনায় দেখানো হয় নেই।
৫.	সরকারী বিশেষ অনুদান (স্থানীয় সরকারী বিভাগ)	২০০.০০	
৬.	বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ)	০০.০০	
৭.	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প	৭০০.০০	
৮.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড	৫০.০০	
৯.	পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ প্রকল্প (ডিপিএইচই)	২৫০.০০	
	মোট =	২১৩০.০০	

	সর্বমোট =	৫৮৭২৯.৫০	
--	-----------	----------	--

* ছকটি ছক-৬ ও ছক-৭ এর উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হবে

সেক্টর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের শতকরা হার নিম্নরূপঃ

ছক-১০ (২)

ক্রমিক নং	সেক্টর	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	ও এন্ড এম বরাদ্দ (সেক্টরের %)	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১.	ভৌত উন্নয়ন	(৮৪-৯২)%	৯০%	-	৩৬৯০৮.০০
২.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	(৭-১৪)%	৯%	-	৭২৫.২০
৩.	নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	১%	১%	-	১১০.৮০
মোট =					৩৭৭৩৩.০০

* ছকটি ছক-৩, ছক-৪ ও ছক-৭ এর উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হবে

সেক্টর ভিত্তিক অর্থের সাব-সেক্টর ভিত্তিক বণ্টন নিম্নে দেয়া হ'লঃ

ছক-৩ : ভৌত উন্নয়ন (৩৬৯০৮.০০ লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	সাব-সেক্টর	অঙ্গ	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	ও এন্ড এম বরাদ্দ (অঙ্গের %)	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১.	যাতায়াত	ব্রীজ ও কালভার্টসহ পৌরসভা সড়ক	(৫০-৭৫)%	৫৩.৮০%	-	৯৬৩১.০০
		বাস ও ট্রাক স্টেশন	-	-	-	-
		পার্কিংএলাকা	-	-	-	-
২.	বন্যা নিয়ন্ত্রন ও ড্রেনেজ	ড্রেইন	(১০-২৫)%	১৮.৫৮%	-	৪০৭২.০০
৩.	পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন	পানি সরবরাহ লাইন ,নলকূপ;	(১-৫)%-	৫.০০%-	-	৫৩৫০.০০
		সেনিটেশন	(১-৩)%	৩.০০%	-	১৩৫০.০০
৪.	বর্জ্যদ্রব্য ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	(১-৩)%	৩.০০%	-	৪২৯৫.০০
৫.	নগর সুবিধাদি	পৌর বিপনী বিতান কসাইখানা সড়কবাতি গণ ও কমিউনিটিভিত্তিক শৌচাগার	(৫-১৫)%	১৫.০০%	-	১২২১০.০০
মোট =						৩৬৯০৮.০০

ছক-৪ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (৭১৫.০০ লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	সাব-সেক্টর	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	টাকা (লক্ষ টাকায়)
--------------	------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

১.	দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) বাস্তবায়নসহ বস্তি বাসীদের জন্য মৌলিক সেবা প্রদান।	(৭০-৯৫)%	৯৫%	২৫৫.০০
২.	জেডার এ্যাকশন প্লান (GAP) বাস্তবায়ন।	(১-৫)%	৫%	৪৬০.০০
মোট =				৭১৫.০০

ছক-৫ : নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি (১১০.০০ লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	সাব-সেক্টর	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১.	নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	১০০%	১০০%	১১০.০০
মোট =				১১০.০০

পৌরসভার যে সকল সেক্টরে এলজিইডি প্রকল্প এর অর্থ বন্টন হবে তা শতকরা হার অনুসারে নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	সেক্টর	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	(লক্ষ টাকায়)
১.	ভৌত উন্নয়ন	৮৫-৯২%	৯০%	৩৬৯০৮.০০
২.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৭-১০%	৯%	৭২৫.০০
৩.	নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	১%	১%	১১০.০০
মোট =				৭৫০০০.০০

১। সেক্টর : ভৌত উন্নয়ন (৩৫৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	খাত		বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	ও এন্ড এম বরাদ্দ (অঙ্গের %)	(লক্ষ টাকায়)
১.	নগর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন	ব্রীজ ও কালভার্টসহ পৌরসভা সড়ক বাস ও ট্রাক স্টেশন	৪০-৫০%	৪৫%		৯৬৩১.০০
২.	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ	ড্রেইন	২০-৩০%	২৩%		৪০৭২.০০
৩.	পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন	পানি সরবরাহ লাইন নলকূপ				৫৩৫০.০০
৪.	বর্জ্যদ্রব্য ব্যবস্থাপনার	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১-৫%	১%		৪২৯৫.০০
৫.	নগর সুবিধাদি	পৌর বিপনী বিতান কসাই খানা সড়ক বাতি	২০-৩০%	২৫%		১২২১০.০০

	গণ ও কমিউনিটি ভিত্তিক শৌচাগার	১-৫%	৩%		
মোট =					৩৫৫৫৮.০০

২। সেক্টর ৪: আর্থ- সামাজিক (৭১৫.০০ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	(লক্ষ টাকায়)
১.	দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) বাস্তবায়নসহ বস্তি বাসীদের জন্য মৌলিক সেবা প্রদান	৭০-৯০%	৮৫%	২৫৫.০০
২.	জেডার এ্যাকশন প্লান (GAP) বাস্তবায়ন	১০-৩০%	১৫%	৪৬০.০০
মোট =				৭১৫.০০

৩। সেক্টর ৪: নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি (১১০.০০ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	বরাদ্দের সীমা (শতকরা হার)	বরাদ্দের শতকরা হার	(লক্ষ টাকায়)
১.	নগর সুপরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি	১০০%	১০০%	১১০.০০
মোট =				১১০.০০

৪.৭ পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা (Plan for Governance Reforms, Institutional Strengthening and Capacity Building)

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য এ সংক্রান্ত গঠিত ‘ওয়ার্কিং গ্রুপ’ একটি পরিকল্পনা তৈরী করেছে। দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল, সেবা প্রদানে উন্নত ব্যবস্থার প্রবর্তন, অপেক্ষাকৃত বেশি রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যদিকে, পরিচালন ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পদ্ধতি, দারিদ্র্য বান্ধব কর্মসূচী এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে যে, পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির একটি হাতিয়ার হিসেবে UGIAP ডিজাইন করা হয়েছে যা সংযুক্তি পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া হল।

৪.৭.১ দক্ষতা বৃদ্ধির কর্ম-পরিকল্পনা (Capacity Building Action Plan)

পৌরবাসীকে উন্নত ও দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। একমাত্র দক্ষ জনবলই পারে কোন প্রতিষ্ঠানকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে। রায়পুর পৌরসভা স্বল্প আয়ের একটি পৌরসভা। পৌরসভার এই সীমিত আয়ের মাধ্যমে উন্নত চাহিত সেবা দ্রুত জনগণের দৌড়গোড়ায় পৌঁছাতে প্রয়োজনঃ-

১. দক্ষ জনবল;
২. প্রযুক্তির ব্যবহার;
৩. প্রযুক্তি নির্ভর কৌশল প্রণয়ন;
৪. প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলা; এবং
৫. আন্তরিক প্রচেষ্টা।

রায়পুর পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

রায়পুর পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির কর্ম পরিকল্পনা :

ক্রঃ নং	দক্ষতা বৃদ্ধি জন্য প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণের পরিমাণ	অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়ন কাল					মন্তব্য
	অর্থ বছর			২০২২- ২৩	২০২৩- ২৪	২০২৪- ২৫	২০২৫- ২৬	২০২৬- ২৭	
১.১	পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ০১টি ০৫দিন	১.৫০ লক্ষ	২০২২- ২০২৩	২০২৩- ২০২৪	২০২৪- ২০২৫	২০২৫- ২০২৬	২০২৬- ২০২৭	
১.২	মেয়র/ কাউন্সিলরদের দায়িত্ব/ কর্তব্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ০১টি ০২দিন	১.০০ লক্ষ	২০২২- ২০২৩	২০২৩- ২০২৪	----	----	----	
১.৩	TLCC/WC/GC অর্ন্তভুক্ত সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ০১টি ০২দিন	৩.০০ লক্ষ	২০২২- ২০২৩	২০২৩- ২০২৪	----	----	----	
২ ২.১	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ০১টি ০৪দিন	২.০০ লক্ষ	২০২২- ২০২৩	২০২৩- ২০২৪	২০২৪- ২০২৫	২০২৫- ২০২৬	----	

এছাড়াও যে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে তা নিম্নরূপঃ

- পৌরকর কম্পিউটারাইজড ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
- লাইসেন্স শাখায় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করণ ও উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
- জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করণ ও উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
- হিসাব শাখায় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি চালু করণ ও উন্নততর হিসাব প্রতিবেদন তৈরিকরণ; এবং
- পৌর ভৌত অবকাঠামোর তালিকা প্রনয়ন ও বেইজ ম্যাপ প্রস্তুত করণ।

৪.৭.২ পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (যেমন; জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পদ্ধতি) (Governance Reforms (e.g. Mechanisms to Improve Accountability, Transparency and Citizens' Interface))

এলজিইডির প্রকল্প ভুক্ত পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী (Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) প্রণীত হয়েছে। UGIAP এ বর্ণিত পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির মাপ কাঠিতে সফলতা অর্জন অন্যতম শর্ত। তাই ১ম ধাপের সকল কার্যক্রম এর সফল বাস্তবায়ন এর মাধ্যমেই প্রকল্পের বিনিয়োগ সহায়তা পাওয়া যাবে। এর ফলে রায়পুর পৌরসভা আর্থিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে।

পৌরসভা ডিশন অনুশীলনে রায়পুর পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উপর স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত ডিশন বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সমূহের বাস্তবায়নের কৌশলের সাথে UGIAP এর কার্যাবলী সমন্বিত করে কোর গ্রুপের স্থির লক্ষ্য এবং তা অর্জনের কৌশল সমূহ নির্মিত হয়েছে।

বাস্তবায়ন কৌশল :

পৌরসভার সকল আর্থিক, প্রশাসনিক ও পৌরসেবা এবং মহিলা ও দারিদ্র্যদের প্রতিনিধিত্বসহ পৌর নাগরিক ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের অংশ গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করে তা অব্যাহত রাখা। বিষয়টি UGIAP এ সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রস্তুতে বিভিন্ন পর্যায়ে পৌর নাগরিক ও স্টেক হোল্ডারদের সম্পৃক্ত করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

- ১) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের লক্ষ্যে ইন্সেপশন ওয়ার্কশপ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ২) পিডিপি প্রণয়নের অংশ হিসেবে পৌর নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে ওয়ার্ড ভিশনিং এবং পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা ভিশনিং অনুশীলন পরিচালনা করে ভিশন ২০২৭ প্রণয়ন করা;
- ৩) পৌরসভার মহিলা ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী সহ সকল স্তরের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নগর সমন্বয় কমিটি TLCC গঠন এবং তাদের অংশ গ্রহণে পিডিপি প্রণয়ন তদারকি সহ UGIAP এর তৃতীয় পর্যায়ের কার্যপরিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- ৪) প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে মহিলা ও দারিদ্র্যদের প্রতিনিধি সহ ওয়ার্ডের সকল স্তরের নাগরিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি WC গঠন ও UGIAP এ বর্ণিত কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- ৫) আর্থ সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যের কৌশল-৩ এর বর্ণিত PRAP পিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে UGIAP এ বর্ণিত কার্যপরিধির আলোকে বাজেট বরাদ্দসহ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা;
- ৬) মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে গঠিত জেডার কমিটি গঠন করে তার সহযোগিতায় পৌরসভা ভিত্তিক Gender Action Plan (GAP) তৈরী করে তা পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেডার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা GAP এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর বাজেট তৈরী করে পৌরসভায় দাখিল করা এবং পৌরসভা কর্তৃক GAP বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা;
- ৭) UGIAP এর ২য় পর্যায়ে উপরোক্ত কমিটি, সংগঠনের এবং GAP ও PRAP এর কার্যপরিধি সহ সময় ভিত্তিক ঐ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা আছে এবং তদানুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে; এবং
- ৮) নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে UGIAP এর ২য় পর্যায়ে বর্ণিত সকল কার্যাবলী (Activities) সহ সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করে পৌরসভার সাথে নাগরিকদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা।

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে UGIAP এর ২য় পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রমের বিষয় আছে তা নিম্নরূপ :

- ১) নিয়মিত TLCC ও WC গঠন ও সভা অনুষ্ঠান করা;
- ২) সিটিজেন চার্টার গঠন;
- ৩) সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে পৌর নাগরিকদের পৌর সেবার মান ও পরিমাণ সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহ;
- ৪) পৌরসভা পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার সেল গঠন এবং কার্যপরিধি অনুযায়ী তা কার্যকর রাখা; এবং
- ৫) বাজেট প্রস্তাব জনসম্মুখে প্রকাশ ও TLCC তে আলোচনা করা ও প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখা।

৪.৭.৩ পৌর সেবা সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Involvement of other Associated Organizations Regarding Pourashava Services Delivery)

পৌরসভা কার্যাবলী পরিচালনায় ও সেবা প্রদানে সরকারী বিভিন্ন সংস্থার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভাব/দায়িত্ব সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সবার মধ্যে কোন কোন সংস্থা পৌরসভার সাথে সমন্বিত/যৌথভাবে আবার কোন কোন সংস্থা/সংগঠন আলাদা পরিমন্ডলে থেকে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে। এরূপ কতিপয় সংস্থা/সংগঠন কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হলঃ

সমাজ সেবা কার্যালয় :

রায়পুর উপজেলা পরিষদের অন্তর্গত রায়পুর পৌর এলাকায় সমাজ সেবা কার্যালয় যৌথ ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পৌরসভা ও সমাজ সেবা আর্থিক যৌথভাবে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধাব ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা সহ অন্যান্য ভাতা প্রদানে তালিকা প্রস্তুত ও ভাতা বিতরণ করে থাকে। বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন মূলক কার্য / প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ, অডিট ও উন্নয়নে সহযোগিতা করে থাকে।

কৃষি অফিসঃ

পৌর এলাকার কৃষি অফিস কর্তৃক কৃষকদের বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে সঠিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ফসলী জমিতে উর্বরতা, সার বিতরণ ও কটনাশক বিতরণ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। দুর্যোগকালীন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের তালিকা প্রস্তুত করে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সহযোগিতা করে থাকে।

শিক্ষা অফিসঃ

উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা অফিস পৌর এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ তদারকী, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ছাত্র - ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও সরবরাহ করে থাকে।

ত্রান অফিসঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় অধিনস্থ ত্রান অফিস পৌর সভার সহিত সমন্বয় করে ভিজিএফ, ভিজিডি, কাবিখা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। পৌর এলাকায় মাটির রাস্তা নির্মাণ মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তরঃ

স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রনাধীন উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর পৌরসভার সহিত যৌথ ভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ঃ

পৌর এলাকায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। শেলাই শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের বিবাহ নিরোধ করে থাকে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ

পৌর এলাকার অসুস্থ সকল জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী বিনামূল্যে সেবা পেয়ে থাকে। শিশু ও মায়েদের বিভিন্ন টিকা দিয়ে থাকে।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ঃ

পৌর এলাকায় জন্ম নিয়ন্ত্রন কার্যক্রমে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। গর্ভবতী মহিলাদের টিকা দিয়ে থাকে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডঃ

রায়পুরপৌর এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ করে থাকে। পৌর এলাকায় বিভিন্ন রাস্তার বাতি প্রদানে পৌরসভাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)ঃ

এলজিইডি পৌরসভার অভ্যন্তরে কিছু কিছু রাস্তা উন্নয়ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজ করে থাকে। তবে এগুলো পর্যায়ক্রমে পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়। পক্ষান্তরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এলজিইডি পৌরসভার সাথে যৌথভাবে পৌর

এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এ ছাড়া এলজিইডি পৌরসভার মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নসহ যে কোন বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সড়ক ও জনপদ বিভাগ (RHD):

প্রায় সকল পৌরসভার ভেতর দিয়ে অথবা পাশ দিয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রিত আঞ্চলিক মহাসড়ক অতিক্রম করেছে। রায়পুর পৌরসভার মধ্যদিয়েও আঞ্চলিক মহাসড়ক অতিক্রম করেছে যা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ সকল রাস্তা উন্নয়ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনসহ রাস্তা সংলগ্ন নর্দমা ব্যবস্থা সড়ক ও জনপথ বিভাগের একক দায়িত্বে। এ সব কাজে পৌরসভার কোন ভূমিকা নেই।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই):

পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও পরিচালনায় ডিপিএইচই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। পৌরসভার সাথে সম্মিলিতভাবে পানি সরবরাহ অবকাঠামো নির্মাণের পর সাধারণত তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং পৌরসভাই গ্রাহকদের নিকট থেকে পানির 'টারিফ' সংগ্রহ করে। শতভাগ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অর্জন করার জন্য ডিপিএইচ-এর সহায়তায় পিটিডব্লিউ, আইআরপি, এইচটি এবং ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন লাইন সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ (টিএন্ডটি):

নাগরিক জীবনে যোগাযোগের অপরিহার্য একটি সেবা টেলিযোগাযোগ এর ব্যবস্থাপনার জন্য টিএন্ডটি বিভাগ দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের সকল পৌর এলাকায় টিএন্ডটির কার্যক্রম আছে এবং এরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষের এ কাজে তেমন কোন ভূমিকা নেই। টিএন্ডটি কর্তৃক কেবল লাইন কর্মকাণ্ডে পৌরসভাকে সম্পৃক্ত করলে স্থানীয় ভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

জেলা প্রশাসক :

জেলা প্রশাসক জেলার প্রশাসনিক প্রধান। পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া জেলা প্রশাসন থেকে করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া পৌরসভার কর-আদায়, অবৈধ দখল উচ্ছেদ ইত্যাদি কাজে জেলা প্রশাসক ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে পৌরসভাকে সহায়তা করেন।

পুলিশ সুপার:

পুলিশ সুপার জেলার পুলিশ বিভাগের প্রধান। পৌর এলাকাসহ জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংরক্ষণ করা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব। অবৈধ দখল উচ্ছেদসহ পৌরসভার সকল আইনি পদক্ষেপ বাস্তবায়নে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাগণও পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সিভিল সার্জন:

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা পর্যায়ের প্রধান হচ্ছেন সিভিল সার্জন। ইপিআইসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে পৌরসভার সাথে সমন্বিতভাবে সিভিল সার্জন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কাজ করে থাকে।

অন্যান্য:

উপরে বর্ণিত বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/সংগঠন ছাড়া স্থান ও অবস্থাভেদে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিসংখ্যান, পানি উন্নয়ন বোর্ড, গণপূর্ত অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় অফিস, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যালয় ইত্যাদি সহ অনেক সরকারী/আধাসরকারী/বেসরকারী সংস্থা (NGOs) পৌরসভার জন্য এবং পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৪. ৮ দারিদ্র্য হ্রাস ও নারী উন্নয়ন কৌশল

(Strategies for Poverty Reduction and Gender Development)

৪.৮.১ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন (Poverty Reduction Strategy and Action Plan)

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলঃ

নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল হলো দারিদ্র্য হ্রাস করণে পৌরসভার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল। এই কৌশলের ভিত্তিতে রায়পুর পৌরসভা সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী থাকবেঃ

- পৌরসভার দারিদ্র্য হ্রাসকরণের স্বপ্ন (ভিশন);
- পৌরসভায় দারিদ্র্য পরিস্থিতি (বস্তি ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ);
- নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে মৌলিক নীতিমালায় থাকবে-
 - ✓ পৌরসভার দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্য;
 - ✓ পৌরসভার বস্তি ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর চাহিদা;
 - ✓ পৌরসভার নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি ও বিষয়সমূহ।
- নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বাস্তবায়ন কর্মপ্রক্রিয়া ঠিক করা; এবং
- নগর দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য বাজেট নিশ্চিত করা।

১) নীতি অনুসরণ

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার অনুসরণে এলজিইডি প্রণীত নগর জেডার কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে এই নির্দেশিকাটি অনুসরণ করা এবং তদনুসারে বাস্তবায়ন করা;
- পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সাপেক্ষে সংশোধন করা; এবং
- পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং হালনাগাদ করণ এবং তদনুসারে বাস্তবায়ন করা।

২) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

- জেডার বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য জেডার ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন;
- পৌরসভা পর্যায়ে জেডার কমিটি গঠন; এবং
- পৌরসভা জেডার উন্নয়ন কমিটির উপ-বিধি প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান।

৩) তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

(ক) তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ

- PMU এবং PIU কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম্যাট অনুসারে নারী-পুরুষ ভিত্তিক আলাদা তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ;
- তথ্য/উপাত্তসমূহ সন্নিবেশিত করা;
- সন্নিবেশিত তথ্য/উপাত্তসমূহ PMU এবং PIU-তে প্রেরণ, এবং
- উল্লেখযোগ্য নির্ধারকসহ ফরম্যাট প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান।

(খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- পৌরসভা উন্নয়নের জেডার বিষয়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ভূমিকা পালন; এবং

- এ সংশ্লিষ্ট বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশে PMO এবং PIU সহযোগিতা করা এবং তদনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ।

৪) অবকাঠামো উন্নয়ন

- প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সকল অবকাঠামো ও পরিসেবাকে নারী বান্ধব হিসেবে নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- বাস টার্মিনাল ও বাজার সমূহে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির (শৌচাগার, বিশ্রামাগার, টিকেট কাউন্টার ইত্যাদি) নকশা ও বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা; এবং
- কাঁচা বাজার ও অন্যান্য বাজারে নারীদের জন্য আলাদা স্থান সংরক্ষিত রাখা।

৫) কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ

(ক) কর্মসংস্থান

- পৌরসভার ভবিষ্যত নিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান;
- পৌরসভা এবং পৌরসভার প্রকল্প সমূহের কাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষ অনুপাতের বৈষম্য হ্রাস করা;
- পৌরসভার অবকাঠামোর নির্মাণ কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা;
- নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য 'সম কাজে সম মজুরি'র সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীদের যুক্ত করা এবং তাদের জন্য উপযোগী আয় বর্ধক কার্যাবলী চিহ্নিত করা।

(খ) কর্ম-পরিবেশ

- অবকাঠামোর নির্মাণ কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের জন্য নারী বান্ধব সুবিধাদি (পৃথক বিশ্রামাগার, শৌচাগার, ডে-কেয়ার) নিশ্চিত করার বিধান রাখা;
- অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে নারী বান্ধব সুবিধাদি (বিশ্রাম কক্ষ, শৌচাগার, ডে-কেয়ার) নিশ্চিত করা; এবং
- শৃংখলা/সামাজিক নিরাপত্তা/যৌন নিপিড়ন রোধ করা।

৬) প্রশিক্ষণ

- পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য জেল্ডার বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা;
- পৌরসভার বিদ্যমান কার্যাবলীর প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ;
- PMO এবং PIU এর সাথে সমন্বয় করে জেল্ডার সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান; এবং
- পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় কর্মরত নারীদের জন্য আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭) অংশগ্রহণ

- পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নে নারী কাউন্সিলর ও নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- প্রকল্প/উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- TLCC এবং WC এর কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং
- আয় বর্ধক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮) ক্ষমতায়ন

- প্রকল্প/উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন এর ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করা;

- TLCC গঠনে এক তৃতীয়াংশ ও WC এবং স্থায়ী কমিটি গঠনে ৪০% নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে সহযোগিতা প্রদান;
- সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে সম-অনুপাতে নারীদের যুক্ত করা;
- দরপত্রের দলিলপত্রে নারীদের জন্য সহায়ক সুবিধাদি সংযুক্ত করা;
- পৌরসভার মেয়র প্যানেলে কমপক্ষে একটি আসন নারী সদস্যের জন্য সংরক্ষণের বিষয়ে নজর রাখা;
- পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান; এবং
- পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত কাঁচা বাজার ও অন্যান্য বাজারে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত স্থান বরাদ্দ প্রদান।

৯) অর্থায়ন

- জেডার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিধান সমূহ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প গ্রহণ; এবং
- পৌরসভার কার্যাবলীতে জেডার সংশ্লিষ্ট কাজের বিবেচনায় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

দারিদ্র্য হ্রাস করণ কর্ম-পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হলো।

৪.৮.২ নারী উন্নয়ন কৌশল এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন (Gender Strategy and Action Plan)

জেডার কৌশলঃ

নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী (UGIAP) প্রথম পর্বে অংশগ্রহণকারী পৌরসভাসমূহ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জেডার কৌশল প্রণয়ন করবে। পৌরসভা সমূহ তার জেডার কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কৌশলসমূহ বিবেচনায় রাখতে পারে।

১) নীতি অনুসরণ

- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার অনুসরণে এলজিইডি প্রণীত নগর জেডার কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে এই নির্দেশিকাটি অনুসরণ করা এবং তদনুসারে বাস্তবায়ন করা;
- পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সাপেক্ষে সংশোধন করা; এবং
- পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা পর্যালোচনা, মূল্যায়ন হালনাগাদ করণ এবং তদানুসারে বাস্তবায়ন করা।

২) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

- জেডার বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য জেডার ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন;
- পৌরসভা পর্যায়ে জেডার কমিটি গঠন; এবং
- পৌরসভা জেডার উন্নয়ন কমিটির উপ-বিধি প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান।

৩) তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

(ক) তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ

- PMO এবং PIU কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম্যাট অনুসারে নারী-পুরুষ ভিত্তিক আলাদা তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ;
- তথ্য/উপাত্তসমূহ সন্নিবেশিত করা;
- সন্নিবেশিত তথ্য/উপাত্তসমূহ PMO এবং PIU-তে প্রেরণ; এবং
- উল্লেখ যোগ্য নির্ধারকসহ ফরম্যাট প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান।

(খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- পৌরসভা উন্নয়নের জেডার বিষয়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ভূমিকা পালন; এবং
- এ সংশ্লিষ্ট বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশে PMO এবং PIUকে সহযোগিতা করা এবং তদানুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ।

৪) অবকাঠামো উন্নয়ন

- প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সকল অবকাঠামো ও পরিসেবাকে নারী বান্ধব হিসেবে নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- বাস টার্মিনাল ও বাজারসমূহে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির (শৌচাগার, বিশ্রামাগার, টিকেট কাউন্টার ইত্যাদি) নকশা ও বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা; এবং
- কাঁচা বাজার ও অন্যান্য বাজরে নারীদের জন্য আলাদা স্থান সংরক্ষিত রাখা।

৫) কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ

(ক) কর্মসংস্থান

- পৌরসভার ভবিষ্যত নিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান;
- পৌরসভা এবং পৌরসভার প্রকল্প সমূহের কাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষ অনুপাতের বৈষম্য হ্রাস করা;
- পৌরসভার অবকাঠামোর নির্মাণ কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা;
- নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য 'সম কাজে'-সম মজুরির সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীদের যুক্ত করা যায় এবং তাদের জন্য উপযোগী আয়বর্ধক কার্যাবলী চিহ্নিত করা।

(খ) কর্ম-পরিবেশ

- অবকাঠামোর নির্মাণ কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের জন্য নারী বান্ধব সুবিধাদি (পৃথক বিশ্রামাগার, শৌচাগার, ডে-কেয়ার) নিশ্চিত করার বিধান রাখা;
- অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে নারী বান্ধব সুবিধাদি (বিশ্রাম কক্ষ, শৌচাগার, ডে-কেয়ার) নিশ্চিত করা; এবং
- শৃংখলা/সামাজিক নিরাপত্তা/যৌন নিপীড়ন রোধ করা।

৬) প্রশিক্ষণ

- পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য জেডার বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা;
- পৌরসভার বিদ্যমান কার্যাবলীর প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ;
- PMO এবং PIU এরসাথে সমন্বয় করে জেডার সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান; এবং
- পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় কর্মরত নারীদের জন্য আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭) অংশগ্রহণ

- পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নে নারী কাউন্সিলর ও নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- প্রকল্প/উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- TLCC এবং WC এর কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং
- আয় বর্ধক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮) ক্ষমতায়ন

- প্রকল্প/উপ-প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন এর ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করা;
- TLCC গঠনে এক তৃতীয়াংশ ও WC এবং স্থায়ী কমিটি গঠনে ৪০% নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে সহযোগিতা প্রদান;
- সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে সম-অনুপাতে নারীদের যুক্ত করা;
- দরপত্রের দলীল পত্রে নারীদের জন্য সহায়ক সুবিধাদি সংযুক্ত করা;
- পৌরসভার মেয়র প্যানেলে কমপক্ষে একটি আসন নারী সদস্যের জন্য সংরক্ষণের বিষয়ে নজর রাখা;
- পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান; এবং
- পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত কাঁচা বাজার ও অন্যান্য বাজারে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত স্থান বরাদ্দ প্রদান।

৯) অর্থায়ন

- জেডার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিধান সমূহ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প গ্রহণ; এবং
- পৌরসভার কার্যাবলীতে জেডার সংশ্লিষ্ট কাজের বিবেচনায় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

রায়পুর পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা :

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী (UGIAP) প্রথম পর্বে পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত জেডার কৌশলের আলোকে, নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রায়পুর পৌরসভা একটি জেডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা বাস্তবায়ন করবে। পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনায় জেডার কৌশলের সকল বিষয়, প্রতিটি কর্মকান্ডের বিপরীতে মানদণ্ড, বাজেট কার্যাবলী সম্পাদনের সময়সূচী এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত শাখা/ইউনিট ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে PMO এবং প্রকল্প পরামর্শকগণ পৌরসভা যখনই প্রণয়ন কার্য আরম্ভ করবে তখনই পৌরসভাকে সহযোগিতা করবে।

প্রথম পর্বঃ

প্রকল্পভূক্ত পৌরসভা সমূহে যথার্থ জেডার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীকে মূলধারার অগ্রগতিতে নিয়ে আসতে বিশেষ ভূমিকা প্রত্যাশা করে। সাধারণ ভাবে, জেডার কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নোক্ত বিষয় সমূহকে গুরুত্ব প্রদান করে।

- ❖ পৌরসভার সভাসমূহে নারীদের অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত প্রদান করা এবং প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা গ্রহণ করা;
- ❖ জেডার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করণ;
- ❖ প্রকল্পভূক্ত TLCC এবং WC সমূহে যুক্ত নারীদের নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি করণ;
- ❖ নারী ও পুরুষ ওয়ার্ড কাউন্সিলর উভয়ের জন্য জেডার বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- ❖ পৌরসভার কার্যক্রমে নারী ও পুরুষদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা এবং তাদের জন্য পৌরসভার পরিসেবা নিশ্চিত করণ; এবং
- ❖ পৌর পরিষদ ও পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দের কর্মকান্ডে জেডার বিষয়ক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ।

উল্লিখিত জেডার কর্ম-পরিকল্পনার বিবরণের আলোকে পৌরসভা পর্যায়ে জেডার কমিটি পৌরসভার সাথে যৌথভাবে পৌরসভা জেডার কৌশল প্রণয়ন করবে। প্রণয়নকৃত খসড়া জেডার কৌশল পৌর পরিষদে নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে পর্যালোচিত ও অনুমোদন করণ।

পৌর-পরিষদ ও TLCC কর্তৃক জেডার কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেডার কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করণ।

দ্বিতীয় পর্বঃ

ধাপ-১ : পৌরসভা পর্যায়ে জেডার কমিটি এই নির্দেশিকায় উল্লিখিত জেডার কর্ম-পরিকল্পনার ছক পর্যালোচনা করে পরিবর্তনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যৌক্তিকতাসহ সংযোজন, বিয়োজন এবং সংশোধনীর মাধ্যমে জেডার কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করণ। নারী এবং শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি খসড়া জেডার কর্ম-পরিকল্পনা মূল্যায়ন করণ।

ধাপ-২ : পৌর-পরিষদ ও TLCC কর্তৃক জেডার কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেডার কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তিকরণ।

ধাপ- ৩ : এই নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প ফ্যাসিলিটির গণের সহযোগিতায় পৌরসভা জেডার কমিটির মাধ্যমে জেডার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। জেডার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দলীলপত্র মেয়রের নির্দেশনায় জেডার কমিটির সদস্য-সচিব পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

ধাপ- ৪ : জেডার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে এবং প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেও পৌরসভা এ ধরনের বাজেট বরাদ্দ অব্যাহত রাখবে।

জেডার কর্ম-পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সরকারী নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে প্রয়োজন অনুসারে পৌরসভা জেডার কর্ম-পরিকল্পনা হালনাগাদ করা যেতে পারে। নিম্নে রায়পুর পৌরসভার জেডার কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

জেভার কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়/ক্ষেত্র ভিত্তিক আর্থিক চিত্র

রায়পুর পৌরসভা, লক্ষ্মীপুর।

ক্রমিক নং	এলজিইডির জেভার সমতাকরণ কর্ম পরিকল্পনায় উল্লেখিত কার্যক্রম		নির্দেশক/পরিমাণ	অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ টাকায় (লক্ষ)	বাস্তবায়নের সময়	অগ্রগতি/ দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/ইউনিট	মন্তব্য
	ক্রমিক নং						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	১.১	নারীদের জন্য বাস স্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনী, বসার স্থান ও টয়লেট নির্মাণ	ক. রায়পুর বাজার সংলগ্ন ১টি যাত্রী ছাউনী, নারী- পুরুষের পৃথক বসার স্থান ও টয়লেট নির্মাণ। খ. রায়পুর থানা সংলগ্ন ১টি যাত্রী ছাউনী, নারী-পুরুষের পৃথক বসার স্থান ও টয়লেট নির্মাণ। গ. রায়পুর বাস স্ট্যান্ডে ১টি যাত্রী ছাউনী, নারী-পুরুষের পৃথক বসার স্থান ও টয়লেট নির্মাণ। ঘ. রায়পুর মাছ বাজার সংলগ্ন নারী- পুরুষের পৃথক বসার স্থান ও টয়লেট নির্মাণ ঙ. রায়পুর বাজার উত্তর সংলগ্ন নারী-পুরুষের পৃথক বসার স্থান ও টয়লেট নির্মাণ।	১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৫.০০ ৫.০০	০১-০১-২০২৩ হইতে ৩০-০৬-২০২৬	মেয়র/জেভার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ	
	১.২	পৌরসভা কার্যালয়ে সেবা গ্রহণে আগত নারীদের জন্য বসার স্থান ও পৃথক টয়লেট নির্মাণ এবং নামাজের স্থান নির্ধারণ।	পৌরসভা কার্যালয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ	২.০০	০১-০১-২০২৩ হইতে ৩০-০৬-২০২৫	মেয়র/জেভার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ	
	১.৩	নারী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পৌরসভা কার্যালয়ে নারী তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন	নারী কেন্দ্র ০১ টি	১.০০	০১-০১-২০২৩ হইতে ৩০-০৬-২০২৫	মেয়র/জেভার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ	

২		পৌরসভার জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে নারী-পুরুষদের জন্য বসার স্থান/বেঞ্চ, যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	১. রায়পুর বাজারে নারী- পুরুষের পৃথক বসার স্থান ও যাত্রী ছাউনী নির্মাণ-০২ টি। ২. রায়পুর বাজারের উত্তর পার্শ্বে নারী- পুরুষের পৃথক বসার স্থান ও যাত্রী ছাউনী নির্মাণ-০১টি। ৩. দেনায়েতপুর মুরগী বাজারে নারী- পুরুষের পৃথক বসার স্থান ও যাত্রী ছাউনী নির্মাণ-০১ টি। ৪. পূর্বাচল তিন রাস্তা মোড় এ নারী- পুরুষের পৃথক বসার স্থান ও যাত্রী ছাউনী নির্মাণ-০১ টি। ৫. রায়পুর গরু ছাগলের হাটে যাত্রী ছাউনী, নারী-পুরুষের পৃথক বসার স্থান নির্মাণ-০১ টি।	১৮.০০	০১-০১-২০২৩ হইতে ৩১-১২-২০২৫	মেয়র/জেডার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ	
৩	৩.১	সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদন স্থানে নারী-পুরুষের পৃথক বসার স্থান নির্মাণ।	রায়পুর পৌরসভার সৌন্দর্য্য বর্ধন ও বিনোদন স্থান হিসাবে ডাকাতিয়া নদীর পারে বাধ এবং শিড়ি নির্মাণ, বৃক্ষরোপন, পায়ে হাটার রাস্তা, ছাউনী ও নারী-পুরুষের পৃথক বসার স্থান নির্মাণ।	৩.০০	জানু ০১-০১-২০২৩ হইতে জুন ৩০-০৬-২০২৫	মেয়র/জেডার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ	
৪	৪.১	মহিলাদের জন্য আলাদা একটি পাঠাগার নির্মাণ	পাঠাগার নির্মাণ ১টি, পৌরসভা সংলগ্ন স্থানে	১০.০০	জানু ০১-০১-২০২৩ হইতে জুন ৩০-০৬-২০২৫	মেয়র/জেডার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ	
৫	৫.১	প্রস্তাবিত কিচেন মার্কেটসহ অন্যান্য বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের কাজ করার পরিবেশ উপযোগী করে মার্কেট সম্প্রসারণ	সম্প্রসারণ		জানু ০১-০১-২০২৪ হইতে মার্চ ৩১-০৩-২০২৬	মেয়র/জেডার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ	
৬	৬.১	এলজিইডি এবং প্রস্তাবিত পৌরসভার সমস্ত অবকাঠামো, রাস্তাঘাটসহ	পৌরসভার TLCC ও WC ও স্থায়ী কমিটিতে নারী নেতৃত্ব ও প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তিকরণ।	-	চলমান	PMO/PIU/ কন্ট্রাকটর/জেডার	

		যাবতীয় নির্মাণে নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ				সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ	
৭	৭.১	প্রকল্প পরিচালক,উপ-প্রকল্প পরিচালক,ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের জেডার বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মসূচী	পৌরসভার ঠিকাদার ২ ব্যাচ= ২৫ X ২ =৫০ জন পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারী ৪ ব্যাচ= ৩০ X ৪ =১২০ জন প্রশিক্ষকের সংখ্যাঃ ৬ জন	০.৮০ লক্ষ	জানু ০১-০১-২০২৩ হইতে জুন ৩০-০৬-২০২৫	PMO/PIU/ GICD পরামর্শক বৃন্দ	
৮	৮.১	পৌরসভা কিংবা প্রকল্প পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে জেডার সমতা বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ	জেডার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যাঃ ৫টি প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাঃ ১৫০ জন প্রশিক্ষকের সংখ্যাঃ ৫ জন	০.৬২ লক্ষ	জুলাই -২০২২ইং হইতে জুন ২০২৪ইং পর্যন্ত।	PMO/PIU/ GICD পরামর্শক বৃন্দ	
৯	৯.১	নারী ব্যবসায়ী /দোকানদার ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	নারী ব্যবসায়ী /দোকানদার প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাঃ ২০ X ১ =২০ জন	০.১৫ হাজার	জুলাই -২০২৩ইং হইতে জুন ২০২৪ইং পর্যন্ত।	PIU/GICDপরামর্শক বৃন্দ/ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	
	৯.২	নারীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমনঃ ১.সেলাই প্রশিক্ষণ, ২.পাট শিল্প প্রশিক্ষণ, ৩.বাশ/বেত/পাটি দিয়ে পণ্য তৈরী প্রশিক্ষণ, ৪. ব্লক, বাটিক, মোমের রং প্রশিক্ষণ, ৫. নাসিং প্রশিক্ষণ, ৬. বিউটি পার্লারের প্রশিক্ষণ,৭. কম্পিউটারের মৌলিক প্রশিক্ষণ, ৮. নার্সারী প্রশিক্ষণ, ৯. মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ, ১০. নকসিকাঁথা ও টুপি তৈরী প্রশিক্ষণ। ১১. হাস মুরগি পালন প্রশিক্ষণ, ১২. ছাগল পালন প্রশিক্ষণ, ১৩. শাক সবজি চাষ	ক. সেলাই প্রশিক্ষণ = ৩ X ৪০ = ১২০ জন (প্রশিক্ষক সহ) প্রতি বছর ১টি করে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ খ. হাস মুরগি প্রশিক্ষণ=১০ X ৩০= ৩০০জন (প্রশিক্ষক সহ) প্রতি বছর ২টি করে মোট ১০ টি প্রশিক্ষণ গ. শাক সবজি প্রশিক্ষণ =৩ X ৪০= ১২০জন (প্রশিক্ষক সহ) প্রতি বছর ১টি করে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ ঘ. গরু-ছাগল পালন প্রশিক্ষণ= ৫X৩০=১৫০জন (প্রশিক্ষক সহ) প্রতি বছর ১টি করে মোট ৫টি প্রশিক্ষণ ঙ. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ = ৩ X ১৫= ৪৫ জন (প্রশিক্ষক	৫.৮০ লক্ষ ১.৬৫ লক্ষ ০.৬৫ লক্ষ ০.৯০ লক্ষ ২.২০ লক্ষ ০.৬৫ লক্ষ	জানু ০১-০১-২০২৩ হইতে জুন ৩০-০৬-২০২৪ জানু ০১-০১-২০২৩ হইতে জুন ৩০-০৬-২০২৪ জানু ০১-০১-২০২৩ হইতে জুন ৩০-০৬-২০২৪ জুলাই ০১-০৭-২০২৪ হইতে	PIU/GICD পরামর্শক বৃন্দ/ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা/প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা/ কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা	

		প্রশিক্ষণ।	সহ) ৩০দিন করে প্রতি বছর ১টি করে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ চ. বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ= ১৫x ৩=৪৫ জন(প্রশিক্ষক সহ) মোট প্রশিণার্থীর সংখ্যাঃ ৭৮০ জন		মার্চ ৩১-০৩-২০২৬ জুলাই ০১-০৭-২০২৪ হইতে মার্চ ৩১-০৩-২০২৬		
১০	১০.১	নারী কাউন্সিলরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ	নারী কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে জেডার কমিটি গঠন, মাসিক ও ত্রৈমাসিক সভা করা।	০.৯০ লক্ষ	সম্পাদিত জেডার কমিটি গঠনের তারিখঃ ২৬-১০-২০২১ ইং (০১-০৭-২০২২ হইতে ৩০-০৬-২০২৭ পর্যন্ত) চলমান	মেয়র/ সচিব /PIU/GICD পরামর্শক বৃন্দ	
১১	১১.১	আয়বর্ধক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা	৩০% নারী নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা (LCS নারী)			PMO/ PIU/GICD পরামর্শক বৃন্দ/ কন্ট্রাকটর /জেডার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ	
১২	১২.১	TLCC ১/৩ WC এবং স্থায়ী কমিটিতে ৪০% নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তিকরণ।	TLCC ১/৩ WC এবং স্থায়ী কমিটিতে ৪০% নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তিকরণ।	-	সম্পাদিত	মেয়র/ সচিব /PIU/GICD পরামর্শক বৃন্দ	
১৩	১৩.১	বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণে নির্দেশনা	নারী কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে জেডার কমিটি গঠন। TLCC ১/৩ WC এবং স্থায়ী কমিটিতে ৪০% নারী	-	সম্পাদিত	PMO/ PIU/GICD পরামর্শক বৃন্দ/	

			প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তিকরণ।			মেয়র/জেডার সভাপতি,সচিব	
১৪	১৪.১	র্যালী- বিশ্ব নারী দিবস, স্যানিটেশন দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস,	প্রতি বছর ১টি করে মোট = ৫টি বিশ্ব নারী দিবস = ১টি করে মোট =৫টি স্যানিটেশন = ১টি করে মোট =৫টি বিশ্ব শিশু দিবস=১টি করে মোট =৫টি	৭.০০ লক্ষ	(জুলাই ২০২২ইং হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত) চলমান	PMO/ PIU/GICD পরামর্শক বৃন্দ/ মেয়র /জেডার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ।	
১৫	১৫.১	প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততায়	২০% নারী শ্রমিক	-	(জুলাই ২০২২ইং হতে জুন ২০২৭পর্যন্ত) চলমান	PMO/ PIU/GICD পরামর্শক বৃন্দ/ কন্ট্রাকটর /জেডার সভাপতি, সচিব ও প্রকৌশল বিভাগ।	
১৬	১৬.১	জেডার সচেতনতার জন্য উঠান বৈঠক	প্রতি বছর ৪ টি করে মোট = ২০টি সভা কোয়ার্টারে প্রতি ওয়ার্ডে ২টি করে মোট = ৯ x ২ =১৮ টি x ৪ =৭২টি মোট = ৭২x ৫ = ৩৬০ টি সভা	১৮০.০০ লক্ষ	(জুলাই ২০২২ইং হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত) চলমান	PMO/ PIU/GICD পরামর্শক বৃন্দ /জেডার সভাপতি, সচিব।	
			মোট টাকা	২৮০.৩২ লক্ষ			

৪.৯ পরিবেশগত কাঠামো, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাঠামো (Environmental Framework, Land use Plan and Resettlement Rramework)

রায়পুর পৌর এলাকা প্রায় ৩৮ ভাগ নিচু হলেও দ্রুত নগরায়নের ফলে পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। পৌর এলাকায় নিচু ভূমি ভরাট হয়ে নতুন নতুন ঘর বাড়ী বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। রায়পুর পৌর এলাকার আশেপাশে প্রচুর ধানের উৎপাদন হওয়ায় রাইছ মিল স্থাপন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী ভবন নির্মিত হচ্ছে। আবাসিক এলাকায় নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। নিম্নে পরিবেশগত কাঠামো, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাঠামোর বিষয়ে আলোচনা করা হল।

৪.৯.১ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বা এর খসড়া পর্যালোচনা (Review of Pourashava Master Plan or Its Draft if Available)

রায়পুর পৌরসভার রাস্তা ঘাট নির্মাণ, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পৌরসভার মহা পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত আউটপুট নিষ্কাশন জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। রায়পুর পৌরসভার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য রাস্তা ঘাট নির্মাণ এবং প্রশস্তকরণ জরুরী তৎপ্রেক্ষিতে মহা পরিকল্পনায় ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নতুন রাস্তা নির্মাণ পুরাতন রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্ত করনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যাহা রায়পুর পৌরসভাকে আধুনিক করনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই এলাকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিষ্কাশন ও পরিবেশগত প্রয়োজনের ওপর আলোকপাত করে নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রায়পুর পৌরসভার মহা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রায়পুর পৌরসভার মতো ক্ষুদ্র শহরের জন্য নিষ্কাশন সমস্যা হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। যেহেতু এই পৌরসভার জন্য যথার্থ কোনো নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নেই। এ কারনেই এই পৌরসভার জন্য আশু প্রয়োজন হচ্ছে এই মহা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতাধীন এলাকা ও তার সামর্থ্য অনুপাতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাই হচ্ছে রায়পুর পৌরসভার জন্য নিষ্কাশন মহা পরিকল্পনার লক্ষ্য যা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য পূরণ করবে :

- ✓ পৌরসভা এলাকা থেকে স্টর্ম ওয়াটার ও বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা;
- ✓ প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থার ওপর আঘাসন প্রতিরোধ করা; এবং
- ✓ একটি পরিকল্পিত কঠিন বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

রায়পুর পৌরসভার জন্য নিষ্কাশন মহা পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রথমে একটি নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছিল। পৌরসভার অধিবাসীদের সন্তোষজনক পর্যায় ও আওতাধীন এলাকা, প্রবাহের দিকনির্দেশনা, গভীরতা ও দৈর্ঘ্য অনুসন্ধান করাই ছিল এই পদক্ষেপের প্রধান রূপকল্প। মহা পরিকল্পনার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, আর্থ-সামাজিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ থেকে নিষ্কাশন নেটওয়ার্কের তথ্য সংগ্রহ হয়েছিল। পৌরসভার মহা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত পরিবেশগত ব্যবস্থা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলঃ নাগরিকদের জন্য একটি টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও একটি বসবাস যোগ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সম্পর্কে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি। রায়পুর পৌরসভার মহা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রায়পুর পৌরসভার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব যা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে উলে- খযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৪.৯.২ পরিবেশগত কর্মপরিকল্পনা, যদি প্রয়োজন হয় (Environmental Framework if Necessary)

পরিবেশগত কাঠামোর উদ্দেশ্য

এই পরিবেশগত কাঠামো পৌরসভা গুলির জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে জাতীয় আইন-নীতিমালা এবং তদসঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নের শর্ত পূরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। যদিও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (Pourashava Development Plan, PDP) প্রস্তুতি ও অনুমোদন কালে গৃহীতব্য প্রকল্প /উপ-প্রকল্প সমূহ চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কালে সুষ্ঠু ও টেকসই পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পৌরসভা সকল প্রয়োজ্য কার্যক্রম অনুসরণ করবে এবং এই কাঠামোতে উল্লেখিত অত্যাৱশ্যক বিষয়সমূহ উদ্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করবে। একই সাথে, এর আলোকে পৌরসভা গুলো তাদের নিজস্ব পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট রূপে বাস্তবায়ন করবে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Institutional Framework for Environmental Management)

আইনি কাঠামো (Legal Framework)

(১) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (Environmental Conservation Act 1995)

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ হচ্ছে বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রধান আইন কাঠামো। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহঃ ক) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং খ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন। উদ্দেশ্য সমূহ অর্জন করতে আইনটি নিম্ন লিখিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেঃ

- ✓ পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Areas) ঘোষণা (ধারা ৫)
- ✓ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন চালনায় বিধি নিষেধ (ধারা ৬)
- ✓ পরিবেশগত ছাড়পত্র (Environmental Clearance Certificate) (ধারা ১২)
- ✓ পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন (ধারা ১৩)
- ✓ শিল্প এবং উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নিঃসরণ মাত্রার বিধান (ধারা ২০)
- ✓ বায়ু, পানি, শব্দ ও মৃত্তিকাসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা (standards for quality) জারিকরণ (ধারা ২০)
- ✓ বর্জ্য নিঃসরণের মানসম্মত সীমা (standard limit) জারিকরণ (ধারা ২০)

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের কার্যাবলী এই আইনে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, মহাপরিচালক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন বোধে যে কোন শিল্প, উদ্যোগ, বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করতে অথবা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন। উপরন্তু, এই আইনের ১২ ধারা অনুসারে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদেয় পরিবেশগত ছাড়পত্র সকল উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(২) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (Environment Conservation Rules 1997)

পরিবেশ সংরক্ষণ আইনকে কার্যকর করতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ জারী করা হয়। উক্ত আইনের ২০ ধারা মোতাবেক অর্পিত ক্ষমতাবলে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়ন করেন। বিধিমালাতে আইনটি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু এবং কার্যপ্রণালীর বিশদ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কাঠামোর আলোকে পরিবেশগত সমীক্ষার সাথে সম্পর্কিত অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহঃ

- ✓ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ (বিধি ৩)
- ✓ প্রকল্পের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of projects) (বিধি ৭)

- ✓ পরিশেষে ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি (বিধি ৭)
- ✓ প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (Initial Environmental Examination, IEE) এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment, EIA) এর জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ (বিধি ৭)
- ✓ বায়ু, পানি, শব্দ ও মৃত্তিকাসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা নির্ধারণ (বিধি ১২)
- ✓ শিল্প এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হতে নিঃসৃত তরল বর্জ্য এবং গ্যাসীয় নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ (বিধি ১৩)

এই বিধিমালার ৭নং বিধিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও প্রকল্পের অবস্থান অনুযায়ী প্রকল্পসমূহ চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :

- (ক) সবুজ;
- (খ) কমলা-ক;
- (গ) কমলা-খ; এবং
- (ঘ) লাল।

সকল প্রকল্প সমূহকেই শ্রেণীকরণ করত : পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার বর্ণিত আবশ্যিকীয় শর্ত সমূহ পূরণ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে আবেদন পত্রের সাথে যে সকল নথিপত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে সেগুলি নিম্নের চার্টে এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

টেবিল : পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

পরিবেশগত শ্রেণি অনুসারে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ	
শ্রেণী	আবশ্যিক কাগজ পত্র
সবুজ	সাধারণ তথ্য, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র (No Objection Certificate, NOC), ইত্যাদি।
কমলা-ক	সাধারণ তথ্য, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র (NOC), ইত্যাদি।
কমলা-খ	প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (Initial Environmental Examination, IEE) এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan, EMP), স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র (NOC), ইত্যাদি।
লাল	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment, EIA), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP), স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র (NOC), ইত্যাদি।
সূত্রঃ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (বাংলাদেশ সরকার)	

যে সকল প্রকল্প স্বল্প মাত্রায় দূষণকারী বা পরিবেশের জন্য তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর বলে বিবেচিত, সেগুলো সবুজ শ্রেণীভুক্ত এবং এ সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিলের পর সয়ংক্রিয়ভাবেই পরিবেশগত ছাড়পত্র মঞ্জুর করা হবে। অন্যদিকে যে সকল প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশ দূষণমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে সম্ভাব্য দূষণমাত্রার ক্রম অনুসারে কমলা-ক, কমলা-খ, অথবা লাল শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে আবেদনপত্রের সাথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র জমা দিতে হবে। তবে সর্বপ্রথম অবস্থানগত ছাড়পত্র এবং পরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীভুক্ত প্রকল্প সমূহের জন্য সাধারণ তথ্যসম্মিলিত নথিসহ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন ছাড়া ও পরিবেশ অধিদপ্তরের শর্তানুসারে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা অথবা পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

যদি কোন প্রকল্পের অধীনে একাধিক উপ-প্রকল্প থাকে, তবে প্রকল্প প্রস্তাবককে অবশ্যই প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য একটি করে ছাড়পত্র নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে পৌরসভাগুলিতে গৃহীতব্য উপ-প্রকল্পের শ্রেণী বিভাগ এবং সেই মোতাবেক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পদক্ষেপ নিম্নের টেবিলে দেওয়া হলঃ

টেবিল : পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পদক্ষেপ

উপ-প্রকল্পের প্রকার	শ্রেণী	কার্যক্রম/পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
পানি বন্টন নেটওয়ার্ক পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ	ভাল	IEE and EIA	LGED এর সহায়তায় পৌরসভা
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি নির্মাণ	ভাল	IEE and EIA	
পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	কমলা- খ	EIA	
১০০ মিটারের নীচের ব্রিজ (সেতু) নির্মাণ	কমলা- খ	EIA	
গণ ও কমিউনিটি শৌচাগার নির্মাণ	কমলা- খ	EIA	
কসাইখানা নির্মাণ	প্রযোজ্য নয়		
রাস্তার বাতি লাগানো	প্রযোজ্য নয়		
নর্দমা মেরামত , পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ	প্রযোজ্য নয়		
পৌর বাজারের উন্নয়ন	প্রযোজ্য নয়;	IEE, প্রয়োজন অনুসারে	
বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	কিন্তু নির্মাণ কাজের উপর ভিত্তি করে কমলা- খ		
পার্কিং এলাকা প্রতিষ্ঠা	শ্রেণীভুক্তকরা যায়		
বিঃদ্রঃ অন্যান্য উপপ্রকল্প সমূহ নির্মাণ কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে কমলা- খ শ্রেণীভুক্ত হতে পারে উৎসঃ পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা ১৯৯৭			

(৩) অধিগ্রহণ এবং অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ (Acquisition and Requisition of the Immovable Property Ordinance 1982)

বাংলাদেশে ভূমি অধিগ্রহণের সকল ক্ষেত্রেই আইনি কাঠামো হিসেবে অধিগ্রহণ এবং অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল অধ্যাদেশ (আরিপো) ১৯৮২ এবং তৎপরবর্তী ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে গৃহীত সংশোধনী অনুসৃত হয়। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত বিবরণ রয়েছে এই অধ্যাদেশে; যদিও এটি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাদের অনুসৃত সকল নিয়ম - নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে না। যেমনঃ অধিকৃত সম্পত্তির স্থানান্তর মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান কিংবা প্রকল্প-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন বা জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ জাতীয় পার্থক্য নিরসনে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট অর্থায়ন সংস্থার নির্দেশিত পুনর্বাসন পদ্ধতি বা কর্ম প্রক্রিয়া জাতীয় নীতিমালা বা অধ্যাদেশের সাথে সমন্বয় করে অনুসরণ করবে।

(৪) স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) এর পরিবেশ নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সকল উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিবেশগতভাবে সুস্থ এবং টেকসই রূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে LGED প্রকল্পের জন্য পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়। এই নির্দেশিকা একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার এবং দাতা সংস্থাদের পরিবেশ বিষয়ক সকল নির্দেশনা পূরণ করে। নির্দেশিকাতে গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন ও শহর ভিত্তিক প্রকল্প সমূহের জন্য IEE এবং EIA আবশ্যিকীয় কার্য পদ্ধতি এবং বিন্যাসের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

❖ সাংগঠনিক কাঠামো

কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসেবে পৌরসভা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল প্রকার জাতীয় আইন- নীতিমালা এবং তদসঙ্গে অর্থায়নকারী সংস্থা সমূহের বাধ্য-বাধকতা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি কোন প্রকল্প পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী কমলা- খ, অথবা লাল শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে পৌরসভা IEE অথবা EIA প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। কোন প্রকল্পের অধীনে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা নিয়ম অনুসারে ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে। অর্থায়নকারী

সংস্থার নির্দেশনা প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনার সম্পূরক হলে পৌরসভা তা কর্মকৌশল/ কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবে। পৌরসভা গুলিতে দক্ষ জনশক্তির অভাব থাকায় এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণে কোন শাখা/দপ্তর না থাকায় IEE, EIA কিংবা ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করা একটি কঠিন কাজ। সেজন্যই প্রতিটি প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কার্যালয় থেকে পৌরসভা গুলিকে উল্লেখিত দায়িত্ব সমূহ পালনে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করা উচিত।

❖ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্য প্রণালী

প্রতিটি প্রকল্পে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা উচিত। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্পষ্টতই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সুরাহা করবেঃ

- পরিবেশগত যাচাই ব্যবস্থা পরিচালন এবং শ্রেণীবদ্ধ করণ;
- প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সনাক্ত করণ;
- প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট প্রভাব সমূহের বিবরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব সমূহের প্রশমন ও ইতিবাচক প্রভাব সমূহের বিবরণ;
- পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার বিবরণ;
- প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ব্যবস্থা স্থাপন এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াতেই আবশ্যিক রূপে আরও কিছু বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রধান বিষয়গুলির সাথে সেগুলি ও নিম্নে আলোকপাত করা হল।

প্রকল্প যাচাই ব্যবস্থা

প্রতিটি পৌরসভা প্রকল্পের অংশীদার/ সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নিজস্ব প্রয়োজন, গুরুত্ব, বাস্তবায়ন সক্ষমতা, এবং অর্থায়ন ব্যবস্থা বিবেচনায় এনে প্রকল্প চিহ্নিত ও নির্বাচন করবে। নির্বাচিত সকল প্রকল্পই পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা ১৯৯৭ আলোকে পরিবেশগত ভাবে যাচাই করে শ্রেণীভুক্ত করতে হবে, যাতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে উল্লেখ যোগ্য ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ এড়ানো বা প্রশমন করা সম্ভব হয়। শ্রেণীভুক্তি করণের উপর নির্ভর করেই পরিবেশগত মূল্যায়নের মাত্রা ও নির্ধারিত হয়। পরিবেশগত যাচাই ব্যবস্থার অধীনে উল্লেখ যোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে- পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রকৌশলী কর্তৃক প্রকল্প ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রাথমিক নিরীক্ষণ, প্রকল্পের প্রধানতম কার্যক্রম সনাক্তকরণ এবং পরিবেশের উপর সে সকল কার্যক্রমের প্রভাব প্রাথমিক ভাবে মূল্যায়ন। এই যাচাই ব্যবস্থায় প্রতিবেশ, ভৌত-রাসায়নিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য বা স্থাপনা, যেমনঃ মনুষ্য-বসতি, ধর্মীয়-ঐতিহাসিক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জলাশয়, ইত্যাদি সনাক্তকরণ ও অত্যন্ত জরুরী। প্রকল্প প্রস্তাবক (এখানে পৌরসভা) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের বিশদ বর্ণনা থেকে সহজেই প্রধান কার্যক্রম সমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব। কোন প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রভাব নিরসন বা প্রশমন কল্পে পরিবেশগত আচরন নীতিমালা অনুসরণ করা হবে কিনা তা পরিবেশগত যাচাই ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। একই সাথে বিস্তারিত মূল্যায়ন এবং স্বতন্ত্র পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও যাচাই ব্যবস্থায় নির্ধারিত হবে।

বিকল্প বিশ্লেষণ

কোন একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব কমাতে অথবা ইতিবাচক প্রভাব ত্বরান্বিত করতে যথোপযুক্ত স্থান, নকশা বা প্রযুক্তি চিহ্নিত করাই হচ্ছে বিকল্প বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই বিশ্লেষণ দুপর্নায় করা যেতে পারেঃ (ক) পৌরসভা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়নের সময় এবং (খ) প্রকল্পের IEE অথবা EIA পরিচালনকালে (এই উদ্দেশ্য নিযুক্ত পরামর্শক দ্বারা)। বিভিন্ন প্রকল্পের বিশ্লেষণের প্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে। যেমনঃ দ্রুত নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য বিকল্প গমনপথ, বিকল্প নকশা, বিকল্প প্রযুক্তি (যেমনঃ যান্ত্রিক অথবা ম্যানুয়াল খনন) যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি রাস্তা প্রকল্পের জন্য বিকল্প প্রযুক্তি হিসেবে বিটুমিন রাস্তা অথবা আরসিসি রাস্তা - যে কোন একটিকে নির্বাচন করা যায়। সাধারণভাবে প্রতিটি প্রকল্পেই বিকল্প বিশ্লেষণের আওতায় বিকল্প স্থান বা গমনপথ, বিকল্প নকশা ও প্রযুক্তি এবং বিকল্প সমূহের খরচকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। একই সাথে কোন প্রকল্প গ্রহণ না করলে কতটুকু প্রভাব হতে পারে তাও খতিয়ে দেখতে হয়। পরিবেশগত বিশদ মূল্যায়নের প্রয়োজন পড়লে পরিমাণগত মূল্য বিচার করা উচিত, যেমনঃ ম্যানুয়াল বনাম যান্ত্রিক খনন ব্যবস্থার খরচের মধ্যকার তুলনা।

প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা / পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনের জন্য নির্দেশনা

প্রকল্পের বিবরণ এবং পরিবেশগত যাচাই ব্যবস্থার পর্যালোচনা সাপেক্ষে পৌরসভা অধিকতর পরিবেশগত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করবে। IEE এবং EIA উভয়ই একই বিষয়সমূহ আলোকপাত করে, কিন্তু একটি আরেকটি অপেক্ষা অধিকতর বিস্তারিত। একটি পূর্ণমাত্রার EIA অধিকতর বিস্তারিত এবং পরিমাণগত ভাবে (যেখানে প্রযোজ্য) প্রভাব বিশ্লেষণ করে; কখনো কখনো বিভিন্ন মডেল প্রয়োগের মাধ্যমেও বিশ্লেষণ করা হয়। প্রকল্পের ধরণ বা প্রকৃতি এবং অনুমিত প্রভাবমাত্রা গণ্য করেই পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার শুরুতেই ব্যাপ্তি নির্দিষ্ট করা উচিত এবং সেই মোতাবেক কাজের বিস্তারও নির্দিষ্ট হবে। এ প্রসঙ্গে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামের প্রস্তুতিমূলক জরিপ প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট অংশে সন্নিবেশিত খসড়া IEE এবং EIA প্রতিবেদন প্রাথমিকভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে।

IEE/EIA সম্পন্ন করতে প্রধানতম কাজ সমূহ :

- (ক) সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করে পরিবেশগত যাচাই কার্য সম্পন্ন করা;
- (খ) পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিবরণ;
- (গ) বিকল্প বিশ্লেষণ;
- (ঘ) নির্মাণ এবং ব্যবহারকালীন সময়ের প্রধানতম কার্যাবলী সনাক্তকরণ;
- (ঙ) পরিবেশগত ভিত্তিরেখা এর উপরে প্রধানতম কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট প্রভাব সমূহের মূল্যায়ন এবং অনুমান করা;
- (চ) গণ-আলোচনা/ পরামর্শ পরিচালনা;
- (ছ) পরিবেশগত আচরণ নীতিমালা প্রণয়ন; এবং
- (জ) প্রশমন ব্যবস্থা সনাক্তকরণ এবং নিরীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ উল্লেখ পূর্বক প্রভাব সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন।

প্রকল্পের প্রভাবিত এলাকা সনাক্তকরণ :

প্রকল্পের প্রভাবিত এলাকা নিরূপণে নির্মাণকালীন এবং প্রকল্প ব্যবহারকালীন সময়ের কার্যক্রম এবং প্রক্রিয়া সমূহ সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রভাবিত এলাকা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট প্রকল্পের উপরই নির্ভর করে না, প্রকল্প এলাকা বা নির্মাণ স্থানের উপরে নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ, একটি রাস্তার প্রকল্পে রাস্তার দৈর্ঘ্য বরাবর দুই পার্শ্বের দুইটি বড় সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য যানজট, শব্দ এবং বায়ু দূষণের মতো ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে, তাই এই সম্পূর্ণ স্থানটিই প্রকল্প প্রভাবিত এলাকারূপে সনাক্তকরণ করা যায়; আবার একটি সেতু প্রকল্পের প্রভাব এলাকা নদীর দুই পার্শ্বের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে অন্ততপক্ষে এক কিলোমিটার উজানে বা ভাটি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রকল্প প্রভাবিত এলাকার পরিবেশগত ভিত্তিরেখা প্রতিষ্ঠা করা, যার প্রেক্ষিতে প্রকল্প জনিত প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে। প্রকল্পস্থানের প্রকৃতি, প্রকল্পের প্রকৃতি/ব্যাপ্তি ও সম্ভাব্য প্রভাব এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন ব্যবস্থার স্তরের (পরিবেশ যাচাই ব্যবস্থা বনাম পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন ব্যবস্থা) উপর নির্ভর করে ভিত্তিরেখা নির্ধারিত হয়। যেমন- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করায় পারিপার্শ্বিক বায়ুর মানমাত্রা কিংবা শব্দের মানমাত্রা রাস্তা কিংবা সেতু প্রকল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক (ভিত্তিরেখা), কিন্তু গণশৌচাগার বা রাস্তার বাতি লাগানোর প্রকল্পে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পদ্ধতিগত সংজ্ঞায়ন এবং লিপিবদ্ধের জন্য পরিবেশগত ভিত্তিরেখা সাধারণভাবে ভৌত রাসায়নিক (যেমনঃ মনুষ্য বসতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, জলবায়ু, ভূমিরূপ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা, মাটি ও ভূ-তত্ত্ব, পানি সম্পদ, বায়ু-পানি-শব্দের মাণমাত্রা, জৈবিক (যেমনঃ প্রকল্প ও পারিপার্শ্বিক এলাকার সাধারণ ভাবে জৈব-পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য, বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য, পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, জীব-বৈচিত্র্য ইত্যাদি) ও আর্থ-সামাজিক (যেমনঃ প্রকল্প ও পারিপার্শ্বিক এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা) পরিবেশ এই তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং প্রতিটি বিভাগের অধীনস্থ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/ বৈশিষ্ট্য সমূহকে ভিত্তিরেখার জরিপ কালে (Baseline Survey) চিহ্নিত ও পরিমাপ করা হয়।

প্রধানতম কার্যক্রম/প্রক্রিয়া সমূহ চিহ্নিত করে নির্মাণ এবং ব্যবহারকালীন সময়ের প্রভাব নির্ধারণ বা মূল্যায়ন। প্রকল্পের ভিন্নতার সাথে সাথে প্রধান কার্যাবলীসমূহ ও ভিন্ন হয়। বস্তুত, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পদক্ষেপেরই কিছু প্রভাব বিদ্যমান পরিবেশের

উপর পড়ে। যেমনঃ প্রকল্প অংশীদার বা ব্যবহারকারীদের পরিবহন ব্যবস্থা এবং জীবনমান বৃদ্ধির নিমিত্তে সড়ক উন্নয়নের কাজ করা হলেও উন্নয়ন কাজ চলাকালীন অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক যোগাযোগ কার্যক্রম ব্যাহত হয়, নির্মাণ সামগ্রী ও মাটির কাজের ফলে ধূলি দূষণ বৃদ্ধি পায়, এমনকি বিটুমিন পানিতে মিশে পানি দূষনও ঘটে থাকে। প্রকল্পের প্রকৃতির সাথে সাথে প্রভাব ভিন্ন হওয়ায় প্রশমন এবং সংরক্ষন ব্যবস্থা ও ভিন্ন হবে। তবে নির্মাণকালীন অবস্থায় প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট প্রভাব সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (ক) পরিবেশগত প্রভাব, (খ) ভৌত- রাসায়নিক প্রভাব এবং (গ) আর্থ সামাজিক প্রভাব।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা :

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প কার্যক্রমের দ্বারা সৃষ্ট প্রভাব নথিভুক্ত/লিপিবদ্ধ করা এবং ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ নিরসনকল্পে বা ইতিবাচক প্রভাব সমূহ বাড়তে সংশ্লিষ্ট প্রশমন ব্যবস্থা সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। এই পরিকল্পনায় পরিষ্কারভাবেই কয়েকটি বিষয় বিন্যাস তুলে ধরা উচিত- (ক) প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনে বা সমতা বিধানকল্পে অথবা একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনতে নির্মাণ ও ব্যবহারকালীন - উভয় সময়ে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সমূহ, (খ) এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নে গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এবং (গ) প্রশমন ব্যবস্থা সমূহের কার্যকারীতা মূল্যায়নে একটি পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যে কোন প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহীত হওয়া উচিত। এটি কোন অবস্থাতেই একটি পূর্ব নির্ধারিত কার্য তালিকার নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটি অবশ্যই প্রকল্পের গতির সাথে সহজেই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনুমিত ও অপ্রত্যাশিত উভয় প্রকার প্রভাব নিরসনে পরিবর্তনশীল ভাবে কার্যকরী হবে। প্রভাব প্রশমন অথবা বর্ধিতকরণ ব্যবস্থা এবং পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা ছাড়াও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্যান্য প্রধান উপাদান সমূহঃ (ক) অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া, (খ) পরিকল্পনা ব্যবস্থার খরচ মূল্যায়ন এবং (গ) বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় নিচে স্বতন্ত্রভাবেই আলোচনা করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিবেচ্য বিষয়

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম (বিশ্ব ব্যাংক ২০১০)। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা এবং ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা এবং সংকটের হার বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের এ সকল প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Climate Change Strategy and Action Plan) অনুমোদন করেছে, যা ৬টি মূল বিষয়বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত-

- (ক) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য;
- (খ) সমন্বিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- (গ) অবকাঠামো;
- (ঘ) গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা;
- (ঙ) প্রশমন ও স্বল্পমাত্রার কার্বন নিঃসরণ; ও
- (চ) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ।

নকশাতে পরিবেশগত বিবেচ্য

প্রকল্পের প্রকৌশল নকশায় নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত বা বিবেচনায় আনলেই প্রায়শই পরিবেশগত কিছু ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো বা হ্রাস করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, একটি নদী/নালায় উপরে সেতু নির্মাণে নকশা প্রস্তুতকালেই পর্যাপ্ত স্পষ্ট উচ্চতা বিবেচনা নিশ্চিত করা হলে সেতু ব্যবহার কালীন সময়ে এর নিচ দিয়ে জলযানের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করা সম্ভব; একই সাথে উদ্দিষ্ট এলাকায় সর্বোচ্চ বন্যা উচ্চতাকে বিবেচনায় আনলে বন্যার সময়েও সেতুর নিচ দিয়ে অবাধে জলযানের যাতায়াত নিশ্চিত হবে।

অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া

অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা প্রকল্প-সৃষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবের বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে। পৌরসভা এবং প্রকল্প অর্থায়নকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহ এই প্রতিকার পদ্ধতির উপস্থিতি নিশ্চিত করবে এবং একই সাথে প্রতিকার ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে-তা নিরীক্ষণ করবে। পৌরসভা কার্যালয় একটি পদ্ধতি স্থাপন করবে যা প্রকল্প সম্পর্কিত সকল প্রকার প্রশ্ন ও মতামতের উত্তর দিবে এবং প্রকল্প সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে অভিযোগ, বিরোধ কিংবা ক্ষোভ নিরসন করবে; পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন এবং প্রশমন সংক্রান্ত মতবিরোধ ও এর অন্তর্ভুক্ত। নালিশ প্রতিকারের জন্য সাধারণত দুই প্রকার কমিটি হয়ে থাকে ক) আনুষ্ঠানিক আদালত, খ) স্থানীয়ভাবে বিবাদ মীমাংসার জন্য কমিটি। স্থানীয় কমিটি পূর্ণাঙ্গ আদালতের মতো সম্পূর্ণরূপে বিবাদ মেটাতে বা এড়াতে সক্ষম না হলেও উল্লেখযোগ্য ভাবে সমস্যা কমাতে পারে।

EMP ব্যয়ের প্রাক্কলন

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম সহ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের খরচ প্রাক্কলন করা প্রয়োজন। EMP'র অংশ হিসেবে অনেক কার্যক্রমই নির্বাহ করা হয়, যেগুলোর জন্য কোন অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন নেই, যেমনঃ স্থানীয় কর্মী নিয়োগ (যেখানে প্রযোজ্য), প্রকল্পের যানবাহনসমূহকে ভাল এবং সচল অবস্থায় রাখা, কম ব্যস্ত সময়ে মালামাল/পনের বিলি ব্যবস্থা, ভাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তেল বা ক্ষতিকারক পদার্থের নিঃসরণ এড়ানো, বিটুমিন উত্তপ্ত করতে জ্বালানী কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ করণ ইত্যাদি। আবার অনেক কার্যক্রমে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন-নির্মাণ এবং ব্যবহারকালীন সময়ে পরিবেশগত নজরদারিতে সরাসরি ব্যয় জড়িত। একই সাথে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ অনেক প্রশমন ব্যবস্থাতেই অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হবে, যা চলতি সময়ের বাজারদর অনুসারে নির্ধারিত হবে।

EMP বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

প্রগতিশীল এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি বা পরিবেশের উপর নির্ভর করে দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সিদ্ধান্ত EMP তে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু পৌরসভার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা কিংবা কাজ এর জন্য দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। সেজন্য পৌরসভাতে একজন পরিবেশ প্রকৌশলীর নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ ইউনিট স্থাপন করা আশু প্রয়োজন। আর অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পৌরসভা এলজিইডি এবং সংশ্লিষ্ট অর্থায়নকারী সংস্থার সাথে পরামর্শক্রমে পরিবেশগত কার্যাবলী নির্বাহে প্রকল্পভিত্তিক সহায়তা এবং নির্দেশনা পেতে পারে। একই সাথে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌরসভার কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পরিবেশগত আচরন নীতিমালা

এলজিইডি ২০০৩ সালে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে একটি বিশদ পরিবেশগত আচরন নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা অন্যান্য প্রকল্প কর্তৃক অনুসরণযোগ্য। এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল প্রকার নির্মাণ কার্যক্রমকে পরিবেশের সাথে সহনশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ করে পরিচালনা করা। পৌরসভা গুলো তাদের কার্যক্রমকে পরিবেশগতভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে এই নীতিমালা অনুসরণ করতে পারে।

গণ-আলোচনা এবং তথ্য অধিগমন

গণ-আলোচনা ও তথ্য অধিগমন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের, বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যথাসময়ে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং প্রকল্প পরিকল্পনায় অংশীদারদের মতামত বা অনুভূতি সন্নিবেশিত করার সুযোগ প্রদান করা। এর ফলে প্রকল্পের বিরূপ প্রভাব প্রশমিত করা এবং প্রকল্প সুবিধাকে আরও বর্ধিত করা সম্ভবপর হয়। পৌরসভা বিভিন্ন প্রকার অংশীদারদের নিকট প্রকল্পের তথ্য প্রকাশ করবে এবং তাদের সাথে আলোচনা/ পরামর্শও করবে। প্রতিটি প্রকল্পের স্থান, নির্মাণ কাজের ধরন, সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ আলোচনায় স্থান পাবে। একাধিক ধারাবাহিক আলোচনা সভা প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন-নকশা, বাস্তবায়ন, ব্যবহার, এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়ার সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

তথ্য প্রকাশের জন্য সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করা উচিত যেখানে অংশীদারগণ কোন প্রকার ভয়ভীতি ব্যতিরেকেই উপস্থিত হতে পারে। পৌরসভার কার্যালয় অথবা প্রকল্প এলাকার নিকটবর্তী যে কোন স্থানে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রত্যেকটি তথ্য

স্থানীয় অংশীদারদের নিকট বোধগম্য হওয়ার নিমিত্তে স্থানীয় ভাষায় প্রদান করা উচিত এবং নিরক্ষর মানুষের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থাাদি যেমন ব্রিফিংস, আলোচনা, সভা, বেতার ও টেলিভিশনে সম্প্রচার এবং অন্যান্য উপযুক্ত যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা

সাধারণভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- ক) সকল সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্পর্কিত ঝুঁকি এবং বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চিত করা এবং প্রতিরোধমূলক কর্মকৌশল উদ্ভাবন;
 - খ) নিরাপদে এবং কার্যকরভাবে কাজ করতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান;
 - গ) কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক পদ্ধতির উদ্ভাবন; এবং
 - ঘ) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত পরিবেশগত আচরন নীতিমালা ২০০৩-এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী আলোচিত হয়েছে, যা আপাতভাবে অনুসরণযোগ্য। অধিকন্তু, পৌরসভা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এবং প্রকল্পের স্বার্থে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও গ্রহণ করবে।

পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান কৌশল

সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালে পৌরসভা সমূহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দরপত্র বিধানাবলী অনুযায়ী EMP তে উল্লেখিত পরিবেশগত প্রশমন/বিবর্ধন ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাদিসহ) যথাযথ ভাবে অনুসৃত হচ্ছে কি-না, তা পর্যবেক্ষণ এবং নিশ্চিতকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। পরিবেশগত এই পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্তঃ

- ক) প্রকল্প এলাকায় স্বতন্ত্র সমীক্ষাকালে এবং IEE/EIA পরিচালন কালে প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা সমূহের অনুসঙ্গ যাচাই করণ;
- খ) প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার অনুসঙ্গ যাচাই করণ;
- গ) প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও পর্যাপ্ততা পর্যবেক্ষণ;
- ঘ) অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, যদি প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অপরিপূর্ণ প্রতীয়মান হয়; এবং
- ঙ) অপ্রত্যাশিত/অননুমিত সমস্যা দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

স্থানীয় প্রাকৃতিক এবং অর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাদি বিবেচনায় নিয়ে পৌরসভার উচিত নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অনুমিত প্রভাব সমূহের আলোকে (কাজ শুরুর পূর্বেই) একটি পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা প্রণয়ন।

প্রকল্প বাবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় UGHP-III'র জন্য বিশেষ বিবেচ্য

নগর উন্নয়ন প্রকল্পে ADB সরকারের পাশাপাশি অর্থায়নকারী সংস্থা হওয়াতে সরকারী এবং LGED নির্দেশনার পাশাপাশি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে পৌরসভা গুলি ADB'র নির্দেশিত বিভিন্ন নিয়মনীতি মেনে চলবে।

পরিবেশ ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশনা

ADB'র অর্থায়নে প্রকল্প সমূহে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পরিবেশ ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয় (এপ্রিল ২০২৩) সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রস্তুত করা হয়। এই নির্দেশিকার প্রধানতম উদ্দেশ্য হলঃ

- (১) কার্যনির্বাহক প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবকে বিবেচনায় আনতে উৎসাহ প্রদান করা;
 - (২) পরিবেশ ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয় সমূহের যথাযথ পরীক্ষা ও বাস্তবায়নে এডিবি'র সহযোগিতা নিশ্চিত করা। এই নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যনির্বাহক সংস্থা সমূহকে কিছু নির্দিষ্ট আবশ্যিকতা পূরণ করতে হবে, যেমনঃ
- (ক) প্রকল্প পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়েই সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এবং প্রশমন ব্যবস্থার বিবরণাদি প্রস্তুত ও প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ;
 - (খ) ক্ষতিকর বা বিরূপ প্রভাব এড়াতে একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা পরীক্ষা করে শ্রেয়তর ব্যবস্থা নির্বাচন;
 - (গ) প্রাথমিক পর্যায়েই প্রকল্পের স্থানীয় অংশীদারদের সাথে যথাযথভাবে আলোচনা করে তথ্যসমূহের প্রকাশ নিশ্চিত করা;
 - (ঘ) আইন, মানমাত্রা এবং পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও প্রাণী জগতের উপর প্রতিকূল প্রভাব এড়ানো;

- (ঙ) যেখানে সম্ভবপর, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন পরিহার করা বা কমানো এবং অপরিহার্য হলে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করণ এবং তার বাস্তবায়ন;
- (চ) আদিবাসীদের জন্য বিশেষ বিবেচ্য বিষয় সমূহের বাস্তবায়ন; এবং
- (ছ) প্রশমন ব্যবস্থাদির কর্মক্ষমতা ও কার্যকারিতা নিরূপণে পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ।

যদি জাতীয় আইন ও নীতিমালার আলোকে উপরোক্ত বিষয় গুলি পূরণে যথেষ্ট বাধ্য বাধকতা না থাকে, তবুও তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর উপ-প্রকল্প সমূহের কার্যনির্বাহক হিসেবে LGED এবং পৌরসভা বিষয়গুলি অবশ্যই মেনে চলবে। অধিকন্তু, এডিবি'র নির্দেশিকার অন্যান্য নির্দেশনা ও মেনে চলতে হবে।

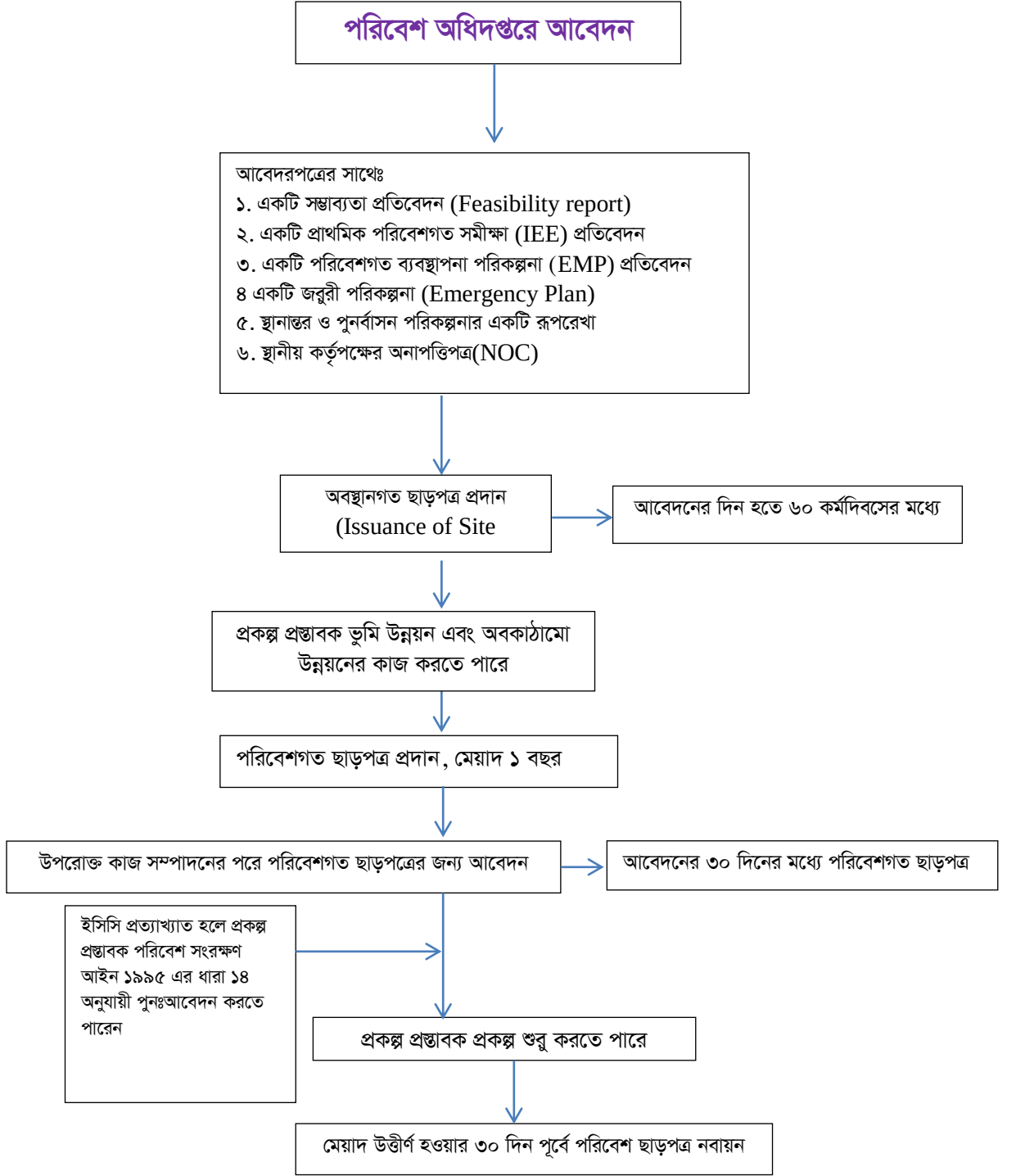
পরিবেশগত যাচাই ও শ্রেণীভুক্তকরণ

ADB নির্দেশনা অনুসারে অর্থায়নের জন্য অপেক্ষমান সকল প্রকল্প/উপ-প্রকল্প সমূহকে তাদের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের বিস্তৃতির অনুপাতে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়- শ্রেণী A, B, C, D। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামটি এর শ্রেণীভুক্ত, কারন এই প্রকল্পের দ্বিতীয় অংশের কোন উপ-প্রকল্প সমূহ ADB কর্তৃক প্রকল্প অর্থায়ন অনুমোদনের পূর্বে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে সকল উপ-প্রকল্প সমূহের জন্যই স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত যাচাই ও শ্রেণীভুক্ত করণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

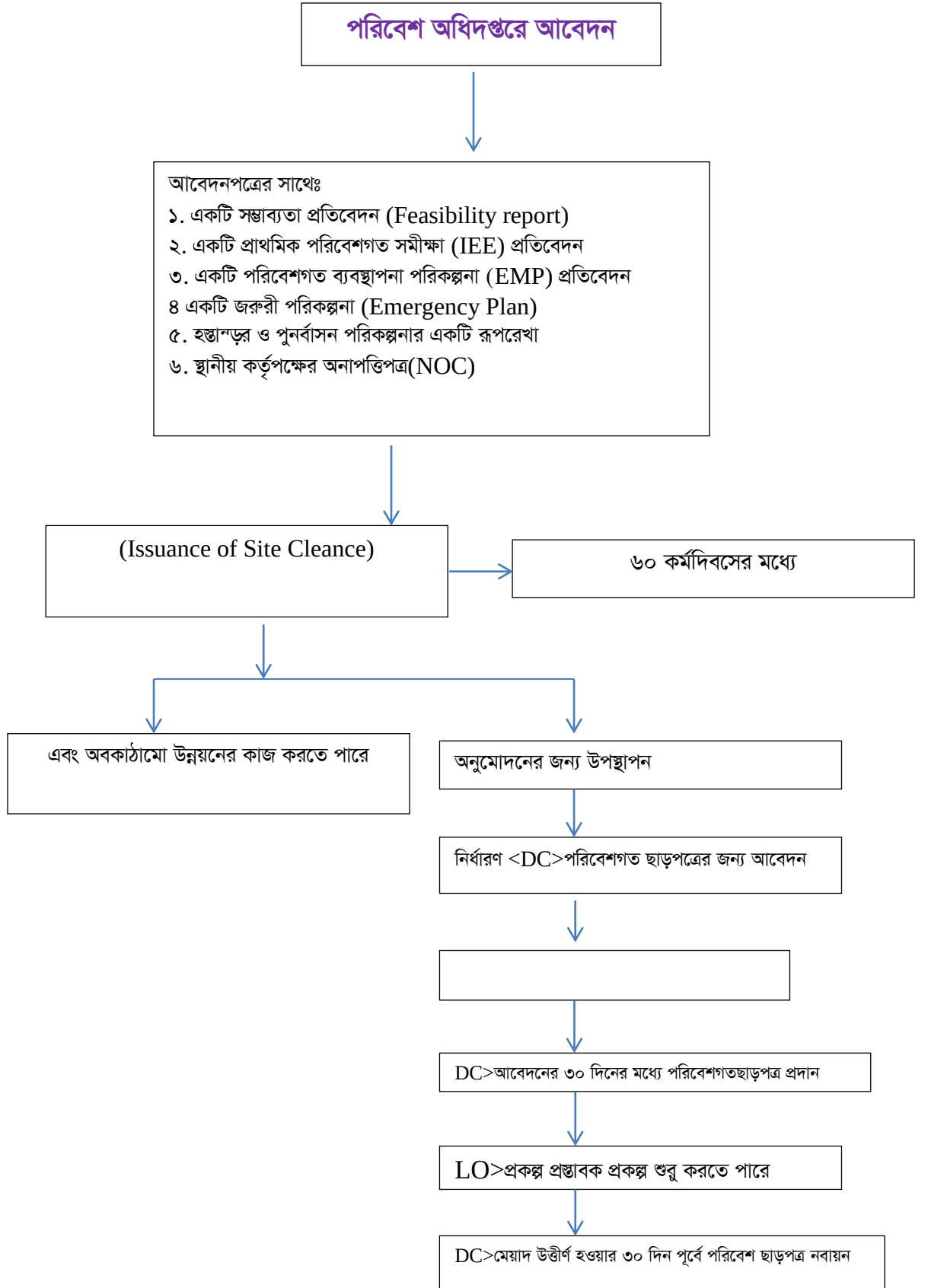
পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা

আলোচ্য প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে LGED বা পৌরসভা সংশ্লিষ্ট জেলা বা বিভাগীয় প্রশাসক অথবা ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে। অনূন ২০০ লোকের পুনর্বাসন প্রয়োজন হলে LGED বা পৌরসভা ADB নির্দেশনা অনুসারে একটি সংক্ষেপিত পুনর্বাসন কর্মকৌশল প্রস্তুত করবে।

কোন উপ-প্রকল্পের ফলে সম্ভাব্য প্রভাব সনাক্ত করতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী (পুরঃ)/প্রকৌশল বিভাগের অন্য কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার জন্য দায়িত্বভার অর্পণ করবেন। MDS-পরামর্শকগণ, বিশেষত প্রকল্প সদর দপ্তরে কর্মরত পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মরত আঞ্চলিক পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, DPD এবং RE গন উক্ত কাজে সহযোগিতা করবেন।



চিত্রঃ কমলা শ্রেণীভুক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার ধাপসমূহ



চিত্রঃ লাল শ্রেণীভুক্ত প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার ধাপসমূহ

রায়পুর পৌরসভার পরিবেশগত কর্ম পরিকল্পনা

রায়পুর পৌরসভায় পরিবেশগত কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্যতম যা পৌরসভার রাজস্ব আয় থেকেই করা যেতে পারে। এ কাজগুলো আগামী ২০২২ থেকে ২০২৬ সাল নাগাদ বাস্তবায়ন করা যাবে যার অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারী সংস্থা সরাসরি জড়িত। এ কাজ গুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনগনের সহযোগিতা ও সচেতনতা খুবই জরুরী। বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৌরসভা তদারকির ভূমিকায় থাকতে হবে। রায়পুর পৌরসভায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য যে কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে তা নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল-

টেবিলঃ রায়পুর পৌরসভার পরিবেশগত কর্ম পরিকল্পনা

ক্রঃনং	কর্মকৌশল	বাস্তবায়নের সময়কাল	অর্থের উৎস	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
০১	বর্জ্য ফেলার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ।	জানুয়ারী'২৩-ডিসেম্বর'২৪	রাজস্ব আয়	পৌরসভার স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ
০২	কেন্দ্রীয় বর্জ্য ফেলার জায়গা নির্ধারণ।	জানুয়ারী'২৩-জুন'২৩	রাজস্ব আয়	পৌরসভার স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ
০৩	ভ্যান দিয়ে দরজায় গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ।	জানুয়ারী'২৩-ডিসেম্বর'২৩	সেবা সংগ্রহকারী	পৌরসভার স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ
০৪	আর্সেনিক যুক্ত টিউবওয়েল চিহ্নিতকরণ।	জুন'২৩-ডিসেম্বর'২৩	বেসরকারী সংস্থা	ডিপিএইচই
০৫	পৌরসভা এলাকায় নদী, পুকুর, ঐতিহাসিক স্থাপনা ইত্যাদির অবৈধ দখলদার চিহ্নিতকরণ।	জানুয়ারী'২৩-এপ্রিল'২৩	-	পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ
০৬	সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম পরিচালন।	জানুয়ারী'২৪- ডিসেম্বর'২৪	বেসরকারী সংস্থা	পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ
০৭	বৃক্ষরোপন ও বনায়ন কর্মসূচী।	জানুয়ারী'২২- ডিসেম্বর'২৬	বেসরকারী সংস্থা	বেসরকারী সংস্থা
০৮	EIA ও IEE জরিপ পরিচালন।	জানুয়ারী'২২- ডিসেম্বর'২৬	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প
০৯	পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প কারখানা চিহ্নিতকরণ।	জানুয়ারী'২৩-ডিসেম্বর'২৩	-	প্রকৌশল বিভাগ

৪.৯.৩ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন (Land use Management Plan)

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, বসবাস যোগ্য পরিবেশ তৈরির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একদিকে নগরবাসীর চাহিদা মোতাবেক সব ধরনের অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা এবং অন্যদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট পরিবেশ বান্ধব বসবাসের উপযোগী নগর হিসেবে গড়ে তুলার লক্ষ্যে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তাই প্রতিটি নগর এলাকার ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা থাকা অতীব জরুরী। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামের আওতায় রায়পুর পৌরসভার, পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নে, পৌরসভার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তৈরী করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যেহেতু উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউটিআইডিপি) অধীনে মহাপরিকল্পনা প্যাকেজে রায়পুর পৌরসভার জন্য একটি ভূমি ব্যবহার মহা পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং ড্রেনেজ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রণয়ন করা হয়েছে, সেহেতু পৌরসভার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা উল্লেখিত মহা পরিকল্পনার আলোকে সম্পাদন করা হয়েছে যা সংযুক্ত করা হয়েছে।

৪.৯.৪ পুনর্বাসন পরিকল্পনা, যদি প্রয়োজন হয় (Resettlement Framework if Necessary)

যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে কারণ পরিকল্পনা শুধু একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয়। সমাজের সকলেই যেন এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সুফল ভোগ করতে পারে সে বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামে নগরের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাদের জন্য রাজস্ব আয় থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখার কথা বলা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নগরের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জন্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যারা বিভিন্নভাবে এই প্রকল্পে বাস্তবায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন একটি নতুন রাস্তার কাজ বাস্তবায়নকালে যদি কেউ তারা বসবাসের জমি হারায় তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণসহ আলাদা পুনর্বাসন ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এছাড়াও যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও কেউ তার বসবাসের জমি হারালে তাদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় পুনর্বাসন ব্যবস্থা রেখে দিতে হবে।

পুনর্বাসন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objective)

পুনর্বাসন পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের প্রভাব চিহ্নিত করণ ও এর ব্যাপ্তি বর্ণনা, এবং যথাযথ সুপারিশ ও প্রশমন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করা;
- প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক প্রফাইল উপস্থাপন (দারিদ্র্য ও অসহায় নারী, বৃদ্ধিজনগন, আদিবাসী);
- প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের সময় স্টেকহোল্ডার এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অংশগ্রহণ পদ্ধতি বর্ণনা ও তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা;
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে আলোচনা করে, স্থানীয় প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত অভিযোগ প্রতিকারের জন্য একটি কাঠামো স্থাপন করা;
- অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজ্য সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আইনি কাঠামো নির্ধারণ এবং বর্ণনা করা;
- প্রকল্পের আওতাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সহায়তা ও বেনিফিট এনটাইটেলমেন্ট (সুবিধা ভোগের অধিকার) নির্ধারণ করা; এবং
- প্রয়োজ্যক্ষেত্রে পুনর্বাসনের জন্য একটি বাজেট উপস্থাপন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও পুনর্বাসন বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি নির্ধারণ করা।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সনাক্তকরণ (Identification of Land Acquisition and Resettlement)

মাঠ পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সুযোগ নির্বাচন বা চিহ্নিত করা হবে। প্রস্তাবিত অবকাঠামোর বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এড়ানোর বা কমানোর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে-

- ✓ প্রস্তাবিত অবকাঠামোর জন্য সরকারি মালিকানাধীন ভূমি বা বিদ্যমান পথ (রাইট অব ওয়ে) নির্বাচন করা;
- ✓ পুনর্বাসন মূলক বা সংস্কারমূলক (রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের অগ্রাধিকার;
- ✓ ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানের ক্ষয়-ক্ষতি এড়িয়ে প্রকল্প গ্রহণ;
- ✓ যথাসম্ভব গাছ-পালা না কেটে প্রকল্প গ্রহণ; এবং
- ✓ পরিকল্পনা, নকশা তৈরিতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন নির্ধারণ পদ্ধতি (Land Aquisition and Resettlement Methodology)

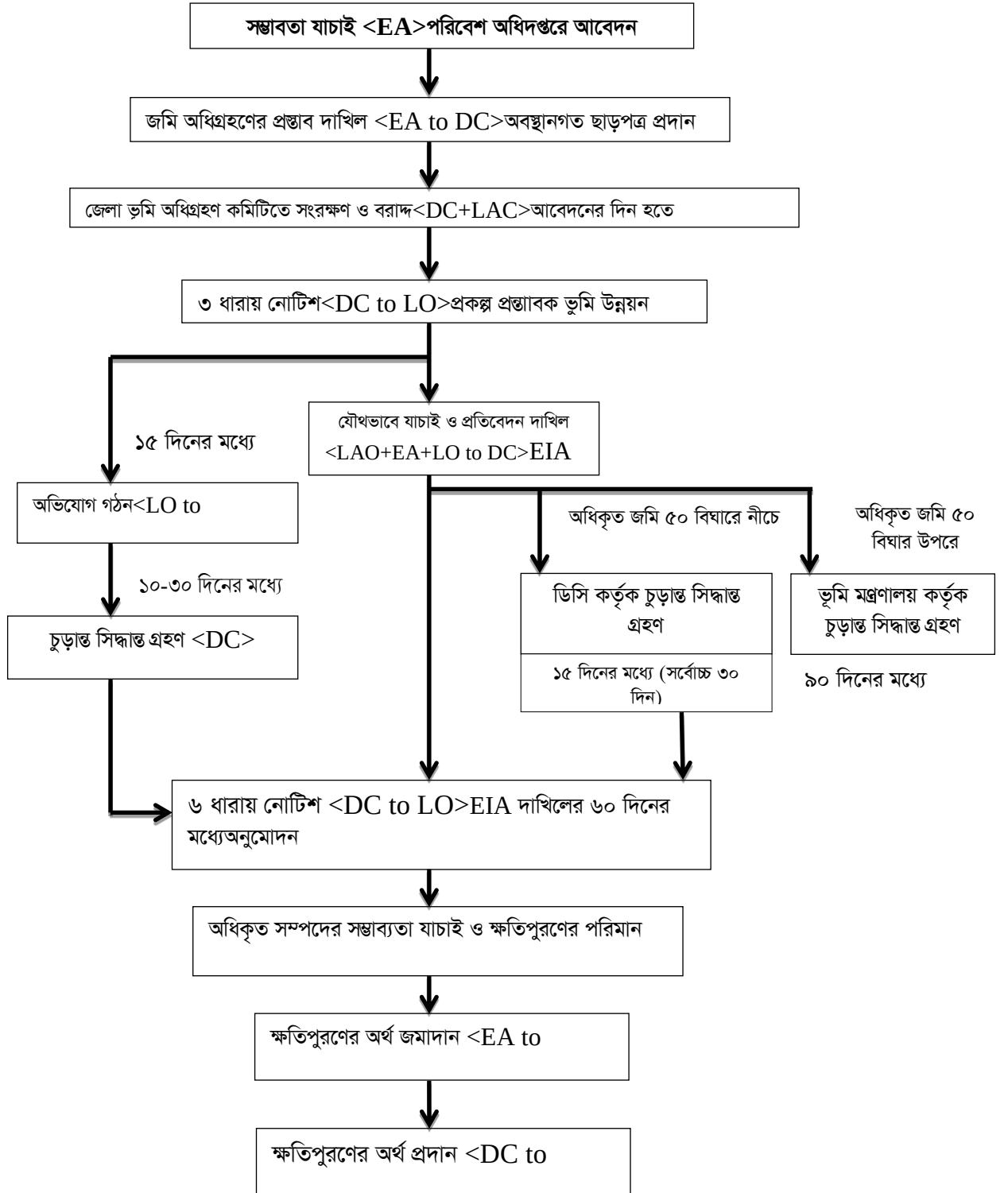
ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন নির্ধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন-কানুন মেনে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগির নীতিমালা অনুসরণ করে এবং সুবিধাভোগীদের উন্নয়নের কাজের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের (স্টেকহোল্ডার) সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে করা হবে। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন নির্ধারণে সাধারণত নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে-

- স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শের আলোকে করা হবে;
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির শুমারি এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের তালিকা জাতীয় ও অন্যান্য নিয়ম-নীতি অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জরিপ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের তালিকা করা হবে;
- ডাটা বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা শুমারির ফল প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার সময় ব্যবহৃত হবে। শুমারির ফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের আনুমানিক খরচ নির্ধারণ, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের প্রভাব এবং ডাটাবেস প্রতিষ্ঠা করা হবে; এবং
- অবকাঠামোর বিস্তারিত নকশা (ডিজাইন) গঠনের পর পুনর্বাসন পরিকল্পনা হালনাগাদ (আপডেট) করা হবে।

প্রযোজ্য আইন ও নীতিমালা (Applicable Laws and Policies)

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং সম্পত্তি হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এবং পরবর্তীতে ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে তার সংশোধনী, বাংলাদেশের লিগ্যাল নিয়ম-নীতি হিসাবে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এই অধ্যাদেশ অনুসরণ করে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন করা হবে। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের পদ্ধতি/ ধাপসমূহ চিত্র-১ দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অবৈধ ভোগদখলকারী/ অনুপ্রবেশকারী, ইজারাদার, অনানুষ্ঠানিক ভাড়াটিয়াদের ক্ষতিপূরণের জন্য উপরোক্ত অধ্যাদেশ এ কোনরূপ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে প্রযোজ্য উন্নয়ন সহযোগির নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

চিত্রঃ ভূমি অধিগ্রহণের পদ্ধতি (Procedures of Land Acquisition)



Legendt EA = Executing Agency (নির্বাহী সংস্থা), DC = Deputy Commissioner (জেলাপ্রশাসক), LAC = Land Acquisition Committee (ভূমি অধিগ্রহণ কমিটি), LO = Land Owner (জমির মালিক), LAO = Land Acquisition Official (ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা).

Source: Land Administration Manual (2003)

যোগ্যতা (Eligibility)

জাতীয় আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নির্ধারিত হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রেক্ষাপটে যিনি বা যারা শারীরিক ভাবে (দৃশ্যত) স্থানান্তরিত হবে (জমি-জমা, ঘর-বাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা) এবং যিনি বা যারা সম্পদের ব্যবহার তথা আয়ের ক্ষতির সঙ্গে সম্পর্কিত তারা ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। সাধারণত নিম্নলিখিত জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে বিবেচিত হয়-

- জমি ও অবকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতি জনিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ যার বা যাদের জমি ও অবকাঠামোর (আবাসিক, বাণিজ্যিক, কমিউনিটি, বা ইবাদত/পূজার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে) আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ ক্ষতি সাধন হয়;
- আয় বা জীবিকা অর্জন জনিত ক্ষয়-ক্ষতি সম্পন্ন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ স্থায়ী ভাবে বা অস্থায়ী ভাবে যার/যাদের ফসল, গাছ, ব্যবসা, চাকরি, আয়ের উৎস, বা জীবিকা অর্জন প্রভাবিত হয় এমন (ভাড়াটেকদের, ব্যবসা, কর্মচারী, শ্রমিক, ইত্যাদিসহ) দিন মজুর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;
- অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ নিম্ন আয়ের মানুষ (দারিদ্র্য সীমার নীচে), শারীরিক বা সামাজিকভাবে অবহেলিত, ভূমিহীন, মহিলা প্রধান পরিবার, বৃদ্ধ, আদিবাসীকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

সুবিধা ভোগের অধিকার (Entitlement)

জাতীয় আইন ও বিধি-বিধান ও উন্নয়ন সহযোগীদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নীতিমালা অনুযায়ী সব বাস্তুচ্যুত পরিবারের, ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং সম্পদের উপর মালিকানা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাদের ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ ও পুনর্বাসন সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এনটাইটেলমেন্ট (সুবিধাভোগের অধিকার) করা হবে।

ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি (Compensation Mechanism)

জাতীয় আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ক্ষতিপূরণ পাবে। এ বিষয়ে উপরোক্ত চিত্রে বিভিন্ন ধাপ সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত লিগ্যাল কমিটি দ্বারা পুনর্বাসন খরচ নির্ধারিত হবে, সম্পত্তি মূল্যায়নের উপদেষ্টা কমিটি, যুগ্ম যাচাই কমিটি এবং পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি। উল্লেখ্য, উন্নয়ন সহযোগির সহায়তার প্রকল্প সমূহে তাদের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পুনর্বাসন ব্যয় নির্ধারণ ও প্রদান করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (Institutional Arrangement)

পুনর্বাসন কার্যক্রম সার্বিকভাবে বাস্তবায়নে পৌরসভার সচিব দায়িত্ব পালন করবে। পৌরসভায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা স্থাপন করা হবে। কার্যকর বাস্তবায়ন শাখা গঠনে ও পরিচালনে প্রয়োজনে স্থানীয় এলজিইডি অফিস এর টেকনিক্যাল সহায়তা নেয়া হবে। বাস্তবায়ন শাখা নিম্ন উপায়ে কাজ করে থাকবে-

- ভূমি অধিগ্রহণ;
- বিদ্যমান পথে (রাইট অব ওয়ে) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ (জনসংযোগ কার্যক্রম) এবং স্থানীয়দের অংশগ্রহণ;
- প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচার;
- ঋণ প্রকল্পে সুরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে নিশ্চিতকরণ;
- সুরক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহজতর উপায়ে সহায়তা করা; এবং
- এছাড়াও বাস্তবায়ন শাখা এর আরো একটি অন্যতম দায়িত্ব হলো পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে পূর্ব বিজ্ঞপ্তি, ক্ষতিপূরণ ও অভিযোগ বিষয়ে যোগাযোগ করা।

সুবিধা ভোগের অধিকার (Entitlement)

জাতীয় আইন ও বিধি-বিধান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নীতিমালা অনুযায়ী সব বাস্তুচ্যুত পরিবারের, ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের এবং সম্পদের উপর মালিকানা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তাদের ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ ও পুনর্বাসন সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এনটাইটেলমেন্ট (সুবিধা ভোগের অধিকার) করা হবে।

ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি (Compensation Mechanism)

জাতীয় আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ক্ষতিপূরণ পাবে। নিম্নোক্ত লিগ্যাল কমিটি দ্বারা পুনর্বাসন খরচ নির্ধারিত হবে, সম্পত্তি মূল্যায়নের উপদেষ্টা কমিটি, যুগ্ম যাচাই কমিটি এবং পুনর্বাসন অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া এবং প্রকাশ পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন, নির্বাহী সংস্থা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করবে, যা আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার করবে।

অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (GRC) :

অভিযোগ প্রতিকার মেকানিজম এর অধীনে একটি অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (GRC) গঠন করবে। যা সকল বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার করবে। যেমন মালিকানা অধিকার, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য।

পদ্ধতি :

অভিযোগকারী তার অভিযোগ প্রথম GRC তে জমা দিবে। অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হতে ১৫ দিনের মধ্যে এ ব্যাপারে অর্থাৎ সমাধানকল্পে GRC যথাযথ ব্যবস্থা নিবে এবং সমাধান করবে। এছাড়াও প্রয়োজনে আরো উচ্চ পর্যায়ে এ ব্যাপারে নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ সমাধান করা হবে। উল্লেখ্য, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ তার আঞ্চলিক ভাষায় (বাংলা ভাষায়) লিখিত ভাবে অভিযোগ পেশ করতে পারবে।

প্রকাশ (Disclosure) :

পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র পৌরসভায় পাওয়া যাবে। এছাড়াও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে পৌরসভার ওয়েব সাইটে এবং নির্বাহী সংস্থার তথ্য সহযোগি সংস্থার ওয়েব সাইটেও প্রয়োজনীয় তথ্য পোষ্ট করা থাকবে। সম্ভাব্য সকল প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র বাংলা ভাষায় পাওয়া যাবে। জনসংযোগ ও প্রকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রকল্পের বিভিন্ন (নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ইত্যাদি) পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান/প্রকাশ করা হবে। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য আলাদা আলাদা জনসংযোগ ও প্রকাশ প্রক্রিয়া নির্ধারিত হবে।

পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন (Monitoring and Reporting)

পৌরসভা প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। উন্নয়ন সহযোগির সাহায্য প্রাপ্ত/ ঋণ প্রকল্পে তাদের প্রয়োজ্য নিয়ম অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে। পৌরসভা তার প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন (মাসিক/ ত্রৈ-মাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক/অন্যান্য) প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজ্য কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

৪.১০ খসড়া পিডিপি দলিলের বৈধতাদান ও অনুমোদন (Validation of the Draft PDP and its Approval)

সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল, সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল, অগ্রাধিকার ক্রম নির্ধারণ এবং প্রকল্প চিহ্নিত করণ বিষয়ে সর্ব সাধারণ ও সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে জনগণের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে যেন জনগণ অবহিত থাকে যার মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অনেক সহজ হয়ে যায়। যেহেতু জনগণই মূল সেবা গ্রহণকারী সেক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ একটি

টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং এটি প্রতীয়মান হচ্ছে যে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল বৈধতা দানকারী জনগণ। পৌরসভা তাদের সহযোগিতায় এটির বৈধতা ও অনুমোদন দেয়।

৪.১০.১ সাধারণ জনগণ ও স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ (Mass People and Stakeholder Consultations)

মেয়র, কাউন্সিলর, প্রকৌশলী, সচিব, বিভিন্ন শাখার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণ এবং সাধারণ জনগণসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে ১০/০৩/২০২২ ইং তারিখে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যেমন নারী, দারিদ্র্য ও অভিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ সভার মাধ্যমে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় যারা ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

সেবা গ্রহণ

এফজিডি, অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রায়পুর পৌরসভা সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জনগণের ন্যূনতম চাহিদার আলোকে সেবা প্রদান করে থাকে। সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পৌরসভাকে সার্বিক ভাবে সহযোগীতা করার বিষয়ে সকলে এক মত হন যেমনঃ- পৌর ট্যাক্স নিয়মিত প্রদান, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সার্বিক ভাবে সহযোগীতা করা, ইত্যাদি। পৌর জনগণের দাবী হচ্ছে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পৌরসভা তার সামর্থ্য অনুযায়ী চাহিদার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।

সেবা প্রাপ্তির জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ

এফজিডি, অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেক ওয়ার্ড হতে পৌরসভা কার্যালয়ের দুরত্ব বেশী হওয়ায় জনগণ তাদের সেবা নিতে আর্থিক ও সময়ের অপচয় হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের জন্য অফিস স্থাপন করলে জনগণ তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকেই প্রয়োজনীয় সকল সেবা গ্রহণ করতে পারবে ফলে আর্থিক ও সময়ের অপচয় রোধ হবে। তাছাড়াও জনগণ তাদের পৌরকর সহজেই প্রদান করার জন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অফিসে ক্যাম্পেইনের ব্যবস্থা করা উচিত। পৌরবাসীর উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পৌরসভায় একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন। জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পৌরসভায় একটি তথ্য-সেবা কেন্দ্র স্থাপন জরুরী।

পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যাপারে নাগরিকদের অভিমত ও সন্তুষ্টি

এফজিডি, অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীগণ নাগরিক সেবা প্রদানে সর্বদা তৎপর। স্টেকহোল্ডারদের মতে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গুণ্য পদে জনবল নিয়োগ করতে পারলে তাদের কাছ থেকে আরো দ্রুত সেবা পাওয়া সম্ভব।

পৌর সেবা সরবরাহ সম্পর্কে নাগরিকদের সন্তুষ্টির মাত্রা

এফজিডি, অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্টেকহোল্ডারগণের মতে নগর ভৌত অবকাঠামো খাতে গ্রোথ সেন্টার, বাস/ট্রাক টার্মিনাল, শিল্প পার্ক, শিশু পার্ক, নিরাপদ পানি, সড়ক, ড্রেন, সড়কবাতি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটতে হবে। আর্থ-সামাজিক খাতে, পোভার্টি/ দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ ভারসাম্য, স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা, নিরাপত্তা/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা সেবা, আবাসন সুবিধা, দৈনন্দিন জীবিকা, বিনোদন ব্যবস্থার দিকে বেশী নজর দিতে হবে। পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন সেবা প্রদানের অবাধ সুযোগ, বিরোধ নিষ্পত্তি, আইন শৃঙ্খলা, আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হবে। কাজেই এ সকল সেবার সুযোগ কিভাবে বাড়ানো যায় পিডিপিতে তার প্রতিফলন থাকা আবশ্যিক।

মেয়র, কাউন্সিলর, প্রকৌশলী, সচিব, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণ সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে ১০/০৩/২০২২ইং তারিখে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যেমনঃ নারী, দারিদ্র্য ও অভিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠিত শহর সমন্বয় কমিটির সভায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল প্রস্তুত প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয় এবং এ সংক্রান্ত প্রণীত সকল দলিল পত্র প্রকাশ ও অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।

৪.১০.২ পিডিপি চূড়ান্তকরণ (Finalization of the PDP)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) এর নির্দেশনা মোতাবেক রায়পুর পৌরসভার পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১০-০৩-২০২২ইং তারিখ হইতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পিডিপি প্রস্তুতকরণের মূল পদক্ষেপসমূহ ও কার্যাবলী সমূহ নিম্নরূপঃ

পদক্ষেপ-০১ প্রস্তুতিমূলক পর্ব : “বিভিন্ন গ্রুপ ও কমিটিসহ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা”।

রায়পুর পৌরসভার পিডিপি প্রস্তুতকরণের কাজ শুরু করা হয় এবং ৩১-০৩-২০২২ইং তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সমূহ সম্পন্ন করা হয়।

- পৌরসভা কোর গ্রুপ গঠন করা;
- শহর সমন্বয় কমিটি পুনঃগঠন ও কার্যকরী করণ;
- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি পুনঃগঠন ও কার্যকরী করণ;
- নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ীকমিটি গঠন ও কার্যকরী করণ;
- সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ও কার্যকরী করণ; এবং
- প্রারম্ভিক কর্মশালা আয়োজন করা।
-

পদক্ষেপ- ০২ বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ : “আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, ভূমির বর্তমান ব্যবহার, জনগণের জন্য সেবা প্রাপ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য এবং পরিচালনসহ বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ”এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- পৌরসভার মহা পরিকল্পনার পর্যালোচনা করা;
- স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা করা;
- নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর আওতায় প্রস্তুতকৃত পৌরসভা প্রোফাইল সহ সেক্রেডারী উৎস থেকে বেইজ লাইন তথ্য সংগ্রহ করা;
- পরিবার জরিপ করা;
- সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডের তথ্য বিশ্লেষণ কার্ড করা (যদি থাকে);
- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা;
- দারিদ্র্য মানচিত্র, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা।

পদক্ষেপ-০৩ সামগ্রিক এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক রূপকল্প, লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতিসহ পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- পৌরসভার মহা পরিকল্পনার পর্যালোচনা করা;
- ওয়ার্ড ভিশনিং কর্মশালার আয়োজন করা;
- পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং কর্মশালার আয়োজন করা;
 ১. বাস্তব অবস্থা নিরূপণ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা;
 ২. পৌরসভার সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি (SWOT) পর্যালোচনা করা;
 ৩. অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা।

পদক্ষেপ-০৪ পৌরসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- পৌরসভার মহা পরিকল্পনার পর্যালোচনা করা;
- সার্বিক উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা;
- সেক্টর ভিত্তিক পর্যালোচনা ও কৌশল নির্ধারণ করা;
- প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই করা।

পদক্ষেপ-০৫ আর্থিক ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- রাজস্ব আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ করা;
- মোট দেনা নির্ধারণ করা;
- আর্থিক ভিত্তি উন্নয়নে করণীয় করা;
- সেক্টর ভিত্তিক তালিকা (Long List) তৈরী করা;
- তালিকাভুক্ত (Long List) উপ-প্রকল্প হতে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারক্রম তৈরী করা;
- সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন ও সেক্টর ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

পদক্ষেপ-০৬ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- প্রস্তাবিত বিনিয়োগ উপ-প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা।

পদক্ষেপ-০৭ পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ-

- দক্ষতা বৃদ্ধির কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (যেমন; জবাবদাহিতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পদ্ধতি)।

পদক্ষেপ-০৮ দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়ন কৌশল এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- নারী উন্নয়ন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

পদক্ষেপ-০৯ পরিবেশগত কাঠামো, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাঠামো এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- পৌরসভার মহা পরিকল্পনা বা এর খসড়া পর্যালোচনা করা;
- পরিবেশগত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (যদি প্রয়োজন হয়);
- ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (যদি প্রয়োজন হয়)।

শহর উন্নয়ন কমিটির (TLCC) সভা বিভিন্ন পেশা শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত যারা পৌরসভার সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারক। সভার শুরুতে তাদের সামনে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয় এবং মতামত দিতে আহবান করা হয়। তারা পুরো পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে তাত্ক্ষণিক সংশোধন করে অনুমোদনের জন্য পৌর পরিষদের নিকট প্রেরণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির বিশেষ সভা ৩০/০৩/২০২২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে, পৌরসভার মেয়র মহোদয় সর্ব-সম্মতিক্রমে তা চূড়ান্তকরণ করেন এবং সকলকে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৩১/০৩/২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পৌর পরিষদ সভায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল প্রস্তুত প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয় এবং এ সংক্রান্ত প্রণীত সকল দলিল পত্র প্রকাশ ও অনুমোদন করা হয়। পরিষদ পরিশেষে তা অনুমোদন করে তা প্রকল্প অফিসে প্রেরণের জন্য প্রস্তাব করেন।

৪.১১ পিডিপি বাস্তবায়ন (Implementation of PDP)

শহর উন্নয়ন কমিটির সভায় অনুমোদনের পর পৌরসভা তা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রেরণ করবেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস হতে খসড়া পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন পাওয়ার পর প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং বৈধতা প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরে নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এ উপ-প্রকল্প সমূহ বিনিয়োগ পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে যা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ের পর পৌরসভা সমূহ পরামর্শকগণের সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়া আরম্ভ করবে। পৌরসভার কোর গ্রুপ ও ওয়ার্কিং গ্রুপ সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করবে।

৪.১১.১ পিডিপি বাস্তবায়ন (Implementation of the PDP)

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার দলীলপত্রের অনুমোদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে, এবং বৈধতা প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এলজিইডি'র অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম পরিসেবা কম্পোনেন্ট এর অন্তর্ভুক্ত উপ-প্রকল্প সমূহ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিনিয়োগ পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ের পর পৌরসভা সমূহ পরামর্শকগণের সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্রয় প্রক্রিয়া আরম্ভ করবে। পৌরসভার কোর গ্রুপ ও ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করবে।

(ক) বিশেষ প্রকল্প সমূহ পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করণ

বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অনুদান অথবা বিনিয়োগ, পৌরসভার বিশেষ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হতে পারে যা পিডিপির অন্তর্ভুক্ত নয়। এক্ষেত্রে, এই প্রকল্পগুলিকে বিশেষ প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করে শহর সমন্বয় কমিটির সহিত মতবিনিময় করে ও অনুমোদন সাপেক্ষে পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(খ) পিডিপি পর্যালোচনা

পৌরসভার মৌলিক অবকাঠামোর অবস্থা, উন্নয়ন চাহিদার অগ্রাধিকার, আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে পিডিপি নিয়মিত ভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে পিডিপি পর্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও পদ্ধতি পরবর্তী অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

(গ) পর্যালোচনার বিষয় সমূহ

প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করা হবে তা নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে। এ অংশে পর্যালোচনার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

- বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রকল্প তালিকা পুনরায় বিশ্লেষণ

- প্রকৌশলীদের মাধ্যমে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে হালনাগাদ করা
- WC ও TLCC এর সাথে মতবিনিময় করে হালনাগাদ করা।
- জেডার একশন প্ল্যান প্রস্তুত ও সংযুক্তকরণ
- দারিদ্র্য বিমোচন একশন প্ল্যান প্রস্তুত ও সংযুক্তকরণ
- O & M প্ল্যান, ভিশন, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং অন্যান্য বিষয়সহ পিডিপি যে কোন অংশ বিষয় পুনঃবিশ্লেষণ করা।

অধ্যায়-৫

আবর্তক পরিকল্পনা (Rolling Plan)

৫.১ পরিবীক্ষণ প্রণালী প্রবর্তন ও নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা (Development of mechanism for monitoring system and periodic review)

আবর্তক পরিকল্পনা (Rolling Plan) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ কাল পর্যন্ত নিয়মিত পর্যালোচনা-মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা হালনাগাদ করা। এর যে কোন পরিবর্তন হালনাগাদের জন্য সমন্বয় করতে হবে। পৌরসভা PDP নির্ধারণ করেছে পাঁচ বছরের জন্য যা পৌরসভার ২০ বছরের মহা পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এই পরিকল্পনা কৌশলগত চিন্তার প্রতিফলন এবং জন অংশগ্রহণ মূলক যা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ে পৌরবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পৌরসভার প্রভাবশালী ব্যক্তি বর্গ, শিক্ষক, নারী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ছাত্র, ব্যবসায়ী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি। এটা পাঁচ বছরের জন্য (২০২২-২০২৭) নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কার্যকরী বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা প্রতি বছর নবায়ন করা হবে। পরিকল্পনাটি পৌরবাসী ও গুরুত্বপূর্ণ, স্টেকহোল্ডারদের মতামতেরই প্রতিফলন, ব্যবস্থাপকদের ধারণা ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে প্রকল্প ও বরাদ্দ নির্ধারিত হয়। PDP প্রস্তুতকালে বিশ্লেষণ ও ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কনসালটেন্টগণের সহায়তায় পৌর পরিষদ PDP বাস্তবায়ন করবে যাতে বাৎসরিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, বাজেট, নিয়মিত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় থাকবে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আবর্তক পরিকল্পনা পদ্ধতি একটি যুগোপযোগী ধারণা যা নমনীয় ও গতিশীল এবং এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা-মূল্যায়নের সুযোগ থাকে। এই পরিকল্পনা পদ্ধতিতে পৌরসভার ভিশন অর্জনের ক্ষেত্রে কৌশলগত প্রকল্পগুলির নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখবে। আবর্তক পরিকল্পনা PDP কে নিয়মিত পর্যালোচনা-মূল্যায়নের সুযোগ দেয় অন্ততঃ বছরে একবার যা পরিবর্তিত পরিস্থিতি, আন্তঃ ও বহিঃ পরিবেশ অংশগ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে বিবেচনার সুযোগ তৈরী করবে।

পঞ্চ বার্ষিকী কৌশলগত আবর্তক পরিকল্পনা

- প্রথম বছর পৌরসভা পাঁচ বছরের পরিকল্পনা তৈরী করেছে। পরবর্তী পদক্ষেপ- সামনের বছরের পরিকল্পনা করা হবে যা পাঁচ বছরের পরিকল্পনা থেকে বাদ যাবে;
- যেহেতু পৌরসভা পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও একই সময়ে পরিকল্পনা চক্র আরম্ভ হয়, পরবর্তী এক বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, অর্থাৎ বছর শেষে পৌরসভা পরিকল্পনা নবায়ন এবং পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে; এবং
- এটা একটা পদ্ধতির পর্যায় ২০২২ সাল থেকে বছর ভিত্তিক চলমান থাকবে।

আবর্তক পরিকল্পনার প্রয়োজন

- আন্তঃ ও বহিঃ পরিবেশ সর্বদাই পরিবর্তনশীল;
- এটা প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতের নির্দেশনা দেয়;
- এটা কৌশলগত ধারণা ও অগ্রাধিকারকে আরও জোরদার করে;
- এটা দ্রুত সাড়া দানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে; এবং
- সর্বশেষ উপাত্ত, বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তী বছরের PDP নবায়ন করা হবে।

আবর্তক পরিকল্পনার প্রাপ্তি

- অধিক অনুশীলনের ফলে পৌরসভার চিন্তা কৌশলগত ও পরিশোধিত হবে;
- পৌরসভা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করে বিধায় আবর্তক পরিকল্পনা অধিক যৌক্তিক হবে;
- পৌরসভার বিভিন্ন পর্যায়ের মিটিংগুলির অধিক কৌশলগত চিন্তার প্রতিফলন ঘটাবে;
- পৌরসভার কার্যকরী পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে; এবং
- বাস্তবায়নের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অধিক সাফল্য বয়ে আনবে।

সন, পিডিপি পর্যালোচনার প্রয়োজন

পৌরসভার মৌলিক ভৌত অবকাঠামো, উন্নয়ন চাহিদার অগ্রাধিকার ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল হওয়ায় নিয়মিত PDP পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর UGIAP এর দ্বিতীয় পর্ব থেকে PDP বছর বছর পর্যালোচনা করা হবে।

প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করা হবে তা নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

- বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রকল্প তালিকা পুনরায় বিশ্লেষণ করাঃ
 - প্রকৌশলীদের মাধ্যমে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে হালনাগাদ করা হবে;
 - WC ও TLCC এর সাথে মতবিনিময় করে হালনাগাদ করা হবে।
- জেডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত ও সংযুক্তকর হয়েছে;
- দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত ও সংযুক্তকর হয়েছে;
- O & M প্ল্যান, ভিশন, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং অন্যান্য বিষয়সহ পিডিপির যে কোন অংশ বিষয় পুনঃবিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

বিনিয়োগ পরিকল্পনায় তালিকাভুক্ত প্রকল্পের অগ্রাধিকার

পৌরসভার অবস্থার পরিবর্তন বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে বিনিয়োগ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হবে। যা পৌরসভাকে সর্বশেষ অবস্থা এবং জনগনের প্রকৃত চাহিদা নিরূপনে সহায়তা করবে। গতানুগতিক বিষয় সমূহ যা পর্যালোচনার সময় বিবেচনা করা হবে তা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দূর্ঘটনা এবং পুরাতন হয়ে যাওয়ার কারনে মৌলিক অবকাঠামোর অবস্থা;
- নতুন আবাসিক, মার্কেট এবং বানিজ্যিক ইমারত উন্নয়ন সহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- জাতীয় মহাসড়ক এবং অন্যান্য সড়ক, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্পসহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন;
- মতবিনিময় সভা, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ এবং অন্যান্য ভাবে চিহ্নিত জনগণের চাহিদার পরিবর্তন সমূহ; এবং
- উপরোক্ত বিষয় সমূহ পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং WC ও TLCC এর সহিত আলোচনা করে নিশ্চিত করতে হবে।

(১) জেডার এ্যাকশন প্ল্যান

UGIAP এর প্রথম পর্যায়ে জেডার কৌশল তৈরী করে পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষ্যভুক্ত পৌরসভার জেডার এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। পিডিপির প্রথম বার্ষিক পর্যালোচনার সময় জেডার এ্যাকশন প্ল্যান পিডিপির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান

UGIAP এর প্রথম পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করে পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষ্যভুক্ত পৌরসভার দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। পিডিপির প্রথম বার্ষিক পর্যালোচনার সময় দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান পিডিপির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩) O & M প্ল্যান

মৌলিক অবকাঠামো ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির অবস্থা বিবেচনা করে নিয়মিতভাবে O & M প্ল্যান পর্যালোচনা করা হয়েছে। এজন্য পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ নিয়মিতভাবে অবকাঠামোর অবস্থা পরিদর্শন করবে এবং O & M প্ল্যানে পরিদর্শনের ফলাফল প্রতিফলিত হবে।

(৪) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা, ভূমির অনুমোদিত ব্যবহার ও অনুমোদিত ইমারত চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা বিবেচনা করে পৌরসভা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা হালনাগাদ চলমান থাকবে।

পর্যালোচনা পদ্ধতি

পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার মত পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায়ও জনগনের অংশগ্রহণ পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। পিডিপি পর্যালোচনায় প্রকৌশল বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনতে হবে।

(১) পিডিপি পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার উপাদান সমূহ

পৌরসভা নিম্নলিখিতভাবে অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে।

- TLCC ও WC পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে পিডিপি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচিত পিডিপি TLCC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; এবং
- TLCC ও WC ছাড়াও ওয়ার্ড ও মহল্লা পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় করা হয়েছে।

(২) পিডিপি পর্যালোচনার মূলধাপ সমূহ

পিডিপি পর্যালোচনার জন্য পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত মূলধাপ ও করণীয় টেবিল-৫ এ উপস্থাপন করা হল।

টেবিল-৫ পিডিপি পর্যালোচনার মূল পদক্ষেপসমূহ ও কার্যাবলী

মূল পদক্ষেপ	কার্যাবলী
১. প্রস্তুতিমূলক পর্ব	➤ পৌরসভার কোর গ্রুপ ও সেক্টর ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ পূর্ণগঠন; ➤ ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি, নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি সমন্বয়ে পিডিপি পর্যালোচনার উপর শহর সমন্বয় কমিটির বিশেষ সভা।
২. বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষণ	➤ সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড বিশ্লেষণ; ➤ WC এর ৬ মাস পরপর অনুষ্ঠিত গন-সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা; ➤ স্টেকহোল্ডার, TLCC ও WC সহিত পিডিপি পর্যালোচনার উপর মত বিনিময় সভা এবং সভা হতে প্রাপ্ত মতামত সংগ্রহ; ➤ দারিদ্র্য মানচিত্র, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার পর্যালোচনা।

মূল পদক্ষেপ	কার্যাবলী
৩. আর্থিক ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা	➤ রাজস্ব আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ; ➤ পৌরসভার পরিবর্তিত অবস্থা বিবেচনা করে বিনিয়োগ পরিকল্পনা পর্যালোচনা; ➤ সর্বশেষ অবস্থা এবং জনগনে চাহিদা পর্যালোচনা; ➤ সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন ও সেক্টর ভিত্তিক পরিকল্পনা; ➤ আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৪. অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	➤ পুনঃবিবেচনাকৃত বিনিয়োগ প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।
৫. পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা	➤ দক্ষতা বৃদ্ধির কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা; ➤ পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (যেমন; জবাবদীহিতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পদ্ধতি) পর্যালোচনা।
৬. দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী উন্নয়ন কৌশল	➤ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা; ➤ নারী উন্নয়ন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা।
৭. পরিবেশগত কাঠামো, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাঠামো	➤ পৌরসভার মহা পরিকল্পনা বা এর খসড়া পর্যালোচনা; ➤ পরিবেশগত কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা, যদি প্রয়োজন হয়; ➤ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ; ➤ পুনর্বাসন পরিকল্পনা, যদি প্রয়োজন হয়।
৮. খসড়া পিডিপি দলিলের বৈধতাদান ও অনুমোদন	➤ সাধারণ জনগন ও ভুক্তভোগীদের পরামর্শ; ➤ পর্যালোচনাকৃত পিডিপি চূড়ান্তকরণ।
৯. বাস্তবায়ন	➤ পিডিপি বাস্তবায়ন; ➤ পরিবীক্ষণ প্রণালী প্রবর্তন ও নিদৃষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা।

পিডিপি পর্যালোচনার সময় যে সকল বিষয় সমূহ বিবেচ্য হবে :

পিডিপি যাতে সর্বশেষ অবস্থা ও চাহিদার সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে পারে সে জন্য প্রতিবছর পিডিপি পর্যালোচনা করা হবে। পিডিপি প্রস্তুতের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

- পৌরসভার উন্নয়নের জন্য সরকারী পরিকল্পনা ও নীতিমালা সমূহ;
- উন্নয়নের জন্য বাৎসরিক সরকারী বরাদ্দ ও অন্যান্য সম্ভাব্য তহবিল;
- পৌরসভার উন্নয়নের ধারা;
- উন্নয়নের সুযোগ ও সম্ভাব্যতা;
- পরিবেশ ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয়াদি ইত্যাদি।

আবর্তক পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রয়োজন অনুসারে পুনরালোচনা করতে সামর্থ্য করে তোলে ও কৌশলগত ভিশন অর্জনে গুরুত্ব বৃদ্ধি। এই পদ্ধতি পৌরসভাকে সাম্প্রতিক সুযোগ গুলো কাজে লাগাতে সাহায্য করে, পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে ভূমিকা রাখে, বিশেষত পুঁজির ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতি অনিশ্চয়তার মাত্রা বিবেচনায় আনে যা পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনার সুযোগ থাকে। এটা গতানুগতিক মডেল থেকে আলাদা। এভাবে আবর্তক পরিকল্পনা পরিবর্তিত পরিস্থিতি সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিক বাস্তবভিত্তিক নবায়নের সুযোগ পাবে। এই পরিকল্পনা বাৎসরিক সঠিক মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে।

অধ্যায়-৬

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা (Implementation Arrangement)

৬.১ পৌরসভার ভূমিকা (Role of Pourashava)

বাংলাদেশে পৌরসভা বলতে জেলায় এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী “নগর এলাকা” হিসেবে ঘোষিত অন্যান্য ছোট শহর সমূহের মূখ্য প্রশাসনিক ইউনিট এবং নগরকেন্দ্র সমূহকে বোঝায়। দ্রুত গতিতে নগর উন্নয়নের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যা বৃহৎ পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক, উৎপাদনমুখী, আয় সৃষ্টিকারী, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী, জনস্বাস্থ্য, সেনিটেশন, পানি সরবরাহ, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পৌরসভা সমূহকে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক ও নাগরিক কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অধিকতর নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, কর্মসংস্থান এবং উন্নত জীবন যাপনের লক্ষ্যে পল্লী এলাকা থেকে নগর এলাকায় প্রতিনিয়ত ব্যাপক হারে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সার্বিক প্রশাসনিক এবং শাসন ব্যবস্থায় পৌরসভাসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা নিয়ে আইন দ্বারা গঠিত মূখ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং দেশের নগর এলাকায় স্বায়ত্তশাসন ভোগকারী স্ব-শাসিত ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং নগর এলাকায় নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। নগর উন্নয়ন এবং নগর প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ নগর উন্নয়ন সহজতর করার জন্য প্রয়োজনীয়, যা প্রাতিষ্ঠানিক, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী, জনস্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করে। তবে বর্তমানে, পৌরসভা সমূহের উপর ন্যস্ত সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার মত পর্যাপ্ত সামর্থ্য তাদের নেই। সুতরাং, পৌরসভা সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, যাতে স্থানীয় কার্যভার প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক, আর্থিক ও কারিগরি যোগ্যতা এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যা স্থানীয় সরকারের বিধি-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যাতে স্থানীয় সরকার তার নির্বাচনী এলাকার চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদানধর্মী এবং কার্যকর হতে পারে।

এ ব্যাপকতা মনে রেখে, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামে ‘নগর পরিচালন উন্নতিকরণ’ কে তার অন্যতম একটি অংশ হিসেবে নির্বাচিত ৩৭ টি পৌরসভায় বাস্তবায়ন করবে। পৌরসভা পরিচালন উন্নতিকরণের জন্য পৌরসভা সমূহ কর্তৃক নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়িত হবে। নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচীর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো “প্রশাসনিক সক্ষমতা”, যার লক্ষ্য হলো পৌরসভা সমূহের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৬.১.১ পৌর পরিষদের ভূমিকা (Role of Paura Parishad)

- ১) PDP বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা;
- ২) PDP বাস্তবায়নের জন্য সকল কমিটির কাজ মনিটরিং করা;
- ৩) PDP বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার প্রত্যেক শাখার মধ্যে বিস্তারিত দায়িত্ব লিখিতভাবে বন্টন করা এবং এর অনুলিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রেরণ করা;
- ৪) PDP বাস্তবায়নের কাজ তত্ত্বাবধান ও তদারকির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্বাহী দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা এবং এর অনুলিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রেরণ করা;
- ৫) PDP বাস্তবায়নকোন সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সাথে আলোচনা করা।

পৌর-পরিষদ এবং শহর সমন্বয় কমিটির সভায় PDP বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সমস্যা সমূহ আলোচনা করা এবং সভার কার্য বিবরণী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রেরণ করা।

৬.১.২ প্রকৌশল বিভাগ/পরিকল্পনা ইউনিটের ভূমিকা (Role of Engineering Division/Planning Unit)

১. পরিকল্পনা শাখার প্রধান পরিকল্পনা শাখার সার্বিক সমন্বয় ও PDP এর কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন;
২. PDP বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ইউনিট কর্ম পরিধি অনুসারে দায়িত্ব পালন করবেন। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা/মহা পরিকল্পনা অনুসারে তিনি দালান নির্মাণের জন্য ভূমি-ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করবেন। তিনি প্রদেয় দালান নির্মাণ নকশার মাঠ পর্যায়ের তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও বেআইনী স্থাপনা চিহ্নিত করণের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তার সকল দায়িত্বের অনুমোদন ও পরবর্তী নির্দেশনার জন্য ইউনিট প্রধানের নিকট পেশ করবেন;
৩. পরিকল্পনা ইউনিটের অন্য সদস্যবৃন্দ (স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/সিনিয়র ইন্সপেক্টর, উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং সচিব) PDP বাস্তবায়নে সকল বিষয়ে তথ্য সরবরাহ, নির্দেশনা এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করবেন;
৪. পরিকল্পনা শাখার সভায় PDP বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরা;
৫. PDP'র বাৎসরিক মূল্যায়ন করা;
৬. ড্রেইনেজ পরিকল্পনা, পরিবহন ও যোগাযোগ পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ PDP এর হালনাগাদ করণ;
৭. পরিকল্পিত PDP বাস্তবায়নেদালান নকশা অনুমোদন ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান সম্পর্কিত পদ্ধতি/নীতি মেনে চলা;
৮. দালান নির্মাণ অথবা ভূমির অন্য কোন ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা/মহা পরিকল্পনা/PDP অনুসারে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান;
৯. দালান নির্মাণ (Building Construction) আইন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) নির্দেশনার আলোকে দালান নকশার অনুমোদন প্রদান;
১০. PDP বাস্তবায়নেঅবৈধ দালান ও ভূমি ব্যবহার চিহ্নিতকরণ এবং অবৈধ দালান ও ভূমির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
১১. PDP বাস্তবায়নেরপরিকল্পনার উন্নতিকল্পে UGIAP-এর নির্ধারিত কার্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়ন;
১২. PDP বাস্তবায়নেরসরকার প্রণীত অন্যান্য নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
১৩. PDP বাস্তবায়নের জন্য আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং PDP বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;
১৪. স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) এর নির্দেশনা অনুসারে PDP'র অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী ও কাজ সমূহ বাস্তবায়ন করা;
১৫. শহর সমন্বয় কমিটির সুপারিশ নিয়ে PDP'র হালনাগাদ করা;
১৬. শহর সমন্বয় কমিটির সভায় PDP বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরা;
১৭. PDP বাস্তবায়নের বার্ষিক কমপক্ষে ৫% হারে O&M বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং প্রকৃত O&M ব্যয়মিটানো পর্যন্ত এ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা;
১৮. প্রতি মাসে সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক O&M কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন ও সমস্যা (ভৌত এবং আর্থিক) মেয়রের নিকট পেশ করা।

৬.১.৩ প্রশাসন বিভাগের ভূমিকা (Role of Administrative Division)

প্রশাসন বিভাগের ভূমিকা উপবিভাগ অনুযায়ী নিম্নরূপঃ

সাধারণ উপবিভাগ (সেকশন)

১) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী

- সাধারণ প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং পাঠাগার;
- সকল সম্পদের বিস্তারিত তালিকা;
- নিয়মিত কাউন্সিল সভার আয়োজন;
- নিয়মিত শহর সমন্বয় কমিটির সভার আয়োজন;
- সভার সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করণ এবং পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ;
- হাট-বাজার, বাজার-ঘাট ইত্যাদি ইজারা প্রদান;
- দমকল বাহিনী ও সিভিল ডিফেন্স;
- আইন-শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তা;
- বন্যা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
- দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে মেয়রকে সহায়তা প্রদান।

হিসাব উপবিভাগ (সেকশন)

(২) বাজেট সংক্রান্ত কার্যাবলী

- অর্থ বছর শুরু হওয়ার পূর্বে ঐ বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বিবরণ সহ প্রাক্কলিত বাজেট প্রণয়ন এবং তা অনুমোদনের জন্য আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ;
- অর্থবছরের ৯ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন এবং তা অনুমোদনের জন্য বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ;
- সরকারি নিরীক্ষা দলকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্য যোগান এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, তহবিল লোকসান, তহবিলের অপচয় ও অপব্যবহার ইত্যাদি অনিয়ম সম্বন্ধে অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অর্থবছর শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি দ্বারা পৌরসভার আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা সম্পাদন করা;
- স্থায়ী কমিটি এবং সরকারি নিরীক্ষা টিমের নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পৌর কাউন্সিল সভার এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ;
- সরকারি নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে অবহিত করণ।

কর নির্ধারণ উপবিভাগ (সেকশন)

(৩) কর নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী

- সাধারণ কর নির্ধারণ এবং পুনঃনির্ধারণ;
- অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারণ;
- পর্যালোচনা বোর্ডের আয়োজন;
- কর চূড়ান্ত করণ;
- প্রচার করা;
- ডাটাবেজ তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ।

কর আদায় এবং লাইসেন্স উপবিভাগ (সেকশন)

(৪) কর সংক্রান্ত কার্যাবলী

- কর আদায় বৃদ্ধির কৌশল উদ্ভাবন;
- কর আদায়ের মাসিক পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং তা পর্যালোচনা;
- কম্পিউটার ডাটাবেজ তৈরি, বিল ছাপানো ও বিতরণ;
- কর আদায়ের তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ;
- মাসিক কর আদায়ের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা মেয়র বরাবর উপস্থাপন।

(৫) লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যাবলী

- লাইসেন্সযোগ্য ব্যবসা চিহ্নিত করার জন্য জরিপ পরিচালনা;
- ডাটাবেজ তৈরী এবং রেকর্ড সংরক্ষণ;
- লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও ফিস্ আদায়;
- অন্তর্বর্তীকালীন লাইসেন্স প্রদান;
- অননুমোদিত ব্যবসার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কম্পিউটারাইজড লাইসেন্স পদ্ধতি চালুকরণ;
- সচেতনতা বৃদ্ধি প্রচারাভিযান পরিচালনা।

(৬) পৌর-বাজার উপবিভাগ

- সকল হাট-বাজার, বাজার, ঘাট, টার্মিনালের তালিকা প্রণয়ন এবং সেগুলো ইজারা বা ভাড়া প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ভাড়া এবং ইজারার টাকা আদায় এবং তার যথাযথ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ;
- খেলাপী চিহ্নিত করণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইজারা যোগ্য সকল সম্পদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ;
- পৌরসভার আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

শিক্ষা সংস্কৃতি ও পাঠাগার

(৭) শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত কার্যাবলী

- প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করাঃ
 - ✖ প্রয়োজন মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
 - ✖ দারিদ্র্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহায়তা;
 - ✖ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা;
 - ✖ বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি;
 - ✖ কমিউনিটি সেন্টার, পাঠাগার, যাদুঘর, আর্ট গ্যালারী, ব্যায়ামাগার, পার্ক, পর্যটন স্থান, ও বিনোদন কেন্দ্র;
 - ✖ ঐতিহাসিক স্থান সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ;
 - ✖ বিভিন্ন জাতীয়-দিবস উদ্‌যাপন;
 - ✖ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার আয়োজন।

(৮) সমাজকল্যাণ/উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী

- প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করাঃ
 - ✖ দুঃস্থ নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র;
 - ✖ স্বচ্ছসেবী দল সংগঠন;
 - ✖ কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও/অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ);
 - ✖ কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা;
 - ✖ দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মকাণ্ড;
 - ✖ জেডার উন্নয়ন।

৬.১.৪ স্বাস্থ্য বিভাগের ভূমিকা (Role of health division)

১. পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা;
২. রাস্তা বাধু এবং নর্দমা থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ;
৩. বাসগৃহ, প্রশাসনিক ও বানিজ্যিক ভবন, হোটেল, রেস্টোরাঁ ইত্যাদি থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ, নিরাপদ পরিবহন ও অপসারণ;
৪. উৎস থেকে বর্জ্য পৃথককরণসহ বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও অপসারণ বিষয়ে জন সচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
৫. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ এবং ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার প্রচারণা/র‍্যালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা;
৬. সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনে পৌরসভা কর্তৃক উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;
৭. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
৮. দুধ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ;
৯. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পশু জবাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কসাইখানা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা এবং তালিকা প্রণয়ন;
১০. নিয়মিত কসাইখানা পরিদর্শন এবং পশু স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরণ ও মাংসের গুণগত মানের সনদ স্বরূপ সীল মোহর মারা;
১১. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জবাইকৃত পশুর বর্জ্য ও রক্ত সংগ্রহ, স্থানান্তর ও অপসারণে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১২. কসাইখানা সমূহ ব্যক্তি মালিকানাধীন করণের আয়োজন বা যথাযথ ফিস্ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৩. প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা; এবং
১৪. কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬.১.৫ স্থায়ী কমিটির ভূমিকা (Role of Pourashava Standing Committees)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর ধারা ৫৬ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধারা ৫৫ (১) এর 'ক' এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌর-১ শাখার জারীকৃত পরিপত্র নং- ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১২ (অংশ-৩)-৭, তারিখঃ- ০২.০১.২০১৩ খ্রিঃ মূলে পৌরসভা গঠিত হইবার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বৎসর মেয়াদ নির্ধারণ করিয়া বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে, নাগরিক চাহিদা পূরণে পৌরসভার বিভিন্নকার্যক্ষেত্র ভিত্তিক উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার লক্ষ্যে সঠিকভাবে স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর করা প্রয়োজন। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটির ধারণা একটি গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

স্থায়ী কমিটির কার্যাবলীঃ

- (১) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাইবে;
- (২) স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হইবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হইলে তাহার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাইতে হইবে;
- (৩) স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

রায়পুর পৌর পরিষদের গত ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখের সাধারণ মাসিক সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫ সদস্য বিশিষ্ট ১০টি স্থায়ী কমিটি এবং আরো ৭টি অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় যা ২ বছর ৬ মাস মেয়াদী। নাগরিক চাহিদা পূরণে পৌরসভার বিভিন্ন কার্যক্ষেত্র ভিত্তিক উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার লক্ষ্যে সঠিকভাবে স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর করা প্রয়োজন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্থায়ী কমিটি নাগরিকদের জন্য উন্নত জনসেবা নিশ্চিত কল্পে অবকাঠামো উন্নয়নসহ উন্নয়ন ও পরিসেবা প্রদান কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করবে।

ধারা ৫৬ (১):

স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাবে।

ধারা ৫৬ (২):

স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পৌর পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হবে এবং কোন সুপারিশ পরিষদে গৃহীত না হলে তাহার যথার্থতা ও কারণ লিখিত ভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে।

ধারা ৫৬ (৩):

স্থায়ী কমিটি সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে।

পৌরসভার সকল স্তরে জবাবদিহীতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি ধারণা একটি গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

৬.১.৬ ইউজিআইসি'র ভূমিকা (Role of UGIC)

UGIAP'র কার্যাবলী সম্মিলিত এবং দলগত উদ্দীপনার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে। প্রয়োজন অনুসারে মেয়রের নির্দেশনায় পৌরসভার প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী UGIAP'র কাজ বাস্তবায়নে নিযুক্ত থাকবেন। UGIAP'র যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিবের নেতৃত্বে নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কমিটি (UGIC) গঠন করতে হবে।

১. পাক্ষিক সভার আয়োজন করা;
২. UGIAP বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং অর্জন তত্ত্বাবধান করা;
৩. মেয়রের লিখিত অনুমতির প্রেক্ষিতে পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দকে UGIAP বাস্তবায়নের কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা;
৪. সভাপতি UGIAP বাস্তবায়ন অবস্থা পৌর-পরিষদে উপস্থাপন করবেন এবং কোন কাজ পৌর-পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হলে তার ব্যাখ্যা করবেন;
৫. UGIAP বাস্তবায়নে পৌরসভার প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা খুঁজে বের করার জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে UGIAP কার্যক্রমের অগ্রগতির আভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা করা;
৬. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর আলোকে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নতিকল্পে মেয়র এবং পৌর-পরিষদের নিকট সুপারিশ করা;
৭. UGIAP বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে পাক্ষিক ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা;
৮. UGIAP'র কাজ বাস্তবায়নে কোন সমস্যা দেখা দিলে ফ্যাক্স এবং ই-মেইলের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসকে অনতিবিলম্বে অবহিতকরণ নিশ্চিত করা;
৯. প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে, পৌরসভা পরামর্শকবৃন্দ এবং পরিচালন উন্নতিকরণ সামর্থ্য উন্নয়ন (GICD) কনসালটেন্টগণকে নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানানো এবং তাদের UGIAP সম্পর্কিত সহযোগিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনার আলোকে তাঁদের দায়িত্ব সমূহ সুস্পষ্ট করা;
১০. প্রয়োজন সাপেক্ষে সহযোগিতার জন্য GICD কনসালটেন্টগণকে পৌরসভা পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো।

৬.২ টিএলসিসি'র এবং ডাব্লিউসি'র ভূমিকা (Role of TLCC and WC)

TLCC'র ভূমিকা (Role of TLCC) :

- ১) নাগরিকদেরকে PDP প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে সচেতন করা সহ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া;
- ২) পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয় অগ্রগতি, সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং করা;
- ৩) PDP বাস্তবায়নের জন্য TLCC'র সভায় পৌরসভার কর ধার্যকরণসহ কর আদায়ের বিষয়ে আলোচনা করা;
- ৪) পৌরসভা কর্তৃক পৌরবাসীকে PDP বাস্তবায়নের বিভিন্ন তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা;
- ৫) TLCC'র ত্রৈমাসিক সভায় PDP বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপন করা;
- ৬) পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি, গুণগতমান ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা;
- ৭) PDP বাস্তবায়নে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করা;
- ৮) পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করা;
- ৯) PDP বাস্তবায়নে পৌরসভার স্থায়ী কমিটি সমূহের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা;
- ১০) শহর সময় কমিটির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করা এবং পরবর্তী সভা সমূহে সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের অবস্থা আলোচনা করা ও এ প্রক্রিয়া চলমান রাখা;
- ১১) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার (PDP) নির্দেশনার আলোকে পৌরসভার উন্নয়ন মূলক কাজ মনিটরিং করা;
- ১২) নারী ও দরিদ্রসহ সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিক সভার আয়োজন করা;
- ১৩) PDP বাস্তবায়নে WC থেকে প্রাপ্ত বিষয় ও সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা এবং সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
- ১৪) জেলা প্রশাসন, আরএইচডি, বিআরটিএ, পিডব্লিউডি, পিডিবি, ডিপিএইচই, এলজিইডিসহ পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা প্রাপ্তির পথ অনুসন্ধান ও কার্যকর করা।

WC'র ভূমিকা (Role of WC):

- ১) PDP বাস্তবায়নে ওয়ার্ডের চলমান, বাস্তবায়িতব্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি, গুণগতমান ও সমস্যা নিয়ে ওয়ার্ডের নাগরিকগণের সাথে আলোচনা করা;
- ২) ধারা ১১৫-এর অধীন গঠিত কমিটির সভায় ওয়ার্ডের অবকাঠামো নির্মান এবং সেবা ও সমস্যা সমূহ উপস্থাপন করা;
- ৩) PDP বাস্তবায়নে পৌরসভার আয় বৃদ্ধির জন্য জনগণকে কর, উপ-কর, ফিস, টোল ও রেইট ইত্যাদি প্রদানের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির করা ;
- ৪) রাস্তার বাতি, নিরাপদ পানির উৎস ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান;
- ৫) PDP বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- ৬) ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকের সাথে ঐক্য ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার মাধ্যমে PDP বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়া;
- ৭) PDP বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষত বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা;
- ৮) প্রতি ছয় মাসে একবার ১৫০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে ওয়ার্ডের সার্বিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনা পূর্বক জনগণের মতামত বাস্তবায়নের জন্য তা পরিষদে প্রেরণ করা;
- ৯) সরকার এবং পরিষদ কর্তৃক PDP বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করা; এবং
- ১০) ওয়ার্ডের সকল নাগরিকের সুবিধা নিশ্চিত করে ওয়ার্ড রূপকল্পের (Ward Visioning) আলোকে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিক ভাবে সভা আয়োজন করা।

৬.৩ এলজিইডি এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার ভূমিকা (Role of LGED and Other Donors)

এলজিইডি :

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহিত পৌরসভা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এলজিইডি নগর ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার বিএমডিএফ, সিটিফ, ইউজিআইআইপি, উপজেলা ও জেলা শহর অবকাঠামোর উন্নতীকরণ, শহর উন্নয়ন, ১৯ শহর অবকাঠামো উন্নতীকরণ, গুরুত্বপূর্ণ শহর অবকাঠামো উন্নতীকরণ, ইউপিপিআরপি, বর্নিত প্রকল্প সমূহ পৌরসভায় বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানেও প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পৌরসভা উন্নয়নে এলজিইডির অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

পৌরসভায় জনস্বাস্থ্য :

প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পৌরসভায় বিশুদ্ধ পানি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করেছে। পৌরসভায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক, এলজিইডি ও অন্যান্য সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। স্বল্প সুদে প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করেছে।

ইউএনডিপিঃ

জলবায়ু পরিবর্তনে বা বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পৌরসভায় ত্রান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজে ইউএনডিপির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে যাতে পৌরসভা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউএনডিপির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব ও সম্ভাব্য মোকাবেলা (অভিযোজন) (Climate Change)

৭.১ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন এখন শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয় এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। কোন একটি স্থানের বছরের পর বছর ধরে আবহাওয়ার যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাহাই হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তন বলতে ৩০ বছর বা তার বেশী সময় ধরে চলতে থাকা কোন স্থানের গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনকে বুঝায়। একটি নির্দিষ্ট এলাকার তাপমাত্রা বা বৃষ্টিপাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকেও বঝিয়ে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুগুলি একেক দেশে এক এক রকম। কোন দেশে অতিমাত্রায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, কোথায় আবার অতিমাত্রায় বরফ গলন, কোথায় আবার অতিমাত্রায় কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃসরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, টর্নেডো, নদীভাঙ্গন, জলবদ্ধতা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, খরা, মাটির লবনাক্ততা ইত্যাদি। এইগুলিকে বাংলাদেশ সরকার প্রধান প্রাকৃতিক বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৬ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলির অন্যতম। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার।

মাদারীপুর জেলায় পালারদী নদীর ভাঙ্গন, মোসুমী বায়ুর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও খরার একটি প্রভাব দেখা যায় তা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মত অতটা প্রকট নয়। অতিরিক্ত গরমের ফলে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হচ্ছে এবং মানুষের জীবিকা সংকটের মুখে পড়ছে। রায়পুর পৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা এবং বন্যার কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট ঝুঁকিগুলোকে সনাক্ত করেছে এবং বেশকিছু পরিকল্পনা করে সামনের দিকে এগোচ্ছে। গত কয়েক বছরে সরকার দুর্ভোগ ঝুঁকি কমানোর জন্য [Disaster Risk Reduction (DRR)] অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ করেছে যা ঘূর্ণিঝড়ের সময় এবং বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্ভোগের সময় মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বার্ষিক বরাদ্দের ৭ শতাংশ ব্যয় করছে। বছরে এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ। বাংলাদেশ সরকার Bangladesh National Disaster Policy 2015 এর আওতায় দুর্ভোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন সরকারী মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে একযোগে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই পরিবেশ উন্নয়নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৭.২ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ

(Geographical location and environment of Bangladesh)

বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ, যা ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০°৩৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দেশটির পশ্চিম, উত্তর, আর পূর্ব সীমান্ত জুড়ে রয়েছে ভারত। পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম। তবে পূর্বদিকে ভারত ছাড়াও মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে সীমান্ত রয়েছে। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। ভূতাত্ত্বিকভাবে, দেশটি থেকে উত্তর দিকে রয়েছে সুউচ্চ হিমালয় পার্বত্যাঞ্চল, যেখান থেকে বরফগলা পানির প্রবাহে সৃষ্ট বড় বড় নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ইত্যাদি) বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহমান এবং নদীগুলো গিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বর্ষাকালে নদীবাহিত পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে নদী উপচে পানি লোকালয়ে পৌঁছে যায়, এবং দেশটি এভাবে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় আক্রান্ত হয়। এই দেশটির প্রায় মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে এবং এর আবহাওয়াতে নিরক্ষীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। বছরে বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-২৫০০মিলিমিটার (৬০-১০০ইঞ্চি); পূর্ব সীমান্তে এই মাত্রা ৩৭৫০ মিলিমিটার (১৫০ইঞ্চির বেশি)। স্বাভাবিকঅবস্থায় গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস। আবহমান কাল থেকে এদেশে ঋতুবৈচিত্রের দেশ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশের স্বাভাবিক চিত্র এখন অনেকখানি বদলে গেছে।

জলবায়ু হচ্ছে কোনো এলাকা বা ভৌগোলিক অঞ্চলের ৩০-৩৫ বছরের গড় আবহাওয়া। বর্তমান বিশ্বে দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণতা নামে অধিক

পরিচিত। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একে গ্রিন হাউস প্রভাব বলা হয়। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে নানা প্রকারের দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন- অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি। যার ফলশ্রুতিতে জ্ঞান ও মালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণে প্রতি বছর নষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবহাওয়ার মৌসুমি ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ কারণে বিশ্বের যেসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থসামাজিক অবকাঠামো এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতাই এর মূল কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সব খাত বিশেষ করে অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কৃষি উৎপাদন, প্রাকৃতিক পরিবেশসহ জনকল্যানমূলক সব সেবাখাত এবং খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা ব্যাহত করবে আমাদের ধারাবাহিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে।

৭.৩ দেশে দেশে জলবায়ুর পরিবর্তন (Climate change in countries)

পৃথিবীর উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে দেশে দেশে জলবায়ুর যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তাতে সমগ্র পৃথিবী এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন স্পষ্ট করে তুলছে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার বৈরী আচরণ। প্রশ্ন হলো পৃথিবীর উষ্ণায়ন কেন হচ্ছে। এই উষ্ণতা বাড়ার মূল কারণ গ্রিনহাউজ গ্যাসের ইফেক্ট ও উর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব কমে যাওয়া। ইউরোপের দেশগুলোতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কৃষি ও পশুখামারগুলো বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেনসহ নানা গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে চলেছে। কাঠ, কয়লা, তেল এবং পরবর্তীকালে গ্যাস পোড়ানোর ফলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলে চলে এসেছে। এত দিন পৃথিবীর বনাঞ্চল ও সাগর এই গ্যাস আহরণ করে পৃথিবীকে মোটামুটি নিরাপদ রেখেছিল। কিন্তু বিশ্বের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় অনেক দেশে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে গাছপালা কমে যাওয়ায় কার্বন আহরণ প্রক্রিয়াও কমে গেছে। এ কারণে আবহাওয়া মন্ডল ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকায় খরা ও দাবানল, ব্রিটেনে প্রলয়ঙ্করী বন্যা, পাকিস্তানে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধস, চীনের অনেক অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধস, বাংলাদেশে ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অবিরাম বৃষ্টির ফলে দীর্ঘ বন্যা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফল। এই পৃথিবীর মানুষ সীমাহীন লোভে কাতর। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পেতে চায় সে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে গত ৫০ থেকে ১০০ বছরে মানুষ যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করেছে, তা এর আগে ১০ হাজার বছরেরও বেশি সময়ে ব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করেছে। সম্ভবত প্রকৃতি আমাদের এই সীমাহীন লোভের পাপ স্বলনের সুযোগ দেয়ার জন্যই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন তারই একটা নমুনা। এই স্তরে যদি মানুষ তার অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে, প্রকৃতি হয়তো আর রুদ্র রূপ ধারণ করবে না। ১৯৮০'র দশক থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাবে প্রতি বছর পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে গড়ে দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর উষ্ণতা এই গতিতে বাড়তে থাকলে এ শতাব্দীর শেষের দিকে কুমেরুর বিস্তীর্ণ এলাকায় বরফ গলে যাবে। আমাদের কাছে হিমালয় অঞ্চলেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন “গঙ্গোত্রী হিমবাহ সংলগ্ন প্রায় ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় বরফ গলে হিমবাহের গায়ে গর্ত বা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। আইপিসিসি (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৬২০ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সমর্থন করেছে যে, “গত শতাব্দীতেই পৃথিবীর তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। আমাদের কাছে এই বৃদ্ধি সামান্য মনে হলেও আবহাওয়া জগতে এই বৃদ্ধি অসামান্য গুরুত্ব বহন করে।” এভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ১৫৩ সেন্টিমিটার এবং ২১০০ সালে তা ৪৬০ সেন্টিমিটারে পৌঁছবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে স্থল ও জলজ জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিভিন্ন প্রতিবেশের ওপর যেমন- শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্কভূমির প্রতিবেশ, অভ্যন্তরীণ জলজ প্রতিবেশ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় প্রতিবেশ, কৃষি প্রতিবেশ, বন প্রতিবেশ, দ্বীপ প্রতিবেশ, পর্বত প্রতিবেশ, মেরু প্রতিবেশ প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে অস্থায়ী বা স্থায়ী নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রভাব ১. বাংলাদেশ ২. মিয়ানমার ৩. হন্ডুরাস ৪. ভিয়েতনাম ৫. নিকারাগুয়া ৬. হাইতি ৭. ভারত ৮. ডমিনিক প্রজাতন্ত্র ৯. ফিলিপাইন ১০. চীন জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় শীর্ষে বাংলাদেশ। সূত্র: জার্মান ওয়াচ।

৭.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

মূলত মানবজাতিই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ, তবে প্রাকৃতিক কারণেও স্বাভাবিকভাবে জলবায়ুতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। আধুনিক যুগে প্রবেশের পর মানব সৃষ্ট কলকারখানা, যানবাহন, শীতে ঘর গরম রাখতে তেল, গ্যাস এবং কয়লা পোড়ানোর ফলে পূর্বের তুলনায় পৃথিবীর তাপমাত্রা এখন ১.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মেরু অঞ্চলে বরফ গলছে এবং সমুদ্রের জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের আর একটি বড় কারণ হচ্ছে অধিক সংখ্যায় বৃক্ষ নিধন এবং বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপন।

৭.৫ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (The effects of climate change)

জলবায়ুর এই পরিবর্তনে বদলে যাবে আমাদের জীবন যাপন। পানির সঙ্কট তৈরি হবে। খাদ্য উৎপাদন কঠিন হয়ে পড়বে।

কোনো কোনো অঞ্চল বিপজ্জনক মাত্রায় গরম হয়ে পড়বে,

এবং সেই সাথে সমুদ্রের পানি বেড়ে বহু এলাকা প্লাবিত হবে।

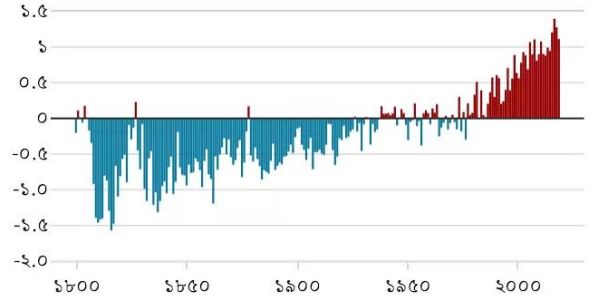
ফলে সে সব জায়গা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।।

চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া অতিরিক্ত গরমের পাশাপাশি ভারি বৃষ্টি এবং ঝড়ে প্রকোপ অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকবে। ফলে জীবন এবং জীবিকা হুমকিতে পড়বে। গরীব দেশগুলোতে এসব বিপদ মোকাবেলার সক্ষমতা কম বলে তাদের ওপর এই চরম আবহাওয়ার ধাক্কা পড়বে সবচেয়ে বেশি।

পরিবেশ তাপমাত্রা বাড়ায় উত্তর মেরুর জমাট বাধা বরফ এবং হিমবাহগুলো দ্রুত গলে যাচ্ছে। ফলে সাগরের উচ্চতা বেড়ে উপকূলের নিচু এলাকাগুলো ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে।

পৃথিবীর উষ্ণতা ত্রুমেই বাড়ছে

ভূপৃষ্ঠের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রার তারতম্য (সেলসিয়াস)



১৯৫১-১৯৮০ সময়কালে পাওয়া তথ্য থেকে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা হিসাব করা হয়েছে

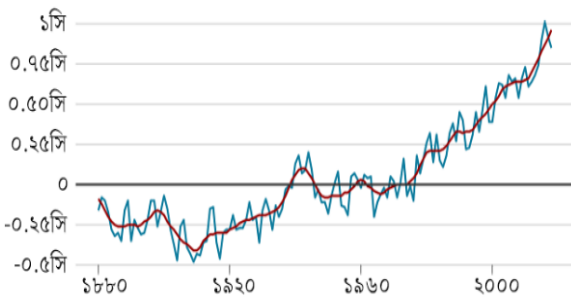
সূত্র: ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে

BBC

ভূমি এবং মহাসাগরের তাপমাত্রা বাড়ছে

ভূমি ও মহাসাগরের গড় তাপমাত্রার তারতম্য

— বাৎসরিক গড় — পাঁচ বছরের গড়

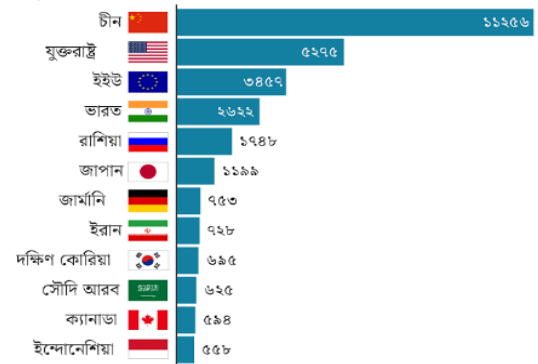


নোট: ১৯৫১-১৯৮০ সময়কালে প্রাপ্ত তথ্য থেকে গড় হিসাব করা হয়েছে

সূত্র: নাসা/জিআইএসএস

BBC

যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করে
বছর প্রতি মেগাটন কার্বন ডাই-অক্সাইড



এক মেগাটন = ১,০০০,০০০ টন

সূত্র: ইসি, এমিশন ডেটাবেজ ফর গ্লোবাল অ্যান্ট্রোপোজেনিক রিসার্চ, ২০১৮

BBC

মাটিতে জমে থাকা বরফ গলতে থাকায় বরফের নিচে আটকে থাকা মিথেন গ্যাস বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে, মিথেনের মত আরেকটি গ্রিনহাউজ গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। পৃথিবীর উষ্ণতা তাতে আরো বাড়বে, এবং বন-জঙ্গলে আগুন লাগার ঝুঁকি বাড়বে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিল্প বিপ্লব শুরুর আগে বিশ্বের যে তাপমাত্রা ছিল তার থেকে বৃদ্ধির মাত্রা ১.৫ ডিগ্রি

সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা গেলে বড় ধরনের বিপদ এড়ানো যাবে। তা না পারলে বিপজ্জনক হয়ে পড়বে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং মানুষের জীবন। অনেক বিজ্ঞানীর আশঙ্কা যে ভয়ঙ্কর এই পরিণতি ঠেকানোর আর কোনো উপায় নেই এবং চলতি শতকের শেষে গিয়ে বিশ্বের তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। তা হলে এর প্রভাব বিশ্বের একেক জায়গায় একেক রকম হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে কৃষি ক্ষেত্রে। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোতে পড়েছে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। গত শতাব্দীতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ২৩%, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ১৯% এবং মিথেনের পরিমাণ বেড়েছে ১০০% (IPCC চতুর্থ প্রতিবেদন ২০০৭)। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে নানা রকম প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা বা হুমকি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে জনসংখ্যার যে অংশটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন, তারা হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। সমুদ্র তীরবর্তী ভৌগোলিক অবস্থান, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর ওপর অধিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের বিপন্নতা খুবই ভয়াবহ। জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। বিশ্ব উষ্ণায়িত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহ বিশ্ব উষ্ণায়ন পাল্টে দিচ্ছে আবহাওয়ার ধরন এবং ঋতু বৈচিত্র্য। IPCC সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী- বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা গত ১৪ বছরে (১৯৮৫-১৯৯৮) মে মাসে ১ সে. এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ সে. বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি বর্তমানে প্রায় ১০,৫০০০০ হে. (৮৩০,০০০ হেক্টর, ২০০৯-১০)। বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে, ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, গত ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭ সনে।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে (সিডর, আইলা, নার্গিস) গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করেছে।

বাংলাদেশের জলবায়ুর পরিবর্তন ইতোমধ্যেই শুরু করেছে। ২০০০ সনে প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্টে কক্সবাজার উপকূলে বছরে ৭.৮ মি.মি. হারে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। গত চার দশকে ভোলা দ্বীপের প্রায় তিন হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২১০০ সন নাগাদ সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মি. উঁচু হতে পারে, যার ফলে বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১৮.৩ অংশ নিমজ্জিত হতে পারে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সূত্র মতে রাজশাহীর উচ্চ বরেন্দ্র এলাকায় ১৯৯১ সনে পানির স্তর ছিল ৪৮ ফুট, ২০০০ সনে তা নেমে ৬২ ফুট এবং ২০০৭ সনে তা নেমে যায় ৯৩.৩৪ ফুটে। স্বাভাবিক বন্যায় দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা প্রাণিত হয়। বর্তমানে বন্যার সংখ্যা ও তীব্রতা দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সনের ১৫ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন সিডর আক্রমণ করার মাত্র দুই বছরের মধ্যে শক্তিশালী সাইক্লোন নার্গিস ও আইলা এবং ২০১৩ সনে মে মাসে মহাসেন (আংশিক) আঘাত হেনে কৃষিকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চার জেলা যথা- খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে এই জেলাগুলি। বঙ্গোপসাগরের উপকূল ঘেঁষে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি আরও একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা যেমন- বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পিরোজপুর এখন এই সমস্যায় আক্রান্ত।

লক্ষ্মীপুর জেলায় এই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা না গেলেও এখানে ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও খরার একটি প্রভাব দেখা যায় তা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মত অতটা প্রকট নয়। অতিরিক্ত গরমের ফলে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হচ্ছে এবং মানুষের জীবিকা সংকটের মুখে পড়ছে। প্রতি পাঁচ বছরে একবার খরার কারণে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর পৌর বাসিন্দাদের বেশী ক্ষতি হয়।

রায়পুর পৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা এবং বন্যার কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রায়পুর পৌরসভার প্রায় সকল ওয়ার্ডে বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ও মাঝেমধ্যে পড়ে, তখন অনেক কাঁচা ঘর

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাকাতিয়া নদী পৌরসভার আওতাধীন এলাকার মধ্যে থেকে প্রবাহিত হয়েছে, এজন্য এখানে নদী ভাঙ্গনের প্রভাব অনেকটা বেশী।

৭.৬ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ুর পরিবর্তন (Climate change in terms of Bangladesh)

১৬ নভেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রচণ্ড শক্তিশূন্য ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’। নাসার বিজ্ঞানীদের মতে এটা ছিল চার মাত্রার ঘূর্ণিঝড়। বঙ্গোপসাগরে এ যাবৎ কালে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় গুলোর মধ্যে ‘সিডর’ ছিল সবচেয়ে তীব্র মাত্রার। এই ঘূর্ণিঝড় ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এবং ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও বেশি শক্তিমাত্রার ছিল। আবহাওয়াবিদরা বলেছেন “জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে ‘সিডর’-এর চেয়েও বেশি মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে।” ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’-এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২২৩ কিলোমিটার। চট্টগ্রামে এবার (২০০৭) মৌসুমের বৃষ্টিপাত অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গত দুই বছরে দুই হাজার মিলিমিটারের নিচে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। এবারের বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত বৃষ্টি পাতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন হাজার মিলিমিটার। আর গত ১১ জুনের বৃষ্টিপাত ১০০ বছরে দেখা যায়নি। অতিবৃষ্টির ফলে চট্টগ্রামের নিচু এলাকা বারবার বন্যাকবলিত হয়েছে। সেই সঙ্গে নদ-নদীগুলোর পানি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উঁচুতে প্রবাহিত হয়। ঘটেছে পাহাড় ধসসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

প্রকৃতির এ ধরনের পরিবর্তনের মূল কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে ‘বিশ্বেও জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আর এর ফলে মৌসুমি বায়ু আগের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। যার ফলে অতিবৃষ্টিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে।

আমরা জানি বাংলাদেশের ঋতু ছয়টি। অর্থাৎ বছরে ছয় ধরনের আবহাওয়া। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র-আশ্বিন শরৎ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ-মাঘ শীত আর ফাল্গুন-চৈত্র বসন্তকাল। খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহাওয়া। কিন্তু বাস্তবে এখন আমরা কী দেখি? গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীত ছাড়া অন্য কোনো ঋতু তো বোঝাই যায় না। আবার আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল বলা হলেও অনেক সময় পুরো আষাঢ়ই থাকে শুকনো, মনে হয় তীব্র গ্রীষ্ম। কখনো আবার কল্লনার বাইরে বৃষ্টিপাত হয়। অন্য দিকে পৌষ মাসে শীত পাই না, কিন্তু ফাল্গুনে গিয়ে গরম কাপড় গায়ে চাপাতে হয়। আবহাওয়ার এই এলোমেলো অবস্থা আমরা অনুভব করছি কয়েক বছর ধরে। কিন্তু কেন এই এলোমেলো ভাব? এসব হচ্ছে আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। আবহাওয়ার সূত্রপাত যে জলবায়ু সেখানেই এক বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

আর জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়া। বিশ্বের কয়েক শত শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারক বিভিন্ন রকম গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন (বের হওয়া) বন্ধ করা সম্ভব না হলে ভূমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাস দিয়েছেন : বর্তমান শতাব্দীতে ভূপৃষ্ঠের বায়ুর গড় তাপমাত্রা ১.৪ থেকে ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং এর ফলে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ২৮ থেকে ৫৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। সাধারণ অবস্থায় সূর্য থেকে যে তাপশক্তি আসে, তার কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে আর বেশিরভাগ প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় বায়ুমন্ডলে চলে যায়। বর্তমানে বায়ুমন্ডলে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও অন্যান্য গ্যাস জমে আছে তা ভূপৃষ্ঠে প্রতিফলিত তাপ শোষণ করে এবং ভূমন্ডলের তাপ বিকিরণে বাধা দেয়। ফলে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর উপরিভাগ উত্তপ্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মানমন্দিরে মে ২০০৭ থেকে জুলা জু ই ২০০৮ পর্যন্ত পর্য্যকমপক্ষে ৯০টি ভূ-কম্পন নথিভুক্ত করা হয়, তন্মধ্যে ৯টিরই রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৫-এর উপরে, এবং সেগুলোর ৯৫%-এরই উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা শহরের ৬০০ কিলোমিটারের মধ্যে। [৪২] অতীতের এসব রেকর্ড থেকে দেখা যায় ভূমিকম্পের মাত্রা না বাড়লেও ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে ভূমিকম্প সংঘটনের হার বেড়েছে [৪০], অর্থাৎ ৭৭ ঘন ঘন স্বল্প মাত্রার ভূমিকম্প হচ্ছে। মতবিরোধ থাকলেও [৪৬] অনেক ভূতাত্ত্বিক ছোট ছোট ভূমিকম্প সংঘটন বড় ধরনের ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলে উল্লেখ করেন [৪৭] অতীতের এসব রেকর্ডকে

প্রাধান্য দিয়ে গবেষকরা জানিয়েছেন যেকোনো সময় বাংলাদেশে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। [৪২][৪৫] বাংলাদেশকে ভূমিকম্পের তীব্রতার ভিত্তিতে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। (তথ্যসূত্র: GSB) বুয়েটের গবেষকদের প্রস্তুতকৃত ভূ-কম্পন-এলাকাভিত্তিক মানচিত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৪৩% এলাকা ভূমিকম্পের উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে (জোন-১), ৪১% এলাকা মধ্যম (জোন-২) এবং ১৬% এলাকা নিম্ন ঝুঁকিতে (জোন-৩) রয়েছে। যেখানে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ভূ-কম্পন মানচিত্রে ২৬% উচ্চ, ৩৮% মধ্যম এবং ৩৬% নিম্ন ঝুঁকিতে ছিল [৪২] নতুন মানচিত্র অনুযায়ী, মাত্রাভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার অবস্থান নিম্নরূপ: 3/14/22, 1:49 PM বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব - উইকিপিডিয়া [https://bn.m.wikipedia.org/wiki/ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশে_জলবায়ু_পরিবর্তনের_প্রভাব) 15/41 জোন-১: পঞ্চগড়, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সম্পূর্ণ অংশ, এবং ঠাকুরগাঁওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজারের অংশবিশেষ [৪১] জোন-২: রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, মাগুরা, মেহেরপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী এবং ঢাকা। [৪১] জোন-৩: বরিশাল, পটুয়াখালী, এবং সব দ্বীপ ও চর। [৪১] জোন-১-এ অবস্থিত বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল ভূমিকম্পজনিত কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে। কারণ সিলেট-সুনামগঞ্জ ও ভারতের শিলংকে বিভক্ত করেছে ডাওকি নদী, আর এই ডাওকি নদী ডাওকি চ্যুতি (Dauki fault) বরাবর অবস্থান করছে, আর ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি গুলোই বড় ধরনের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল [৪৫] সিলেটের সীমান্ত এলাকাবর্তী এখরনের চ্যুতি গুলোর কোনো কোনোটিতে সাব-ডাউন ফল্ট রয়েছে, যেগুলো ভূমিকম্প ঘটালে বড়লেখার পাথারিয়া পাহাড় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। [৪৮] কারণ এতে করে পাথারিয়া অন্তর্চ্যুতি (Patharia anticline) [৪৯] নিচের দিকে মোচড় দিতে পারে। জোন-২-এ অবস্থিত রাজশাহী জেলা, ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় ভূমিকম্প এলাকায় অবস্থিত এবং তাই ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [৫০] সক্রিয় ভূমিকম্প এলাকায় থাকার কারণে এই অঞ্চলও যেকোনো সময় মারাত্মক ভূমিকম্পের আঘাতে ক্ষতি-বিক্ষত হতে পারে। জোন-২-তে থাকা রাজধানী শহর ঢাকায় সে হিসেবে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হবার মতো ভূতাত্ত্বিক ফাটল রেখা বা ফল্টলাইন নেই। তবে ঢাকা থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে মধুপুর অঞ্চলে ৭ থেকে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হবার মতো ভূতাত্ত্বিক ফাটল রেখা রয়েছে। সরকারি তথ্য সূত্রমতে, ঢাকায় রাতের বেলায় ৭ থেকে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ৯০,০০০ লোক হতাহত হবে। দিনের বেলায় হলে হতাহতের সংখ্যা হবে ৭০,০০০। ৩,২৬,০০০ ভবনের উপর পরিচালিত সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, এমন তীব্রতার ভূমিকম্পে প্রায় ৭২,০০০ ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে, আরও ৮৫,০০০ ভবন মাঝারি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুধু দালান ভাঙার কারণে ক্ষয়ক্ষতি হবে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য সম্পদ [৫১] এমনকি ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ পরিচালিত রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট টুলস ফর ডায়াগনোসিস অফ আরবান এরিয়াস এগেইন্সট সাইসমিক ডিভাসটার (রেডিয়াস) জরিপে ভূতাত্ত্বিক ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্বের ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকাও অন্যতম [৫২] এছাড়াও জাপানের টোকিও ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (টিআইটি)-র সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত এক সাম্প্রতিক (২০১০) গবেষণায় দেখা গেছে ঢাকার ভূমিতে বিভিন্ন প্রকারের মাটি (লাল মাটি, নরম মাটি ইত্যাদি) রয়েছে। ঢাকার সম্প্রসারিত অংশে জলাশয় ভরাট করে গড়ে তোলা আবাসন এলাকা রয়েছে। ভূমিকম্পের সময় নরম মাটি ও ভরাট করা এলাকার মাটি ভূমিকম্পের কম্পন তরঙ্গকে বাড়িয়ে দেয়, ফলে ভূমিকম্পের তীব্রতা বাড়ে। মাটির বৈশিষ্ট্যের সাথে যোগ হয় ভবনের বা স্থাপনার কাঠামো। এই দুইয়ের সম্মিলনে ভূমিকম্পের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্যতা বাড়ে-কমে। গবেষকরা তাই ঢাকার বর্ধিতাংশের আলগা মাটিসমৃদ্ধ জনবসতিকে যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন [৫২] সুনামির সম্ভাবনা 3/14/22, 1:49 PM বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব - উইকিপিডিয়া [https://bn.m.wikipedia.org/wiki/ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব](https://bn.m.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশে_জলবায়ু_পরিবর্তনের_প্রভাব) 16/41 সহায়ক নিবন্ধ: সুনামি বাংলাদেশের সামগ্রিক ভূতাত্ত্বিক অবস্থা পর্যালোচনা পূর্বক ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত, বঙ্গোপসাগর অভ্যন্তরে F1, F2, F3 এবং F4 নামে ৪টি ভূ-কম্পন উৎস রয়েছে। এগুলোর প্রতিটিই রিখটার স্কেলে ৭-৭.৫[৪৩] মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে এবং যেকোনো সময় ভূমিকম্প সৃষ্টি করে সুনামি ঘটাতে পারে। [৪২] ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্র ৩০মিনিট থেকে ১ঘণ্টার মধ্যে সুনামি, বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে সমুদ্রতলে সৃষ্ট একটি ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়েছিলো, এমনকি ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে ২১০০ কিলোমিটার দূরের সুমাত্রা থেকে বাংলাদেশের ফাটল বরাবর সৃষ্ট একটি ভূমিকম্পের দরুন সৃষ্ট সুনামি প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়েছিলো। ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ফাটলটি এখনও সক্রিয় আছে। অস্ট্রেলীয় একদল বিজ্ঞানীর একটি জরিপে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, বাংলাদেশের নদী বিধৌত পলি সমুদ্রতলে যেসকল পাহাড় বা টিলার সৃষ্টি করেছে, ভূমিকম্পের কারণে সেগুলোতে ধস সৃষ্টি হলেও বড় ভূমিকম্প বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, বাংলাদেশের উপকূলে ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ফল্ট এলাকায় ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি প্রায় ৪ মিটার (১৩ফুট) উচ্চতার সুনামি বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে:

নিঝুম দ্বীপ ৩ মিটার (১০ফুট), সুন্দরবন, কক্সবাজার এবং ভোলার কিছু অংশ ২মিটার (৬.৫ফুট), ছোট ছোট চর ও দ্বীপাঞ্চল যেমন - মনপুরা, মেঘনার মোহনা ইত্যাদি ২ মিটার (৬.৫ফুট) উচ্চতার জলোচ্ছাস দ্বারা প্লাবিত হবে। এরকম সুনামি আঘাত হানলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, বাগেরহাট, খুলনা, বরিশাল ও সাতক্ষীরায় কয়েকশত কিলোমিটার সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চল বিপর্যস্ত হবে বলে আশঙ্কা করা হয়। [৪৩] সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি (SLR) মূল নিবন্ধ: সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি: বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল ভাগ থাকায় দিনে দিনে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ডুবে যাবার আশঙ্কায় রয়েছে বাংলাদেশ। [১৯] UNFCCC'র দেয়া তথ্যমতে, বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ১০-২০ সেন্টিমিটার বেড়েছে এবং ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ আরো ১৮-৫৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়লে মালদ্বীপসহ তলিয়ে যাবে উপকূলবর্তী দেশ বাংলাদেশও। [৫৩] জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল-এর তথ্যমতে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের অন্তত ১৭% ভূমি সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে। [৫৪][৫৫] 'দ্যা সায়েন্টিফিক কমিটি অন এন্টার্কটিক রিসার্চ' (SCAR) জানিয়েছে, যে হারে এন্টার্কটিকার বরফ গলছে, তাতে ২১০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের ৩/১৪/২২, ১:৪৯ PM বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব - উইকিপিডিয়া <https://bn.mw.ki.pedi.a.or.g/wi.ki/> বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ১৭/৪১ উচ্চতা বাড়বে ৫ ফুট। বিগত দিনের পরিসংখ্যানের প্রায় দ্বিগুণ এই হিসাবের প্রেক্ষিতে ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা DFIDএ পরিমাণ উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় এক পঞ্চমাংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। [৫৬] বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি তে বুল্কিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম [৮] এরকম অকস্মিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ দেশের প্রায় ৮%-এরও বেশি নিম্নাঞ্চল ও প্লাবন ভূমি আংশিক এবং/অথবা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়বে। [২৩] এছাড়া ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড বা WWF-এর মতে সমুদ্র স্তরের উচ্চতাবৃদ্ধি তে ঢাকাও আক্রান্ত হতে পারে। [১৮] এইসব ভবিষ্যত সংশ্লিষ্টতার প্রেক্ষিতে পেরিয়ে বর্তমান নেই (২০০৯) সুন্দরবনে সর্বপ্রথম, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অনুভূত হয়। [১৬] কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞানীদের দেয়া তথ্যমতে, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত সমুদ্র, প্রতি বছর ৩ মিলিমিটার (০.১২ ইঞ্চি) করে বাড়ছিল, কিন্তু পরবর্তী দশকেই প্রতি বছর ৫ মিলিমিটার (০.২ ইঞ্চি) করে বাড়ার শুরু হয়েছে।

৭.৭ গ্রিনহাউজ এফেক্ট (Greenhouse effect)

আমরা প্রায়ই বলে থাকি 'গ্রিনহাউজ এফেক্ট'-এর কথা। এফেক্ট শব্দের বাংলা অর্থ প্রতিক্রিয়া। এই পৃথিবীকে সবুজ-সজীব রাখতে হলে বিভিন্ন গ্যাসগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকতে হবে। না হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে, আবার কোথাও কোথাও কমে যাবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানুষসহ পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদ।

বর্তমানে নানা কারণে বায়ুমন্ডলে গ্যাসগুলোর পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা খুব বেশি করে বাড়ছে। এর ফলে মেরু অঞ্চলের জমাটবাঁধা বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ছে। খরা, বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। দেখ গ্রিনহাউজের এই প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষই দায়ী। আমরা না জেনে ক্ষতিকর অনেক কাজ করে চলেছি। আমাদের গাড়ি, কলকারখানা প্রতিদিন যে ধোঁয়া বাতাসে ছাড়ে তাতে থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ অনেক গ্যাস। বাতাসে এই সব গ্যাসের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বলে ক্ষতিকর। তবে পৃথিবীতে গাছপালা, বন বেশি থাকলে এই সমস্যা তীব্র হতো না। কারণ এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস আবার গাছপালার খুব প্রয়োজন। আমরা আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ি। আর গাছপালা করে ঠিক তার উল্টোটা। গাছপালা বেঁচে থাকার জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং ছাড়ে অক্সিজেন, যা আমাদের খুব প্রয়োজন। এ জন্য এই পৃথিবীকে গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন বেশি বেশি করে গাছ লাগানো এবং কলকারখানার কালো ধোঁয়া রোধ করা।

৭.৮ ওজোনস্তর(Ozone layer)

গ্রিনহাউজ গ্যাসের মধ্যে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন নামে একটি গ্যাস আছে যা ওজোনস্তরের জন্য ক্ষতিকর। এখন বোঝা দরকার ওজোনস্তর বলতে কী বুঝায়। ভূপৃষ্ঠের ওপরে ২০-৩০ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে বায়ুর একটি স্তর। এর বৈজ্ঞানিক নাম হলো স্ট্রাটোসফিয়ার, যা আমরা ওজোনস্তর নামে চিনি। ওজোন স্তরটি ওজোন গ্যাসে পরিপূর্ণ। স্বাভাবিক অবস্থায় ওজোনস্তর ১৬ থেকে ৪৮ মিটার পুরু ওজোন কণা দিয়ে তৈরি।

সূর্য থেকে নানা ধরনের আলো এসে পৃথিবীতে পড়ে। এগুলোকে বলে আলোক রশ্মি। এর মধ্যে একটি হলো অতি বেগুনি রশ্মি বা আলট্রা ভায়োলেটরে। এই রশ্মি পৃথিবীর জীবের জন্য ক্ষতিকর। ওজোন স্তরের কারণে পৃথিবীতে অতি বেগুনি রশ্মি আসতে পারে না। কারণ ওজোনস্তর ক্ষতিকর বেগুনি রশ্মিকে ছাঁকন বা ফিলটারের মতো ছেকে দেয়। ফলে এ রশ্মি পৃথিবীতে আসতে পারে না।

জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের কারণে আমরা অনেকেই ঘরে ঘরে রেফ্রিজারেটর (ফ্রিজ) ও এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার করছি। পচনশীল ফসল কোল্ড স্টোরেজে রাখছি। মশক নিধনে অ্যারোসল ব্যবহার করছি। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, আমরা যেসব গ্যাস এসব যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করি তা ওজোন স্তরের জন্য ক্ষতিকর। এসব গ্যাস বাতাসের সংস্পর্শে আসার পর দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং প্রতিনিয়ত ওজোন কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে থাকে। এই গ্যাসগুলোর মধ্যে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন অন্যতম। এই গ্যাস ওজোন স্তর খেয়ে ফেলে।

ওজোন স্তর ক্রমশ হালকা-পাতলা হয়ে যাওয়ায় আমরা বলে থাকি ওজোন স্তর ‘ফুটো’ হয়েছে। ওই ফুটো দিয়ে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি অতি সহজেই ভূপৃষ্ঠে প্রবেশ করতে পারে। ফলে মানুষ আক্রান্ত হয় বিভিন্ন রোগে যেমন- ত্বকের ক্যান্সার, চোখের রোগ ইত্যাদি।

৭.৯ গ্লোবাল ওয়ার্মিং(Global warming)

জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি ক্ষতিকারক দিক হলো গ্লোবাল ওয়ার্মিং। ভূপৃষ্ঠে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকলে ভূপৃষ্ঠে বায়ুমন্ডল আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ সূর্যের আলো ধারণ করবে। ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ গরম হতে থাকবে। এ অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ‘ভূমন্ডলীয় উষ্ণতা’ বলে থাকে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং হলে নিচের লক্ষণগুলো ফুটে উঠবে :

- পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে বরফ গলতে শুরু করলে সমুদ্রের পানি বাড়তে থাকবে
- অনেক দেশের নিচু এলাকা এবং অনেক ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্র চিরকালের মতো সমুদ্রে হারিয়ে যাবে। মানুষ শরণার্থীর মতো দেশে দেশে আশ্রয় খুঁজবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঝড়, বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি ও খরার প্রকোপ বাড়বে।
- উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে রোগ বাড়বে, জমিতে আগাছা বাড়বে ও ফসলহানি হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ পানি আছে তার দুই ভাগ আছে বরফ হিসেবে। তাপমাত্রা বাড়ার ফলে বরফ গলে যাচ্ছে এবং বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত বাড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে উপকূল, নিচু দ্বীপ ইত্যাদি নিচু এলাকা ডুবে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বেড়ে গেছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ঝড়, সাইক্লোন, খরা ইত্যাদির মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। প্রচুর সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই মাত্রা চলতে থাকলে ক্ষতির মাত্রা আরো বাড়বে।

জলবায়ুর পরিবর্তন বদলে দিচ্ছে আমাদের জীবন। এ কারণে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্পর্শে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হয়ে উঠছে। অতিমাত্রায় কার্বনযুক্ত গ্যাস নিঃসরণ, ভূমিক্ষয়, সর্বোপরি বৈশ্বিক উষ্ণতা এসবই আমাদের জলবায়ু বদলে দিচ্ছে। অনুন্নত দেশগুলোকে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি সরবরাহ করার বিষয়টিতে ধনী দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিয়োটো চুক্তির আওতায় এ বিষয়ে একটি তহবিল গঠনের তাগিদও দেয়া হয়েছে।

৭.১০ জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের বিপন্নতা

পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে তার ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও এর পভাব পড়েছে। তার কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরি।

১) ঋতুর পরিবর্তন :

ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের প্রতিটি ঋতু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন ঋতুর আগমন ও প্রস্থানের সময়কালের সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন-আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল হলেও আশ্বিন মাসেও ভারী বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়। বাংলা ১৪২৮ সালের পৌষ-মাঘ মাসেও দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাত হতে দেখা গেছে। এ দেশে অসময়ে বন্যা হতেও দেখা গেছে। অন্যদিকে পৌষ ও মাঘ মাস শীতকাল হলেও ফাল্গুন ও চৈত্র মাস পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলে রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয় এবং লেপ, কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমাতে হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় প্রভৃতি জেলায় শীত ঋতুর পরেও আকাশে দুপুর পর্যন্ত ঘন কুয়াশা দেখা যায়, যা কিছুকাল পূর্বে ও দেখা যেতনা। এছাড়া শরৎ, হেমন্ত, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল তারও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে কখনও কখনও তীব্র গরম পড়ে এবং তা একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত বিরাজমান থাকে, যাকে তাপদাহ বা দাবদাহ নামে অভিহিত করা হয়। এই তাপমাত্রা কোনো কোনো অঞ্চলে ৪৫ডিগ্রী থেকে ৪৮ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ফলে গ্রীষ্মকালে অস্বাভাবিক গরম এবং শীতকালে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা পড়ে যা শিশু ও বৃদ্ধ মানুষের জন্য তা খুবই অস্বস্তিকর। ফলে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটছে।

২) মরুময়তা :



প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলে এবং স্থানিক বিচারে তা সমভাবে বন্টিত না হলে মরুময়তা দেখা দিতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলিতে খরার প্রকোপ দেখা যায়। জলবায়ুর মৃদু পরিবর্তন হলে খরার ব্যাপ্তি আরও বাড়বে এবং খরা কবলিত এলাকার পরিধিও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ধান, গম, আলুসহ বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৩) অস্বাভাবিক বন্যা ও নদীর প্রবাহ হ্রাস :



বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রভাবে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বন্যা একদিকে যেমন ক্ষতি করে অন্যদিকে তেমনি উপকারও করে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘনঘন এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন- ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ ও ২০০৭ সালে বন্যা ছিল প্রলয়ংকারী এবং এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়া ২০১৬ সালেও লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, সুনামগঞ্জসহ দেশের



মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বন্যার এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। অন্যদিকে IPCC এর তথ্যানুযায়ী ২০৩০ সালের পর এদেশের নদীর পানির প্রবাহ অনেক কমে যাবে যা ইতোমধ্যে অনেক নদীতে দেখা দিয়েছে। অনেক নদী শুধুমাত্র বর্ষাকালে সচল থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ একেবারে কমে যায় তার মধ্যে মেঘনা, কীর্তনখোলা, ডাকাতিয়া অন্যতম।

৪) কৃষি ও মৎস্য সম্পদ:



বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা, স্বল্প বা অধিক তাপমাত্রা কৃষির উৎপাদন ব্যাহত করবে এবং যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে। নীমাত দূক বাংলাদেশে পূর্বের মতো দেশীয় মাছ আর পাওয়া যায় না। মাছে ভাতে বাঙালি প্রবাদটি আজ আর সেভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের আবাসস্থল, খাদ্য সংগ্রহ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে।

৩২ডিগ্রী সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রা হলে অনেক মাছ ও মরে যেতে পারে। এছাড়া উচ্চ তাপমাত্রা রোগ-জীবাণু জন্মাতে সহায়তা করায় মাছের রোগ প্রবনতা বেড়ে গিয়ে মাছের বহু প্রজাতি হুমকির মুখে পড়েছে।

৫) জীববৈচিত্র্য হ্রাস:



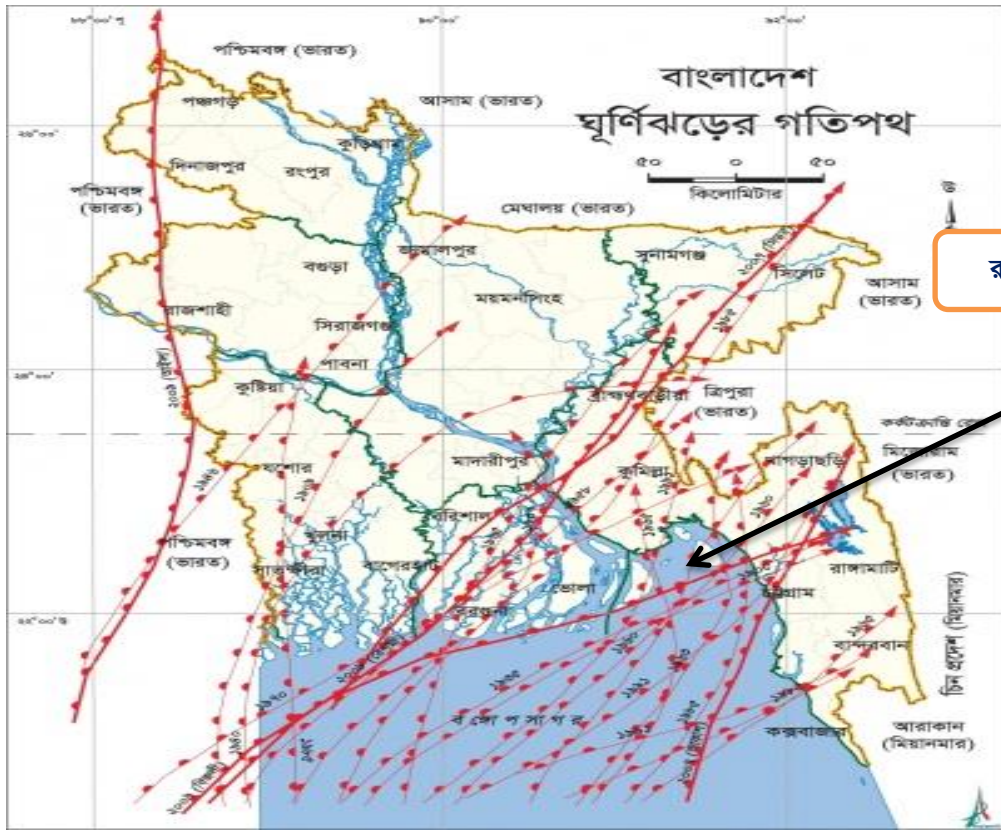
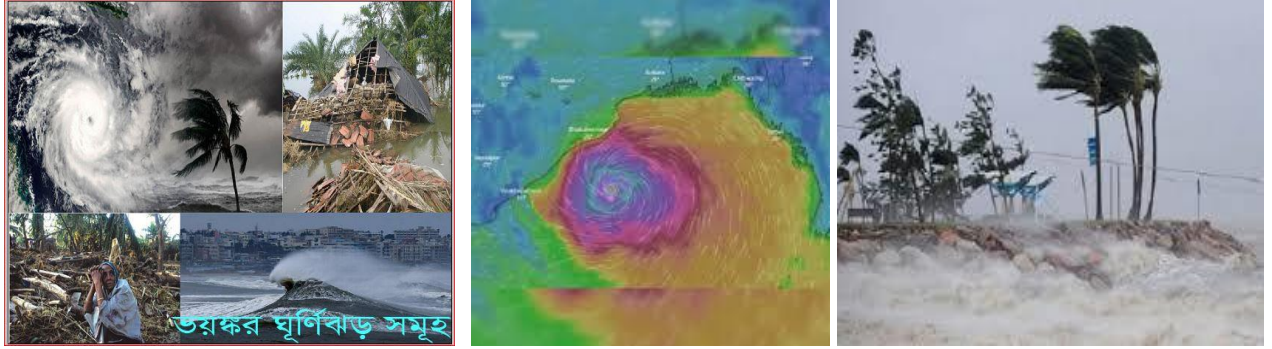
জলবায়ু পরিবর্তনে হুমকির মুখে জীববৈচিত্র্য

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩৯ প্রজাতির প্রাণি হুমকির সম্মুখীন। এর মধ্যে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, অজগর, বুনো হাঁস, কালো হাঁস, নীল গাই, বুনো মহিষ, মিঠা পানির কুমির, ঘরিয়াল প্রভৃতি। ধারণা করা হয়, জলবায়ু জনিত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ৩০ শতাংশ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বন বিজ্ঞানীগণের মতে, বাংলাদেশে ১২৫টির মতো বৃক্ষ প্রজাতি বিপন্ন প্রায়। এর মধ্যে কাস্টল ও ঔষধি বৃক্ষ বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৬) ঘূর্ণিঝড় :



জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন ও ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়েছে। অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আঘাত হেনেছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার সময়কাল উল্লেখ করা হলো:



সারণী ৭.১০.১ বাংলাদেশে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়সমূহ

ক্রমিক নং	ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার সাল	ঘূর্ণিঝড়ের নাম
০১	১২/১১/১৯৭০	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
০২	২৯/১১/১৯৮৮	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
০৩	২৯/০৪/১৯৯১	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
০৪	১৫/১১/২০০৭	সিডর
০৫	২৫/০৫/২০০৯	আইলা
০৬	২৬/০৪/২০১৯	ফনি

০৭	২০/০৫/২০২০	আফান
----	------------	------

সূত্রঃ পৌরসভা উন্নয়ন লাইন সারভে

৭) উপকূলীয় এলাকা :



উপকূলীয় জোয়ার-ভাঁটার স্রোত, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা প্রভৃতির দ্বারা উপকূলীয় এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে উপকূলীয় এলাকার অনেক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলে বসবাসকারী ৩০ মিলিয়ন মানুষ ও নানা প্রজাতির জীবজন্তু, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উপকূলীয় জোয়ার-ভাঁটার স্রোত, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা প্রভৃতির দ্বারা



উপকূলীয় এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে উপকূলীয় এলাকার অনেক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলে বসবাসকারী ৩০ মিলিয়ন মানুষ ও নানা প্রজাতির জীবজন্তু, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৮) খাদ্য নিরাপত্তা :



জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেকেই কৃষি জমি হারাবে। বাংলাদেশে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা প্রভৃতির প্রভাবে কিছু জমিতে সাময়িক উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশ প্রধান খাদ্য ধান উৎপাদনে প্রায় স্বাবলম্বী।

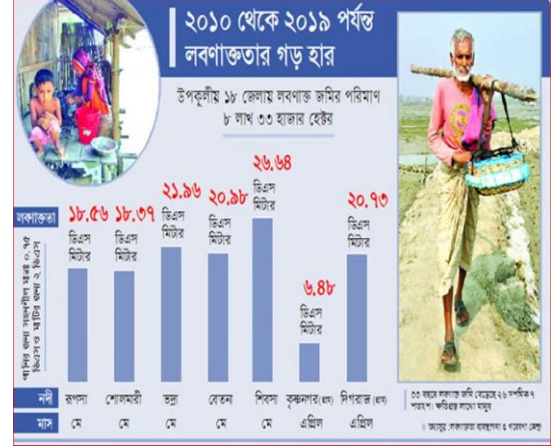
বাঁধ ভেঙে উপকূলের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত

৯) লবণাক্ততার পরিমাণ :



জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হলে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১৩% কৃষি জমি ইতোমধ্যে লবণাক্ততার শিকার হয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ১৬% এবং ২১০০ সাল নাগাদ ১৮% এ পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুতরাং, বলা যায় যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি বৃদ্ধি বাংলাদেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করবে এবং সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হবে।

৫.১০.২ মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রভাব চিত্রঃ



১০) স্বাস্থ্য ঝুঁকি :

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির মাত্রা বেড়ে গেলে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন রোগ-জীবাণু ছড়াবে যা জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে। এ ধরনের দুর্যোগের পরে নানাবিধ রোগ যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া, চর্মসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ বেড়ে যাবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ্যানথ্রাক্সের মতো অনেক প্রাণঘাতী রোগ-জীবাণু ও সৃষ্টি হতে পারে।

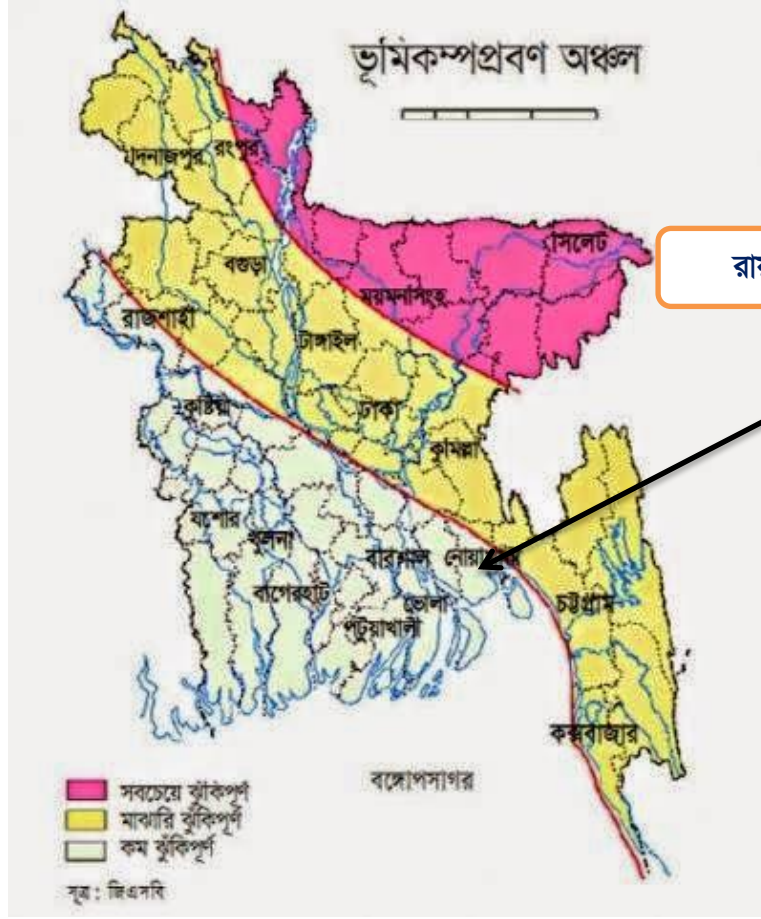
১১) বনাঞ্চল :



জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বেড়ে গেলে বনভূমির উপরও প্রভাব পড়বে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সমুদ্রের পানির উচ্চতা যদি ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়ে, তাহলে একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনের ৭৫% পানির নিচে তলিয়ে যাবে। আর যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রায় পুরো সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। এছাড়া অধিক হারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং তাপমাত্রা ও বৃদ্ধি পাবে।

বনভূমির উপর জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত প্রভাব

ভূমিকম্প বৃদ্ধি :



প্রাকৃতিক ভাবেই কার্বন চক্রের প্রভাবে ভূমিকম্প হয়ে থাকে, বাংলাদেশেও তার ব্যত্যয় হয় না। বাংলাদেশে ৮টি ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি এলাকা বা ফল্ট জোন সচল অবস্থায় রয়েছে, যথা: বগুড়া চ্যুতি এলাকা, রাজশাহীর তানোর চ্যুতি এলাকা, ত্রিপুরা চ্যুতি এলাকা, সীতাকুন্ড-টেকনাফ চ্যুতি এলাকা, হালুয়াঘাট চ্যুতি ডাওকী চ্যুতি এলাকা, ডুবুরি চ্যুতি এলাকা, চট্টগ্রাম চ্যুতি এলাকা, সিলেটের শাহজীবাজার চ্যুতি এলাকা (আংশিক-ডাওকী চ্যুতি) এবং রাঙামাটির বরকলে রাঙামাটি চ্যুতি এলাকা। পৃথিবীর মোট ১১টি মূল টেকটনিক প্লেটের ৭ নম্বর প্লেটটি মেঘালয়-মিয়ানমার-পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে মিয়ানমারের কাছেই সমুদ্রো কূলবর্তী অঞ্চলে প্লেটটি আরেকটি প্লেটের নিচে ঢুকে যাচ্ছে এবং সেখানে একটি চ্যুতি (রাখাইন চ্যুতি) তৈরি হচ্ছে, যা ৬.৫ থেকে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে।

১২) বজ্রপাত :



জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাত পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতির এক ভয়ংকর সুন্দর। সুন্দর এই অর্থে যে, এমন দৃশ্য মানুষের চোখে বছরের সব সময় পড়ে না। শুধুমাত্র বর্ষার এই মৌসুমে মেঘের গর্জন হিসেবে পরিচিত চোখ ধাঁধানো স্কুলিঙ্গ অর্থাৎ ‘বজ্রপাত’ আমরা দেখতে পাই। শীতের শুষ্ক প্রকৃতি যখন রুঢ় আচরণ করে ঠিক তখন বৃষ্টি আসে বজ্রের গর্জন দিয়ে।

ঘন কালো মেঘে ঢেকে যাওয়া পৃথিবীকে হঠাৎ আলোকিত করে বজ্র যে ডাক দেয় তা শুনে চমকে উঠে হেসে দেন অনেকেই। বর্তমান সময়ে বজ্রপাতে প্রাণহানির ঘটনা বেড়েই চলেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিদিনই আসছে মৃত্যুর খবর। ২০২১ সালে মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত চার মাসে সারাদেশে বজ্রপাতে ১৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে আহত হয়েছেন অন্তত ৪৭ জন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোণা ও চট্টগ্রামে বজ্রাঘাতে প্রাণহানি বেড়েছে। তবে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সিরাজগঞ্জ।

বজ্রপাত সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মতবাদ

ভূ-পৃষ্ঠের পানি যখন বাষ্প হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন মেঘের নিচের দিকে ভারী অংশের সাথে জলীয়বাষ্পের সংঘর্ষ হয়। এর ফলে অনেক জলকণা ইলেকট্রন ত্যাগ কৃত হয়ে ধনাত্মক চার্জ এ পরিণত হয় এবং অনেক জলকণা সে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক চার্জে পরিণত হয়।

ডিসচার্জ প্রক্রিয়া ৩ ভাবে হয়ে থাকে। যথা - (১) একই মেঘের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ এর মধ্যে। (২) একটি মেঘের ধনাত্মক চার্জ এর সাথে অন্য মেঘের ঋণাত্মক, আবার অন্য মেঘের ধনাত্মক চার্জ এর সাথে ওই মেঘের ঋণাত্মক চার্জ এর মধ্যে। (৩) মেঘের পজেটিভ আধানের ও ভূমির মধ্যে (একে ক্লাউড টু গ্রাউন্ড ডিসচার্জিং বলে)।

এ চার্জিত জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত হলে মেঘে বিপুল পরিমাণ স্থির তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এ সময় অপেক্ষাকৃত হালকা ধনাত্মক আধান মেঘের উপরে এবং অপেক্ষাকৃত ভারী ঋণাত্মক চার্জ নিচে অবস্থান করে। মেঘে এই ২ বিপরীত চার্জের পরিমাণ যথেষ্ট হলে ডিসচার্জ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ডিসচার্জিং এর ফলে বাতাসের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক স্পার্ক প্রবাহিত হয়। এ বৈদ্যুতিক স্পার্ক এর প্রবাহই ‘বজ্রপাত’। কিন্তু সব বজ্র ভূপৃষ্ঠে পড়ে না। শুধু ক্লাউড টু গ্রাউন্ড ডিসচার্জিং এর ফলে সৃষ্ট বজ্রই ভূপৃষ্ঠে পড়ে।

বজ্রপাতের শক্তি

ভূমি থেকে ৩ মাইল দূরত্বের বজ্রপাত ১ বিলিয়ন থেকে ১০ বিলিয়ন জুল শক্তি উৎপন্ন করে। বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপক একক ‘কিলোওয়াট/ আওয়ার’। এ হিসেবে এ শক্তি ২৭,৮৪০ কিলোওয়াট/আওয়ার।

বাংলাদেশে একটি পরিবার গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ১০০-১৫০ ইউনিট (কিলোওয়াট-আওয়ার) বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। তার মানে একটি বজ্রপাতের বিদ্যুৎ শক্তি জমা করতে পারলে একটি পরিবার ১৮৫ মাস বা, প্রায় ১৫ বছর বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন। বজ্রপাত থেকে উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ তড়িৎ শক্তিকে ধারণ করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের বিষয়ে বিজ্ঞানীরা উৎসাহী হয়ে উঠেছেন এবং তা বাস্তবায়িত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের দেশে বজ্রপাতের শিকার মানুষদের বড় অংশ কৃষক, যারা সবার মুখে অন্ন তুলে দিতে মাঠে যান। আর সেখানেই মরে পড়ে থাকেন। অথচ বিশেষজ্ঞরা সব সময়ই বলে আসছে- এসময় বাড়-বৃষ্টিতে ঘরে থাকার বিকল্প নেই। আমাদের দেশের সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বজ্রপাতের কারণ

বাংলাদেশে বজ্রপাত নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাদের মতে, বাংলাদেশে বজ্রপাতের মূল কারণ দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান। বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর, এরপরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসছে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, কিছু দূরেই হিমালয় রয়েছে, যেখান থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। এই দুই বাতাসের সংমিশ্রণ বজ্রপাতের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। ‘এক সময় আমাদের গ্রামে-গঞ্জে মাঠের মধ্যে গাছ থাকতো। কিন্তু আমরা এসব গাছ কেটে ফেলেছি। সেটা তালগাছই হোক বা অন্য গাছ। এসব গাছ আবার লাগাতে হবে।’

বজ্রপাত থেকে বাঁচতে যে তিনটি ধাপের কথা বলা হয়, তার প্রথমেই রয়েছে পূর্বাভাস। তবে খোদ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে আবহাওয়া অধিদপ্তর বর্তমানে যেভাবে পূর্বাভাস দেয় সেটা খুব একটা কার্যকর নয়। যে এলাকায় বজ্রপাত হতে পারে বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে তার একটা পূর্বাভাস দেয়া হয় তবে সকাল কয়টা থেকে কয়টায় হবে-সেটা নির্ধারণ করা বাংলাদেশের পক্ষে কঠিন কাজ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা

সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। বজ্রপাতে মৃত্যু ও হতাহত এড়াতে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেগুলো হলো :

১. বজ্রঝড় সাধারণত ৩০-৩৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করা। অতি জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে রাবারের জুতা পরে বাইরে যাওয়া যেতে পারে এটি বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা দেবে।
২. বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলামাঠে থাকলে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে নিচু হয়ে বসে পড়তে হবে।
৩. বজ্রপাতের আশঙ্কা দেখা দিলে অতি দ্রুত সম্ভব কংক্রিট ভবনে আশ্রয় নিতে হবে। ভবনের ছাদে বা উঁচু ভূমিতে যাওয়া উচিত হবে না।
৪. বজ্রপাতের সময় যেকোনো ধরনের খেলাধুলা থেকে শিশুকে বিরত রাখতে হবে, ঘরের ভেতরে অবস্থান করতে হবে।
৫. খালি জায়গায়, উঁচু গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি, ধাতব পদার্থ বা মোবাইল টাওয়ার নীচে থাকা উচিত হবে না। বজ্রপাতের সময় গাছের নিচে থাকা বিপজ্জনক।
৬. বজ্রপাতের সময় ছাউনিবিহীন নৌকায় মাছ ধরতে না যাওয়া উচিত। সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে।
৭. গাড়ির ভিতর অবস্থান করলে গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ রাখা যাবে না।

বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য করণীয়



বজ্রপাত থেকে বাঁচতে করণীয়

(১) মৃত্যুর হার কমাতে ‘সরকার তালগাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু সেই গাছ লাগাচ্ছে রাস্তার পাশে। এটা দিয়ে কিছুই হবে না। দ্রুত বর্ধনশীল গাছ লাগাতে হবে। লাগানোর জায়গাটা হতে হবে বিলের মাঝখানে। খোলা জায়গার মাঝখানে। তাহলেই সেটা বজ্রপাতে মৃত্যু কমাতে পারবে।’

১. বজ্রপাতের ১৫ মিনিট আগেই আবহাওয়া অধিদপ্তর জানতে পারে কোন কোন এলাকায় বজ্রপাত হবে। এটাকে মোবাইল মেসেজ আকারে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২. বাড়ি/জলোচ্ছ্বাসের মতো এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘোষণা করে মানুষের জীবনরক্ষার্থে এই খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

৩. মাঠে, হাওর, বাওরে বা ফাঁকা কৃষি কাজের এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। তার উপরে বজ্রনিরোধক স্থাপন করতে হবে যেন বজ্রপাতের সময় কৃষকগণ সেখানে অবস্থান বা আশ্রয় নিতে পারে।
৪. বিদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে থান্ডার প্রটেকশন সিস্টেমের সকল পণ্যে শুল্ক মুক্ত করতে হবে।
৫. সরকারিভাবে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি বজ্রনিরোধক স্থাপনের ঘোষণা দিতে হবে।
৬. বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা/ থান্ডার প্রটেকশন সিস্টেম যুক্ত না থাকলে নতুন কোনো ভবনের নকশা অনুমোদন করা যাবে না।

সুপারিশসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি পালন করা অত্যন্ত জরুরী

- ১) বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জনগণ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে করতে হবে।
- ২) সকলের সদিচ্ছা ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী।
- ৩) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নিয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার প্রচারণা ও অত্যন্ত জরুরী।
- ৪) জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণায় রায়পুরপৌরসভার জনপ্রতিনিধি, স্কুলের শিক্ষক, এনজিও, ওয়ার্ড কমিটি, শহর সমন্বয় কমিটি, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিতগণকে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে।
- ৫) সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।
- ৬) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় টেকসই পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
- ৭) অধিকহারে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন আজ বিশ্বব্যাপী উৎকর্ষার এক গুরুতর কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশেও এর উৎকর্ষার কারণ রয়েছে যা ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ঋতুর পরিবর্তন, খরা, অস্বাভাবিক বন্যা, কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন হ্রাস, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন সমস্যা অধিক মাত্রায় দেখা দিবে। আর বৈশ্বিকভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হওয়াসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে এবং বিঘ্নিত হবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ববাসীকে যেমন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় নিজেদের সক্ষম করে গড়ে তোলা, এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা, সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অব্যাহত রাখা। অধিক জনসংখ্যা ও দারিদ্রতার কারণে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে, সুতরাং তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি এবং সচেতন থাকতে হবে।



বর্ষাকালে ভূমিধসে ক্ষতিক্ষত রায়পুর পৌরসভা



বন্যায় কবলিত রায়পুর পৌর এলাকা

৭.১০.৩ উপসংহার (Conclusion)

পিডিপি প্রনয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামের UGIAPএর মূল কার্যক্রম সমূহের একটি। পিডিপি পৌরসভাকে পরিকল্পিত উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করবে, যা বিনিয়োগের প্রভাবকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির আওতায় অনেক পৌরসভাতেই পিডিপি প্রনয়ন করা হয়েছে, যেমন-UGIIP-2, NOBIDEP। এছাড়া, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এ নগর পরিকল্পনাকে পৌরসভার অন্যতম একটি কাজ হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। অতএব পৌরসভাকে মনে রাখতে হবে যে, পিডিপি শুধুমাত্র নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর জন্য নয় বরং নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম অথবা অন্য যেকোন প্রকল্পের আওতায়ই পৌরসভাকে নেয়া হোক না কেন পিডিপি প্রনয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের কাজ সকল পৌরসভাকেই করতে হবে। পিডিপি মূল্যায়ন ও হালনাগাদ করার কাজ পৌরসভা নিয়মিত ভাবে চালিয়ে যেতে হবে, এমনকি নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রাম এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরেও একাজ চালিয়ে যেতে হবে।

পিডিপি ছাড়াও, প্রায় প্রতিটি পৌরসভাতেই এলজিইডি'র UTIDP এবং DTIDP প্রকল্পের সহযোগিতায় ২০ বছর মেয়াদি নগর উন্নয়ন মহা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। মহা পরিকল্পনা প্রনয়ন শেষে এটাই হবে সকল ধরনের নগর উন্নয়নের ভিত্তি। পিডিপি ও মহা-পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মহা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কারণ পিডিপি হচ্ছে একটি ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা, অপরদিকে পৌরসভা মহা পরিকল্পনা হচ্ছে ২০ বছর মেয়াদি। মহা পরিকল্পনা ও পিডিপি'ও মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর একটি সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে মহা পরিকল্পনায় পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা, অপরদিকে পিডিপিতে বিনিয়োগ পরিকল্পনার উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে, মহা পরিকল্পনা প্রতিটি পৌরসভার উন্নয়ন রূপকল্প, মৌলিক উন্নয়ন নীতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জন পরিসেবা উন্নতিকরণ সহ প্রতিটি পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রণীত হয়েছে। পিডিপিতে আগামী ৫ বছরের বিনিয়োগ পরিকল্পনা সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং তা পৌরসভা মহা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সাথে কোন ভাবেই সাংঘর্ষিক নয়।

সকল পৌরসভা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ করে যাবে। পৌরসভা অবশ্যই বিবেচনা করবে যে, কিভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া তাদের নিজস্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় অধিকতর কার্যকর ও টেকসই করা যায় এবং নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রোগ্রামটি সমাপ্তির পরেও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার চর্চা অব্যাহত রাখা।